B.E 1405

Rebound

গ্রন্থাবলী-সিরিজ

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

(চতুর্থ ভাগ)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ প্রণীত

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
[বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড]
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

(চতুর্থ ভাগ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

N.J.R.
Acc. No. 1988/2491
Date 31.12.98
Item No. [illegible]/1405
Don. by

Micro

3

রঞ্জাবতী

([illegible])

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ. প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

[illegible]	বিক্রমপুরের রাজা।
[illegible]	[illegible] রাজা।
মহীপাল	গৌড়ের সম্রাট-পুত্র।
[illegible] ও [illegible]	[illegible] রাজপুত্র।
চন্দ্রসেন	[illegible] রাজপুত্র।
মণিরাম রায়	বিক্রমপুরের রাজার সেনাপতি।
[illegible]	গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী।
মধু সর্দার	
কানাই	মধুর পুত্র।
[illegible]	
[illegible]	মণিরামের ভৃত্য।
[illegible]	

স্ত্রী

[illegible]	বিক্রমপুরের রাণী।
[illegible]	বিক্রমপুরের রাজার ভাগিনী।
[illegible]	মধুর স্ত্রী।
[illegible]	ঐ মাতা।

কঞ্চুকী, প্রজাগণ, নাগরিকগণ, [illegible], রাজদূত, বিদ্রোহী সর্দার, [illegible], প্রহরীগণ, সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, [illegible], চন্দ্রসেনের [illegible], বালক-বালিকা ইত্যাদি।

রঙ্গাবতী

প্রথম অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

বিষ্ণুপুর—রাজবাটী।

(বীরহম্বীর ও পদ্মাবতী)

পদ্মা। হাঁ মহারাজ, রঙ্গাবতীর বিবাহের কি ঠিক করলেন? আর ত তার বিবাহ না দেওয়া ভাল দেখায় না। আপনিই এখন তার অভিভাবক, [illegible] পাত্র পাওয়া না হ'লে আপনারই যে দুর্নাম মহারাজ।

বীর। তা ত সব বুঝছি, কিন্তু কি করব [illegible] এদের মত পাত্র পাচ্ছি না।

পদ্মা। এই বাঙ্গালা মুলুকে কি তার রঙ্গাবতীর পাত্র মিলল না?

বীর। ঠিক খুঁজে ত পাচ্ছি না।

পদ্মা। বলেন কি? আপনি এ কি বলছেন মহারাজ?

বীর। ঠিক, কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি না। তা যদি থাকত, তা হ'লে কি একটু সুস্থ হয়ে বসত, তার জমীদারের বসাই যোগ, যদি আজ সমস্ত বীরভূম তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করে? তাতে এত জমীদার থাকতে কেউ তাকে দমন করতে পারছে না। তা হ'লে কি করি, তোমার পিতা মৃত্যুকালে তোমার ভগিনীকে হাতে হাতে সমর্পণ ক'রে গেছেন। সেই জন্যই আমি কোনও কাজ করতে পারছি না। আর কেমন ক'রে বিবাহ দিই? কোথায় দিই পদ্মাবতি? আজ যদি রাজপুত্র দেখে রঙ্গাবতীকে তার হাতে সমর্পণ ক'রব—আশা দু'দিন বাদে সে রাণী হবে—কিন্তু কাল তাকে ভিখারিণী দেখব। এ রকম অবস্থায় কি ক'রে তাকে পাত্রস্থ করি? তুমি আমায় রঙ্গাবতীকে অযোগ্যের হাতে সমর্পণ করতে বল?

পদ্মা। তা কেমন ক'রে বলব? কিন্তু এও বড়ই দুঃখের কথা, দেশের এত রাজা জমীদার থাকতে বসাই [illegible] দমন হ'ল না।

বীর। এই দুঃসময়ে কেবল আমি অশক্ত বৃদ্ধ, কলিঙ্গদেশ থেকে [illegible] পর্য্যন্ত [illegible], তখন একটি সুসন্তানের অভাবে দুঃসহ চিন্তার ভারে আমি দিন দিন মুহ্যমান হ'তে চলেছি। পুত্র বেঁচে থাকলে আজ [illegible]—পুত্র প্রতিষ্ঠিত রাজ্য—সুখী প্রজা—আমি কোথা নিশ্চিন্ত হয়ে শুধু ভগবদারাধনায় নিযুক্ত থাকব, তা না ক'রে রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভেবে ভেবে আমি চিন্তাভারে অবসন্ন।

পদ্মা। কি অদ্ভুত মহারাজ, আমার অদৃষ্ট!

বীর। আমারও কি নয়? আমি এই বৃদ্ধবয়সে কি দিব? যৌবনের যে শক্তিবলে আমি বহুযুদ্ধে [illegible] কাহিনী রচেছি, যে সমস্ত আপদের মধ্য দিয়ে একটি [illegible] অনাধিপতিত [illegible] এই বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থাপিত করেছে, সে শক্তি অন্যের মত অন্তর্হিত।

পদ্মা। [illegible] কেউ [illegible] দমন করতে পারবে না, তখন বসাই নিজে দমন করুক না কেন?

বীর। এক জন রাজার পক্ষে সাধারণ শত্রু দমন করতে, দেশের লোক জানে এখন হয়ে তার [illegible] বাঙ্গালায় যে রাজপুরুষ আর নাই। [illegible] দিন ধরে [illegible] বাঙ্গালী বীরপুরুষের চিহ্ন পর্য্যন্ত মিলিয়ে গিয়েছে। বাঙ্গালী শক্তি হারিয়ে এখন শুধু কলমের [illegible] নিপুণ। [illegible] মত শুধু কলমে আর [illegible] পারদর্শী। কি আর বলব পদ্মাবতি! চিন্তায় আমার শরীর জর্জরিত। সামান্য বসাই লোকের উৎপাতে বাঙ্গালা যদি এত শঙ্কিত, কোন প্রবল শত্রু যদি দেশ আক্রমণ করে, তবে কি নিশ্চয়ই হবে, তা হ'লে এ বাঙ্গালার কি হবে? থাক সে পরের কথা। এখনকার চিন্তা যে আরও বিষম। অতএব, উদ্ধত বসাই আমার রাজ্যের সীমা-

দেশে উৎপাত ক'রে গেছে। এখন যদি সে আবার বিষ্ণুপুরই আক্রমণ ক'রে বসে, তা হ'লে রক্ষা করবার উপায় কি?

পদ্মা। আপনারও ঐ এক কথা। খুব হয়েছে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে পারে ভয়ে, এ আপনি মনেও স্থান দেন?

বীর। স্থান দিতে আর অপরাধ কি? যে যখন আমার রাজ্যের চতুর্দিক অত্যাচার করছে, তখন আর বাকী রয়েছে কি? আর বিষ্ণুপুর আক্রমণের সঙ্গে তার আর তফাৎ কি? সে যে আমাকে এক রকম যুদ্ধে আহ্বান করেছে। কিন্তু আমি [illegible] দেখতে পাচ্ছি। [illegible] এই দুর্বল সময়ে [illegible]।

পদ্মা। এই দুঃখের কথা। আপনি যখন [illegible] ভাইকে নিয়ে [illegible] মহারাজ। তাকে এই দৌরাত্ম্যের [illegible] দেখে আর [illegible]। [illegible] আপনি যে [illegible], আবার [illegible] হবে না। আপনি [illegible] করুন।

বীর। ভাইয়ের কথা তুলছ? [illegible] যদি বিষ্ণুপুর [illegible] হয়, তখন কি আর তোমার ভাইয়ের মুখের [illegible] দিয়েছেন [illegible] করতে থাকবে?

পদ্মা। সকলেরই মা রক্ষা, তাতেও লাভ হবে।

বীর। বেশ, বেশ, ভাইকেই ডেকে [illegible] থাকলেই আমিও নিশ্চিন্ত।

পদ্মা। ভাইকে [illegible] এখন [illegible] পারলেই আপনি নিশ্চিন্ত।

বীর। বস, বস, আর কথায় কাজ কি? বিষ্ণুপুর [illegible] আমি আর দ্বিতীয় কথাটি কইব না। এবারে যদি আমি কোনও কথা কই, তা হ'লে তোমরা ভাই-ভগিনীতে মিলে আমার হাত-পা বেঁধে [illegible] দিও।

পদ্মা। মহারাজ, আমরা অমন পাপ ক'রতে পারব না। তার চেয়ে আপনি আমাদের ভাই-বোনকে বিসর্জ্জন দিন। সকল আপদ চুকে যাক।

বীর। তোমরা ধ'রেছ, না আর রক্ষে রক্ষাকালী!

পদ্মা। [illegible] সে কি অপরাধ করেছে?

বীর। [illegible]

পদ্মা। [illegible]

বীর। [illegible]

পদ্মা। [illegible]

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]

পদ্মা। মহারাজ। [illegible]

বীর। [illegible]

পদ্মা। মহারাজ, আর বিলম্ব করবেন না; আপনি [illegible] নিয়ে এলে আমি [illegible] পুজো দিই।

(রাজার প্রস্থান ও রত্নাবতীর প্রবেশ)

রত্না। হাঁ দিদি! সবাই সবাই বোধ, সবাই বোধ করছে, সবাই বোধটা কে?

পদ্মা। সবাই হচ্ছে 'নগরে'র আড়তদার, তার বাপ হবি বোধ [illegible] বাড়ীতে [illegible] করুক, বর্দ্ধমান [illegible] বাপ হবি বোধকে [illegible]

জেলার মধুমতী নদীর ধারে নলদির কাছে একখানা গ্রাম জায়গীর দিয়েছিল। তারই বেটা হবে বোধ হয়।

রঙ্গা। তা তার এত প্রতাপ যে, সমস্ত বাঙ্গলার লোক তার নামে কাঁপে।

পদ্মা। আজকাল তার প্রতাপটা খুবই বেড়েছে বটে।

রঙ্গা। তাকে কেউ দমন করতে পারে না?

পদ্মা। কৈ, সেরূপ লোক ত দেখছি নি। এক [illegible] তোমার [illegible] তা উঠেছে এই দুই বছর একটা ভুল হলে রঘাই [illegible] বিরুদ্ধে পাঠিয়ে, [illegible] একটা বিপদ ডেকে আনবো?

রঙ্গা। [illegible], [illegible] ক'রো না—এটা বিষ্ণুপুরের রাজার যোগ্য কথা নয়।

পদ্মা। [illegible] আমাদের ত [illegible] [illegible]

রঙ্গা। [illegible] করে? [illegible] বিষ্ণুপুর [illegible]?

পদ্মা। [illegible] কি [illegible] বিষ্ণুপুর আক্রমণ [illegible] রঘাই [illegible] [illegible] সুবেদার [illegible] [illegible] [illegible] রঘাইকে [illegible] [illegible] [illegible] না, তাকে তোমাদের [illegible] রঘাই।

রঙ্গা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রঘাই আমাদের ক্ষতি করেনি কি, যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। [illegible] অনেকগুলি [illegible] লুটে নিয়েছে। আর [illegible] [illegible], [illegible] অবরোধ করেছে।

পদ্মা। এ সব খবর তুমি কোথা থেকে পেলে? মহারাজ পেলেন না—আমি পেলুম না।

রঙ্গা। শীঘ্রই এ সংবাদ পাবে। মদনমোহনের মন্দিরে গিয়ে এ সংবাদ পেয়েছি। কোথা থেকে [illegible] নিয়ে বটঠাকুরের কাছে ভাট এসেছে।

পদ্মা। আরে পাগলী! সে কিসের ভয়? সে তোমার জন্ম ভাট নারিকেল এনেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আর দু'দিন পরে আমরা এমন [illegible] সঙ্গে [illegible] আবদ্ধ হচ্ছি যে, শত রঘাইও আর বিষ্ণুপুরের সীমানায় আসতে সাহস করবে না।

রঙ্গা। পরের অনুগ্রহ ভিক্ষারই বা প্রয়োজন কি?

পদ্মা। এমন পাগল মেয়ে ত আমি কখন দেখিনি। পর কি? সে যে দুদিন পরে নিজের হ'তেও আপন হবে। এর মেয়েই দুই পর হবে [illegible] না কি ভাবছি?

রঙ্গা। দাদা ত সেনাপতি, তা তিনি এত দৈন্য [illegible] চুপ ক'রে আছেন কেন?

পদ্মা। আ মরি! তোমার দাদা কি রাক্ষস? [illegible] ক'রে তুল কি? সে রাজার দাদা হ'তে সেনাপতি, [illegible] কি [illegible]। (বীরসেনের প্রবেশ) কি সংবাদ ভাই?

বীর। সংবাদ ভাল। আমি ত দীক্ষা ক'রে [illegible] দিয়ে [illegible] পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু এ দিকে যে বিপদ উপস্থিত—রঘাই যে মালারণ আক্রমণ করেছে। একেবারে বিষ্ণুপুর ডিঙ্গিয়ে মালারণ আক্রমণ, এ ত ভাল কথা নয়।

পদ্মা। কোন্ পথ দিয়ে মালারণে গেল?

বীর। সে কেমন ক'রে বলব? কিন্তু তার [illegible] ভাল নয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁদের [illegible] করবার [illegible] কিছুই নয়, আমাদের [illegible] করা। [illegible] [illegible] যুদ্ধে বিষ্ণুপুর [illegible] [illegible] তার [illegible] আছে। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথিপার্শ্ব—রাজবাটীর প্রাঙ্গণ।

(নয়ন সেন ও প্রজাগণ)

১ম প্রজা। মহারাজ, মস্তুল থেকে আমরা [illegible] এসেছি।

২য় প্রজা। কোনও জায়গায় আশ্রয় পাই নি। মহারাজ! হুজুর, আপনি দয়ার সাগর। আপনি না রক্ষা করলে, দেবতা, আমরা যে সব মারা যাই।

৩য় প্রজা। ঘর-বাড়ী, ধন-দৌলত, স্ত্রী-পুত্র, সব বর্গীর মুখের কাছে ফেলে এসেছি।

নয়ন। আগে স্থির হও, এমন ক'রে বললে ত আমি কিছুই বুঝতে পারব না। স্থির হয়ে বুঝিয়ে বল।

১ম প্রজা। মহারাজ! বর্গীর দৌরাত্ম্যে আমাদের প্রাণ যায় যায় হয়েছে।

নন্দন। বর্গীর দৌরাত্ম্য! সে ত বীরভূম জেলায় [illegible]।

২য় প্রজা। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।

নন্দন। তা সে এখানে এলো কেমন ক'রে? তোমরা কার প্রজা?

৩য় প্রজা। আজ্ঞে, [illegible] বাহাদুরের প্রজা।

নন্দন। লক্ষ্মণ সেনের? [illegible] তিনি ত এক জন বীরপুরুষ, তিনি কি [illegible] দমন করতে পারলেন না?

১ম প্রজা। তিনি কি আছেন?

নন্দন। লক্ষ্মণ সেন নেই?

২য় প্রজা। তিনি বর্গীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রী এক শিশুপুত্র নিয়ে রাজ্য রক্ষা করছেন। কিন্তু তিনি আর কত দিন বর্গীর সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে পারবেন? তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছেন। এই পত্র দিয়েছেন (পত্রদান) [illegible] আপনি তাঁর শিশুপুত্রকে [illegible] তাঁর ধন, প্রাণ, শিশুপুত্র রক্ষা করুন।

নন্দন। আচ্ছা, তোমরা বিশ্রাম কর গে।

৩য় প্রজা। মহারাজ, আমাদের ভিক্ষা দিন, আমাদের ভিক্ষা দিন।

নন্দন। কোথায় বীরভূম, আর কোথায় [illegible], এর ভেতরে কিছু না হয় ত ছোট বড় এক-আধ [illegible] রাজ্য। রাজধানী বিষ্ণুপুর, সে সমস্ত ডিঙিয়ে বর্গী কেমন ক'রে আমাদের দেশে উপস্থিত হ'লো?

১ম প্রজা। কিছুই বলতে পারছি না মহারাজ।

নন্দন। বেশ, তোমরা বিশ্রাম ক'র গে।

উভয়ে। মহারাজ, [illegible]।

নন্দন। হঠাৎ আমি একটা জবাব দিতে পারছি নে। যুদ্ধ ত সামান্য নয়। আমি বৃদ্ধ। ছেলেদের শক্তির পরীক্ষাও আমাদের অবশিষ্ট নেই। বর্গীদের [illegible] বাঙ্গালায় কোন রাজাই তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস করে নি। আমি একটু দেওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কিছু বলতে পারছি না। আর, রাজ্যের এখন অবস্থা কি?

২য় প্রজা। আপনাদের ভেতরে সাহায্য না পেলে সব [illegible] হবে।

নন্দন। যাও, একটু বিশ্রাম কর গে। কে আছ—দেওয়ানজীকে ডেকে দাও।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]। মহারাজ! আমাদের কেন স্মরণ করেছেন?

নন্দন। তোর বাপ চ'লে গেছে?

[illegible]। হাঁ মহারাজ, বাবা ত [illegible] হাতে চ'লে গেছে।

নন্দন। কোন্ পথে গেছে, বলতে পারিস্? মেদিনীপুরের পথে, না জঙ্গলের পথে?

[illegible]। তা ত বলতে পারি না মহারাজ। জগন্নাথের পথে, এইমাত্র জানি।

নন্দন। তা ত যাবেই। কিন্তু তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে জানতেম।

[illegible]। আমি তা জানি না। কেন মহারাজ? তাঁকে কি দরকার আছে? দরকার থাকে ত বলুন না। ঘোড়ায় চ'ড়ে গিয়ে আনি। হুকুম দিন, [illegible] এক দিনে তাঁকে তুলে আনি।

নন্দন। না, তা আর করতে হবে না। তারা [illegible] চ'লে গেছে, তাদের [illegible] দিয়ে কাজ নেই। দেখ, তুই এক কাজ কর। দেওয়ানকে বল্ যে, [illegible]

[illegible]। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

(দেওয়ানের প্রবেশ)

নন্দন। আমাদের [illegible] বর্গী আমার রাজ্যে এসেছে। [illegible] রাজা লক্ষ্মণ সেন জীবিত নেই। তাঁর একমাত্র শিশুসন্তান এবং আমাদের আশ্রিত। বর্গীই তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছে। তার হাত থেকে যে শিশুর প্রাণরক্ষা করবে, এমন শক্তিমান আমাদের কেউ নেই। এরূপ অবস্থায় কি কর্তব্য, দেওয়ান?

দেও। মহারাজ চিরদিনই আশ্রিতপাল। কিন্তু বর্গীদের অসীম প্রতাপ।

নন্দন। সেই জন্যই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, কর্তব্য কি?

দেও। বিশেষ আলোচনা না ক'রে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পরামর্শ দিতে আমি সাহস করি না।

মদন। তার উপর বন্ধু সর্দার এখানে নেই। ...ন তীর্থ করতে সস্ত্রীক পুরুষোত্তমে চ'লে গিয়েছে। ...খিকার রমাইয়ের সঙ্গে যোঝবার অভাব। আমার ছেলেরা শান্তির সময়ে জন্মগ্রহণ করেছে, প্রকৃত-যুদ্ধ কখন দেখে নি। আমি বৃদ্ধ, যৌবনে যে শক্তির প্রভাবে আমি অধিকার গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছি, আর তা আমাতে নেই।

দেও। তবুও এ বিষয়ে চিন্তা না করলে আমি কিছু বলতে পারছি না মহারাজ।

মদন। চিন্তা? দেওয়ান, চিন্তার অবসর নাই। আজ যদি রাজ্যরক্ষার্থে সৈন্য না পাঠাই, কাল সমগ্র দেশের ক্ষুদ্র শিশু পর্য্যন্ত [illegible] হবে।

দেও। তা হ'লে, আমি বৃদ্ধ—আমি মহারাজের বলপ-শরীরেরই [illegible] কামনা করি। এ যুদ্ধের পরিণাম কি, বুঝতে পারছি না। তথাপি আমি আপনাকে এ মহৎ কার্য্য হ'তে নিবৃত্ত হ'তে বলতে সাহস করি না। কেন না, শরণাগত-প্রতিপালনই রাজধর্ম।

মদন। দেওয়ান! এই কথা শোনবার জন্যই আমি তোমাকে ডাকিয়েছিলুম। তা হ'লে তুমি এখন থেকেই সৈন্যভার গ্রহণ কর।

দেও। তা আপনিই বা এ কার্য্যে অগ্রসর হবেন কেন মহারাজ? চিরকালই যে অধিকার স্থায়ী থাকবে, তারই বা মানে কি? এই ত অপরাজিত যুবরাজ—আপনার চার উপযুক্ত পুত্র। এই অবসরে তাঁদিগকে রাজ্যরক্ষার উপযোগী করলে হয় না?

মদন। বেশ বলেছ। রাজপুত্র যদি রাজধর্মের উপযুক্ত না হয়, তা হ'লে তাদের জীবনের মূল্য কি? আমার অধিকার তাদের জন্য নয়। শত বৎসর কাপুরুষ রাজার অধীন থাকার চেয়ে এক দিনের বীরত্ব-স্মৃতি বুকে ক'রে যদি আমার অধিকার নষ্ট হয়ে যায়, তাও অধিকার গৌরবের কথা।

দেও। তবুও তাই বলছি মহারাজ।

মদন। বেশ, তুমি এখন এস।

[দেওয়ানের প্রস্থান।

প্রহরী!

(রাজপুত্রচতুষ্টয়ের প্রবেশ)

বিষ্ণুপুরের শিশু রাজা বড়ই বিপন্ন। [illegible] তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছে। তোমরা সেই শিশুটিকে রক্ষা করতে পারবে?

১ম পুত্র। মহারাজ! শিশু রাজার বিপদের কথা শুনে আমরা সকলেই রমাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ করবার অনুমতি নিতে এসেছি।

মদন। বড়ই সন্তুষ্ট হলুম। তা হ'লে আজই তোমরা রক্ষিণী দেবীকে প্রণাম ক'রে যাত্রা কর। সময় বড়ই সংক্ষিপ্ত, দিন-ক্ষণ দেখে যাত্রা করবার পর্য্যন্ত অবকাশ নাই।

সকলে। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বিষ্ণুপুর—রাজবাটী

(মণিরাম)

মণি। রমাই ঘোষকে দমন করতে আমি যাব! সংসার আর কাকে বলে? যা শত্রু পরে পরে। রমাই ঘোষ সমস্ত সেনাকে বেঁধে ফেলতে পারলেই ত আমি নিশ্চিন্ত। আমি রমাইকে যাতে, আর উনি অনুগত বিষ্ণুপুর-রাজ, তার একটা ছেলেকে শিশুপুত্র নিয়ে রাজ্যটি তাকে দান করেন। এ রকম কাজ না করলে উঁর দুঃখ হবে কেন? একটী একটী ক'রে রাজ্যের সবাইকে তাড়িয়ে, আমিই রাজ্যের এক রকম কর্ত্তা হয়েছি। সমস্ত সৈন্য এখন আমার বশে, আর আমাকে পায় কে? কালে আমিই বিষ্ণুপুরের রাজা; [illegible] হ'লে পরে একেবারে নিশ্চয়ই রাজা। এখন আমি তাকে রক্ষা ক'রে আপনার পায়ে কুড়ুল মারি? আরে, আমিই ত রমাইয়ের পেছনে আছি—তাকে বিষ্ণুপুরের রাজ্যে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে দিচ্ছি। আমি শত্রু হ'লে সে বিষ্ণুপুর জিতিয়ে যায় কেমন ক'রে? সেই রমাইকে মারতে আমি যাব?

(বীরমল্লের প্রবেশ)

বীর। রমাই ঘোষ না কি গড়মান্দারণ অবরোধ করেছে?

মণি। তাই ত শুনছি মহারাজ।

বীর। তবে কি করব?

মণি। কি করব, ঠিক করতে পারছি না।

বীর। লক্ষণ সেন আমার হিতৈষী বন্ধু। তার বিপদের কথা শুনে তুমি চুপ ক'রে আছ?

মণি। আজ্ঞা মহারাজ, আমি ত চুপ ক'রে নেই। তুর্কী যোদ্ধার কি ক'রে দমন হয়, এই আপনার আমি ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছি।

বীর। ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছ ত আর সে লুঠেরাদের দমন হবে না, বাঙ্গালাকে সাহায্যে সৈন্য পাঠাও।

মণি। পাঠাবার ব্যবস্থা কচ্ছি। কোন্ দিক দিয়ে কত সৈন্য দিয়ে তাদের জব্দ ক'রে তাড়াতে কোথায় ধরতে পারব, তারই চিন্তা করছি।

বীর। চিন্তা করতে করতেই যদি তারা এসে তোমাকে জব্দ ক'রে কোমর বেঁধে আমার রাজ্য আক্রমণ করে, তখন কি করবে?

মণি। আপনার রাজ্য আক্রমণ করা কি সহজ ব্যাপার? বাঙ্গালার ক্ষুদ্র অধীশ্বরের সঙ্গে কি আপনার তুলনা? আপনি পশ্চিম-বঙ্গের রাজা। আপনার দশ-বাহুর আঘাতের সুমুখে তুর্কীরা দাঁড়াতে পারবে না। আপনার কথাটি কি তুচ্ছ মহারাজ?

বীর। ও সব খোসামোদের কথা আমার কাছে তোমার চেষ্টা করো না মন্ত্রী। সমরের সম্বন্ধে তুমি আমার আশ্রিতই হও, আর যেই হও, রাজ্য সম্বন্ধে যদি তোমা হ'তে আমার অনিষ্ট হয়, তা হ'লে আমি তোমাকে শত্রু ব'লেই মনে করব।

মণি। সে কি মহারাজ! আমি আপনার ভৃত্য, আমা হ'তে আপনার অনিষ্ট হবে, এ কি কথা? আমি মহারাজের মঙ্গলের জন্যই যুদ্ধ থেকে ইতস্ততঃ করছি।

বীর। আর ইতস্ততঃ করতে হবে না, এখনি সৈন্য নিয়ে বাঙ্গালাপথে যাও। দুরাত্মা তুর্কীকে শাস্তি দাও। যদি এই যুদ্ধ ব্যাপারে আমাকে অস্ত্র-ধারণ করাবার ইচ্ছা না থাকে, তা হ'লে আজই সৈন্য নিয়ে যাত্রা কর। সে দেশদ্রোহীদের বেঁধে নিয়ে এস।

[প্রস্থান।

(রত্নাবতীর প্রবেশ)

রত্না। হাঁ দাদা! মহারাজ আপনাকে বার বার তুর্কীকে দমন করতে বলছেন, আপনি ইতস্ততঃ করছেন কেন?

মণি। আরে যাও, তোমাদের কি বুঝি! মেয়ে-মানুষ, মেয়েমানুষের মতন থাক। তোদের এ সব কথায় দরকার কি?

রত্না। আমাদের যে জানতে হয়।

মণি। জানতে হয় ত নিজে লড়াই করতে যা না।

রত্না। তবেই, আপনি না যেতে পারলে আমাদেরই যেতে হবে বই কি।

মণি। আরে বাপ! বলে কি!

রত্না। রাজা আমার খুঁজে খুঁজে লোকের উপকার ক'রে বেড়াচ্ছেন, তাঁর মন্ত্রী হয়ে আপনার এ কি আচরণ?

মণি। তাই ত ভাবছি। রাজা লোকের উপকার—এ সব ক'রে যে সব গেল। মেদিনীপুর হ'তেই দেখলাম যা ছিল, একদিনে সাধেশ্বর সব সেইটে গেল দেখলাম। শুধু লোকের উপকার করলেই যদি দুনিয়া চলত, তা হ'লে তোমার বাপের ভিটেয় আজ কেউ থাকত না। আর আসল কথার মধ্যে একটা ব্যবসায়ী রাজার কাছে থাকতে না। যদি আমার বোধ না হয়, তা হ'লে পরের উপকার করতে গিয়ে, নিজের দেশ বড় একটা অনিষ্ট ক'রে বসে? আমাদের কি অদৃষ্টের চাকরী ক'রে খেতে হয়? না তার মুখনাড়া সইতে হয়?

রত্না। এ আপনি কি বলছেন দাদা?

মণি। বলব আবার কি! একবার আগে দেখি—তুই বা—আমার কাজ দেখে যা।

রত্না। আপনার জন্য সবাই আমার মাথা হেঁট করছে। শুনে আমার কান্না পাচ্ছে।

মণি। কে নিন্দে করেছে বল ত? তাকে একবার নিয়ে করব মজাটা দেখিয়ে দিই।

রত্না। কার নাম করব? সকলেই নিন্দে করছে। আপনি বাঙ্গালার রাজার মহাপাত্র, আপনার অধীনে হাজার হাজার সৈন্য, আপনি একটা তুচ্ছ আফ্‌গানীদের ভয়ে লুকিয়ে রইলেন?

মণি। আঃ, কে এ কথা বলে?

রত্না। বেশ ত, আপনি তুর্কীর সঙ্গে লড়াই দিন। আপনার সৈন্য-বলের ত অভাব নেই।

মণি। আমি আজই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে জামাই ঘোষকে বেঁধে আনছি।

রত্না। তাই যান। বাবার আমার কুলরক্ষা হোক।

মণি। জামাই ঘোষকে ধ'রে আনবো, এ ত ভারী একটা কথা। ধ'রে আনবার দরকার ছিল না, এতদিন এলাকাটি দিয়ে রেখেছিলুম, তাই জামাই ঘোষ লাফালাফি ক'রে বেড়াচ্ছে।

রত্না। এখনি যান। বঙ্গদেশের সেনাপতি আপনি, বঙ্গগৌরব রক্ষা করুন। মহারাজের মানরক্ষা করুন।

মণি। আচ্ছা, তা করা যাচ্ছে, তুই এখন যা।

রত্না। আর না পারেন, যে-পদ পেয়েছেন তা ছেড়ে দিন। এমন সর্বশ্রেষ্ঠ পদের গৌরব হানি করবেন না। আপনার অধীন লোকের যে আমার বেহুলা দিদির দুর্নাম রটনা করবে, তা আমরা সহ্য করতে পারবো না। মামী সর্বদা আপনার আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। দিদির যদি ক্ষমতা থাকতো, সে কি কখন তার বংশের অপমান সহ্য করতে পারতো? আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি বিলম্ব করবেন না। বিষ্ণুপুরের সকল লোক ভীত হয়েছে। তারা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বিষ্ণুপুর ছেড়ে পালাবার বন্দোবস্ত করছে। দোহাই বাবা, তাদের অভয় দিন।

মণি। আচ্ছা, তুই যা না। আমি এখনি জামাইয়ের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করছি। তুই যা, আমাকে অভয় দিতে হবে না। বংশের নাম ডুবে যাচ্ছে, এ কথা আমার আগে বলতে হয়। তা হ'লে এক দিন কোন্‌কালে আমি জামাইকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিতুম।

রত্না। তাই যান। শুধু মুখে গর্ব দেখাবার সময় গেছে বাবা। গর্বের কাজ করুন, আমাদের মুখ উজ্জ্বল হোক।

মণি। আচ্ছা মা। পৈতৃক ভিটে দামোদরের জলে ডুবে গেল, আমি ভাবতুম বাপের নাম সেই সঙ্গেই ডুবে গেছে। সে যে আবার বানবান থেকে বুড়বুড়ি কেটে ভেসে উঠেছে, তা কেমন ক'রে জানবো? বস্, আর তাকে ডুবতে দিচ্ছি নি। বাপ—

[রত্নাবতীর প্রস্থান।

দ্বারীর—

(দ্বারীদের প্রবেশ)

দ্বারী। হুজুর!

মণি। সব সৈন্য-সামন্তদের প্রস্তুত হ'তে বল। আমি যুদ্ধে যাব।

দ্বারী। তারা প্রস্তুত হ'য়ে আছে।

মণি। কি ক'রে জানলি?

দ্বারী। আজ্ঞা, তারা কটায় কটায় ছাতু খেয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে—

মণি। হামাগুড়ি দিচ্ছে কি?

দ্বারী। আজ্ঞা, তারা জানে যুদ্ধে গেলে মরতেই হবে, তা হ'লে আর ক্ষীর খেয়ে মরি কেন, ছাতু খেয়েই মরি।

মণি। বেশ, আমার সঙ্গে চ'লে আয়, আমাদের সবাইকে যেতে হবে।

দ্বারী। যাচ্ছি, তা ঢাল—তলোয়ার—পাখা, পাঞ্জা আসবাবগুলো গুছিয়ে নিই—

মণি। তুই একটা বড়ই বেয়াদব।

দ্বারী। হুজুরের আদ্দ কম্মে গেলেও যদি বেয়াদবী হয়, তা হ'লে বরাবরী হয় কখন? হুজুর লড়াই করবেন, আর আমি পেছন থেকে মাথার ছাতি ধ'রে থাকবো আর বাতাস করবো। যুদ্ধ করতে করতে যখন মুখ শুকিয়ে যাবে, তখন পানের খিলি মুখে দেব... করবেন, আর সামনের মুখ মুছবেন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

গুরুগোপাল—পথ

(বধূ, শখি ও লক্ষ্মী)

বধূ। ঠাকুরঝি! বাড়ী থেকে বেরিয়ে অবধি মনটা কেমন কেমন করছে কেন?

লক্ষ্মী। ঘর থেকে বেরুলি, সংসার ফেলে চ'লে এলি, একটু মন কেমন যদি করে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

বধূ। আরও কত দিন ত ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, সংসার ফেলে কত দিন ত বাইরে কাটিয়েছি, কিন্তু এমন ত কখন হয় নি।

লক্ষ্মী। অবাক্ করলে বাপু। তখন যদি না করে, তা ব'লে এখন কি করতে নেই?

নন্দু। এখন [illegible] উচিত ছিল। [illegible] বাহিরে [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible]

[illegible]

[illegible]

লক্ষ্মী। বাবাই—[illegible]

নন্দু। নইলে প্রাণ আমার [illegible] কেন? [illegible] যেন কি—একটা অন্ধকার।

[illegible] ঠিক [illegible] যেন [illegible] একটা অন্ধকার—[illegible]

[illegible]

লক্ষ্মী। [illegible] কি কথা।

নন্দু। [illegible]

[illegible]

নন্দু। [illegible] ভাই। [illegible]

[illegible] এই একটি [illegible] তোমাদের খুঁজছিল।

উত্তরে। কই—কোথায় সে? কোন্ পথে?

পথিক। এই একটু আগে তোমাদের বাড়ীর দোরে তাকে দেখেছি।

বঙ্কু। ভাই, আমাদের রক্ষা কর, কোথায় তাকে দেখেছ, আমায় দেখিয়ে দাও।

পথিক। এস আমার সঙ্গে।

[প্রস্থান।

বঙ্কু। লক্ষ্মী, কিছুক্ষণের জন্য এই গাছতলাতে ব'সে থাক।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। এই যে বলাই! কি বলাই! কি! বাবা?

বলা। মা, মা, বাবা কই? এই যে! বাবা! সর্বনাশ করেছে! শিমুলির পাড়, বাবা, শিমুলির আর—আটিয়ে জল দিকে ছুটে আয়। তোমাই বাবা, দেরী করিস্ কি—নইলে পালাবে, সব নিকেশ ক'রে পালাবে। হুঁ বাবা, তুই দক্ষিণায় থাকতে মন্দিরের সর্বনাশ ক'রে পালাবে?

লক্ষ্মী। কে পালাবে রে। সব খুলে কি রে?

বলা। মা! সব গেল! দক্ষিণার সব গেল। কি বলব মা! বুকে যে জল আসছে না—বুক ফেটে যায় মা—রাজপুত্রের মাথা—মাথার—মুখ—টীকা—কেউ নেই।

উভয়ে। এঁয়া!

লক্ষ্মী। ওরে কি বল্লি রে!

বলা। ও বাবা! ভগবান বাঁচ শেষ ক'রে নেবে চলে যাব বাবা? তুই বেঁচে থাকতে তার গায়ে আঁচড় লাগবে না?

বঙ্কু।—বলাই, তোর মাকে সঙ্গে নিয়ে আয়—লক্ষ্মী, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। কি কথা কইলি বলাই।

বলা। আমি রাজাকে বলেছিলুম মা যে, বাবা বেশী দূর যাব নি, ডেকে আনি। রাজা শুনলে না, ডেকে পাঠালে। মা! একটি একটি ক'রে মাথা সব ভেঙে যমের মুখে দিলে। রাণী ভেঙেও শোক সইতে পারলে না, রাজাও সেই যে পড়ল, আর উঠলো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

অম্বিকা—দুর্গ-সম্মুখ।

(দেওয়ান ও প্রহরী)

দেও। মহারাজ কোথায় গেলেন, মহারাজ কোথায় গেলেন? রাজা?

প্রহরী। কই হুজুর, আমি ত তাঁকে দেখি নি।

দেও। দেখিস্ নি, তবে কি পাহারা দিচ্ছিস্? যা,—তাঁকে ফিরিয়ে আন্।

প্রহরী। আজ্ঞে হুজুর, এ পথে ত রাজা আসেন নি, আমি ত বরাবর এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

দেও। দেখ্ দেখ্, খুঁজে দেখ্, তা হ'লে এই গড়ের ভেতর চারিদিক খুঁজে দেখ্। গোল করিস্ নি, কেউ যেন জানতে না পারে। চুপি চুপি সন্ধান কর্। যা—যা—চ'লে যা—ছুটে যা। (প্রহরীর প্রস্থান) হা ভগবান্, এবার বুঝি রাজ্যেরও সর্বনাশ হয়! আমি ব'লে সর্বনাশ হ'লুম। আমিই দেশনাশের কারণ হলুম। তা যা হোক, এখন খুঁজি কোথায়? এই ঘোর অন্ধকার—কোলের মানুষ দেখা যায় না, এমন সময় কি ক'রে তাঁকে খুঁজে বা'র করি? এ কথা ত কাউকে প্রকাশ করতে পারি নে। রাজা সর্বনাশ ক'রে চ'লে গেলেন। এ কথা প্রচার হ'লে অম্বিকার বড়ই বিপদ্। রাজা কি সত্য সত্যই পুত্রশোক ক'রে চ'লে গেলেন? যদি চ'লেই না গিয়ে থাকেন, তা হ'লে গেলেন কোথায়? এই যে আমার সঙ্গে কথা কইলেন, এই যে—আমাকে বোঝালেন, রাজার সন্তান যদি যুদ্ধে মরে ত তার চেয়ে বাপের গৌরব করবার কি আছে? কে ও?

(বঙ্কুর প্রবেশ)

বঙ্কু। কে ও, রাজবাড়ীর মশায়?

দেও। কে ও? বঙ্কু?

বঙ্কু। আজ্ঞা হাঁ।

দেও। রাজার অবস্থা শুনেছ কি?

বঙ্কু। শুনেছি। কিন্তু বলার কথা ভাল বুঝতে পারি নি।

দেও। একদণ্ড অম্বিকা ছেড়ে গেছ, আর অমনি দারুণ কাল এসে অম্বিকা গ্রাস করেছে। এক মুহূর্তে মহারাজ পুত্রহীন।

মধু। তা হ'লে বলা যা বলেছে সব সত্যি। সব হেরেছেই গেছে?

দেও। কেউ নেই। রাণী পর্য্যন্ত পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেছেন।

মধু। আর রাজা?

দেও। পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনে, রাজা পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে বাদশাহের ছুটে গিয়েছেন।

মধু। বাদশাহের গিয়েছেন কেন?

দেও। তা হ'লে দেখছি তুমি সব কথা শোন নি। কিন্তু সব কথা ত এখন শুনবার অবকাশ পাচ্ছি না ভাই। আগে রাজাকে অন্বেষণ কর।

মধু। কোথায় খুঁজবো?

দেও। রাজা পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে বাদশাহকেও ফিরে এসেছেন। আর অন্ত এক সন্ন্যাসী, সেই বর্গীই কোথা থেকে এসে বাদশাহের নিকট রাজাকে উদ্ধার ক'রে এনেছেন। এনে আমার হাতে দিয়েছিলেন। আমি সেই শিবিরে আমার ঘরে রাখতে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখি, মহারাজ নেই। সেই অবধি খুঁজছি, কিন্তু তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।

মধু। রাজা, রাজা, কোথায় রাজা?

দেও। চীৎকার ক'রো না, সর্ব্বনাশ হবে।

মধু। আবার সর্ব্বনাশ হবে, এর চেয়ে আর কি সর্ব্বনাশ হবে? অদৃষ্টের আর কি আছে? সোনার সংসার, অদৃষ্টের সর্ব্বস্ব গেছে, আর অদৃষ্টে কি আছে? রাজা—রাজা—কোথায় রাজা?

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিষ্ণুপুর—রাজ-অন্তঃপুর।

(রত্নাবতী ও বীরমল্ল)

বীর। কি গো সুন্দরী!

রত্না। কি আজ্ঞা মহারাজ!

বীর। বর্গিকে তাড়িয়ে দিয়েছে কি?

রত্না। তাড়া শুনেছিলুম।

বীর। কার জোরে গো?

রত্না। হাঁ মহারাজ। আপনি যখন উত্তর দ্বারের ভার নিয়ে যুদ্ধ করেন, কিন্তু বর্গীই জয়যুক্ত হ'ল।

বীর। বর্গীই জয়যুক্ত হ'ল বটে। কিন্তু সে কি তোমার ধর্ম্মের হাতে হ'ল? তা হ'লে আমার দুঃখ কি? এত বড় রাজ্যের রক্ষাভার যাকে নিযুক্ত করেছি, সে কেবল পদের গৌরবেই উন্মত্ত, পদের মর্য্যাদা রাখতে পারল, তবে না আমার আক্ষেপ নেই।

রত্না। তবে বর্গীই তোমাকে মারুলে কে?

বীর। সেই বর্গীকে নিন্দা করছ না কেন, তাতে ত আমার গৌরব বৃদ্ধি হ'ল না। একটি ক্ষুদ্র আগন্তুকদের বিদ্রোহ, আমার রাজ্যের আমার সৈন্য থাকতেও বর্গীই তোমের দমন হ'ল না। রঘুনাথের মত আমার সেনাপতি, আমার অন্নে পুষ্ট হয়ে আমার অন্তরে শত্রুতা চালালে, আর একজন সামান্য দুর্ভিক্ষ কিনা তাকে নিরস্ত ক'রে সুযশ নিয়ে গেল?

রত্না। কে সে মহারাজ?

বীর। আজ রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল সেই লোকের নাম। প্রতি গৃহে যারা দু'দিন আগে বর্গীর আক্রমণে আমার অপ্রতিকার বহিন্দ করছিল, বর্গীদের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হয়ে আমাকে কেবল গাল দিচ্ছিল, আজ তারা সকলে একবাক্যে সেই লোকের যশোগান করছে। আমার রাজার সৈন্যের অক্ষমতা হ'লেও, আমার কি সৌভাগ্য হ'ল না রত্নাবতী!

রত্না। সে কে মহারাজ?

বীর। তিনি যেই হোন, তাঁর কথা শুনে আমরাও পুণ্যসঞ্চয় হয়। যাঁদের কথা শুনে একটি শিশুপুত্রকে দেবতা অতিথির জন্য বলি দিয়ে সাত্ত্বিক ভাবে জগতে অভিনন্দিত হয়েছিলেন, আর এ মহাপুরুষ শুধু একটি নিরুপায় রাজকুমারকে রক্ষা করতে, দেশের অক্ষয় পুণ্যের সাধ রক্ষ-রক্ষা করতে, চার পুত্রকে রণদেবীর মন্দিরে বলি দিয়েছেন। এরূপ লোকের কি অভিমান হ'তে পারে সুন্দরী?

রত্না। মহারাজ! তিনি নিশ্চয়ই অবতার দেবতা! তাঁকে আমি এইখান থেকেই উদ্দেশে প্রণাম করি। তাঁর পত্নী ইন্দ্রের শচী হ'তে ভাগ্যবতী।

বীর। তাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই চন্দ্রাবতী। কিন্তু দেখ, এ সৌভাগ্য পেতে কেন্দ্রীয় [illegible] ইচ্ছা হয় কি না? কিন্তু তোমার ভগিনী তাহা বুঝিতে পারেন না। যখন একটী দীন অনাথ-পালিত ক্ষত্রিয় বালক, এই ক্ষত্রিয় বংশের রাজাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে [illegible] চেষ্টা করেছিল, তখন তোমার ভগিনী আমার একমাত্র সহায় ছিল। আর এখন, আমার [illegible] থেকে [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] কথা [illegible] তিনি [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

বীর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু জানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাজ আছে। যেটা তার পছন্দ হয়, তাই [illegible] না। শুধু যে নিজেই [illegible] [illegible], তা নয়, [illegible] যে দুঃখই অনুভব হবে, তাহাই [illegible] [illegible] [illegible] তার কর্মাধার দুঃখি স্থির হবে না।

পদ্মা। সে যা অনুমতি ইচ্ছা করেন, করুন। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। [illegible] [illegible] [illegible] বহুবর্ষ্যা যে অপূর্ব স্বপ্নশোভা, কেবল যে তোমায় কে বিনাশ করবে?

[illegible] কে এক বকুল [illegible] তাকে বিনাশ করেছেন।

বীর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বন্ধু, তিনি [illegible] [illegible]; [illegible] তাঁর সঙ্গে আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাতে আমাদের দেখা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তবে শুনেছি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অধিকার প্রতিষ্ঠা [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] এবং সম্পূর্ণ শক্তিশালী [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হবে?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], হস্তাক্ষর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন মহাপুরুষের [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]। তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] হয়।

[illegible] [illegible] [illegible] নাই এতো—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাই, তা [illegible] আমরা [illegible] [illegible] নিশ্চিন্ত হই।

[illegible] আমাদের যে ভাবনা নেই ভগিনী। [illegible] [illegible] না ছিল, তার [illegible] দিতে দেখা। [illegible] [illegible] দেশের [illegible] [illegible], [illegible] আর আমার ইচ্ছা নেই।

বীর। কোথায় তিনি রয়েছেন?

শঙ্ক। প্রতিহারীদিগের [illegible] আছেন। আমরা তাঁকে সম্মুখে আসন দিয়েছি।

বীর। সন্ন্যাসী! তাঁর [illegible] যায়; প্রতিহারীদের বল, তুমি [illegible] এই স্থানেই নিয়ে এস।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

আর [illegible] একটা [illegible] মূর্তিমন্ত হ'য়ে উঠেছে যেন সন্ন্যাসী? [illegible]। [illegible] এ সকলের [illegible]? [illegible] আমি কি এমন [illegible] করেছি?

[illegible]। সে কি মহারাজ! মদনমোহন [illegible] আছেন। তাঁর [illegible] সন্ন্যাসী [illegible] এতে আর আশ্চর্য কি মহারাজ?

(সন্ন্যাসিবেশে মদন সেনের প্রবেশ)

কঞ্চু। এই সম্মুখে মহারাজ, ঐ পার্শ্বে রাণী, আর যিনি [illegible] অবস্থান করছেন, তিনি মহারাজের [illegible] ভুবনমোহিনী [illegible]।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

মদন। মহারাজ, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

বীর। কে আপনি? [illegible] আপনি সন্ন্যাসী?

মদন। [illegible] আমি [illegible] না। তবে আমিও দুঃখ। দুঃখ [illegible] মহারাজ, আমাকে রক্ষা করুন।

বীর। এসেছেন, [illegible] করেছেন—[illegible] হবার কোনও কারণ নেই। সম্মুখে এই যে [illegible] দেখছেন, ইনি [illegible]। আপনি যদি সন্ন্যাসী নন, তবে আপনি কে?

মদন। আমি দুঃখী; অতি সামান্য [illegible]। আমার নাম মদন সেন।

বীর। [illegible]?

শচী। আপনিই অম্বিকার অধিপতি?

রত্না। আপনিই সেই মহাপুরুষ?

মদন। আমি অতি দীন; মহাপুরুষের সম্মানলাভের [illegible] আমাতে নেই। মহারাজ! এ দীন হতভাগ্য দুঃখ আপনার কাছে কি নিবেদন করতে এসেছে শুনুন। আমি যৌবনে নিজ বাহুবলে একটি রাজ্য অধিকার করি। অবশ্য মহারাজের রাজ্যের তুলনায় সেটি অতি ক্ষুদ্র। তথাপি সেটি আমার প্রাণ। মহারাজ, বলতে আমার বক্ষঃস্থল ফেটে যাচ্ছে—আমি এই দুঃখ বলে দিন কোনওরূপে অতিকষ্টে পথ পর্যটন ক'রে আসছি। পথে বৃক্ষতলে [illegible] বিশ্রাম করিনি।

বীর। রাণি! [illegible] মহাপুরুষের সত্বর উপযুক্ত [illegible] কর। (মদন সেনের প্রতি) আপনি উপবেশন করুন। (রাণী কর্তৃক আসন প্রদান)

মদন। না মহারাজ, আমাকে বসতে অনুমতি করবেন না। আমি সব কথা শেষ না ক'রে বসছি না। [illegible] আমি [illegible] দৈবদুর্বিপাকে পুত্রহীন হ'য়েছি। [illegible] দিয়েছি। [illegible] আমি নির্বংশ, আমার স্ত্রী পুত্রশোকে [illegible] করেছেন। [illegible] আমি, আর [illegible] অম্বিকা। আমার সঙ্গে আমার অম্বিকার নাম না লোপ হয়, তাই আমি অম্বিকাকে আপনার [illegible] এসেছি। আপনিই অম্বিকা রক্ষার উপযুক্ত [illegible]। মহারাজ! কি বলব! আপনি আমার [illegible] দেখেছেন, আমার [illegible] [illegible]। এই নিন অম্বিকার [illegible] চাবী গ্রহণ করুন। এ ছাড়া আমি একটি ক্ষুদ্র বালককে আশ্রয় দিয়েছি। [illegible] আপনি সেটিকে [illegible] তার [illegible] গ্রহণ করুন।

বীর। অপেক্ষা, মদন! আপনি [illegible] হচ্ছেন কেন? আর একবার সংসার [illegible] না? [illegible] মদনমোহনের মনে কি আছে?

মদন। সংসার? কি বলেন মহারাজ? এই বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর [illegible] এসে, আমি আবার সংসার করব?

বীর। কিন্তু কি মহারাজ? [illegible] আপনার [illegible] এসে এত নিরাশ হবার প্রয়োজন কি? যিনি অকাতরে মদন সেনকে অম্বিকার অধীশ্বর করেছেন, তাঁর মনে কি আছে কে বলতে পারে?

মদন। এ আপনি কি বলছেন?

শচী। [illegible] হবার কি [illegible] কি? যদি অম্বিকার জীবন রক্ষাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে তাকে [illegible] [illegible] আশ্রয় থেকে দূরীভূত করতে যাচ্ছেন কেন?

মদন। দোহাই জননী! আমাকে আর ও অনুরোধ করবেন না, আমি পুত্রবিয়োগকাতর

পত্নীবিয়োগবিধুর—যথার্থ কথা বলেছ কি মহারাজ, বাস্তবিক আমার অন্তর দগ্ধ হচ্ছে।

বীর। আপনি বিজ্ঞ; লোকের কথা শুনলে, আমার আর কোন কথা বলবার শক্তি নেই। তবে স্বদেশের গৌরব-রক্ষার চেষ্টা আমার মতে মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য, তা শাস্ত্রেরও নির্দেশ [illegible]—

নরেন। এ বয়সে কোন্ অভাগিনী [illegible] সর্বনাশ করব? অদৃষ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে [illegible] অধিকার, যে যখন আমাকে বরণ করবে [illegible] এই নিশ্চয় করবে, তখন কোথায় থাকবে আমার ধর্ম, কোথায় থাকবে আমার মনুষ্যত্ব?

মন্ত্রী। যদি কোন ভাগ্যবতী স্বেচ্ছায় আপনাকে বরণ করে মহারাজ?

[illegible]। [illegible] যদি [illegible], [illegible] পরিবর্তে, [illegible] আপনি [illegible], তা এই [illegible] ত্যাগ করো না।

নরেন। [illegible], [illegible]। এ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] না।

মন্ত্রী। [illegible], আমি আপনার [illegible]।

(প্রস্থান করণ।)

নরেন। [illegible] এ কি [illegible]? এ আমি কোথায়? [illegible] হয়েছি? কে তুমি—কি তুমি—[illegible]?

[illegible]। [illegible] বীরের [illegible] [illegible] আমি [illegible]— ([illegible])।

[illegible]। এ কি [illegible]! এমন [illegible] [illegible] কেন? [illegible] আশীর্বাদ করুন।

বীর। আশীর্বাদ [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বন্দী হও। [illegible] [illegible] [illegible], আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হোক।

([illegible] প্রবেশ) ।

দূত। মহারাজ! গৌড়েশ্বরের মহামাত্য [illegible] সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

[illegible]। তাঁকে অপেক্ষা করতে বল, আমি যাচ্ছি।

মন্ত্রী। তবে আপনি মহারাজের সঙ্গে কথা কউন; অনুমতি করুন, আমি অন্দরে যাই।

বীর। [illegible] কি এমন গোপনীয় কথা কইবে যে, তোমাকে [illegible] করতে হবে? [illegible] কি বলে, [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] কি [illegible] [illegible]।

[সকলের প্রস্থান।

[illegible] দৃশ্য

[illegible] রাজবাটী—[illegible]।

([illegible])

[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হচ্ছে।

বীর। [illegible] [illegible] [illegible]।

মন্ত্রী। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকবে [illegible]।

বীর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই।

মন্ত্রী। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] কি [illegible] মহারাজ?

বীর। বিদ্রোহী [illegible]।

মন্ত্রী। [illegible] [illegible] বলেছেন, আপনার [illegible], এই [illegible] হয়ে আসছে। [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্রোহীদের [illegible] [illegible] কথা—তার [illegible] আমার [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]— [illegible] [illegible] আপনার [illegible] [illegible] না—তারা গেল কোথায়?

বীর। তারা হার মেনে বেরিয়ে গেছে।

মন্ত্রী। হার মেনে? কেন বিদ্রোহের আবার হবে কি অর্থ নেই?

বীর। কাজেই, যুদ্ধ করতে না জানলে শুধু শুধু অস্ত্র রেখে [illegible], বাঙ্গালী কোথাও কাজেই হচ্ছে জয়।

মহা। আপনার সৈন্য যুদ্ধ করতে জানে না, এও কি একটা কথা হ'ল?

বীর। আমার সৈন্য কিন্তু সবার সৈন্যেরই ঐ এক অবস্থা। বলি গৌড়েশ্বরের সেপাইগুলোই বা কি?

মহা। সে কি? গৌড়েশ্বরের সেপাই এক একটা যুদ্ধোন্মাদ।

বীর। সে কোন্ যুগে বাবার বেলা—আমার বেলা ত নয়।

মহা। বলেন কি, আজে নয়? আজে কি, আজো এখানে এলেই জানতে পারবেন। এলেই আপনার দল-বাদল—হেলে দলে—ঢাক ঢোল—গালাগাল আওয়াজ ক'রে দেবে।

বীর। বারুদের গুলার আওয়াজ আর জেনেও দেখি। আগে সেপাইদের ভাঙ্গ খেতে দি না। কই, তোমার প্রভুর এত সৈন্যবল, ত হমাই মোটের কিছুই করতে পারলে না কেন?

মহা। (হেসে) তা পারেন বটে! কিন্তু করেছে কি জানেন, হমাই ডাকাত ধরতে গেছে মানুষ। তার সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়ায় গৌড়েশ্বরের একটু লজ্জার কথা। তবে যদি হমাই একান্তই বাগে না আসে, তা হ'লে আপনাকেই তাকে হমাই-দমনে যেতে হবে।

বীর। আর তাঁকে কষ্ট ক'রে যেতে হবে না, সে কাজ হয়ে গেছে।

মহা। হয়ে গেছে? বলেন কি? হমাইয়ের দমন হয়ে গেছে?

বীর। হয়েছে বই কি, তোমার সঙ্গে কি আর তামাসা করছি!

মহা। তামাসা করবেন কি? তা হ'লে হমাই এখন কোথায়? বেঁচে আছে—না মরেছে?

বীর। মরেছে।

মহা। বেশ হয়েছে। জানি বেটা মরবে—অত বাড় বিধাতা সইবেন কেন? যাক্ নিশ্চিন্ত। যুবরাজও হমাইকে মারতে চলেছিলেন। হমাইয়ের অত্যাচারের কথা শুনে রেগে আগুন। এই মারতে যান—ত এই মারতে যান। আমরা কেবল হাত ধ'রে টেনে রেখেছিলুম। যাক্ শ্রীযুক্ত গৌড়েশ্বরের শুভ আগমন হচ্ছেন, তাঁকে আগ বাড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা করুন। আপনার খুব অদৃষ্টের জোর, হুজুর সম্রাটের সঙ্গে কুটুম্বিতা করছেন।

বীর। আমার কি আর সে অদৃষ্ট যে, গৌড়েশ্বরের সঙ্গে কুটুম্বিতা করব? তাতে বাধা পড়েছে।

মহা। বাধা প'ড়েছে?

বীর। যুবরাজের সঙ্গে আমি কি ব'লে কথা কইব, তাই ভাবছি। তবে তিনি সম্রাটপুত্র, আমরা তাঁর আশ্রিত, এই ভেবে যদি দয়া ক'রে, তিনি রত্নাবতীর বিবাহে যোগদান করেন।

মহা। এ আপনি কি বলছেন মহারাজ? রত্নাবতীর বিবাহ কি? কার সঙ্গে?

বীর। যিনি হমাইকে বধ করেছেন তাঁর সঙ্গে। তিনি অভিজাত [illegible] নন্দন সেন।

মহা। তবে কি আমার প্রভুর অপমানিত করতে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনছেন?

বীর। আমার শালীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেবো বলেই তাঁকে আমি নিমন্ত্রণ করেছিলুম। অপমানের কথা নয়, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে এরূপ বাধা পড়ে গেছে। নন্দন সেন বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন, রত্নাবতী তাঁর গলায় মালা দিয়েছে। এমন অবস্থায় নিশ্চয় যে, আমি বাধা দেবার অবকাশ পাই নি।

মহা। তার পর?

বীর। তার পর কি অদ্ভুত কথা?

মহা। যুবরাজ যে আসছেন, তার কি?

বীর। আসুন—যে যত্নে তাঁকে আমি বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসবো। আমার গৃহ পবিত্র হবে।

মহা। এমন কথা বলতে চাই না মহারাজ, বিবাহের কি?

বীর। গৌড়ের রাজা—তাঁর কাছে কি তুচ্ছ বিষ্ণুপুরের রাজার শালী! তাঁর বিবাহের ভাবনা কি?

মহা। কাজটা কি ভাল করছেন মহারাজ?

বীর। ভাল মন্দ বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করব ভাই, উপায় নেই। কন্যা স্বয়ংবরা।

মহা। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে আপনি কি রক্ষা পাবেন বুঝেছেন?

বীর। তা কেমন ক'রে পাব? তিনি রাজচক্রবর্তী, আর আমি হচ্ছি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; মদনমোহনের দাস।

মহা। এ জেনেও ত আপনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছেন?

বীর। প্রত্যাখ্যান করেছেন বিধাতা—আমার কি সাধ্য!

মহা। আপনি তাঁকে বিবাহ দেবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন। মহারাজ, বিষ্ণুপুরের যুবরাজের হয়ে বলছি, আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

বীর। পাত্রী নিজে নিজেকেই দান ক'রে ফেলেছে; সে কারও অপেক্ষা রাখে নি।

মহা। তা হ'লে আমার প্রভু শুধু অপমানিত হয়েই ফিরে যাবেন, বিবাহ হবে না?

বীর। পাত্রী থেকে বিবাহ হবে—না থেকে হবে না।

মহা। ও সব কথা আমি শুনতে চাই নি—আমি পাত্রী চাই।

বীর। পাত্রী ত বড় একটা দেখতে পাই না। তবে বয়োবৃদ্ধিকে আমার পাত্র জেনো। যদি তোমাদের যুবরাজ আমায় বে করতে চান, তা হ'লে আমি না হয় পাত্রীরূপে বেশ দাঁড়িয়ে থাকি।

মহা। তা হ'লে আমার প্রভুকে এই কথাই বলিগে।

বীর। আচ্ছা, এবার আর কোন কথা ত পাচ্ছি না।

মহা। বেশ আছে।

[প্রস্থান।

(নন্দন সেনের প্রবেশ)

নন্দন। তার পর? মহারাজ কি স্থির করলেন?

বীর। কিছুই করি নি, নিশ্চিন্ত।

নন্দন। আপনার সৈন্য?

বীর। সে আমার সম্বন্ধী কোন্ দেশে নিয়ে গেছে।

নন্দন। আপনার গড়ের বাইরে দুটো কামান আছে ত?

বীর। আছে, কিন্তু ছোড়ে কে? যারা ছুড়তো, তারা ম'রে গেছে। আমি ত বুড়ো।

নন্দন। তবে ত এ বুড় বয়সে আপনার সর্বনাশ হবে মহারাজ!

বীর। হবে ত করব কি? পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কামান ছুড়েছিলুম। কামান ত আমার কেউ ছোড়াবে না। যাও চল। এই অবকাশে যদি রত্নাবতীকে নিয়ে যেতে পার, তা হ'লেই মঙ্গল, নইলে ওরা যে তোমাকে নিয়ে যেতে দেবে, এরূপ ত বোধ হয় না।

নন্দন। আমি আপনার হুকুম অপেক্ষা করছি, আমার সাহসে আপনার সম্মান হ'তে পারে, কিন্তু যে তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা দৈন্য নিয়ে যেন আমাকে পরিত্যাগ করেছে, সে আমার সঙ্গে যাবে কেন?

বীর। বেশ, তবে একদণ্ড বসিয়ে রাখা যায়, অন্তত সমস্ত রাত্রের মধ্যে আনন্দ করা যাবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

বিষ্ণুপুর—রাজপথ।

(পুঁটিরাম, মণিরাম)

পুঁটি। লোকে এসে বলেছে বটে। কই আমি ত কিছুই দেখতে পেলুম না। বয়স হ'ল বটে, কিন্তু নয়ন দেখছি দিব্যি হ'ল। তবে কিসে টের হ'ল কার? [illegible] বাজাতে বাজাতে আসছে। [illegible] বাজিয়ে [illegible] পায় আর পাব না পাব, তাতে কষ্টেরই কি হ'বে যায়। চোখের উপর সবই যদি দেখতে পাই, তবে না মজা!

মণি। [illegible] বাজে বেরোল। বয়সটাও হ'ল, রাজ্যশুদ্ধ লোক হ'ল। মাঝখান থেকে সহর যেন নিস্তব্ধ। আমি যুদ্ধ না ক'রে অপেক্ষা ক'রে আছি। এর চেয়ে বাঙ্গের যুদ্ধের অবস্থা আর হ'তেই পারে না। এ কি! আমার আসবার আগেই যে সহরে যুদ্ধ লেগে গেছে। তা হ'লে ত দেখছি আমার আসবার আগে বিষ্ণুপুরে খবর এসেছে! বাঃ বাঃ! এই যে পুঁটে! হাঁ রে পুঁটে?

পুঁটি। কি হুজুর?

মণি। সহরে এত আনন্দ লেগে গেছে কেন রে?

পুঁটি। বলেন কি হুজুর! আমোদ হবে না! আপনি এত বড় একটা যুদ্ধ জয় ক'রে এলেন, তাতে আমোদ লাগবে না?

মণি। তা হ'লে আমার জয়সংবাদ বিষ্ণুপুরে এতক্ষণ পৌঁছেছে ?

দূত। যুদ্ধের আগে এ খবর চ'লে এসেছে।

মণি। আঃ, তুই একবার জেনেই আয় দেখি, খবরটা ঠিক কি না ?

দূত। ও ঠিকই জেনে এসেছি। না জেনে কি আর হুজুরকে বলছি।

মণি। লোকে কি বলছে ?

দূত। বলছে হুজুরের মতন বীর আর পৃথিবীতে নেই। বলে আপনি হাতে মাথা কেটেছেন। রমাই ঘোষকে দেখে যেমনি আপনি চক্ষু উঠিয়েছেন, অমনি বেটার মাথা কেটে—মাটিতে গড়াগড়ি।

মণি। হাতে মাথা কাটলুম, এ খবর এল কি রে ? লড়াইয়ের খবর এল না ?

দূত। আজ্ঞে তা কেমন ক'রে আসবে ? রমাই ঘোষের মাথাটা যখন রইল না, তখন লড়াইয়ের খবর কে দেবে ?

মণি। না না বেটা, মদনসেনের লোকে আমোদ করছে কেন, খবর নিয়ে আয়।

দূত। আপনি যখন বলছেন, তখন যাই, কিন্তু খবর একেবারে ভুয়ো হ'য়ে গেছে।

মণি। যদি মদন সেন কি বেঁচে থাকে, তোর বিশ্বাস হয় ?

দূত। বাপ, চার চারটে তীরের চোট, তার উপর জ্বর, কেমন ক'রে বাঁচবে ?

মণি। আর যদি বেঁচে থাকে, তা হ'লে সে কি বিষ্ণুপুরে এসে খবর দিতে পারবে ?

দূত। রাম রাম ! নব্বই বছরের বুড়ো, লাঠি ধ'রে চলে, সে এত পথ কেমন ক'রে আসবে ?

মণি। আর এখানকার লোকও কিছু অম্বিকায় যেতে পাচ্ছে না যে, যুদ্ধের আসল খবরটা জেনে আসবে ?

দূত। মাথা কি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

মণি। খবরদার তুই যেন বলিস্ নি।

দূত। আমি ? বাপ ! প্রাণ গেলেও না।

মণি। তোকে আমি যথেষ্ট বক্‌শিস্ করবো।

দূত। সে হুজুরের দয়া।

মণি। আচ্ছা, তুই এইবার ঠিক খবরটা নিয়ে আয়। তা হ'লেই আমি মদনমোহনের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করি।

দূত। যে আজ্ঞে, আমি এখনি যাচ্ছি।

[দূতের প্রস্থান।

মণি। কোথায় অম্বিকা, আর কোথায় বিষ্ণুপুর। মদন সেন যে রমাই ঘোষকে পরাস্ত করেছে, এ খবর বিষ্ণুপুরে কেমন ক'রে আসবে ? তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বলতে পারি যে, আমিই রমাই ঘোষকে বধ করেছি। মদন সেনকে কোন রকমে বধ করতে পারতুম, তা হ'লে আমার আর চিন্তা করবার কিছু থাকতো না। তা হ'লে আমি রমাই-বিজয়ী নাম নিয়ে মহা-গর্বে বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করতুম। আমার সেপাই-গুলো ব'সে ব'সে খেয়ে যে একেবারে অকর্মণ্য হ'য়ে গেছে। মদন সেনের প্রাণ বিনাশ করতে কেউ যে সাহস করলে না। বলে অম্বিকার দুর্দ্ধর্ষ জোয়ান সৈন্য, বিশেষতঃ রমাই ঘোষের মরণ হ'য়ে তারা আরও মরিয়া হ'য়ে পড়েছে। কোন সৈন্যই অম্বিকামুখো হ'তে সাহস করলে না। যাক্, আমার ভাববার যে এখন বিশেষ প্রয়োজন, তা বড় দেখি না।

(নাগরিকদ্বয়সহ দূতের প্রবেশ)

দূ। এই—এই উনিই এখন আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। মদনমোহন ও আর সামনেই আছেন। তাঁকে যখন ইচ্ছে দর্শন করতে পারবে। কিন্তু এঁকে ত ইচ্ছে করলেই দেখতে পাবে না। এই বেলা দর্শন ক'রে নাও। মদনমোহন দর্শনের চেয়ে যে ফল, কিছু কম হবে, সেটা মনে করো না।

১ম না। তা তো বটেই—তা তো বটেই—উনি যখন প্রাণরক্ষাকর্ত্তা, তখন দেবতার সঙ্গে ওঁর প্রভেদ কি !

দূ। এই যা বলেছ। প্রাণ না বাঁচলে ত আর ধর্ম্ম হ'ত না। আর রমাই ঘোষ না ম'লে ত কারও প্রাণ বাঁচতো না।

২য় না। সে কথা আর বলতে—উনিই আমাদের নর—উনিই আমাদের মদনমোহন।

দূ। এই হুজুর। এরা আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।

মণি। কে তোমরা ?

১ম না। আজ্ঞে হুজুর, আমাদের বাড়ী অম্বিকায়। আমরা মহারাজের গুণগ্রাম শুনে, সেই দূরদেশ থেকে আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।

২য় না। রুস্তম খাঁর অত্যাচারে আমাদের পক্ষে বাস করা দায় হয়েছিল মহারাজ! স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমরা এতকাল পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি।

১ম না। আপনি এতকাল পরে আমাদের পুরবাসী করেছেন।

মণি। আমি কে, আমি তুচ্ছ ব্যক্তি। মদনমোহন করেছেন।

১ম না। আজ্ঞা হাঁ, মদনমোহনই সব করেছেন বটে, তবে তিনি ত আর হাতে-কলমে কিছুই করেন না, তুমুরই উপলক্ষ।

উভয়ে। আপনিই আমাদের চক্ষে মদনমোহন।

শ্য। নিশ্চয়—নিশ্চয়—

মণি। বেশ ভাইসব। এঁরা বহুদূর অনেক দূরে থেকে এসেছেন, আমন বিষ্ণুপুরে এসে যাতে এঁদের থাকবার-খাওয়ার কোন কষ্ট না হয়, তা তুমি নিজে দেখবে।

শ্য। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে প্রভু।

২য় না। আর কোন কষ্ট না হ'লে বাঁচি। আপনিই মদনমোহন।

১ম না। আর পদ্মাবতীই রাধারাণী।

মণি। কি, কি বললি?

শ্য। চুপ চুপ, সমুখে দেবী।

১ম না। মহারাজ আপনি না হ'লে কে আমাদের রক্ষা করতো? আপনি ধন, মান, প্রাণ সব রক্ষা করেছেন। আপনিই আমাদের মদনমোহন।

২য় না। আর পদ্মাবতীই আমাদের রাধারাণী।

মণি। (স্বগত) আবার ব'ল, এ বেটারা বলে কি? তবে কি এরা আমাকে অন্য লোক ঠাউরেছে। (প্রকাশ্যে) ভাল, তোমরা আমাকে কি মনে করেছ বল দেখি।

শ্য। দেবতা—দেবতা—মদনমোহন।

উভয়ে। মদনমোহন—মদনমোহন।

১ম না। পুত্রশোকে আপনি কাতর হবেন না।

মণি। আরে মর বেটা। পুত্রশোকে কাতর হব কি?

১ম না। তাঁরা সব স্বর্গে গেছেন। পদ্মাবতী দেবী বেঁচে থাকুন, আবার আপনার সন্তান হবে।

উভয়ে।—নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে।

১ম না। বলেন কি—বলেন কি?

মণি। তবে রে পাজী বেটারা। দূরহ বেটা। এখনি আমি তোর মুণ্ডপাত করবো।

শ্য। সমুখে দেবী, সমুখে দেবী। প্রভুর যে পদ্মাবতী দেবীর কথাই।

উভয়ে। আঁ!

১ম না। আপনি তবে মহারাজ নন কে?

মণি। আমি কোথাকার লোক চেন না?

উভয়ে। চিনতে পারি নি প্রভু।

মণি। মহারাজ কে?

১ম না। আজ্ঞে মহারাজ। আমরা ত তাঁকেই আর কাকে জানি—কেশব রায়ই তিনি মহারাজ বিষ্ণুপুরের রাজার সাথী মদনমোহন পদ্মাবতীর সঙ্গে তাঁর বে হ'য়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে তাঁকে দেখতে আসছে। সবাই তাই জেনেছি মহারাজ।

[মণিকাকে বর্জন করেছেন নির্বোধ, সকলে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন]

মণি। ওরে দূর্ত। কি বলিলে?

শ্য। আজ্ঞে প্রভু! ভাই হে।

মণি। মহারাজ কি হে? পদ্মাবতী কি হে—দিয়ে কি হে?

[প্রস্থান।

শ্য।—আমি চেনা। পদ্মাবতী ও রাজার মদনমোহনই আছে বটে। কোথায় মদন দেখা—কোথায় পিতে—বা—মণি—মা—মণি—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিষ্ণুপুর—রাজ-অন্তঃপুর।

(পদ্মাবতী ও বীরমল্ল)

পদ্মা। কি মহারাজ। অন্দরে উৎসবের আয়োজন করিতে দিয়ে, আপনি এ নির্জনে কেন?

বীর। আমার আর এক বড় সুহৃদ আসছেন, তাই তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করছিলুম।

পদ্মা। আবার বড় সুহৃদ কে?

বীর। গৌড়েশ্বরের পুত্র।

পদ্মা। তিনি এই বিবাহের সংবাদ জানেন?

বীর। জেনেছেন—জেনে পরম আনন্দিত হ'য়ে আমার কাছে তাঁর মহাপাত্রকে প্রেরণ করেছিলেন।

পদ্মা। মহাপাত্রকে পাঠিয়েছিলেন কেন?

বীর। মহাপাত্রকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছেন যে, এ বিবাহে পরম প্রীতিলাভ করেছি। আর সেই প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কোলাকুলি ক'রে মাতবার জন্য তিনি সসৈন্যে বিষ্ণুপুরে আগমন করেছেন।

পদ্মা। আসছেন নিমন্ত্রিত উৎসবে আমোদ করতে, সৈন্যে কেন?

বীর। তিনি বলেছেন, [illegible] হ'লে আমার সঙ্গে, মাঝখান থেকে [illegible] আর একবার ঠেলা মারবেন; সুতরাং এ আনন্দ একা ভোগ ক'রে সুখ হবে না। তাই [illegible] সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুপুরে এসে, সৈন্যের আমার সঙ্গে ফাঁকাফাঁকি না ক'রে, মদনমোহনের নাটমন্দিরে একটু-আধটু নাচবেন, এইটি তাঁর সাধই ইচ্ছে।

পদ্মা। ওমা! আমোদ! তা ক'লে কি হবে?

বীর। কি আর হবে, আমিও তাঁর আগমন-সংবাদে প্রীতি লাভ ক'রে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে আনবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করছি।

পদ্মা। মহারাজ বলতে ভরসা করি না, আমি বুঝতে পারছি না—গৌড়েশ্বরের পুত্র কি বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে আসছে?

বীর। তবে কি তুমি ঠাওরেছ, তিনি মাথায় পাগড়ি বেঁধে মদনমোহনের নাটমন্দিরে নৃত্যগীত করতে আসছেন? তাঁর সঙ্গে হ'ল রঞ্জাবতীর বিবাহ-সম্বন্ধ, দিন স্থির করতে এল মহাপাত্র, এসে শুনলে রঞ্জাবতীর বিয়ে! শুনেই আনন্দ তার উথলে উঠল। বলে, আগেই যদি রঞ্জাবতীকে দেওয়া আপনার মত ছিল, তবে মিছামিছি আমার প্রভুর অপমান করা হ'ল কেন?

পদ্মা। তা তো বলতেই পারে। কাজ ত ভাল হয় নি। অন্ততঃ ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে তাঁর কাছে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।

বীর। সংবাদ কোথায় পাঠাব? রাজপুত্র ত আর গৌড়ে ছিলেন না।

পদ্মা। আপনি একটু মিষ্ট কথা ব'লে, ত্রুটি স্বীকার ক'রে, মহাপাত্রকে সন্তুষ্ট করলেন না কেন?

বীর। তাকে সন্তুষ্ট করব কে? সেটা মহাপাত্র গৌড়েশ্বরের পায়ের চুল, সে কি মিষ্টি কথায় বশ হয়? যতই তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করি, ততই সেটা উৎকট হ'য়ে ফুটতে থাকে। বলে—যাকে কথা দিয়ে এসেছি [illegible], আমি পাত্রী চাই। আমি বললুম, বোকারাম—সবুর—এ বিবাহে আমাদের হাত নেই, পাত্রী স্বয়ম্বরা। সে বলে তা শুনতে চাই নি—আপনি [illegible] বদল করেছেন, রাজপুত্র বিবাহ করতে বিষ্ণুপুরে আসছেন—আমি পাত্রী চাই। যখন দেখলুম একেবারেই আর পাত্রী না হ'লে চলবে না, তখন নিজেই পাত্রী হলুম—সবুর—গৌড়েশ্বরকে আসতে বল, যখন অন্য পাত্রীর অভাব, তখন আমিই তাঁকে দেহ দান করব। তাই আমাদের এই সম্বর্দ্ধনার জন্য তাড়াতাড়ি একটু [illegible] বিষ্ণুপুরে আগমন করছেন।

পদ্মা। তা হ'লে এ মহা সমরে আপনি উৎসবের আয়োজন করছেন কেন?

বীর। এই ত উৎসবের সময়, আমার পরম বন্ধু আগমন করছেন, এ সময় আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকব? তুমিও এ উৎসবে যোগ দাও; এ কি কম আনন্দের কথা? মদনমোহনের বিষ্ণুপুর গৌড়েশ্বরের [illegible] হবে।

পদ্মা। কোথা থেকে এ বিপদ এসে পড়ল মদনমোহন? এ হ'তে যে কষ্টই দেখেছেন, [illegible]। এখন মনের এ অবস্থা, কিসে কেমন ক'রে উৎসবে যোগদান করি? একদিকে পুত্রের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ দিচ্ছি, দেখে সমস্ত বিষ্ণুপুরবাসীই মুগ্ধ হয়েছে। তাই একান্ত এ সংবাদ জানেন না। জানলে সেও কি সুখী হবে? কেমন ক'রে হবে? সে যে এ বিবাহের কোন কথাই জানে না—জানে গৌড়েশ্বরের পুত্রের সঙ্গে তার ভগিনীর বিবাহ। মহাপাত্রকে সৈন্য দিয়ে সমারোহের সঙ্গে দেশে ফিরিয়েছে। অদৃষ্টে কি আছে কে বলতে পারে? মহাপাত্র আক্রমণ ক'রলে কি লালসিংহ-মহারাজকে বিপদে পড়তে হবে? তা যদি হয়, তা হ'লে এ সংসারে অনন্ত-পরাজয়ের এক কি? মানবজীবনের মূল্য কি? তা যদি হয়, তবে নিজেদের 'বিষ্ণুপুর' মদনমোহনের চরণকমলে ফিরিয়ে দাও না কেন?

(মণিমালার-প্রবেশ)

মণি। দিদি! দিদি!

পদ্মা। কে ও, রবিদাদা? তাই আমার এসেছ?

রবি। এসেছি কি না এখনও ঠিক বলতে পারছি না। যা ভাবছি—তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে তুমি মনে মনে জেনে রাখো, আমি [illegible] কি—আসুবো না—আসতে পারবো না। কিন্তু যদি মিথ্যে হয়, তা হ'লে আমি অবশ্য এসেছি।

পদ্মা। কি ভাবছ?

রবি। রত্নাবতীকে না কি একটা খাটের বরের সঙ্গে বে দিচ্ছ?

পদ্মা। ছি! ও কথা বলুতে নেই। কিছু বয়স হয়েছে বটে।

রবি। কিছু হয়েছে? ও হরি! কিছু হয়েছে? [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়েছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল না। তার বাপ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তাই [illegible] হ'ল কি না কিছু? আর তার সঙ্গে তুমি কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বে দিচ্ছ? [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] মহারাজের [illegible] হয়ে গেল?

পদ্মা। মহারাজের [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] নেই।

রবি। না, [illegible] [illegible] নেই। আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার।

পদ্মা। [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]।

রবি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাও; [illegible] [illegible] [illegible] এই বেলা [illegible] [illegible] বিদায় ক'রে দাও; [illegible] [illegible] যুবরাজ আসছেন, রত্নাকে তাঁর হাতে সমর্পণ কর।

পদ্মা। তা কেমন ক'রে হয় ভাই, রত্না তাঁর গলায় মালা দিয়েছে।

রবি। তা না দিয়ে আর করবে কি? তোমরা তাকে পীড়াপীড়ি করেছ, তার উপর সে বুড়ো [illegible]—রত্নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে [illegible] করেছে। কি করে!—রত্না—[illegible]—[illegible] মালা—[illegible] গলা—পরিয়ে—দিয়েছে।

পদ্মা। [illegible] [illegible] হলেই [illegible]—[illegible] দিয়েছে, তখন তো ফিরাতে পারে না।

রবি। কেন পারবে না? মালা—ফুলের মালা—এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গলার [illegible] [illegible], [illegible] আঙুলের [illegible] [illegible] [illegible] না—ছুঁতে না ছুঁতে [illegible] যায়, তার আবার [illegible] কি?

পদ্মা। [illegible] [illegible] বুঝি বটে।

রবি। তা হ'লে তোমরা [illegible] [illegible] না?

পদ্মা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আসুতে নেই।

রবি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

পদ্মা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]।

রবি। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] না—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।

পদ্মা। [illegible] [illegible] কি?

রবি। [illegible] [illegible] [illegible] নেই?

পদ্মা। [illegible] [illegible]।

রবি। [illegible] [illegible], আমি [illegible] [illegible] [illegible]।

পদ্মা। [illegible] [illegible], আমি বুঝেছি [illegible] তোমাকে [illegible] [illegible]।

রবি। [illegible] [illegible] [illegible] তোমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

পদ্মা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুমি এই [illegible] [illegible] [illegible]?

রবি। [illegible] [illegible] দিদি, আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], আজই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

পদ্মা। [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

রবি। এই [illegible] [illegible] দিদি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[প্রস্থান।

([illegible] প্রবেশ)

বীর। কি—কি—ব্যাপারটা কি? [illegible] [illegible] [illegible] না?

পদ্মা। মহারাজ! [illegible] [illegible] এই বেলা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ও আবার [illegible]

আইবে দেখিয়েছে, একবার আমি আর কখনও দেখি নি মহারাজ।

বীর। কিন্তু অবশেষে বুঝি। যদি [illegible] ভব্য রূপে আবেশ করে, তা হ'লে বুঝবে এর মাথায় বুদ্ধির প্রবেশ করেছে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ [illegible] আমি বুঝতে পেরেছি, [illegible] কোন [illegible] ফিরে সেই তৃতীয় [illegible] পরে দেখে [illegible] কোন [illegible] করেছে, [illegible] দিয়েছে—[illegible] দিয়েছে, [illegible] ও আর তোমার [illegible] হ'তে পারবে [illegible] ক'রে [illegible] বিষ্ণুপুরে [illegible] বিষ্ণুপুরে [illegible] কিছুতেই [illegible] আমাদের [illegible]। একবার তিনি [illegible] ক'রে এসেছেন। আজ কি [illegible] আমরা তাঁর [illegible]।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিষ্ণুপুর—উদ্যান।

শিবির সম্মুখ।

(মন্ত্রী, বিদ্যাধর, সখা।)

মন্ত্রী। [illegible] বিদ্যাধর, আর ত আমার বিলম্ব সইছে না—মহারাজ [illegible] উদ্বিগ্ন হ'য়ে [illegible] কুমারী [illegible] ক'রেছে। [illegible] আমি আর [illegible] করতে পারি নি না—তুমি এখনি যাত্রার ব্যবস্থা কর।

বিদ্যা। হাঁ, হাঁ, এমন কাজ করবেন না—অমন কাজ করবেন না—যুবরাজ। আজ যাত্রা অশুভ।

মন্ত্রী। তা হ'লে এখন যাত্রা করব না?

বিদ্যা। কিছুতেই না। আজ [illegible], [illegible]—

মন্ত্রী। [illegible]—[illegible]—[illegible] [illegible]—[illegible] একটা না একটা [illegible], এ কি আপদ [illegible] বিদ্যাধর?

বিদ্যা। কি করব যুবরাজ? [illegible] বাণিজ্য [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] চতুর্থ আর [illegible] হয়ে উঠছে না।

সখা। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে—সকাল বেলা আপনি সবরেই [illegible] করেছেন, এই মাত্র [illegible] আপনার শিবিরের সম্মুখ দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] আপনার সঙ্গেই আছে, আপনি [illegible], [illegible] অমঙ্গলকারী, [illegible]—[illegible]—[illegible]—

বিদ্যা। [illegible] বচনম্।

[illegible]

[illegible] বিবাহাদি [illegible] তা হ'লে [illegible] —[illegible]।

সখা। [illegible] তাঁর [illegible]?

বিদ্যা। [illegible]। ও দুটোই হ'তে পারে। [illegible] মৃত্যু, [illegible] মৃত্যু—[illegible]।

মন্ত্রী। তা হ'লে [illegible] না?

সখা। কিছুতেই না।

মন্ত্রী। তা [illegible] যাত্রা ক'রব?

বিদ্যা। [illegible] আমি [illegible] দেখে [illegible]। [illegible] আমার [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]।

সখা। [illegible]—[illegible]।

বিদ্যা। [illegible]—[illegible]—

সখা। [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] বিষ্ণুপুরের [illegible]—[illegible]।

বিদ্যা। [illegible]।

সখা। [illegible]! তা হ'লে যেমন [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]—[illegible]—[illegible]।

বিদ্যা। হয়েছে—হয়েছে—এই হচ্ছে যাত্রার [illegible]। [illegible] [illegible] যাত্রা শুভ।

সখা। [illegible]—[illegible]—মহারাজ ১০ই এখান থেকে যাত্রা—১০ই বিষ্ণুপুরে থাকা—১১ই বিবাহ—১২ই—পুনর্যাত্রা।

মন্ত্রী। তা হ'লে এ [illegible] বিবাহ নিশ্চয়?

বিদ্যা। যাত্রা করছেন কি যুবরাজ! [illegible] [illegible] দিলে শুভ বিবাহ হবে যায়। আপনি

নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকুন। বিবাহ আপনার হয়ে গেছে ব'লে ধরুন।

গজা। যুবরাজ! যুবরাজ! মহাশয় আসেন কর্ছেন।

মন্ত্রী। আসুছেন—আসুছেন—মহাশয় আসুছেন—

বিদ্যা। আসুবে না যুবরাজ! বলেন কি? হরবিভুকযোগের টান কি? আপনার পিতার কি মনে নেই—মহারাজ—আপনার জ্যেষ্ঠের জন্য পাত্রী দেখতে গিয়েছিলেন। তিনিও ঐ রকম [illegible] করেছিলেন। এখন সে দিন ছিল হরবিভুকযোগ। এ যোগের এমনি ক্ষমতা—যে মহারাজ [illegible] দিতে গিয়ে, ভুলে নিজেই [illegible] ক'রে ফেল্লেন।

মন্ত্রী। তারপর?

বিদ্যা। সে ক'রে তাঁর [illegible] গেল। [illegible] আর কি হবে, [illegible] আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। [illegible] তিনি আগেই ত্যাগ ক'রে ফেল্লেন। আপনি সেই [illegible] সন্তান। জ্যেষ্ঠ বেঁচে থাকলে আপনি কি আর রাজা হ'তে পারতেন?

মন্ত্রী। বটে বটে—[illegible] কাজ কর, পাঁজী [illegible] রেখে, তার ব্যবস্থা কর। [illegible] ব্যবস্থা করব।

বিদ্যা। যথা আজ্ঞা—

(মহাশয়ের প্রবেশ)

মন্ত্রী। কি খবর মহাশয়? আমার [illegible] খবর কি?

মহা। খবর আর কি [illegible] যুবরাজ! সে কন্যার বিবাহ হ'য়ে গেছে—

সকলে। হ'য়ে গেছে?

মন্ত্রী। তবে তুমি কি পাঁজী দেখলে বিদ্যাবাগীশ? তুমি এদিকে পাঁজী দেখ্‌ছ আমাদের, আর ওদিকে বে হ'য়ে গেল।

বিদ্যা। হ'য়ে থাকেই, [illegible] ক'রে পাঁচাপাঁচি করলে কি আর বে [illegible] থাকে যুবরাজ?

মন্ত্রী। তার পর, এ তুমি কি বলছ মহাশয়! আমার সঙ্গে সম্বন্ধ—নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমি চলেছি, এমন সময় বিবাহ হ'য়ে গেল? এ কি রকমটা হ'ল?

মহা। [illegible] রাজা নন্দন [illegible] সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে।

বিদ্যা। [illegible] ঐ কথা। আর কেন?

(সকলের ও যুবকের প্রস্থান)

মন্ত্রী। [illegible] আপশোষ!

মহা। আপশোষের হয়েছে কি, [illegible] শুনুন। [illegible] আমি [illegible] নিয়ে যান।

মন্ত্রী। [illegible] কইলেন? [illegible] তুমি [illegible] না?

([illegible])

[illegible]

[illegible] বিদ্যুৎপুরের [illegible]

[illegible] অন্তঃপুরে [illegible] আমার [illegible] ডেকেছে।

[illegible] এই [illegible] তাদের [illegible] বিদ্যুৎপুর [illegible] আমার [illegible]

[[illegible] প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

বিদ্যুৎপুর—রাজ-অন্তঃপুর।

(নন্দন দেব ও রত্নাবতী)

নন্দন। রাজা ও রাণী সেই কতকটা ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। যেন [illegible] বিমর্ষ-বিষণ্ণ ভাব, কেন বুঝতে পেরেছ কি রত্না?

রত্না। বিরক্ত হ'তে যাবেন কেন? আপনি বুঝতে পারেন নি।

নয়ন। (স্বগত) তবে থাক, বাল্মিকাকে বিপদের কথা জানিয়ে আর ব্যাকুল করব না! (প্রকাশ্যে) তোমার ভাইকে ত দেখতে পেলুম না।

রত্না। তিনি বোধ হয় আজও বিষ্ণুপুরে ফিরতে পারেন নি। ফিরলে অবশ্যই দেখতে পেতেন।

নয়ন। না, তোমার সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনে, লজ্জায় তিনি এখানে আসতে পারছেন না।

রত্না। মর্মপীড়া যদি হয়, তা হ'লে আমার হবে। মর্মপীড়া হবে কেন মহারাজ? ভাইকে কি আমার মনুষ্যত্ব নেই?

নয়ন। বিষ্ণুপুরবাসী কিন্তু এ বিবাহ-সংবাদে মর্মাহত হয়েছে। অনুরূপ গৌড়েশ্বরের পুত্রের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয়েছিল। তিনি বিবাহার্থী হয়ে বিষ্ণুপুরে আগমন করছিলেন, দৈবদুর্বিপাকে আমি হতভাগ্য যদি বিষ্ণুপুরে এসে না পড়তুম, অথবা উন্মাদের মত অন্তঃপুরে না উপস্থিত হ'তুম—যদি তোমাদের সম্মুখে দুঃখের কাহিনী না বলতুম, তা হ'লে কোন হৃত্ত এ মিলনটি ঘটত না। রূপবান্‌ ধনবান্‌ রূপযৌবনসম্পূর্ণ স্বামীর সোহাগিনী হ'য়ে সুখের, ঐশ্বর্য্যের ও অতুলনীয় সম্পদের মধ্যে থেকে এক রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী হ'তে পারতে।

রত্না। মহারাজ! আমার বর্ত্তমান ভাগ্য আমি শচীর ভাগ্যও তুচ্ছ জ্ঞান করি। মহারাজের পদচ্যুতি সমবেদনা শুনে, না পড়লে আজ আমাকে অন্তঃপুরে একটা রাজপুত্র নামধারী অপদার্থের হস্তে আত্মসমর্পণ করতে হ'ত।

নয়ন। তুমি কি বলছ রত্নাবতি? গৌড়েশ্বরের পুত্র যে পরম রূপবান যুবা-পুরুষ।

রত্না। সেটা কাপুরুষের পক্ষে। প্রথার হয়ত আর একটা কামনা, অনন্তকীর্ত্তি স্বামীর মহামহিম মূর্ত্তিই সে রমণীর চির-আকাঙ্ক্ষিত যৌবনরূপ। মহারাজ! আমি আজ সে ভাগ্যে ভাগ্যবতী। দশ বৎসর পরে যৌবনের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, গৌড়পতির আপদান সব বিস্মৃতির গর্ভে মিশিয়ে যাবে। কিন্তু মহারাজ! রত্নাবতীর ক্ষণভঙ্গুর দেহ ভস্মীভূত হ'লেও অনন্ত কালের মধ্যে একটি মাত্র দিনের জন্যও তাকে স্বামি-বিয়োগ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না। কেন না, তার স্বামী অনন্ত জীবন—মহাদেবের ন্যায় অব্যয়। অধিকাংশতির নাম করলেই বিনষ্ট হবার নয়।

নয়ন। তবে আর আমি কি বলব রত্নাবতি! তোমার জন্য আমি জগদীশ্বরের কাছে নিজের দীর্ঘ জীবন কামনা করি; আনন্দময়ী তোমাকে চিরকাল সুখিনী করুন। তবে আর তোমার কাছে গোপন করব না। আমি কি করতে চলেছি শুন। আমার ইচ্ছা, কিছুদিনের জন্য তোমাকে এখানে রেখে আমি একবার অভিকার গমন করব।

রত্না। কেন মহারাজ?

নয়ন। তোমাকে আমার হস্তে দান ক'রে বিষ্ণুপুর-পতি বড়ই বিপন্ন। গৌড়েশ্বরের মহাশাক্য প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছে যে, সে যেমন ক'রে পারে, তার পিতৃর অপমানের প্রতিশোধ নেবে। এইরূপ অবস্থায় আমার নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা কি উচিত হয় না রত্নাবতী! কিন্তু আমি একা। গৌড়েশ্বরের অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে নিঃসহায় আমি কি করতে পারি? বিষ্ণুপুর রাজের এই অমূল্য রত্ন দান, আমি কি অকৃতজ্ঞের মূর্ত্তিতে গ্রহণ করব? বিষ্ণুপুরের সৈন্যসহ, বিষ্ণুপুরের বিপদ, আমি কি কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? রাজার সামান্য মাত্রও সহায়তা কি আমা হ'তে হবে না?

রত্না। সেটা অবশ্যকর্ত্তব্য।

নয়ন। কর্ত্তব্য নয়? তুমি আমার পত্নী। আমার জীবনের প্রতি যেমন তোমার লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, আমার মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখাও তোমার তেমনই কর্ত্তব্য।

রত্না। অবশ্যবিধেয় কর্ত্তব্য।

নয়ন। তবে আর তোমাকে কি বোঝাব রত্নাবতি? তোমার ন্যায় তেজোময়ীর আশ্রয় পেয়ে আমি আবার নব জীবনে উজ্জীবিত। অধিকার আমার অপরাজেয় সেনাণী দুর্দ্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী যোধ সৈন্য। তাদের একবার বিষ্ণুপুরে আনতে পারলে, আমি বাঙ্গালার সমবেত শক্তিকেও অগ্রাহ্য করি। তাদের বিষ্ণুপুরে আনতে আমি অধিকার যাবার অভিপ্রায় করেছি।

রত্না। আপনাকে কি ক'রে ছেড়ে থাকব মহারাজ?

নয়ন। না থাকলে ত চ'লবে না।

রত্না। চারিদিকে শত্রু, আপনি তার মধ্য দিয়ে কেমন ক'রে যাবেন?

নন্দন। সে কি? দুর্ভাগ্য? আমার জন্য আবার কিসের ভয় মহারানী? তুমি পাপানুষ্ঠিত জীবনে পতিতের বরণ করেছ। তোমার পুণ্যই আমার জীবনরক্ষার পথ। তোমার [illegible] আমার শরীর রক্ষণে বর্মস্বরূপ। অপমৃত্যু যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হয়, তোমার ইচ্ছাই আমায় বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে। নিরস্ত্র আমি [illegible] থেকে এখানে এসেছি [illegible] বহুসৈন্যের সে শত্রু [illegible], কিন্তু [illegible] তাই [illegible]। নিরস্ত্র আমি অস্ত্রহীন ফিরে যাব। [illegible] যদি গৌরহরির [illegible] পরিবৃত হই, [illegible] আমার [illegible] কি [illegible] মহারানী? আমি আর কালবিলম্ব করব না। তুমি [illegible] বিদায় দাও।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রানী। আমি আপনার অন্তরের [illegible] মহারাজ! আপনার জ্যোতির্ময় [illegible] ক'রে তাকেই মাথা দিয়ে বরণ করেছি।

নন্দন। [illegible] আমিও বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ ক'রে চললাম।

রানী। তা হ'লে মহারাজ, চলুন, এক সঙ্গে [illegible] আশীর্বাদ গ্রহণ করি।

চতুর্থ দৃশ্য

বিষ্ণুপুর—রাজান্তঃপুর।

([illegible])

[illegible] কাজুরি ক'রে, [illegible] নিয়ে আছে, [illegible]

[illegible]

সনাতন। [illegible] বল।

[illegible] আজ, [illegible] দিয়ে হ'ল না, [illegible]

[illegible] কেন [illegible] বাপ?

[illegible] সাক্ষী কে?

সনাতন। [illegible] নেই—সাক্ষীও নেই।

[illegible] করবে?

২য় প্র। চোর নয় কি, নিশ্চয় চোর।

সনাতন। চোর—পাকা চোর।

১ম প্র। রত্নাবতীকে তুমি কয়বার মতলবে সন্ন্যাসী সেজে এসেছে।

সন্ন্যাসী। তাকে আর [illegible] নেই।

পু। সে যেমন ভাবে [illegible] নিলে [illegible] নিলে [illegible] আত্মসমর্পণ জানাবেন না, [illegible] [illegible] সমর্পণ ক'রে দেবেন।

১ম প্র। [illegible] কি [illegible] দেবেন না ? না হ'লে আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] দিলে, [illegible] [illegible] পারে না ?

[illegible]

ভাল, [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] ।

[illegible]

সন্ন্যাসী। [illegible]

[illegible]

সন্ন্যাসী। [illegible]

[illegible] দিলে।

[illegible]

সন্ন্যাসী। [illegible]

[illegible] কেন ?

সন্ন্যাসী। কিছুতেই না।

পু। [illegible] [illegible] নিলেন, আর আমাদের রাজা কি না [illegible] [illegible] [illegible] দিয়েছে।

সন্ন্যাসী। [illegible] কি [illegible] ?

পু। ঐ রাজা [illegible]। তোমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিবিরে [illegible] রাজা [illegible] [illegible], [illegible] শিবিরে [illegible] দিয়েছি।

[প্রস্থান।

(রাজা বীরভদ্রের প্রবেশ)

[illegible]। প্রভু, [illegible] জয়। মহারাজ, আমাদের রক্ষা করুন।

বীর। [illegible], তোমাদের কি হয়েছে যে রক্ষা করব ?

১ম প্র। [illegible] [illegible]। [illegible] বেটী, আমরা [illegible] [illegible] দিলুম।

বীর। [illegible] আমার রক্ষা [illegible] কি আছে ? [illegible] [illegible]।

১ম প্র। [illegible] গৌড়েশ্বরের পুত্র [illegible] [illegible] করেছেন।

[illegible]

[illegible]

সন্ন্যাসী। [illegible]

বীর। [illegible] [illegible]—তোমাদের [illegible] তোমরা [illegible] আমাদের, [illegible] করতে হবে কেন ?

১ম প্র। মহারাজ [illegible] [illegible]।

সন্ন্যাসী। [illegible]।

১ম প্র। [illegible] বলে আমরা [illegible] না। এখন [illegible] [illegible] মহারাজ উপস্থিত। গৌড়েশ্বরের পুত্রের সঙ্গে রত্নাবতী দেবীর সম্বন্ধ,

অথচ দেবী আর এক জনের গলায় মালা দিয়েছেন। সে ব্যক্তি যে কে এবং কি জাতি, [illegible] কেউ জানে না। মহারাজও বলতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় গৌড়েশ্বরের পুত্রের হাতে তাঁকে সমর্পণ না করাতে মহারাজের দুর্নাম হচ্ছে। [illegible]— প্রজা— প্রতিবেশী—কেউ এ বিবাহে সুখী নয়।

বীর। সুখী হবার ত কথা নয়।

[illegible]। তা হ'লে আপনার এই অন্তরের কারণ দূর করলে হয়, না? [illegible] সুখী হয়, [illegible] সুখী হন, [illegible] রক্ষা পায়। [illegible] গৌড়েশ্বরের পুত্র [illegible] দিয়ে [illegible] করুন [illegible] করুন।

বীর। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বলে বলে বলে [illegible]

([illegible])

[illegible]। মহারাজ!

বীর। 'মহারাজ' ব'লে [illegible] কি বলতে এসেছ বল। [illegible] আমার সন্তান। [illegible] সকলেরই সমান। নির্ভয়ে [illegible] কাছে বলতে পার।

[illegible]। গৌড়েশ্বরের [illegible] এসে [illegible] সমবেত হয়েছে। মাতুল [illegible] তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

বীর। বেশ, তুমি এক কাজ কর। এই [illegible] মাতুল মহারাজের কাছে নিয়ে যাও। এঁরা স্ত্রী-পুরুষ বিপদে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

[illegible] কি মহারাজ। [illegible] এখন [illegible]

বীর। [illegible] এত বড় [illegible] করতে না। তা হ'লে চল, [illegible] নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করুন।

([illegible])

[illegible]। মহারাজ!

[illegible]

[illegible] পাঠিয়েছেন, [illegible]

[illegible]

[illegible] শুনুন [illegible] মহারাজ!

[illegible] নয় [illegible] দুষ্টি, [illegible] হয়।

([illegible])

[illegible]

[illegible] তিওরাল।

[illegible] — [illegible]।

[illegible] তুমি [illegible] বাঁশী [illegible]।
[illegible] তোমার [illegible] শুধু [illegible] বাই [illegible]
[illegible] কাদিয়ের [illegible]—
[illegible] ফুলে ব'সে আছে, [illegible] আছে,
[illegible] দিয়ে [illegible] উঠতে দেবে না।

[illegible]

রঙ্গা। আর তুমি সাতে পাঁচে নেই—তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলে?

দ। আমি তার কি করব? আমার এই হাতে ছিল ঢাল, আর এই হাতে ছিল তলোয়ার। দুই হাতেই [illegible] বেটাদের যে মার খেয়ে [illegible] পালাবার উপায় ছিল না। এতেই তোমার বাবাকে না মেরে,—বলে আপনিই [illegible] রক্ষা করেছেন—আপনি আমাদের ঠাকুরদের মান

গেছেন—আপনিই বেশ কথা কয়েছেন। [illegible] পাড়ুক আর না।

রাজা। তুমি তাদের বুঝিয়ে দিলে, না কেন?

[illegible]। বুঝিয়ে দেবার সময় কোথায় [illegible] তারা কেবল [illegible] দিয়েছে—[illegible]। [illegible] না।

রাজা। বুঝেছি, [illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible] এই [illegible]

[illegible]

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]। রত্নাবতী। এখন [illegible] একাকিনী [illegible] উদ্যানে থেকো না। [illegible], বহু দৈন্য [illegible]

[illegible] বিদ্রোহী হয়েছে। [illegible]

রাজা। [illegible] এসেছেন।

[illegible]

[illegible]। [illegible] রত্নাবতী, [illegible]

[illegible]

ছুম, কিছু বুঝতে পারলুম না। কাকে তোমাকে সমর্পণ করলুম, তাই এখন আমরা বুঝতে পারছি না। সে ব্যক্তি যদি সজ্জন হেম হ'ত, তা হ'লে কি এই দুঃসময়ে পরহিতৈষী মহারাজকে সে পরিত্যাগ ক'রে যেতে পারত? অথচ সমস্ত বিপদ সেই নরাধম কাপুরুষের জন্য। তারই জন্য শাহ এখন বিদ্রোহী হ'ল—তাই শত্রু হ'ল। সেই প্রবঞ্চকের জন্যই বাদশার সম্রাটপুত্র—লক্ষ লক্ষ সৈন্যের অধিপতি—অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে জন্মভূমিতে বিষ্ণুপুর ধ্বংস করতে নিতে আসছে। যাক্‌, অদৃষ্টে যা ছিল, তাই হ'ল। তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো; একাকিনী এখানে সেখানে ঘুরো না—কেন না, এখন আমার নিজের ঘর পর্যন্ত নিরাপদ স্থান নয়। কার মনে কি আছে, কিছুই বলতে পারি না। এই যে মহারাজ! আপনি আবার এখানে এলেন কেন?

(বীরহম্বীরের প্রবেশ)

বীর। রত্নাবতী, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব?

রত্না। আজ্ঞে করুন।

বীর। জিজ্ঞাসা করছি—কিন্তু বুঝে উত্তর দিও। আমার কথায় মনে একটুকুও দুঃখ ক'রো না।

রত্না। আপনি আমার পিতৃতুল্য হিতৈষী।

বীর। তবে শোন। তোমার স্বামী তোমাকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপ ক'রে, কাপুরুষের ন্যায় এ স্থান ত্যাগ ক'রে গেছেন।

রত্না। আপনারা কি তাঁর পুনরাগমনের প্রত্যাশা করেন না?

বীর। প্রত্যাশা করতে পারি, কিন্তু জীবদ্দশায় নয়। যখন সে ফিরবে, তখন বিষ্ণুপুর অরণ্যে পরিণত হবে। এতক্ষণ বোধ হয় তোমার সঙ্গে কথা কবারও অবকাশ পেতুম না। এতক্ষণ গৌড়েশ্বরের পুত্রের সমস্ত সৈন্য বিষ্ণুপুর থেকে ফেলতো; আজীবন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, এ বয়সেও আমি চুপ ক'রে থাকতে পারতুম না। অগণ্য যোদ্ধার বিরুদ্ধে আমি একা, সুতরাং পরিণাম কি হ'ত, তোমাদের বুঝতে বাকী নেই। কি জানি, কি আশ্চর্য দৈব ঘটনায়, বিভাই, দ্বারকেশ্বরে প্রবল বন্যা এসেছে। আসতে আসতে সৈন্যের গতিরোধ হয়ে গেছে। তাই এখনও বেঁচে আছি। কিন্তু বন্যা আমাকে ক'দিন রক্ষা করবে?

রত্না। আমাকে কি করতে অনুমতি করেন?

বীর। তুমি পুনর্বিবাহে প্রস্তুত আছ? সমস্ত লোককে সন্তুষ্ট ক'রে, আমি এক অজ্ঞাতকুলশীল প্রবঞ্চকের হাতে তোমাকে দান করেছি।

রত্না। জানিলে ক'লে এ কঠোর বহুত করতেন না মহারাজ!

বীর। তবে আর কি, জাতিও গেল—কুলও গেল—তখন এ'—বয়সে ভাঙা পিঞ্জরের ভেতর প্রাণটা রাখবার আর প্রয়োজন কি? তোমরা প্রস্তুত থাক, আমি চল্লুম।

রত্না। (পদতলে পড়িয়া) মহারাজ! আমাকে পরিত্যাগ করুন না?

বীর। রত্নাবতী!—বৃদ্ধ আমি—তার ওপর বাল্যকালে নীচঘরে প্রতিপালিত—মর্যাদা রেখে কথা কইতে শিখি নি; আমি তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা কর।

রত্না। সে কি মহারাজ? আপনি আমার পিতৃতুল্য। বাল্যে বাপ মাকে হারিয়েছি। অবোধের চোখে তাঁদের দেখেছিলুম। সুতরাং তাঁদের দেখতেও পাইনি। চিনতেও পারি নি। যখন দেখতে শিখেছি—তখন দেখেছি আপনি আমার পিতা,—আর স্নেহময়ী রাণীই আমার মা। দেখুন, আমি রক্ষা করছি না, আপনাদিগকে বিপন্মুক্ত দেখবার জন্যও বলছি না। কেন না, এটা আমার বিশ্বাস—বিষ্ণুপুর-রাজ যতই অশক্ত হ'ন, তবু তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। তথাপি আমি বলছি—আপনি আমাকে পরিত্যাগ করুন।

পদ্মা। আর কেন রত্নাবতী? আর ও কথা কেন দিদিমণি?

রত্না। না দিদি! আপনি শুধু এই অভাগিনীর ভগিনী ন'ন। আপনি অসংখ্য সন্তানের জননী। শুধু এক জনের জন্য সেই অসংখ্যকে বিপন্ন করা, রাজ্যেশ্বরীর ধর্ম নয়। মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য সহধর্মিণীকে বনবাস দিয়েছিলেন।

বীর। আমি ত শ্রীরামচন্দ্র নয়, আমি বাগদী-রাজা। বাগদীর ঘরে বাল্যকালে দু' একটা কিকে দেখেছিলুম, তাইতে রত্নাবতী, আমি এই অনার্যোচিত বাক্যে তোমাকে মর্মপীড়িত করেছি।

রত্না। না মহারাজ, আপনি ঋষি, আপনার ওপর ক্রোধ করবার কিছুই নেই। তথাপি আমি কি নিবেদন করি শুনুন। আমি রূপের লোভে রাজা

[illegible]

([illegible])

[illegible]

মদন। কে তোমরা?

[illegible]

মদন। কে তোমরা?

[illegible]

নয়ন। তোমরা কি করতে চাও?

মধু। আর্দ্রেগুর্দ্ধীর [illegible] তোমায় [illegible] চাই। আর্দ্রেগুর্দ্ধী তোমাকে বারকেশ্বরের [illegible] বৌদ্ধ থাকবে। [illegible] বলে আমরা তোমাকে কুটিকুটি করতে হবে না। সে—যন্ত্র—[illegible] দিয়েছেন, আমাদের [illegible] বুদ্ধিতে না [illegible] বিশ্বাস নেই।

নয়ন। তোমরা আমাকে [illegible] চাও, হাঃ! আমি [illegible] নিয়ম, পণ করেছি। কেন? [illegible] সত্য-শক্তির পরীক্ষার জন্য। এক শক্তী [illegible] হাত থেকে [illegible] ফিরিয়ে এনেছি। [illegible] জগতে এমন কেউ নেই যে, শক্তী [illegible] [illegible] করতে পারে। তোমরা [illegible] চেষ্টা কর, কিন্তু আমার বিশ্বাস—কেউ তোমরা আমাকে [illegible] করতে [illegible]।

মধু। [illegible]—[illegible] দিয়ে, মধু—আর্দ্রেগুর্দ্ধী [illegible] আর [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]—[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গেছেন [illegible]।

মণি। [illegible] [illegible] [illegible] দেখিয়েছিল আর কি।

[illegible]। [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] ভাই, [illegible] তোমাকে বিশ্বাসের [illegible] বলবার ব্যবস্থা করি।

[উভয়ের কোলাকুলি করিতে করিতে প্রস্থান।

[illegible] [illegible] [illegible] তোমার [illegible] হয়, [illegible] [illegible] [illegible]।

(মধুর প্রবেশ)

মধু। [illegible] [illegible] ভবিষ্যৎ [illegible] এর কি হতে পারে? এ [illegible] তাদা কি এমন [illegible] [illegible] নবিনকে আর কি দেখতে পাব!

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]। [illegible]—[illegible], [illegible] [illegible], [illegible] লোক [illegible] [illegible] [illegible] উদ্যোগ করছে।

মধু। সে কি? কোথায়? [illegible] উপর অত্যাচার [illegible] [illegible]?

লক্ষী। [illegible] [illegible]—[illegible]—[illegible]—[illegible] প্রোত—[illegible] আর উদ্ধার করতে পারবি নি।

তোর ধরবে হাত—পাঁচ—ছাঁদিত থা—[illegible] থা—ঐ, বল্ কর্—[illegible] কর্।

মধু। আই রে—আই রে—

[উভয়ের প্রস্থান।

(মহাপাত্র ও মণিরায়ের [illegible] প্রবেশ)

মহা। [illegible] [illegible], [illegible] কেন, [illegible] [illegible] [illegible]!

(উভয়ের [illegible])

মণি। [illegible] [illegible] কিনে রাখতে পার, [illegible] [illegible] রাখবেন।

মহা। [illegible] এমন [illegible] কি? তোমাকে [illegible] বিশ্বাসের [illegible] বলছি, [illegible] আমার কাজ শেষ।

([illegible] [illegible])

[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] দেবী ও [illegible] [illegible] [illegible]।

মণি। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] কর্।

[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]।

মহা। [illegible] [illegible] [illegible] না।

[illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

মহা। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কর্ না।

[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি করবে? আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোমাদের [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]!

মণি। আরে [illegible], কি দেখলু দেখলু বলছিস?

[illegible]। তবে [illegible] দুই [illegible] দেখেছি—আর একটা [illegible]।

([illegible] প্রবেশ)

১ম [illegible]। [illegible], পালাও—পালাও।

মণি। সে কি রে? পালাব কেন?

মহা। কি বললি? [illegible]

[illegible] হুজুর হুজুর! [illegible]

[illegible] দিয়েছি—[illegible]

[illegible]

মহা। [illegible] কি [illegible]—?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কেউ? [illegible] কেউ? [illegible]

কেউ?—[illegible]

[[illegible] বলিতে [illegible]]

[illegible] দৃশ্য

[illegible] মন্দির।

([illegible])

[illegible] তোমার [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] আমি [illegible]

[illegible] আমি [illegible]

[illegible] আমি [illegible]

[illegible] বলুন, [illegible]

আপনার [illegible] অত্যাচার করেছে? [illegible]

[illegible] এসেছেন, [illegible]

[illegible] পারবেন না?

(বলার প্রবেশ)

বলা। অম্বিকার ঈশ্বর, তোমার এই দশা ? বিষ্ণুপুরে এসে চোরের হাতে—তোমার এই অপমান !

মদন। এ দুঃসময়ে তুমি আর কি প্রত্যাশা কর, বাপ, ? একদিনে আমার সংসার ছারখার। বিধাতার যখন এরূপ নিষ্ঠুর বিধান, তখন অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করব, এতে আর আশ্চর্য্য কি ?

বলা। সে আক্ষেপের কথা আর কেন বলছ রাজা ? কি বলব—বিধাতাকে দেখতে পাই না। দেখতে পেলে, তাকে একবার দেখে নিতুম। তোমার মত দেবতার যে লাঞ্ছনা করে, আমি কখনই সে বিধাতার খাতির রাখি না।

মদন। আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মভোগ, বিধাতার অপরাধ কি ?

বলা। তা যাক্—কোন্ লক্ষ্মীছাড়া বেটা তোমার এ দুর্দ্দশা করেছে বল ?

মদন। আর ব'লে লাভ নাই—চল।

বলা। মা—মা—শীগ্‌গির আয়, মদনকে পেয়েছি।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কই বলা, কোথায় আমাদের মদন ?

মদন। একি ! তোরা সবাই এসেছিস্ ?

মধু। বাবা তোমাকে খুঁজে দিকে দিকে পাঠিয়েছি। লক্ষ্মী আমার সঙ্গে এসেছে। বলা অন্য দিকে গেছল, সে একটু আগে বিষ্ণুপুরে এসেছে।

লক্ষ্মী। ওমা, এ কি ! মদনের এ অবস্থা কে করলে ? আলুথালু বেশ—সর্ব্বাঙ্গে জল !

মধু। এ কি দেখ্‌ছিস ? সর্ব্ব অঙ্গ বাঁধা ছিল। পাষণ্ড বেটারা প্রভুকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছিল।

লক্ষ্মী। আর তুই ব'সে ব'সে দেখ্‌লি ? মদনকে বাঁধা দেখতেই কি তার সেবক হয়েছিলি ?

মধু। কি করি, তখন আমি একা, মদনকে বাঁচাই, না পাষণ্ড বেটাদিকে ধরি।

লক্ষ্মী। বেশ ক', এখন ব'সে আছিস্ কেন ? যা—হারামজাদা বেটাদের মুণ্ডু ছিঁড়ে নিয়ে আয়।

বলা। মদনের যে কিছু করছে না—কে বেঁধেছে, মদন যে কিছু বলছে না।

মদন। বলাই, শান্ত হও, লক্ষ্মী শান্ত হ—খুঁজতে নিবৃত্ত কর্।

লক্ষ্মী। কেন করব ? কিসের জন্য করব ? চক্ষের ওপর তোমার অপমান দেখেও যদি চুপ ক'রে থাকে, তা হ'লে যে ওকে নরকে যেতে হবে। আমি মা হ'য়ে তা কেমন ক'রে দেখব ?

বলা। মা, তুই বাবার কাছে ব'স। ব'সে সেবা কর্, আমি দেখি সন্ধান ক'রে, কোন্ পাপিষ্ঠ মদনকে জলে ফেলে দিয়েছে। মা কালী পাপীকে ঠিক ধরিয়ে দেবে এখন।

(রত্নাবতীর প্রবেশ)

রত্না। কে গা তোমরা ?

মদন। এ কি। তুমি—তুমি রত্নাবতী—

সকলে। এঁ্যা ! সে কি ?

রত্না। এই যে মহারাজ আছ ? বেঁচে আছ ? মদনমোহন—

মদন। এই যে রত্নাবতী ! আমি তোমার পুণ্যে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছি।

মধু। কে মা তুমি ?

লক্ষ্মী। কে মা তুমি ? আমাদের রাজার কে মা তুমি ?

রত্না। জানি না তোমরা কে ? কিন্তু বুঝছি তোমরা আমার পুত্রকন্যা। যদি তাই হও, তা হ'লে শোন, আমি অম্বিকা নগরের রাণী—গোবিন্দদেবের মহাপাত্র আমার স্বামীর লাঞ্ছনা করেছে, যদি তোমরা আমার মাত্র শক্তিরও গর্ব্ব কর, তা হ'লে এখনি আমার এ অপমানের প্রতিশোধ নাও। যদি প্রাণ যায়—তা হ'লে অনন্ত বৈকুণ্ঠে তোমাদের স্থান হবে।

লক্ষ্মী। বলাই, যদি সে পাষণ্ডের শাস্তি দিয়ে এ অপমানের শোধ নিতে পারিস্, তবেই বুঝব সার্থক তোকে গর্ভে ধরেছি। যদি না পারিস, অমনি অমনি দ্বারকেশ্বরে ঝাঁপ দিস্। অম্বিকায় ও মুখ কখন দেখাস নি।

[সকলের প্রস্থান।

—

অষ্টম দৃশ্য

বিদূষক—রত্নাবতী।

(বীরেন্দ্র)

বীর। [illegible] দিয়ে [illegible] মিত্রের রাজা, [illegible] এ কি তোমার লীলা মদনমোহন! [illegible]

([illegible])

[illegible]

বীর। [illegible] চিরকালই ত [illegible]

[illegible]। কি [illegible] কাহারো [illegible]?

বীর। আমাকে [illegible] কেন, তুমি বালিকাকে ফিরিয়ে আন। আমি [illegible] অন্তঃপুর [illegible] পরে দিচ্ছি। কিন্তু [illegible] মদনমোহনের লীলাভূমি। লীলাময় নানাভাবের লীলা করেন—[illegible] সেই লীলার একটা [illegible]। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমার [illegible]। আমি [illegible] তোমার রত্নাবতীকে [illegible] আনি।

নেপথ্যে—(কোলাহল ও বন্দুকের শব্দ)

ঐ তোমার মদনমোহনের লীলাতরঙ্গে বুদবুদ উঠেছে! এখনি তোমার [illegible]—তুমি—তোমার [illegible] —তোমার [illegible] বিদূষক। [illegible] উঠবে। তুমি [illegible] আমার [illegible]

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]

([illegible] প্রবেশ)

[illegible] ছাড়, [illegible]

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]—রত্নাবতী। [illegible] বলে [illegible]

[illegible]। [illegible] কি [illegible]?

বীর। ভাই ব, এ কি [illegible]? তুমিই ত আমার [illegible] আক্রমণ করতে এসেছ?

বদ্য। [illegible]—রত্নাবতীর ত [illegible] এসেছি—কিন্তু [illegible] কাছে এসে সব [illegible] গেছে। আমরা বামুন [illegible] লড়াই করতে এসে-ছিলুম। কিন্তু বিদূষকের [illegible] কাছে, তা ত [illegible]

মা। ভূতের সঙ্গে লড়াই আমাদের অভ্যাস নাই, দোহাই মহারাজ, রক্ষা করুন।

মণি। ঐ কাটুতে আসছে, ও দিদি, ঐ কাটুতে আস্ছে।

(দমু ও বগার প্রবেশ)

দমু। ঐ—ঐ—মহাপাত্তর। আর পালাতে দিস্ নি, তা হ'লে আর পাবি নি। যদি নিজের মান আর প্রাণ রাখতে চাস, তা হ'লে এখনি ভূতটাকে ধ'রে ফেল। আর আমি এটাকে ধ'রে নিয়ে যাই।

উভয়ে। দোহাই আশ্রিতবৎসল মহারাজ—দোহাই মহারাজ—

পদ্মা। রক্ষা করুন মহারাজ—হতভাগ্যকে রক্ষা করুন।

(নয়ন সেনের প্রবেশ)

নয়ন। হাঁ হাঁ—মের না—মের না। উনি তোমার মায়ের সহোদর—সম্পর্কে মামা, আমার দেবতা—প্রণাম কর।

বীর। মামা! শত্রু ছিল, আত্মীয় হ'ল! ডাকাত ছিল, মিত্র হ'ল। মামা আর, মামা আর! এ সব কি ব্যাপার ভাই?

নয়ন। মহারাজ, আপনার আশীর্ব্বাদ।

(প্রণাম করণ)

দমু। মায়ের সহোদর—মামা—তোমার এই কাজ? যাও, চ'লে যাও, এখনও পর্য্যন্ত আমার মাথা ঠিক নেই—রাগে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে—চ'লে যাও—

[মণিরামের প্রস্থান।

মহা। দোহাই মহারাজ, দোহাই মহারাজ।

(রত্নাবতী ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

রত্না। মুক্ত কর—মুক্ত কর—দেবতা রাজার সম্মুখে হত্যা ক'র না—

বগা। না।

লক্ষ্মী। রাণীর আদেশ পালন কর্।

(রত্নাবতী ও লক্ষ্মীর বীরমল্লকে প্রণাম করণ)

দমু। দে, বেটার কান মোলে ছেড়ে দে।

বগা। (মহাপাত্রের কর্ণমর্দ্দন করিতে করিতে) দূর হ—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গৌড়—রাজপুরী।

মহাপাত্র ও মহীপাল।

মহা। এক বেটা বাগদী রাজার সম্মুখে—রাজসভা মধ্যে—আমি যে অপমানিত হয়েছিলুম, যার দেহের ধমনীতে এক বিন্দু রক্তও প্রবাহিত হয়, যে পুরুষ একটুকু শক্তিরও গর্ব্ব করে, সে ব্যক্তিও সেরূপ অপমান সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আমি সর্ব্বশক্তিমান্ বঙ্গেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী হয়েও, নীরবে সেই অপমান চার বৎসর সহ্য করছি।

মহী। কি করব ভাই, তখন আমি পরাধীন। তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেও আমি কোনও প্রতীকার করতে পারি নি। যতবারই বৃদ্ধ মহারাজের কাছে আমি প্রতীকারের প্রস্তাব করেছি, ততবারই তাঁর কাছে কেবল তিরস্কৃতই হয়েছি।

মহা। তবে, এখন ত আর আপনার সে অবস্থা নয়। মহারাজ পরলোকগত, আপনিই এখন সম্রাট্।

মহী। হয়েছে কি জান, এখন আর মনের সে অবস্থা নেই। এখন আমি নিস্তেজ হয়ে পড়েছি।

মহা। একটু পূর্ব্বাবস্থাটা চিন্তা করলেই মনের সে অবস্থা আবার ফিরে আসে মহারাজ। সেই বিষ্ণুপুরে যাবার পথে, দুটো লোকের হাতে অপমান, আপনারও কিছু ভৃত্যের চেয়ে কম হয় নি। আপনাকেও অর্দ্ধ-উলঙ্গবেশে শিবির ছেড়ে পালাতে হয়েছিল।

মহী। সে চার বৎসর আগের কথা ভুলে আর কেন নিজেকে কষ্ট দাও?

মহা। দেখুন মহারাজ, আপনার যদি আমার মত অবস্থা হ'ত, তা হ'লে আপনি কেমন ক'রে ভুলে থাকতে পারতেন, বুঝতুম। এখন আপনার শত্রুর প্রতি এ প্রকার ক্ষমা প্রদর্শন, ভৃত্যের প্রতি অত্যাচার।

মহী। কই ভাই, তারা ত তোমাকে যথেষ্টই অনুগ্রহ দেখিয়েছে—তুমি তাদের প্রভুর প্রাণহরণ করতে গিছলে, তারা প্রতিশোধস্বরূপ তোমার কর্ণ স্পর্শ ক'রে ছেড়ে দিয়েছে, প্রাণ ত গ্রহণ করে নি।

মন্ত্রী। প্রাণ গ্রহণ করলে মহারাজকে উৎপীড়ন করতে পারতুম না। আমার প্রাণ তারা গ্রহণ করলে না কেন? তারা বুঝেছিল,—মানী ব্যক্তির মান, প্রাণ অপেক্ষা গুরুতর,—তারা বুঝেছিল,—একমাত্র নীচের হস্তের অঙ্গুলিস্পর্শে আমার কানে যে যাতনা হবে, তার জালায় হয় আমি আত্মহত্যা করব, নয়, পুরুষোচিত প্রতীকারের ব্যবস্থা করব। তারা এটাও বুঝেছিল,—আমার কর্ণমর্দনে আমার প্রভু স্বকর্ণে যাতনা অনুভব করবেন।

মন্ত্রী। তুমি করতে চাও কি?

মন্ত্রী। আমি ভৃত্য, আমি করব? আজ যদি আমি মহাশয়ের কাছ থেকে অপসৃত হই, তা হ'লে আমার অবস্থা কি? কাল আমাকে কে চিনবে—কে আমার কথা ভাববে? তথাপি সকলে বলবে, বর্ত্তমান গৌড়েশ্বর কে? না যিনি বিষ্ণুপুরে গিয়ে, কিল খেয়ে কিল চুরি করেছিলেন। আমার মান অপমান দুই-ই সমান। মহারাজের মান নিয়েই আমার মান। আমার মানে যা আর মহারাজের মানে তা, একই কথা। আমি শুধু মহারাজের মর্য্যাদা গৌরব রক্ষা করবার জন্যই আবেদন করছি।

মন্ত্রী। তোমার বলবার অধিকার আছে?

মন্ত্রী। অধিকার নেই? আমরা কি উৎসাহক হয়ে গৌড় থেকে বিষ্ণুপুরে লড়াই করতে গিয়েছিলুম?

মন্ত্রী। তবে কি জান, আমি রাজা, সব দিক দেখে আমার এখন কাজ করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী। তাতে কি আর সন্দেহ আছে? সব দিক দেখবেন বই কি। আপনি জ্ঞানবান্,—আপনি ভূত-ভবিষ্যৎ আলোচনা না ক'রে কাজ করবেন কেন? পদতলে আপনার বিশাল রাজ্য,—চারিদিকে বেড়ে সব জল সৈন্য,—সম্মুখে অনন্ত আশা,—রাজকোষে রাশি রাশি অর্থ,—কিন্তু এতদ্ভেও আপনার চেয়ে, আপনার একটা সামন্ত রাজার অন্তঃপুর আপনার অন্তঃপুরকে পরাস্ত ক'রে রেখেছে। রাজা বাস করেন বাঙ্গালায়, কিন্তু রাজলক্ষ্মী আছেন অম্বিকায়।

মন্ত্রী। যা বলেছ মহাশয়, রত্নাবতীর ন্যায় সুন্দরী যে রাজার অন্দরে নেই, সে রাজার কিছুই নেই।

মন্ত্রী। আপনি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, সব দেখুন,—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সব দেখুন। সম্মুখে দেখুন, পশ্চাৎ দেখুন, কিন্তু কোন স্থানে রত্নাবতীর ন্যায় সুন্দরী দেখতে পাবেন না। কিন্তু সেই সুন্দরী নিজের অনিচ্ছায়, একটা যুদ্ধের কৌশলে অম্বিকায় বন্দিনী। মহারাজ, আপনি এখানে, সে সেখানে। সে সুন্দরী কি সেখানে সুখী আছে মনে করেন?

মন্ত্রী। তা কেমন ক'রে বলিব?

মন্ত্রী। আপনার রূপের তুলনা নাই,—আপনার গুণের তুলনা নাই,—আপনার ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই,—আপনি সহস্র সৈন্যের অধিপতি। শুধু তাই নয়, আপনি কোটের রাজা—

মন্ত্রী। সমস্তই জেনেছেন মহাশয়। কিন্তু কি জান, বিবাহিতা স্ত্রী—

মন্ত্রী। কি বলেন মহারাজ—বিবাহ? কার? রত্নাবতীর? সে বিবাহ? (কাজ) দান করলে কে? নিলে কে? একটা যুদ্ধ—তার জন্যে না, দুই লোকের না—একটি সরলা অসহায়া বালিকার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, তাকে আর একটা যুদ্ধের হাতে সমর্পণ করেছে। স্বাক্ষীর দান, তাকে কি আপনি বিবাহ বলতে চান মহারাজ? আর বিবাহ যদি হয়, তাকেই কি? এক বেটা বাগদীর রাজা, আর এক বেটা জোতের রাজা, এই দুবেটা দুর্বৃত্ত লোকের কাছে গৌড়েশ্বর আপনি অপমানিত হয়ে থাকবেন? এক অবস্থা থাকতে অপরাধীর শাস্তি দেবেন না? ভৃত্য আমি বিচারপ্রার্থী, বিচার করবেন না? তা যদি না করেন, তা হ'লে দয়া ক'রে ভৃত্যকে বিদায় দিন—আমি এ বয়সে পথ জেগে ভিক্ষা ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করি। কিংবা বনে যাই, বাঘ ভালুকের আশ্রয়ে বাস করি। নতুবা দেশের ভেতরে আপনার আর আমার অপমানের যে একটা ইতিহাস থেকে যাবে, মহারাজের আশ্রয়ে থেকে তা আমি সহ্য করতে পারব না।

মন্ত্রী। বেশ, তা হ'লে যাও—অম্বিকা জয় করতে যাও।

মন্ত্রী। অম্বিকাকেও দেব, বিষ্ণুপুরকেও দেব—একে একে সব দেব। প্রথমে অম্বিকা, তার পর বিষ্ণুপুর। একটা একটা ক'রে মারব। কেউ না কাউকে সাহায্য করতে পারে।

মন্ত্রী। রত্নাবতী! যা বলেছ মহাশয়, বিষ্ণুপুরে আমার যে অপমান, তোলবার নয়। আমাকে যে লাঞ্ছনা হয়েছিল, সেই কথা, আমার একটা ভৃত্য হবারও যোগ্য নয়, এমন লোকে

অপমানিত করেছে। নির্বাসিত হয়ে বিষ্ণুপুর থেকে আমি কুকুরের ন্যায় তাড়িত হয়েছি।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ অপমান যদি হৃদয়ে জাগিয়ে না রাখেন, তা হ'লে আমাদের মনুষ্যত্ব কই? প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! [illegible] তাদের [illegible] প্রতিশোধ-নিতেই আমি [illegible] মহারাজ!

রাণী। আমি তোমাদের এই প্রতিশোধ নেবার সম্পূর্ণ ভার নিলুম। [illegible] প্রতি [illegible] দেখিয়েছ না? [illegible] মত [illegible] পায় [illegible] [illegible]।

মন্ত্রী। [illegible] [illegible] যায় [illegible], সে [illegible] [illegible] সুন্দরী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেছেন —

[[illegible] প্রস্থান।]

মন্ত্রী। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] হয়ে [illegible] যে, আমাদের [illegible] দিয়ে দিয়েছিল। তোমার কথাই আমার [illegible] [illegible] তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকবে। [illegible] [illegible], কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible]! তোমার [illegible] [illegible] [illegible] তোমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিশোধ নিতেই হবে। আমি [illegible] [illegible] [illegible] অপমানের [illegible], দুঃখের [illegible] [illegible] [illegible] দেখেছি। এ [illegible] যদি [illegible] [illegible] [illegible] হয়, তাতে কোন দুঃখ নেই। [illegible] এই যে — তুমি ফিরে এসেছ — কি খবর?

(চরের প্রবেশ)

চর। [illegible] প্রভু, খবর বড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নূতন [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] বুঝেছি যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন উপায় নাই। [illegible] [illegible] সৈন্য [illegible] [illegible] হাতে ক'রে যদি [illegible], তা হ'লে সে হাজার লোকের মোহড়া নিতে পারে।

মন্ত্রী। বলিস্ কি?

চর। প্রভু, অনুসন্ধানে আমি [illegible] [illegible] [illegible] বুঝেছি, যুদ্ধ ক'রে [illegible] [illegible] কিছুতেই হ'তে পারে না।

মন্ত্রী। তা হ'লে উপায়?

চর। উপায়ের মধ্যে এক কৌশল। কিন্তু তাও যে কি রকম ক'রে খাটাতে হয়, তা [illegible] আমাদের জানা নেই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অধিকার পাবার [illegible]।

মন্ত্রী। [illegible] অধিকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হ'লেই [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জানেন।

মন্ত্রী। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার, [illegible] [illegible] নিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

চর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষ্ণুপুরের রাজা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অধিকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষ্ণুপুরে [illegible] [illegible] [illegible]।

মন্ত্রী। [illegible]।

চর। [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তারা চুরি [illegible]।

মন্ত্রী। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

চর। [illegible] [illegible] পারি না প্রভু, আমার [illegible] হয় না।

মন্ত্রী। কেন?

চর। [illegible] [illegible] তাদের [illegible] হয় [illegible] [illegible] না। রাজা বীরমল্ল তাদের একবার বিষ্ণুপুরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু [illegible] নিয়ে যেতে [illegible]। তার বিশ্বাস, [illegible] [illegible] বাইরে একবার গেলে আর অধিকার নিয়ে আসবে না। একবার সে [illegible] [illegible] [illegible] যাচ্ছিল, পাহাড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্বাস

করেছিল। সেই জন্য তারা এ ছেলেকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে চায় না।

মন্ত্রী। হুঁ। আচ্ছা তুমি একবার নিধে সর্দারকে ডেকে দিয়ে যাও। তুমি যে সংবাদ দিয়েছ, এর বদলেই তুমি পুরস্কার পাবে। যাও, একবার নিধেকে ডেকে দিয়ে যাও। কিন্তু দেখ, এ কথা জনপ্রাণীর কাছেও প্রকাশ করো না।

চর। না হুজুর, তা কি করতে পারি।

[চরের প্রস্থান।

মন্ত্রী। এখন সুবিধে ত কিছুতেই ছাড়তে পারি না। পথের মাঝে কোন রকমে যদি রত্নাবতীকে গ্রেপ্তার করতে পারি—অন্ততঃ ছেলে দু'টোকেও পাই, তা হ'লেই বস্। বেটাকে নির্বংশ করতে পারলেও যথেষ্ট প্রতিহিংসা হয়—আমার লাঞ্ছনা যায়—বেটা যে জন্য বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করেছে তা পণ্ড হয়। তা হ'লেই আমার অপমানের শোধ। বুড়ো বেটার জন্যেই ত আমাকে লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে। আর ইচ্ছে না থাকলে বেটার সাধ্য কি যে, আমার মতন মানী ব্যক্তির কানে হাত দেয়? উঃ! রক্তচক্ষু! কি ক'রে আমি এ অপমানের শোধ নিই?

(নিধি সর্দারের প্রবেশ)

নিধি। হুজুর! তলব করেছেন কেন?

মন্ত্রী। এই যে নিধু এসেছো। নিধু, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে যে—

নিধি। কি করবো, আজ্ঞে করুন?

মন্ত্রী। ভারী—সঙ্গীন কাজ।

নিধি। আজ্ঞে তা না হ'লে নিধেকে তলব করবেন কেন?

মন্ত্রী। এই বুঝেছ ত দেখছি! অতি সঙ্গোপনে,—নিঃশব্দে, কাজটি হাসিল করতে হবে; যেন পশুপক্ষীতেও টের না পায়। করতে পারলে লাখ টাকা বকশিস্।

নিধি। আগে হুকুম করুন। তার পর দেখুন পারি কি না।

মন্ত্রী। তোমায় অম্বিকায় যেতে হবে, সেখান থেকে কোনও রকমে রাজার ছেলে দু'টিকে চুরি ক'রে আনতে হবে।

নিধি। জ্যান্ত আনবো, না—মেরে ফেলে আনবো—?

মন্ত্রী। জ্যান্ত আনবে—জ্যান্ত আনবে।—না—জ্যান্ত আনবার যেমন সুবিধে হবে না। তুমি মেরেই ফেলো।

নিধি। তা হ'লে কি মেরে আনবো?

মন্ত্রী। তা হ'লে হ'ল কি না বুঝবো কি ক'রে?

নিধি। মুণ্ড কেটে নিয়ে আসবো।

মন্ত্রী। বস্—বস্—লাখ টাকা—লাখ টাকা—এক হাতে মুণ্ড দেবে, আর এক হাতে টাকা নেবে।

নিধি। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকুন, যাব আর কাজ হাসিল ক'রে চ'লে আসবো।

মন্ত্রী। আর দেখ, শুনছি রত্না সঙ্গে কেন বিষ্ণুপুর আসছে। যদি ছেলেদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়?

নিধি। পথে বসেই পথে মারবো—পথে পাই পথে মারবো।

মন্ত্রী। বস্—বস্—লাখ টাকা—লাখ টাকা—তা হ'লে আর বিলম্ব ক'র না।

নিধি। তা হ'লে পায়ের ধুলো দিন।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। উঃ! আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, রত্নাবলিনীর মুখে কালি পড়েছে। মা আমার খাঁই খাঁই করছেন। ভয় কি মা! তোমার এমন উপযুক্ত সন্তান থাকতে তোমার খাবার অভাব! থোড়, শাক-ভরা খাইয়ে খাইয়ে তোমার পেটে আর অজীর্ণ আসছে দিন দিন, এখন থেকে কেবল মাথা—মানুষের মাথা—লাখ লাখ মানুষ। এবারে ত তোমাকে দুটি কচি ছেলের মাথা এনে দিই—তা তুমি খাও না খাও পরে। বস্—আমি এ দিক থেকে কোন রকমে বুড়ো বেটাকে পথ থেকেই গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অম্বিকা—রাজপথ।

(চোর ও চুরনীগণ)

১ম চোর। আরে দেখ, সর্দার গেল কি? সবাই এসে উপস্থিত হ'ল, তার যে আর খবর হয় না দেখতে পাই।

১ম কুমারী। হ্যাঁগো, আগে সর্দারনী [illegible]। তাদের আইবো [illegible] বৎসর। [illegible] কি আরো এসে উপস্থিত হবে ?

২য় জেলে। [illegible] পুজো, হ'লে হবে, [illegible] বাদ যাবে।

১ম কুমারী। [illegible] মা, [illegible], ঠাকুরতলায় [illegible] নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

১ম জেলে। ঐ আসছে রে, ঐ আসছে।

(সদু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

১ম কুমারী। [illegible] লক্ষ্মী ? রাণী যে [illegible] ঠাকুরতলায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। চ'লে আয়, চ'লে আয়।

লক্ষ্মী। তোরা এগিয়ে যা ভাই, [illegible]। [illegible] [illegible] নিয়ে আসছে। [illegible] [illegible], [illegible] মানুষ চোখে দেখতে পায় না,—তাকে [illegible] আসছে। [illegible] [illegible] [illegible] এগিয়ে যা।

১ম জেলে। [illegible] চল্ গো, সব চল্।

[illegible] — [illegible]।

কোন্ খাটে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
কে নিলে [illegible] [illegible] হ'লে [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] কেন্দে এমন [illegible]
[illegible] মাঝে [illegible] তুমি দুটি [illegible] [illegible] ?
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গিয়েছিলে কোন্ [illegible]।
[illegible] বাড়ু [illegible] আর [illegible] না [illegible]।
[লক্ষ্মী ও সদু ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সদু। হাঁ লক্ষ্মী, এমন দিন যে আসবে, [illegible] কি [illegible] [illegible] ছিল ? সেই [illegible] [illegible] আগে—মনে [illegible] লক্ষ্মী—সেই এক যুগ পূর্বে পুরুষোত্তম যাবার [illegible] [illegible] [illegible] উঁহাদের [illegible] দুটো আমাদের [illegible], [illegible] সেই [illegible] [illegible] গিয়েছিল ?

লক্ষ্মী। [illegible] আমার নেই ? [illegible] যে দিনকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার জল্ জল্ করছে। [illegible] [illegible] মাঝে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলেছিলি, "লক্ষ্মী, চার দিকে অন্ধকার," যদিও [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] তুলতে গিয়েছিলুম, তবু সর্দার, [illegible] কথা বলতে কি, যেন আর [illegible] ছিল না। বুকখানা [illegible] যেন [illegible] [illegible] উপক্রম হয়েছিল। সর্দার —সর্দার, সে কি ভীষণ দিন ! উঁহাদের [illegible] [illegible], উঁহাদের [illegible] দুটি। চারিধার আকাশ, [illegible] [illegible]—[illegible] নিস্তব্ধ—আর মাঝখানে [illegible] একা [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চ'লে এল— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোর [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] আমি সেদিনকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মনে [illegible] [illegible] [illegible] —[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এসে উপস্থিত [illegible]।

সদু। [illegible] এসে দেখলি, ঐ [illegible] [illegible]— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] সুখের [illegible] আমাদের [illegible] আসছে। [illegible] বাজাবে, আকাশে যেন [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]—[illegible]—[illegible] [illegible]—

লক্ষ্মী। সর্দার। এ আনন্দের দিনে [illegible] কথা [illegible] তুলিসনে। [illegible] [illegible] [illegible] আবার ফিরে এসেছে। যম যেন [illegible] [illegible] হাতের [illegible] [illegible] করেছে। [illegible] [illegible] কোথা থেকে যেন [illegible] [illegible] ফিরে এসেছে। এমন আনন্দের দিনে সর্দার আনন্দ কর্। চল্, [illegible] স্বামি-স্ত্রী দুজনে প্রাণভরে [illegible] পূজো ক'রে [illegible]। রাণী আমাদের অপেক্ষায় [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] দুটি ভাইকে নিয়ে আমরা চরণে [illegible] [illegible]। চল্, আর দেরী করিস্ নি !

পদ্মু। মা রুক্মিণীর কৃপায় আমার এ দুঃখ [illegible] দেখে সহ্য করতে পারছেন না।

লক্ষ্মী। [illegible] আমার সাধ্য [illegible]

পদ্মু। আরও [illegible] আমাদের দুঃখের [illegible] পূর্ণ হয়েছে। [illegible] বিপদ আছে। মানে মানে [illegible] পারলে [illegible] হয় না।

লক্ষ্মী। [illegible] একটা ঠিক ক'রে [illegible]

পদ্মু। [illegible] লক্ষ্মী, [illegible] দুটো [illegible] হাত ধ'রে, [illegible] এর চেয়ে [illegible] এই উপযুক্ত সময়।

লক্ষ্মী। [illegible] আমরা নেই, [illegible] করতে নেই।

পদ্মু। [illegible] আর [illegible] কিন্তু [illegible] সময় [illegible] কিন্তু [illegible] লক্ষ্মী। সেই [illegible] কথা [illegible] করেছি, কিন্তু [illegible] ধরে [illegible] দিচ্ছি [illegible] আমার [illegible] ছিল, [illegible] আশাতেই [illegible] সুখে [illegible] কি [illegible] লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। যার ইচ্ছায় হয়, তাঁরই ইচ্ছায় [illegible] তাঁর ইচ্ছায় রাজার মেয়ে হয়েছি—রাণী হয়েছি, আবার তাঁরই ইচ্ছায় বাঁদী হয়েছি, [illegible] হয়েছে। নইলে এ বয়সে যে রাজার মেয়ে হয়, [illegible] বিশ্বাস করেছিল? তবে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর ক'রে পথ চল।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা। বাবা বাবা! [illegible] আর—রাজা তোকে ডেকেছে!

পদ্মু। [illegible] কাছ থেকে [illegible] এখন আর [illegible] আর [illegible] পথে [illegible]

[illegible] বাকে [illegible] আছে।

[illegible] জানিস কি?

[illegible] বিপদের [illegible] আমির

[illegible]

[প্রস্থান]

পদ্মু। [illegible] দেখি [illegible] যাই [illegible]

লক্ষ্মী। [illegible] বিপদের [illegible]

পদ্মু। [illegible] শুধু বিপদের [illegible] এই [illegible] ঘুমিয়ে রয়েছে। [illegible] অপমান মনে [illegible] দূর ক'রে দিয়েছে— [illegible] হয়ে ব'সে আছে, এই কি তুই বিশ্বাস করিস? তবে কেন যে সে এত কাল চুপ ক'রে ছিল, বুঝতে পারি না। লক্ষ্মী। [illegible] যদি

[illegible] ভেতর [illegible] না দিচ্ছিস, তা [illegible] বিষ্ণুপুরের [illegible] দিতে [illegible]

[illegible] হুকুম [illegible] তোর [illegible] পায়।

[illegible] আপনা [illegible] দিলেন [illegible] আসছিল। [illegible] অবস্থা [illegible] [illegible]

[illegible] কাছে [illegible] দিয়ে [illegible] আছে। আমি [illegible]

[illegible] তুমি [illegible] আমরা [illegible]

[illegible] ভগবতী? [illegible] ভাবনা [illegible]

[illegible] দিতে [illegible] হয়ে [illegible] আছ। [illegible] স্বর্গ [illegible] দিকে [illegible]

(মাধু [illegible] প্রবেশ)

মাধু। [illegible] বলে [illegible] আমাদের [illegible] বলিতে কোথায় [illegible] আমি [illegible] আছে যে, [illegible] পাই?

[illegible]। [illegible] আমি [illegible] তোদের [illegible] পারি।

মাধু। [illegible] আমি মনে করলুম,— তোরা [illegible] আমাদের [illegible] দিয়ে এলি। [illegible] আমার [illegible] পথের মাঝখানে বসিয়ে [illegible] আমি [illegible] যাব [illegible] বলে [illegible] তখন [illegible] আমি কি [illegible] [illegible] করে [illegible]

[illegible]। [illegible] তোমাকে এই দুঃসময়ে [illegible] দিতে [illegible] না।

[illegible] কেন [illegible] আমি [illegible] তোকে [illegible] আমার, আমি [illegible] পারি না। চিরকাল [illegible] বনে [illegible] কাটিয়েছি,— [illegible] ভাবুকের

[illegible] তুমি [illegible],— আমাদের কোলে বসিয়ে [illegible] তুই [illegible] আমার [illegible] [illegible] এমন [illegible] পাই [illegible]— [illegible] কোন্ [illegible] [illegible] হবে [illegible] [illegible] পারি না। [illegible] [illegible] হাতে [illegible] [illegible] লাঠির [illegible]

[illegible]। [illegible] তোমাকে [illegible] [illegible] আমি [illegible]

মাধু। [illegible]

(অভিনেতা [illegible] প্রবেশ)

[illegible] আমাদের একবার [illegible] দিয়ে [illegible] শক্তি [illegible] একটু [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] দিতে পারবেন। [illegible] বিষ্ণুপুরের [illegible] একবার [illegible] একবার [illegible] দিয়ে দিই।

(দর্শকদের প্রবেশ)

দর্শ। কি ভাই, কাকে কি শিক্ষা দিচ্ছ?

[illegible]। ভাই [illegible] [illegible] তোমাদেরই মতন। কে তুমি [illegible]?

ধর্ম। আমি সর্ব্বত্যাগী ভিক্ষুক।

সৃষ্টি। ভিক্ষুক?

ধর্ম। আজীবন ভিক্ষাই উপজীবিকা।

সৃষ্টি। ভিক্ষা? বল, সুবিধের! তবে আর তুমি পরের চাকরী ক'রে ছুটোছুটি ক'রে হাঁফিয়ে মর কেন? এমন সুন্দর লাভবান্ ব্যবসা—পরের মাথায় হাত বুলিয়ে,—পরের অন্নে উদর পূর্ণ ক'রে,—এমন উদরের আয়তন-বৃদ্ধি—এমন কাজ না ক'রে, খেটে খেটে তুমি কি না কাঠো হয়ে গেলে—বাড়্তে পেলে না! বল ত ঠাকুর, কোথায় ভিক্ষে কর?

ধর্ম। সর্ব্বত্রেই।

সৃষ্টি। কি ভিক্ষে কর?

ধর্ম। যে যা শ্রদ্ধা ক'রে দেয়। কেউ অন্ন দেয়, কেউ বস্ত্র দেয়—কেউ ফল, জল দেয়।

সৃষ্টি। বটে বটে! ভারী সুবিধের ব্যবসা।

ধর্ম। কেউ পত্রপুষ্প দেয়।

সৃষ্টি। অন্ন, বস্ত্র, ফল, জলে আমার কোনও আপত্তি নেই। পুষ্প—তাতেও আপত্তি নেই। যখন অন্ন-জলে পেট ধই ধই করবে, তখন নাকের কাছে পুষ্পটা ধরবার প্রয়োজন হ'তে পারে। তবে পত্র নিয়ে কি করব? ওটা ঠাকুর, তুমি নিয়ো; খেতে আমার নেই।

ধর্ম। মাঝে মাঝে লাঞ্ছনাটাও পাওয়া যায়।

সৃষ্টি। বটে! ভারী সুবিধের ব্যবসা—লাঞ্ছনা! সে আবার কি? লাঞ্ছনাটা কি নদী-ছানার কোন রকম প্রক্রিয়া?

ধর্ম। নদী-ছানার নয়, তবে বংশদণ্ডের একটা প্রক্রিয়া।

সৃষ্টি। কি! (লাঠি তুলিয়া) এই?

ধর্ম। ও রকমও আছে—গালটাও আছে, গলাধাক্কাও আছে। বৃহৎ বুকে ব্যবস্থা।

সৃষ্টি। ও বাবা! তা হ'লে অসুবিধের ব্যবসা। হয়েছে, বোঝা গেছে, যাও ঠাকুর, তোমার ব্যবসা তুমিই নিয়ে থাক। আদিপর্ব্ব ধর্তে না ধর্তেই একেবারে মুষলপর্ব্ব ক'রে বস্লে। যাও, কোথায় যাচ্ছ যাও, কি মতলব? ভিক্ষে না নিয়ে যাবে না বুঝি?

ধর্ম। কেউ জীবরক্ত ভিক্ষা দেয়, আবার কোন কোন মহাপুরুষ নিজের বুকের রক্ত ভিক্ষে দেয়।

সৃষ্টি। ও বাবা তা হ'লে সাক্ষাৎই বটে!

ধর্ম। কিন্তু শেষোক্ত জিনিসটাই আমার সকলের চেয়ে প্রিয়।

সৃষ্টি। তা'হলে ঐ পাকশালায় যাও, ঐ যে ব'সেছে লোক-জননী দেখছ, ওখানে তোমায় ভক্ত পেতে ব'সে থাক, সেই ব'সে তোমার প্রিয় সামগ্রী দান করতে পারে। আমি তোমাকে—বুকের সাধ্য—

ধর্ম। বল বল, থাম্লে কেন? বল, আমাকে বন্ধু বল্তে বল। দ্বিতীয় ভিখারী আমি—পথে পথে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।

সৃষ্টি। আমি তোমাকে বুক চিরে একটু আধটু দিতে পারতুম। কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার রক্ত জল হয়ে গেছে। আর একেবারে ঠাণ্ডা—বুঝেছ? বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে তোমার সান্নিপাতিক হ'তে পারে। তাই দেই বলছি। ঐ বড় সুন্দরী আছে, ওর বড় দেখ, ত্যাগ স্বীকার করে—ওর কাছে গিয়ে হাত পাত, সুবিধে হবে।

[প্রস্থান।

ধর্ম। হে সরলে! তোমাকে প্রণাম করি। তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নাই, হে অনাদ্যন্তরহিত পুরাণ পুরুষ! সকলেই তুমি আপনার অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠা করেছ। সকলেই তোমার পরিচয়। তুমি আপনিই আপনার ভিক্ষা দাতা, আপনিই আপনার পূজক। তুমি কখন দুঃখ, কখন দুঃখী, কখন দাতা, কখন যাচক। মায়াবৃত্তিতে কখন তুমি সন্তানের উদর ভরাতে দেশে যাও, আবার সন্তান হয়ে প্রতিক্ষণ মায়ের আদরের প্রতীক্ষা কর। হে সরস্বতী প্রণবরূপ! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি।

(নৈবেদ্য হস্তে লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মী। আপনি কে, দেবতা?

ধর্ম। মা! আমি সর্ব্বত্যাগী ভিক্ষুক, আমায় কিছু ভিক্ষা দাও।

লক্ষ্মী। প্রভু! আমি যে নীচ—ব্যাধের অধম জাতি।

ধর্ম। তাতে কি মা? আমি যাদের কাছে ভিক্ষা করি, তারা একজাতি, তাদের নাম দুঃখ।

লক্ষ্মী। ঠাকুর! ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মের কাছে, এই নৈবেদ্য রেখেছিলুম—তিনি নীচ ব'লে বুঝি এ

সামগ্রী গ্রহণ করেন কি—আপনার যা ইচ্ছা হয়, তাই করুন।

([illegible])

বর্মা। এই আমি [illegible] করলাম, তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হোক।

লক্ষ্মী। ([illegible]) ([illegible] অন্তর্দ্ধান)

কি হ'ল, এ কি হ'ল, আমি [illegible]?

([illegible])

তৃতীয় দৃশ্য

অম্বিকা—রাজবাটী।

([illegible])

[illegible]। আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে বিষ্ণুর যে মল্লরাজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রূপ, ক'রে মল্লভূমির [illegible] যে [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠা করেছ, আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] একটি ক্ষুদ্র ভূস্বামিনাত্মী, মুষ্টিমেয় [illegible] সৈন্যের অধি- পতি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সৈন্যের অধিপতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] আমাকে রক্ষা করবার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিজেও [illegible] নয়, তথাপি তারা কি [illegible] [illegible] [illegible] সৈন্যের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী? [illegible] [illegible] [illegible] আক্রমণ করে, তা হ'লে আমি কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি আমার [illegible] [illegible] আবার [illegible] [illegible] [illegible] হবে? [illegible] কি [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এই [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] নিদ্রার আবরণে আমার [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] চির-অবিচ্ছিন্নার্থ [illegible] [illegible] কি মধুময় [illegible] [illegible], [illegible]। এমন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্য [illegible]-কুটিল মুখ নিয়ে এ [illegible] [illegible] আর তো দেখিনি না।

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]। মহারাজ।

[illegible]। কি [illegible]?

[illegible]। বিষ্ণুপুরের কোন সংবাদ পেয়েছেন কি[illegible]

[illegible]। সহসা বিষ্ণুপুরের কথাটা মনে [illegible] উঠলো যে?

[illegible]। অনেক কাল রাজা ও রাণীকে [illegible] [illegible], চলুন না দেখে আসি।

[illegible]। দেখে আসতে কোন আপত্তি নেই [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] দেখে দেখে না দেখা?

[illegible]। কেন, আজ হঠাৎ দাদু দেখে দেখে [illegible] [illegible]?

[illegible]। [illegible] না দেখে—

[illegible]। তা হ'লে আমরাই যাই চলুন।

[illegible]। আমি [illegible] পারবো না।

[illegible]। এই কি [illegible] কোন কথা [illegible]

[illegible]। [illegible] [illegible] কথা হ'ল।

[illegible]। তাকে [illegible] আছেন [illegible]?

[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাজা [illegible] রাণীকে [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।

[illegible]। [illegible] [illegible] আমাকে [illegible] [illegible] আমি যাই।

[illegible]। [illegible] ইচ্ছা হয়, তুমি যেতে [illegible]

[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—আপনার মুখে এ [illegible] শুন[illegible] কেন শুনবো [illegible] [illegible]? "[illegible] [illegible] [illegible]"—[illegible] [illegible] [illegible] করেছেন। আপনা[illegible] অম্বিকার মর্য্যাদা রইল—[illegible] মর্য্যাদা রইল,— আর রাণীকে [illegible] কি? তোমাই [illegible] রাজা ও রাণীকে দেখতে চলুন। পুজোর [illegible] [illegible], [illegible] দুটিকে নিয়ে বর্মাদেবের পুজো দিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু দেবতাকে প্রণাম করতে [illegible] দেখেছি। দেখলুম, দেবতার পদতলে যেন রা[illegible] ও রাণীর প্রতিবিম্ব। বিশীর্ণ, মলিন মুখে, পিপাসি[illegible] লোচনে ক্ষুধনে যেন আমার পানে, আমার দু[illegible] ছেলের মুখের পানে চেয়ে আছেন! দেখে আম[illegible] প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো। মনে করলুম, এখে[illegible] মর্দ্দের [illegible], কিন্তু এই কি আমাদের [illegible]

বর্ম। আমাদের কেবলমাত্র দেশের [illegible]—আমাদের স্বামী থেকে উঁরা একটু [illegible] করবেন,—এই তুচ্ছ অভিমানটুকুও উঁদের আমরা দিতে থাকব। মহারাজ! আপনি [illegible] আপনার সম্বন্ধে অধিক প্রসঙ্গ উত্থাপনে [illegible] জন্যাপি আর একবার বলি, আমার প্রাণ [illegible] রাখা ও রাণী উভয়েই কঠিন পীড়ায় পীড়িত। [illegible] তাঁরা আমাদের দেশের [illegible] আছেন।

মঙ্গল। [illegible] তোমার [illegible] বলেছ, তা কি মিথ্যা হয়? রাজা ও রাণী উভয়েই [illegible]।

[illegible]। আপনি কেমন ক'রে [illegible] মহারাজ?

মঙ্গল। বিষ্ণুপুর থেকে [illegible] এসেছে। [illegible] তারই [illegible] কিন্তু সেই [illegible] [illegible] ক'রে পাঠিয়েছেন।

(মঙ্গল [illegible])

[illegible] বিষ্ণুপুরের রাজা ও রাণী আমাদের [illegible] তুমি কি [illegible], শিশু [illegible] এসেছেন, আর [illegible] শিক্ষা দিতে [illegible]

[illegible]। ঐ [illegible] জেনে [illegible] পারলেন না।

([illegible])

লক্ষ্মী। [illegible] কোথায়, [illegible] দিতে পারলো না।

মধু। এ [illegible] ত [illegible] দিন হবে [illegible] মহারাজ। বিষ্ণুপুরের রাজা ও রাণী, উভয়েই এখানে এসে দয়া ক'রে ত আমাদের [illegible] দিয়ে গেছেন। রাজা নিজে আমাকে ব'লে গেছেন, তাই। [illegible] ছেড়ে [illegible] [illegible] না।

লক্ষ্মী। রাজা-রাণীকে আমরা [illegible] কিন্তু যেখানে আমরা [illegible] দেখেছি, সে স্থানে আমরা তাই দ্রুতিক [illegible] পাঠাতে পারি না।

মঙ্গল। [illegible] থেকে দ্রুতিকে [illegible] অর্থ, [illegible] রাজা [illegible] বিষ্ণুপুর [illegible] দিয়ে [illegible] ক'রে পাঠিয়েছেন।

মধু। [illegible]

মঙ্গল। [illegible] পাঠিয়েছেন, সৈন্যের মুখ [illegible] তাঁর সেই [illegible] মুক্ত [illegible] হাতে দেশের [illegible] আমাদের [illegible] অধিকারে [illegible] দ্রুতিক [illegible] বিষ্ণুপুরের [illegible] পারে [illegible]

[illegible]

[illegible] বিষ্ণুপুরকে [illegible]

মধু। [illegible]

[illegible] আমাদের [illegible] অতিক্রম করেছি, [illegible]

মধু। আপনার [illegible]—আমরা [illegible] কি [illegible] না!

লক্ষ্মী। [illegible] অবস্থা নেই। [illegible]

[illegible]। আমাদের ত একটা [illegible]

লক্ষ্মী। তবে যাও [illegible]।

মদন। এস রতি, আমার সুখের পুষ্প দুটিকে একবার আশীর্বাদ করুবে এস।

[রত্নাবতী ও মদন সেনের প্রস্থান।

নন্দ। কি করলি সঙ্কি?

সন্ধী। সর্বনাশ! তুই আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিস্ নি,—তুই শুধু আমাদের পথ দেখায় দে। আমি ম'রে গেলেছি! তুই আমার ঘটাখা রক্ষা কর্। তুই যদি এদের বাঁচাতে না পারিস্, তা হ'লে পৃথিবীর কেউ আমার ভাই দুটিকে রক্ষা করুতে পারবে না।

নন্দ। তবে চল্।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বনপথ।

(ধর্ম্মদেবের প্রবেশ)

ধর্ম। উচ্চস্বরে চিরদিন 'আমি' 'আমি' ক'রে, নারায়ণ, কিন্তু তোমা করেছি স্মরণ; চেয়েছিনু স্বর্গ পানে, চেয়েছিনু [illegible] আত্মপানে, চেয়েছিনু [illegible] দুটি [illegible] [illegible], [illegible] তাই পেয়েছিনু যাহা। দেখি নাই সম্মুখে চাহিয়া, দেখি নাই পশ্চাতে ফিরিয়া, দেখি নাই [illegible] দেখি নাই ভূমিমধ্যে বাহুর বন্ধনে। দেখিনু তাই বন উপবনে, দেখিলেম দুঃখের আশ্রমে, কিন্তু সুখ যথা বাসে সে আলয় দেখি অবিরাম; আর আজ, আর যাই ব'লে তুমি পশ্চাতে ডেকেছ, 'আগে চল্' ব'লে তুমি অন্তরালে মন্ত্র দিয়াছেন; দিব্যচক্ষে দেখেছি চরণ, অঙ্ক যুক্তে দেখায়েছ আসক্ত নয়ন। শতসূর্য্য উঠে দেখ কাঞ্চনের মায়া। বিষয় নিষ্কণ্টক মুছে দিয়া দূরে গেছে মলিনতা। বিরাট বিশ্বের মাঝে তুমি আপনার প্রতিষ্ঠা করিয়া, দেখালেছ যে ব্যোমব্যাপী আপনার স্থান। নরোত্তম—নারায়ণ—বিশ্বরূপ নাথ! প্রণিপাত চরণে তোমার।

(শুদ্ধিদেবের প্রবেশ)

শুদ্ধি। মহারাজ তোমার চরণে প্রণিপাত। আমরা যদি সব হই, তা হ'লে বলির কে দেবতা?

ধর্ম। [illegible] ঐ মানুষ। কেউ তাকে মারছে, কেউ তাকে কেটে খাচ্ছে, আবার লীলায় উদ্ধার করেছে ব'লে, কেউ তাকে ভক্তিভাবে পূজো করে। ও সেই নর, সেই তোমার বলির।

শুদ্ধি। যা বলেছ দেবতা, ঐ জন্যই শাস্ত্রে বলে বটে "[illegible]।" তা দেখছি, [illegible] ও পৃথিবী [illegible] যখন ক'রে [illegible] "সব আমি!" তা হ'লে পরীব [illegible] কি ক'রবে?

ধর্ম। তাঁরা যখন [illegible] হ'তে [illegible], তারাও বলেন "সব আমি", "[illegible]।"

শু। সব আমি! কি রকম?

ধর্ম। তাও আমি।

শু। ও বাবা, তা হ'লে [illegible] কি?

ধর্ম। [illegible] কি, দেখ না?

শু। বেশ, এতোর দেখে যখন মাথা [illegible] হবে, তখন তোমার গাটা চেটে দিয়ে যাব। "সব আমি"—কি মজা! তা হ'লে [illegible] মহাশয়দের [illegible] প্রবেশ করতে পারবে না। [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] না, [illegible] যদি [illegible] হয় তা গ্রহণ করুতে পারবে [illegible] সব আমি।

ধর্ম। "সব আমি"—[illegible] একটু [illegible] নেই,—পাপ কর্ম্মার নেই, অভিমান কারোর নেই—সব লীলাময়ের লীলা! তবে কোথাও লীলা—[illegible]-মোহ-মায়াতে আচ্ছন্ন, কোথাও লীলা আপনাতে! বন্ধু! তোমাকে আর কি বলব? খাঁচার পিঞ্জরে থেকে লীলা করে, খোলাতে উঠে লীলা করে।

শু। দেবতা! এবে ত বড়ই বিপদে ফেল্লে! তা হ'লে আমি কি করি?

ধর্ম। তুমি আমাকে বন্ধু ব'লে সম্বোধন করেছ। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" বন্ধু! তুমি আমার পাশে থেকে লীলা দেখ।

শু। কোথায় এলুম, কেন এলুম? দেবতা আমায় বন্ধু ব'লে সম্বোধন করলে!—থাক্! সব লীলাখেলা যখন আমায় ছুঁইয়ে গেল, তখন থাক্।—বন্ধু বন্ধুই নই। সংসারে যাঁরা বন্ধু বলিই

[illegible] দিয়ে গেল—[illegible] [illegible] বল [illegible] হাত বল, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] তোমার লীলা দেখি!—[illegible] [illegible] কে যেন আসছে—[illegible] লুকিয়ে প'ড়ে পুজো দিতে থাকি।

[illegible]। [illegible]

[illegible]। [illegible]

[[illegible]]

([illegible])

[illegible]

[illegible]। কে তুমি?

[illegible]

[illegible]। কি চাও?

[illegible]। কি [illegible] তুমি [illegible] দিতে পার, [illegible] কি হবে [illegible] চাই, তা হ'লে কি দেবে?

[illegible]। [illegible]

[illegible]। তোমার [illegible] কি একটা কথা? [illegible] নতুন পুঁথি, [illegible] তুমি [illegible] করতে না দিতে পার কি?

[illegible]। বেশ, কি চাই বল?

[illegible]। ([illegible]) [illegible] বাবা, সে কথা [illegible] [illegible]

এক [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] [illegible] ক'রে দিতে পার?

[illegible]

[illegible] আমাদের [illegible]

[illegible]

[illegible] আমাদের [illegible]

[illegible]

[[illegible]]

[illegible]

[illegible]। [illegible] নেই [illegible]

[illegible]। শুব ভাল।

শং। বুঝেছি, বেটী নিজের মৃত্যুকে নিজে ডেকে আনছে। আবার কে আসে? লক্ষ্মী না?

[প্রস্থান।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। যদিই দয়া ক'রে দেবতা দেখা দিলে, [illegible] মিলিয়ে গেল কেন? নারায়ণ। [illegible] হে স্বর্ণ! তুমি ভিন্ন যে আমাদের আর কেউ নেই। তুমি বললে, ইচ্ছা অভিলাষ পূর্ণ [illegible]—কিন্তু কি অভিলাষ? আমি কি চাই? [illegible] বাসনা-লক্ষ্মী এসে, [illegible] দেখা [illegible] আবার তয় দেখাচ্ছে। এখন কি [illegible]—কাকে চাই? [illegible] তোমারই, [illegible] কাছে শুধু, [illegible] এসেছেন আর শুধাচ্ছেন—কি করি?—কি [illegible]—কি চাইতে [illegible]? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি [illegible]। নারায়ণ! ব'লে দাও ঠাকুর।

স্বর্ণ। কে ও?

লক্ষ্মী। আঁ—ঠাকুর! ঠাকুর!

স্বর্ণ। এ গভীর রজনীতে এখানে কেন দাঁড়িয়ে?

লক্ষ্মী। ঠাকুর! [illegible] ফেলে চ'লে এলেন?

স্বর্ণ। কেন মা! [illegible] [illegible] পবিত্র [illegible] চ'লে এলুম।

লক্ষ্মী। তোমার [illegible] তুমি নিলে, [illegible] দান কি ঠাকুর?

স্বর্ণ। আর শুধু? গভীর রজনীতে একাকিনী [illegible] বিচরণ করছ কেন মা?

লক্ষ্মী। [illegible] খুঁজে বেড়াচ্ছি।

স্বর্ণ। এ [illegible] আবার [illegible] [illegible] মা, আমার কি কিছু ভিক্ষা দিতে [illegible]?

লক্ষ্মী। ভিক্ষা? আবার ভিক্ষা? আমি [illegible], আমার কাছে ভিক্ষা? কেন ঠাকুর [illegible] লজ্জা দাও?—ঠাকুর, দীন রমণী আমি, [illegible] তোমার কাছে এসেছি। ঠাকুর, [illegible] কিছু ভিক্ষা দাও।

স্বর্ণ। বেশ, কি চাও মা! বল।

লক্ষ্মী। কি চাই—কি [illegible]—আবার আমি কি [illegible]? দেবতা, দয়া ক'রে আমার গোস্বামীর প্রাণ রক্ষা কর।

স্বর্ণ। তথাস্তু।

[লক্ষ্মীর প্রণাম ও প্রস্থান।

স্বর্ণ। যাও মা সাধ্বী! নিজের অজ্ঞাতসারে জীবনের একটা পথে পদার্পণ ক'রে, সরল বিশ্বাসে স্বার্থের উপর নির্ভর ক'রে পথ চলেছ। সে পথে কত বিঘ্ন, কত বিপদ! কত [illegible] লোলুপদৃষ্টিতে পথপার্শ্বে উপবেশন [illegible] ক'রে তোমার পানে চেয়ে আছে। [illegible] যাও—এক পদ এক পদ ক'রে তোমার [illegible] অগ্রসর হও। [illegible] আর নিজের [illegible] পালন করে, তুমিও তোমার নিজের [illegible] পালন কর।

(হরিদেবের প্রবেশ)

হ। দেবতা, আমি [illegible] একটা প্রার্থনা করি।

স্বর্ণ। কিছু চাও?

হ। কি, আমি কিছুদিনের [illegible] আর লক্ষ্মী— আর কি চাই? আমি কি ভিখারী?

স্বর্ণ। ভিখারী না হ'লে কি চাইতে নেই? রাজা কি [illegible] কাছে [illegible] ভিক্ষা করে?

হ। বটে, বটে। তা হ'লে দেবতা, আমি [illegible] চাই। যখন তোমাকে দেখতে চাইব, তখন দেখা দিও।

স্বর্ণ। তথাস্তু।

হ। তা হ'লে তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

[স্বর্ণানন্দের প্রস্থান।

[illegible] ও চ'লে গেল। [illegible] দেবতা আমাকে যে বর দিয়ে গেল, তার মর্মটা ত বুঝতে পারলেম না! [illegible], এখন আর [illegible] করছি [illegible] শেষে [illegible] পেয়ে বসবে। [illegible] না, একবার ডেকে [illegible]। ও দেবতা!

(স্বর্ণানন্দের প্রবেশ)

বেশ—বেশ—চ'লে যাও।

[স্বর্ণানন্দের প্রস্থান।

ও দেবতা!

(স্বর্ণানন্দের পুনঃ প্রবেশ)

কি? আছ কেমন?

স্বর্ণ।—ডাকলে কেন?

হ। কষ্ট হচ্ছে—আচ্ছা যাও।

[স্বর্ণানন্দের প্রস্থান।

না—আর ডাকব না। একশোবার ডাকলে রেগে যাবে।—শুধু আর একবার—ও দেবতা!

(নেপথ্যে বিকট শব্দ) ও বাবা! ও বাবা! এ কি মূর্ত্তি!

(দুষ্টদেবের প্রবেশ)

স্বপ্ন দেবতা। রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়ে সব দেবতা যেন দেবতারা! তোমায় যে ছাড়তে পারছি না—আর একটা প্রণাম নিয়ে যাও। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

অম্বিকা—দুর্গাদেবের উদ্যান।

(চন্দ্রসেন ও সূর্য্যসেন)

(গীত)

এমন মধুর দিনে মধুর কানন-দেশে।
কুহরে কোকিল কলি দিকুহু বিবিধ মধুর কুসুমগণে
বিতরে সুবাস বাতাসে॥
মধুমাখা প্রাণে মধুর পবনে মধুর কল্লোল আসে।
মধু লুটি মেতে পাখী ছুটি বেড়াই দেশে দেশে॥

(দাসুদার প্রবেশ)

দাসুদা। দেখ বাবা! আমি একবার রাজা রাণীকে দেখে আসি। তাঁরা আমায় বলেছে তোমাদের জন্য পূজা দিতে যেতে। ততক্ষণ এইখানে খেলা ক'রে বেড়াও। আমি মায়ের চরণামৃত নিয়ে আসি। ততক্ষণ আমি এই জনকে তোমাদের আগলাতে রেখে যাচ্ছি। দেখ যেন এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যেও না।

চন্দ্র। না, তুই যা।

সূর্য্য। বাবা! বুড়ী যেন না ত বাঁচে দেখু! বেটীর জ্বালায় কোন দিকে চাইবারও যো নেই। হাঁ দাদা! বাবা ও মা কোথায় যাবেন?

চন্দ্র। মা বল্লেন, বিষ্ণুপুরে যাবেন।

সূর্য্য। তা আমরা যাব না?

চন্দ্র। কৈ, মা ত আমাদের যাবার কথা বল্লেন না।

সূর্য্য। তবেই আর আমাদের মামার বাড়ী দেখা হ'ল!

(দুষ্টদেবের প্রবেশ)

দু। তোমরা কি বিষ্ণুপুরে গিয়ে, মামার বাড়ী দেখবার দরকার কি? মামার বাড়ী দেখতে চাও, এইখানে থেকেই তা দেখিয়ে দিতে পারি।

উভয়ে। কেমন ক'রে—কেমন ক'রে?

দু। তোমরা কি মামার বাড়ী দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ?

চন্দ্র। হাঁ ভাই, বড্ড ব্যস্ত।

সূর্য্য। দেখ ভাই, আমরা বাপের বাড়ী দেখেছি, মায়ের বাড়ী দেখেছি; কিন্তু ভাই, বিষ্ণুপুর দেখিনি, মামার বাড়ী দেখিনি।

দু। কই দুঃখ?

উভয়ে। বড় দুঃখ ভাই, বড় দুঃখ।

দু। এস ভাই, তোমাদের দুঃখ নিবারণ করি। তোমাদের দুটি ভাইকে একেবারে মামার বাড়ী দেখিয়ে দিই।

চন্দ্র। কেমন ক'রে দেখিয়ে দেবে, বল না ভাই।

দু। এই যে দিচ্ছি ভাই। এস দু'জনে একসঙ্গে বোস। চোখ আকাশ পানে চেয়ে থাকবে। আর আমি অমনি তোমাদের গায়ে ফুঁ দেব।

সূর্য্য। তা হ'লে যে চোখ কপালে উঠে যাবে?

দু। আর ত উঠবে। যেমন একটু একটু উঠতে থাকবে, তা অমনি মামার বাড়ী এক পা এক পা এগিয়ে আসতে থাকবে।

উভয়ে। হাঁ ভাই! তোমার মামার বাড়ী আছে?

দু। কেন—কেন?

উভয়ে। তা হ'লে আমরা দুজনেই তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিই।

দু। বটে, বটে! তা হ'লে বেশ বুদ্ধি দিয়েছ? তা হ'লে চুপ-চাপ ক'রে ব'সে থাক। বুড়ী আমাকে তোমাদের আগ্‌লাতে ব'লে গেছে।

সূর্য্য। এস দাদা! তা হ'লে ওকে নিয়ে আমরা খেলা করি।

দু। না, না, তা হয় না—বুড়ী রেগে যাবে।

চন্দ্র। তবে আমরা কি করবো?

দু। কথা কয়ো না, নড়ো না—বস বস হবে।

সূর্য্য। তবে এস দাদা, আমরা নৃত্য করি।

ঋ। হাঁ,—হাঁ—পা ভেঙ্গে যাবে।

চন্দ্র। আরে গেল যা, তা হ'লে আমরা কি করব?

ঋ। চেঁচো না—চেঁচো না—মাথা ধরবে।

সূর্য্য। এস দাদা, তা হ'লে ফুল তুলি।

ঋ। হাঁ,—হাঁ—হাতে কাঁটা ফুটবে।

সূর্য্য। বেশ, তবে গাছের ফল পাড়ে খাই, আমরা দ'কি।

ঋ। হাঁ,—হাঁ—পেটে পোকা ঢুকবে।

চন্দ্র। বেশ, তবে বেদীর উপর একটু বসি।

ঋ। হাঁ—হাঁ—বসুন্ধরা আগুনে ননীর মত গ'লে যাবে।

সূর্য্য। বেশ, তবে পাহাড়ের আড়ালে ছায়ায় একটু বসি।

ঋ। হাঁ—হাঁ—হাঁটা ক্ষেতে সর্দি হবে।

চন্দ্র। ও বাবা! এর চেয়ে বন্ধ বাদা ছিল ভাল।

সূর্য্য। তা হ'লে, দুই আড়ালে তোমাকে দিক থেকে দু'হাত ধ'রে একটু টানাটানি করি।

চন্দ্র। বেশ, তাই আয়—

বালকদ্বয়— (গীত)

আমরা অতিথ পেয়েছি ঘরে।
তাকে পেয়ে এমন যতন ছাড়বো কেমন ক'রে।
বসিয়ে কাছে দেব তোমায় আদর ভরে ভরে।
দেখে দেব নদী মাতন, পেটে ক্ষুধা যেই হবে এখন
সাজিয়ে দেব তোমায় তখন ক্ষীর-সরের থালে॥

ঋ। এই—এই।

সূ—। চেঁচো না, চেঁচো না—হাতে ব্যথা হবে।

ঋ। এই—এই—ও বুড়ী—ও বুড়ী।

উভয়ে। চেঁচিও না—চেঁচিও না—কানে তালা ধরবে।

(দাদুরার প্রবেশ)

বুড়ী। ছি! এ তোমরা কি করছ? নাও, চ'লে এস, রাজা ও রাণী বিষ্ণুপুরে যাচ্ছেন, তোমাদের একবার দেখে যাবেন।

[ঋষিবর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ঋ। ও বাবা! এ যে দেখছি এক অদ্ভুত কলির অভিনয়। দুটো লোকের ভাটা। তা হ'লে ত দেখছি দুটো মানুষ খুন করতে পারে। এই ছেলেদের আমাদের আগলাতে ব'লে গেছে? কিন্তু মনুষ্যকে [illegible] করেছে কি? বিপদে আপদে পড়লে যাতে আত্মরক্ষা করতে পারে, তাই ছেলে দুটিকে কুস্তি শিখিয়ে দুটি বীর ক'রে তুলেছে। বাপ ত গোল ক'রে ছেলেকে এই রকম কুস্তি শিখতে দিয়েছে? বাঙ্গালী মায়ের হ'ল কি? বাঙ্গালী মা ছেলেকে ঘরে আপাদ ঢাকা দিয়ে ঢেকে রাখবে। ছুটতে দেবে না, সাঁতার শিখতে দেবে না, গাছে উঠতে দেবে না, ঘোড়া চড়তে দেবে না। বাঙ্গালী ছেলের গায়ে টুস্‌কি মারলে রক্ত পড়বে, পথে বেরুলে নবাব পুতুল কাছে উড়িয়ে নেবে ফেলবে। এমন ছেলে না হ'লে বাঙ্গালীর ছেলে! আর এমন মা না হ'লে বাঙ্গালীর মা! এ বজ্রাবতী মা করলে কি? বাঙ্গালার জল-হাওয়ার দেবেও রাজপুত্রী হ'য়ে থাকে? না, দেখে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু এমন অকল্যাণ শক্তিমান্ সন্তান। এই সন্তান নিয়ে রাজ-[illegible] পারবে? হাঁ ঠাকুর! এ তোমার কি রকম লীলা? সমস্ত মানুষের প্রাণ একবার ক'রে আবার তুলে দিলেন না কেন?

(মহানন্দের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। ঋষিবর!

ঋ। ও বাবা! আই ত, কি করেছি? অজ্ঞ-অবস্থে—দেবতাকে স্মরণ ক'রে ফেলেছি? হাতে ও কি দেবতা?

ধর্ম্ম। মনুরের যজ্ঞের লীলা হবে, তাই পূর্ব্বাহ্নে কিছু সংগ্রহ ক'রে রাখছি।

ঋ। আহা, দেবতার আমার কি ধর্ম্মনিষ্ঠা! কি দয়া!

ধর্ম্ম। ঋষিবর! এই মজ্জাতেই ধরণীর প্রতিষ্ঠা। মধুকৈটভ বিনষ্ট হয়েছিল, তার মেদেই পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছে। সেই জন্যই এর নাম মেদিনী।

ঋ। বটে—বটে! তবে আর মিছিমিছি রেখেছ কি? ডুবিয়ে ফেল—মেদিনী ডুবিয়ে ফেল।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অম্বিকা—রাজবাটী।

(মণিরাম)

মণি। অম্বিকায় এসে এ আমি কি দেখলুম! [illegible] তুমি তোমার পুতুল, দুটি অম্বিনীকুমার— [illegible] দুটি সন্তান অম্বিকার [illegible] যাচ্ছে। [illegible] তোমার [illegible] তুমি [illegible] দুটি পুণ্য-[illegible] তার পবিত্র [illegible] ক'রে দিয়েছ। আর আমি কি না [illegible] বিষম কর্তে গিয়েছিলুম? আমি কি না এই [illegible] হয়েছিলুম? [illegible] দিয়েছিলুম? [illegible] পারবে [illegible] ইচ্ছায় [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] আমি আরো [illegible] ক'রে [illegible] [illegible] নিজের [illegible] [illegible] [illegible] অম্বিকার [illegible]

([illegible])

রত্না। [illegible] করতে এসেছে?

মণি। [illegible]।

রত্না। [illegible]?

([illegible])

[illegible]?

মণি। আমি [illegible] [illegible]— বজ্রের [illegible] রত্নাবতী। আমি [illegible] আমি [illegible], নিজের [illegible] হয়েছিলুম।

রত্না। সে কি [illegible]? আপনার [illegible] আমার সৌভাগ্য। আপনি আমাকে [illegible] দেখবার জন্যই সে কার্য্য করেছিলেন, [illegible] [illegible] [illegible]। আসুন, দেবীমন্দিরে বাঙ্গুদর্শন [illegible]। আমরা [illegible] আয়োজন করছি।

মণি। [illegible] তোমাদের [illegible] [illegible] [illegible] যাই, [illegible] পর এসে দেবীদর্শন।

রত্না। [illegible] আমি যাদের [illegible] [illegible] অনুরোধ করি, [illegible] করবেন না।

মণি। [illegible] সেই দুটিকেই আগে [illegible] সেটি রাজাদের [illegible] [illegible]।

রত্না। [illegible] না। এখানে [illegible] আমিই তার [illegible]

মণি। [illegible] তুমি [illegible] [illegible] তুমি আর [illegible] [illegible] তোমার [illegible] [illegible]

রত্না। [illegible]?

মণি। [illegible] তুমি [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] তাই, তুমি [illegible]

[রত্নাবতীর প্রস্থান।

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]। [illegible]। আমি বজ্রুর [illegible] থেকে যাবতে পারবে [illegible]

মণি। [illegible] কি বল দেখি?—

[illegible]। আমি [illegible] বিষ্ণুপুরের [illegible]-রাজ-পত্নী [illegible]।

মণি। তোমরাও বেটী—

[illegible]। আজ্ঞা হুঁ!

মণি। [illegible] দিন আগে রাজা তোকে এখো [illegible] যেতে হুকুম করেছেন, আর এখানে এসে বেটী তুই অমূল্য সময় নষ্ট করছিস?

দৃষ্টি। সময় নষ্ট করবেন না— কথা ক'য়ে অযথা সময় নষ্ট করবেন না।

রুক্মি। দুষ্ট বেটা আমাদেরকে—সময় আগে থাকতে নষ্ট ক'রে, এখন নষ্ট করবেন না। বেটা ক'রে কি অনিষ্ট করেছিল তা কি বুঝতে পেরেছিস বেটা?

দৃ। বড় সময় নষ্ট হচ্ছে, অমূল্য সময় বয়ে চ'লে যাচ্ছে।

রুক্মি। বেকো বেটা আবার জুজুর দেখে।

(মদন সেনের প্রবেশ)

মদন। কেও, বিষ্ণুপুরের সেনাপতি? আপনি?

(পরস্পর নমস্কার ও আলিঙ্গন)

রুক্মি। মহারাজ! অকৃতজ্ঞ মহাবাহু আমি, কিন্তু কথা কইবার বলি, এখন সময় নেই। মহারাজ বিষ্ণুপুর যাবার জন্য এখনি প্রস্তুত না হ'লে, আর বোধ হয় রাজাকে দেখতে পাবেন না। এই মহারাজের পত্র পাঠ করুন, তিনি এই দূতটিকে জড় ক'রে বুঝিয়ে বলেছেন—

দৃ। সময় নষ্ট—সময় নষ্ট হ'লো।

মদন। আপনার আশীর্বাদেই শীঘ্র আবার তোমার সংবাদের প্রতীক্ষা। আসুন, সঙ্গে আসুন, আপনার আগমনের পূর্বে পত্রখানি দিয়ে তার পূর্ব পরিচয় করুন।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

অম্বিকা—রুক্মিণীদেবীর মন্দির।

(মদন, লক্ষ্মী, সূর্য্যসেন ও চন্দ্রসেন)

মদন। লক্ষ্মি! মা তো পায়ে ফুল নিলে না!

লক্ষ্মী। তা হ'লে কি ক'রলুম সর্দার? যেন পাঁচ সন্তান হ'রে রাখলুম—কি করলুম সর্দার? কোন দোষে আমি পুত্রকে কি বিপদগ্রস্ত করলুম?

মদন। আমার পুত্র দিয়ে যদি বিপদ-আপদ কাটে তবু, তা হ'লে আর আমাদের পাপ কে লক্ষ্মী? পুত্রের প্রাণ দিয়ে যদি মন্দিরের দ্বার রক্ষা পাবে বুঝি, তবুও মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে যদি চন্দ্র-সূর্য্যের প্রাণ পাই—তা হ'লে আমাদের তুল্য ভাগ্যবান্ কে? নীচু জোনের অপবিত্র মাথা যদি মায়ের পূজায় লাগে, তা হ'লে মা রুক্মিণী, আমার যেখানে যে আছে, সবার মাথা দিয়ে ভাই দুটিকে বাঁচিয়ে রাখ। লক্ষ্মি! একবার যা বলেছিলি, আর যেন সে কথা ফিরিয়ে নিসনি; রাজা তা হ'লে মনে করবেন যে, এত দিন পরে মদন সেনের ভয় প্রবেশ করেছে। লক্ষ্মী, তা হ'লে জীবন-মরণে প্রভেদ থাকবে না। ছেলে হ'য়ে আছিস—হ'য়ে থাক্। চন্দ্র সূর্য্যের অদর্শনে আর মুহূর্তের জন্য কাতর হস্‌নি? ছেলে দুটিকে বুকে পুরে হ'য়ে থাক্—ঐ রাজা আসছেন—

(অজয় সেন, ভাস্কর ও রত্নাবতীর প্রবেশ)

রুক্মি। সর্দার, বৃদ্ধ রাজা মরণ কালে তোমাদেরও দেখতে চেয়েছেন।

মদন। কি বল্‌লে বৃদ্ধ, যত দিন বেঁচে থাকবো, তত দিন আর অধিকার রাখিতে পারবো না বিশেষ করেছি, আবার মঙ্গলময় ক'রে যাব? শিয়াল-কুকুর হ'য়ে ফিরে আস্‌বো?

লক্ষ্মী। রাজাকে আমরা নারায়ণ ব'লেই জানি। তাঁর শ্রীচরণে যদি আমাদের ভক্তি থাকে, তা হ'লে এখানে থেকেই তাঁর চরণ দর্শন করবো।

রুক্মি। মহারাজ! তা হ'লে আর বিলম্ব করবেন না।

রত্না। মা! তুমিই এ দুটি বালককে মায়ের মত প্রতিপালন ক'রে আস্‌ছো,—আমি কেবল গর্ভে ধারণ করেছি,—প্রকৃত পক্ষে তুমিই এ দুটি বালকের জননী; সুতরাং অধিক আর কি বলব, তোমারই এই পুত্র দুটিকে তোমারই মমতার কোলে দিয়ে গেলুম, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে এ স্থান ত্যাগ করি। মা রুক্মিণী তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

অজয়। সর্দার! সুখ-দুঃখে আমার জীবনপথের চির সহচর! তোমাকে আর আমি কি বলব? তোমারই সহায়তায়—তোমার বাহুবলে—আমার অম্বিকা ধনধান্যপূর্ণ রত্নকাঞ্চনময়ী সুপ্রতিষ্ঠিতা নগরী। তোমারই পণে মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এসেছি,—এই দুটি অমূল্য রত্ন লাভ করেছি। এ দুটি সামগ্রীতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তোমারই সম্পূর্ণ অধিকার; এ অধিকার হ'তে আমি মনে মনেও তোমাকে বঞ্চিত করতে সাহস করি না। আমার প্রাণের সমস্ত আশীর্বাদের সঙ্গে তোমায় এই দুটি

ভাইকে তোমার কাছে সমর্পণ কর্লুম। তুমি রমাইয়ের সঙ্গে চন্দ্রসেন আর দুর্জ্জয়সেনকে তোমার বংশের সংসারে প্রতিষ্ঠা কর।

[মদন সেন, মণিরাম ও হরেকৃষ্ণের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। অভয়ে! তাই দিদি, সঙ্গে সঙ্গে অভয় দে, ভয় দেখাস্ নি মা—ভয় দেখাস্ নি।

লক্ষ্মী। গীত।

সমরে চাকো মা অঙ্গ।
দেখে কাঁদে মায়া, কেন মা অভয়া
কর অলঙ্কার সাজ রঙ্গ।
নীলকমল দল, [illegible] চল;
চল চল মুখ হাসি সঙ্গ।
এবে কার সনে রণে মা, নীরদবরণী শ্যামা,
ত্রিনয়নে কুটিল ভ্রূভঙ্গ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবির-সম্মুখ।

(দেওয়ান, মন্ত্রীপাল ও মহারাজ)

দেও। মহারাজ! আমার প্রভু, আপনার একজন সামন্ত রাজা। তিনি আপনার যে অনিষ্ট কর্তে অসমর্থ। তাঁর সঙ্গে এরূপ সংহার-বুদ্ধি ধারণ করা উচিত কাজ নয়। তিনি আপনার ক্ষমার পাত্র, মহারাজ। দয়া ক'রে এ প্রচণ্ড ক্রোধ সংহার করুন।

মহা। ক্রোধ সংহার? কিসের ক্রোধ? অধীন রাজার অপরাধের শাস্তিদান কোন রাজনীতিজ্ঞ লোকে অকার্য্য বলে না। যে অহঙ্কৃত সামন্ত তার প্রভুর অপমান কর্তে সাহস করে, শত্রু হ'য়ে শিবিরদ্বারের [illegible] দেখায়, তার মূর্খতার শিক্ষা দেওয়াই সুসঙ্গত।

দেও। আমার প্রভু অহঙ্কৃত নন, দুষ্ট নন। তিনি রাজভক্ত, আশ্রিতের, বন্ধুর, [illegible] রাজ্যের উপর দুর্ভিক্ষ। আপনি বন্ধুবরের মুখাপেক্ষী, অনুগ্রহপ্রার্থী। কোন একটা আকস্মিক ঘটনার জন্য তাঁর উপর রোষারোপ করা কি আপনার উচিত?

মহা। [illegible] উপদেশ শোনবার জন্য, আমরা রাজধানী থেকে, এই সামন্তের দেশে এসে উপস্থিত হই নি, আর তোমার প্রভুর বীরত্ব প্রত্যক্ষ করবার জন্যও এই ক্ষুদ্র সৈন্যকে এখানে নিযুক্ত ক'রে আসিনি। এসেছি অপরাধীর দণ্ড দিতে।

মন্ত্রী। [illegible] অনুমতি দেন, আমি প্রভুর [illegible] ক'রে।

মহা। তুমি [illegible] আছে কি এই সব সামন্তদের [illegible] বেড়ে গেছে।

মন্ত্রী। [illegible] রাজপরিবার বিবাহের প্রস্তাব,—আমি এনেছি বিবাহ প্রস্তাব—

মহা। [illegible] যৌবন, অতুল শক্তি—মহাবলী সুপুরুষ [illegible] হতে সাধা [illegible] ক'রে আমার [illegible]—এমন [illegible], আমার [illegible] অভিপ্রায় অমান্য ক'রে—[illegible] কন্যা দুর্গা অভিষেক [illegible] সেই [illegible] অপমান কর্লে। বাগ্দত্তা কন্যা—বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে [illegible] এসেছে।

মন্ত্রী। [illegible] এমন রাজপুত্রকেই কলঙ্কিত করেছে।

মহা। [illegible] এ রাজ্যের [illegible] রাজপুত্র [illegible] করেছে। তার জন্য শাস্তি না [illegible] আমাদের এক পক্ষ [illegible] ফিরে যাবে।

মন্ত্রী। [illegible] অপমান সহ্য কর্বেন?

মহা। [illegible] কোন শাস্তি দিই নি, এই তার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ।

দেও। তুমি [illegible] হ'লে, তিনি [illegible] কাজ কর্তেন না।

মহা। [illegible] প্রভুর পক্ষ সমর্থন কর্তে এসেছ। কিন্তু কথায় মূর্খতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছ। বলি, না জেনে তোমার প্রভু লোকের বাগ্দত্তাকে না হয় অপহরণ করেছেন। কিন্তু [illegible] বাগ্দত্তার প্রত্যক্ষ লোকজনের মহারাজের যে অপমান, সেটাও তোমার প্রভু অজ্ঞাতসারে না জেনে ক'রে ফেলেছেন?

মন্ত্রী। মহাপাত্রের অপমান, সে ত আমারই অপমান।

দেও। মহাপাত্র ত আমার অন্দর হাত-পা বেঁধে ফাঁদে জলে ফেলে দিয়েছিলেন।

মহা। সত্য, তা হ'লে চুরি করতে চাও, তোমার প্রভু যখন আমার ঘরে চুরি করতে আসবেন, তখন আমি নিশিন্দের মধ্যে তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দেব; যখন আমাকে হত্যা করতে আসবেন, তখন আমি আমাকে আত্মা তার হ'লে গলাটা বাড়িয়ে দেব? আমার স্ত্রীকে যখন ধরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবেন, অমনি আমি আড়াআড়ি সিন্দুক খুলে এক থালা মোহর না বার ক'রে এক হাতে স্ত্রী, আর হাতে মোহর দিয়ে তাঁকে প্রণাম করব? মহারাজ! স্বদেশ ছুটি! বড় অন্যায় কাজ করেছি! তোমার প্রভুর সেই কথায় কোন ক্রটি না ক'রে আমাদের সমস্ত কাছে থেকে আগে আগে কাণ কেটে দিয়েছি।

মন্ত্রী। তার উচিত ছিল সেই সময়ে আপন অন্দর ভেতরে ঢুকে যাওয়া।

মহা। এই—শুনুন ত মহারাজ।

মন্ত্রী। তা হ'লে বুঝতে কে মহারাজ—তা হ'লে তাকে কাণ কাটতে পারতুম।

মহা। এই—তা হ'লে সে মন্ত্রীদের অন্দর আগে একটা কারণ থাকতো।

দেও। (স্বগত) সেটি এ মন্ত্রীদের কাছে, পাছিয় বিষ্ণুপুরে আসবো দেখি। (প্রকাশ্যে) বুঝেছি—এখন তা হ'লে আমাদের কি করতে আদেশ করেন?

মন্ত্রী। আগে তোমার প্রভুকে তাঁকে চুপ ক'রে রাজকুমারীকে এইখানে নিয়ে আসতে বল।

দেও। তার পর যে দুর্বৃত্ত তোমার আমার অপমান করেছে, তাদের মুণ্ড কেটে এইখানে পাঠিয়ে দাও।

মন্ত্রী। সেই সঙ্গে মন্ত্রী ব'লে না কি একটা ছুঁড়ী আছে, সে না কি সুন্দরী, সেটাকে পাঠিয়ে দাও। আর রাজকুমারীর মাথায় ছেলের তোমাদের সঙ্গে আসছে, সে বালক রাজা। তোমরা আদর ক'রে রাখবে না, তাকে পাঠিয়ে দাও।

দেও। শুধু ক'রেই না এর চেয়ে বেশী, কি অত্যাচার করবে মহাশয়?

মহা। বেশী অত্যাচার কি দরকার? আমাদের এই সেতেই হ'ল।

দেও। এই যদি রাজাকে দিতে হয়, রাজা আমনি দেবেন কেন?

মহা। কে দিতে বলছে? আমরা ভিক্ষে নিতে আসি নি।

দেও। তা হ'লে আর মীমাংসা হ'ল না! তোমাই মহারাজ! কিন্তু কিন্তু বিলম্ব করুন। রাজা বিষ্ণুপুরে গমন করেছেন, তাঁদের ফিরে আসা অপেক্ষা করুন?

মহা। না কৌশল—কৌশল!

কৌশল!

মহা। বিষ্ণুপুর থেকে সৈন্য আসবার আগে সঙ্গে লড়াই দেবে।

বটে! তুমি খুব ভারী চতুর!

মহা। মহারাজ! ওর সঙ্গে কথা ক'য়ে সময় নষ্ট করবেন না। এখনি সব সৈন্যকে প্রস্তুত হ'তে আদেশ দিন। তোমরা এখনি অভিযান আরম্ভ করো। যাও, যাও দূত, তোমাদের যেখানে যত সৈন্য আছে, সকলকে প্রস্তুত হ'তে বলগে। আমরা তোমাদের দুর্গ ধ্বংস না ক'রে আর ফিরছি না।

[দেওয়ানের প্রস্থান।

মন্ত্রী। রাজা কেন বিষ্ণুপুরে পালালো, তা রাজাকে ধরবার এমন সুযোগটা ছেড়ে দিলে?

মহা। আমরা তাদের কিছুই ছাড়ি নি মহারাজ। ধরবার সমস্ত আয়োজন করেছিলুম, কিন্তু সে জেনে আগেতে আসতে বুঝে নাড় করতে পেরেছে। তা যাক—দুর্গটাকে ভোগার করতে কি ক'দিন? অভিপ্রায় পাট উঠিয়েই, বিষ্ণুপুরের পথে থানা দিচ্ছি। একেবারে জাল গুটিয়ে সব টেনে আনছি।

মন্ত্রী। শীগ্‌গির আন, আমার দেরী সইছে না।

মহা। এসেছে, আপনি জেনে রাখুন না।

মন্ত্রী। আর দেখ, রাজাদের রাজপুত্র ছেলে ফেলতে হুকুম দিও না।

মহা। কেন মহারাজ? শত্রুর অঙ্গ দরকার কি? থাকলে ভবিষ্যতে সে আপনার পুত্রদের সুখের পথে কণ্টক হয়ে দাঁড়াবে।

মন্ত্রী। না, না মহাপাত্র। সে আমাদের কোন অনিষ্ট করে নি। তার উপর আজ

ঘুমুতে স্বপ্ন দেখেছি, এক সন্ন্যাসী এসে বলছে, যদি বাপ্পাদের ছেলের গায়ে হাত দাও, তা হ'লে তোমাকে [illegible] করবো। অন্য সবাইকে তুমি মেরে ফেল, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

মহা। বেশ, আপনি যখন হুকুম করেছেন, তখন তাই হবে।

মহা। বেশ।

[সর্দারের প্রস্থান।

(নিধি সর্দারের প্রবেশ)

মহা। বলি হেঁই, ছেলে দুটোকে বেঁধে এনে নিধি সর্দার, তার কি কর্লি?

নিধি। শুধু ছেলে কেন হুজুর। যদি সহরটাকে আপনার হাতে না দিতে পারি, তা হ'লে আমাকে একটু একটু ক'রে কেটে মেরে ফেল্বেন।

মহা। বেশ, তা হ'লে সহরটাই তোকে বকশিস্ দেব। আর দেখ, বাপ্পাদের ছেলেদের হাতে আন্বি। মঞ্জাবতীর ছেলেটাকে মেরে ফেল্বি।

নিধি। যো হুকুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গ-প্রাঙ্গণ।

(দেওয়ান, দলু ও সৈন্যগণ)

দেও। বার বৎসরের পর আবার [illegible] সংহারলীলার পুনরভিনয় দলু! আবার সেই কালরাত্রি সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে আমার চোখের উপর জেগে উঠছে।

দলু। তার পর এখন কি কর্ত্তব্য, উপদেশ দিন?

দেও। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ বীর, তোমাকে আর আমি কি উপদেশ দেবো? তোমার হিতাহিত জ্ঞান যা কর্তে পরামর্শ দেবে, তাই করবে।

দলু। আর দুটি সন্তান?

দেও। দুটি সন্তান? কি বল্ব বাপ! একটি রাজার বংশধর। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা-প্রান্তর মধ্যে বিধাতার রোপিত চিরছায়াময় বটবৃক্ষ। আর একটি, দলু, অবশেষে প্রাণ বেঁধে উঠে। চারিটি অমূল্য রত্নের বিনিময়ে তাকে লাভ করেছি। বিশ্বাস[illegible] অনুসরণ হ'তে তার স্নেহময়ী জননী, শুধু কোমল বুকের আবরণে তাকে রক্ষা করেছে। তার পর আমাদের রাজার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে স্বামীর চিতা-শয্যায় শয়ন করেছে। কোথায় তাদের রক্ষা করবো? যদি [illegible] সব যায়, তখন তাদের [illegible] কে? কে সাহস ক'রে তাদের [illegible] দেবে? স্থান কোথায়? অর্থ—স্বর্ণ—রত্ন দিয়ে তাদের রক্ষা করবে কেউ নেই। দলু! [illegible]

দলু। যো হুকুম।

[দেওয়ানের প্রস্থান।

তার পর ধর্ম—ধর্ম রক্ষা কর। আমিকা [illegible] রাজার [illegible] মানুষ ব'লে গণ্য করেছি; [illegible] সেই প্রাণদাতার মর্য্যাদা রক্ষা কর।

১ম সৈ। সেবকের [illegible] ভক্তিযুক্ত ক'রে চ'লে এসেছি। স্ত্রী-পুত্রের কাছে জন্মের মত বিদায় নিয়েছি। আর কি কর্ব্ব বলুন সর্দার?

দলু। এ যুদ্ধে আমাদের জয় বড়ই কঠিন। তবে যদিই দেবতার ইচ্ছায় আমাদের বাঁচতে হয়, ত [illegible] যেন শত্রুকে দুর্গের অধিকার প্রবেশ করতে না দিই।

২য় সৈ। বেশ, [illegible] করবো। [illegible] ক'রে, তাই দিয়ে নগর রক্ষা করবো। [illegible] থাকবে, তখন [illegible] যদি [illegible] নিঃশেষ করতে হয়, সকলে তাও করতে প্রস্তুত আছি।

দলু। তার পর স্ত্রী-পুত্রের প্রাণ। যখন সমস্ত যাবে, অগ্নি [illegible] হবে, তখন? নারায়ণ! তখন তাই, তুমিই তোমার শান্তিময় কোলে স্থান দিও। যাও ভাই, সকলে প্রাণপণে কর্ত্তব্য রক্ষা করগে।

২য় সৈ। যো হুকুম।

দলু। আর দেখ, যুদ্ধে একটুকুও অধর্ম্মাচরণ করো না। পলায়িত শত্রুর পিঠে অস্ত্র মেরো না, আশ্রয়প্রার্থী শত্রু হ'লেও তাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। আর সত্যপথ থেকে কখনও বিচলিত হয়ো না।

১ম সৈ। যো হুকুম।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

দলু। লক্ষ্মি! কি ঘোর অন্ধকার?

লক্ষ্মী। আষাঢ়ে অমাবস্যার রাত্রি—এইরূপ অন্ধকার চিরদিনই হয়।

দলু। এখনও কোথায় রাত্রি? সমস্ত দিনের মধ্যে একটি বার মাত্র মুখ দেখিয়ে এই মাত্র সূর্য্য অস্ত গেল। সমস্ত রাত্রিই এখনো আমাদের সামনে প'ড়ে আছে। প্রারম্ভেই এই অন্ধকার। এমন অন্ধকার আমার স্মরণে আসে না।

লক্ষ্মী। আসল কথা, দৃষ্টি প'ড়ে আছে সেই দুটি বালকের ওপর। কাজেই অন্য দিকে ভাল রকম দেখতে পাচ্ছিস্ না।

দলু। একটি একটি ক'রে চারিদিক্ থেকে কাল মেঘ এসে অম্বরকে আচ্ছন্ন কর্‌ছে। মেঘের উপর মেঘ, তার উপর মেঘ—গ্রহতারাগুলো অম্বরের উপর ফুলঝুরি দেবার জন্য যতই আয়োজন করছে, ততই যেন কোথা থেকে আচ্ছাদনের উপর আচ্ছাদন, তাদের মুখ ঢেকে ফেল্‌ছে। লক্ষ্মী, আজ-দুর্য্যোগ দেখবার আমার এত আকিঞ্চন হচ্ছে কেন?

লক্ষ্মী। একি সর্দার! তুই কোথা আমাকে এ বিপৎকালে উৎসাহ দিবি, তা' না ক'রে, তোর বলে যার বল, তার মুখের পানে চাইছিস্ কেন?

দলু। জীবনের ভয় ত করি না লক্ষ্মী! যে ভার কাঁধে নিয়ে ব'সে আছি, তাতে হাত-পা আমার বাঁধা পড়েছে।

লক্ষ্মী। যা বলেছিস্ সর্দার, বিষম ভার। রাজা রাণী ফিরলে, আবার তাদের ধন তাদের হাতে দিতে পারি।

দলু। আবার তাদের ধন তাদের দিতে পারি। লক্ষ্মি! অনিচ্ছায়—বড় অনিচ্ছায়—শুধু তোর আগ্রহে রাজা আমার হাতে ছেলে সমর্পণ করেছে।

লক্ষ্মী। তারা জানে, ও দুটি আমাদেরই ধন। তারা শুধু দেখে বই ত নয়, ভোগ করি আমরা। সর্দার, প্রাণ দিয়ে,—পুত্র দিয়ে—তোকে দিয়েও কি তাদের রক্ষা করতে পারব না?

দলু। তাই বল্ লক্ষ্মি। নিরাশায় আশা পাই,—অন্ধকারে আলোকের মুখ দেখি। খুব সাবধানে দুই ছেলে দুটিকে রক্ষা কর।

লক্ষ্মী। নারায়ণ সহায় না হ'লে, মানুষে নিজে কতক্ষণ সাবধান হ'তে পারে?

দলু। তাই সব আমার এগিয়ে গেছে। আমিও চল্লুম। যদি কোনও বিভীষিকা দেখিস্ ত তখনি খবর দিস্।

লক্ষ্মী। সারা রাত্রি সজাগ থাক, আর ভগবানকে ডাক্, ভয় কি?

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

(বক্সাইদের প্রবেশ)

বক্স। দাদা! এক জন লোক মহাপাত্রের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য, তোমার আশ্রয় নিতে এসেছে।

দলু। গড়ের ভেতরে সে এলো কেমন ক'রে?

বক্স। গড়ের বাইরে ক্ষত-বিক্ষত-দেহে প'ড়ে, সে ব্যক্তি আশ্রয় ভিক্ষে করছিল। তুমি বলেছ, যে আশ্রয় চায়, সে শত্রু হ'লেও তাকে আশ্রয় দেবে।

দলু। কই সে?

বক্স। ওরে, এ দিকে আয়।

(নিধিরামের প্রবেশ)

দলু। কে তুমি?

নিধি। আঁ—আমি—সর্দার আমাকে আশ্রয় দাও! মহাপাত্র আমাকে মেরে, গায়ে চুণ-কালী দিয়ে, মাথায় ঘোল ঢেলে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই দেখ সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের দাগ। সর্দার! শুধু আমার প্রাণটি যেতে বাকী।

দলু। কি অপরাধে তোমাকে শাস্তি দিলে?

নিধি। অপরাধ? কি বল্‌ব সর্দার! তুমি কি বিশ্বাস কর্‌বে? আমি বিদেশী—আমার কথায় কি তোমার প্রত্যয় হবে?

দলু। বল।

নিধি। তোমরা ধার্ম্মিক, তোমাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে দেখে, আমি ব'লে ফেলেছিলুম, ধর্ম্ম এ অত্যাচার কখন সহ্য কর্‌বে না। এই অপরাধ! এই দেখ, আমার কি দুর্দ্দশা করেছে!

দলু। আচ্ছা।

নিধি। বিদেশী,—জায়গা চিনি না,—লোক চিনি না,—অন্ধকারে, নিরুপায়ে, তোমার আশ্রয়ে এসেছি। তুমি যদি আমাকে মেরেও ফেল, তা হ'লেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত—

বন্ধু। বন্ধুই! এই নিরাশ্রয়কে স্থান দে।

(সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। সর্দার, শীঘ্র চ'লে এস। [illegible] পেয়েছে।

নিধি। ওই এল সর্দার, ওই আমাদের [illegible] এল।

[সৈন্য ও বন্ধুর প্রস্থান।

বন্ধু। আয়, আমার সঙ্গে আয়।

নিধি। চল বাবা, [illegible] চল—বন্ধু ঢুকে পড়েছি। আর আমার পায় কে? তোদের [illegible] অধিকার স্থাপন—সেই আনন্দে প্রাণ [illegible] নিধিরামের [illegible]।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

[illegible]—মদনমোহনের নাটমন্দির।

(বীরহাম্বীর ও পদ্মাবতী)

বীর। এখনো তাঁরা এলো না, পদ্মাবতী?

পদ্মা। আর তাঁরা আসবে কেন মহারাজ? আপনি [illegible] প্রতিষ্ঠা করেছেন। [illegible] যখন [illegible] ভিখারীর বেশে [illegible] ক'রে ছুটেছিল, তখন আপনি [illegible] প্রতিজ্ঞা [illegible] তাদের [illegible] দিয়েছেন। আপনার আশীর্বাদেই [illegible] বংশের প্রতিষ্ঠা। আপনি [illegible]—[illegible]—সে ব্যক্তি [illegible] কি প্রত্যাশায় [illegible]?

বীর। না রাণী! ও কথা মুখেও এনো না। —যাঁরা [illegible] অকৃতজ্ঞ মনে ক'রে [illegible] হ'লে ম'রেও সুখ পাব না।

পদ্মা। আর না ব'লে কি বলব? এত ক'রে তাদের আসতে বলেছেন, তবু তারা কেউ এলো না। একবার [illegible] মুখ,—তাদেরও কি না তারা বঞ্চিত করলে!

বীর। সম্মুখে যিনি বংশীধর, পরমা প্রকৃতিকে নিয়ে লীলা করছেন, তাঁকে দেখ—সকল প্রিয় সামগ্রী দেখবার সাধ মিটে যাবে।

(নকর [illegible], রত্নাবতী ও নিধিরামের প্রবেশ)

[illegible]। মহারাজ! মহারাজ!

পদ্মা। এ কি? এ কি তোমার [illegible] হয়েছে?

বীর। দেখ রাণী, মদনমোহনের লীলা দেখ।

পদ্মা। আমি এইমাত্র তোমার [illegible] করছিলুম [illegible]।

[illegible]। এ [illegible] কি [illegible] মহারাজ?

[illegible]। [illegible] আবেদন নেই। আমি [illegible] শ্রীমদনমোহনের [illegible] ভিখারী হয়ে এই [illegible] আছি। তোমার দুটি [illegible] আমি বিষ্ণুপুর দান ক'রে [illegible] অধিকারে হবে [illegible] ব'সে [illegible] রইলে [illegible] কই?

পদ্মা। [illegible] মহারাজ। [illegible] কই?

[illegible]। [illegible] হাতে [illegible]।

বীর। সে কি?

পদ্মা। মহারাজ! [illegible] না!

[illegible] নিধিরাম! এ কি কথা?

[illegible]। [illegible] বল?

[illegible]। [illegible] অকস্মাৎ মহারাজ আমি [illegible] পূর্বে আসতে পারি নি। তার জন্য আমাকে তিরস্কার করুন।

বীর। [illegible] সে নিধিরামের [illegible] আছে, [illegible] তোমার [illegible]?

[illegible]। [illegible] আপনার সম্মুখে,—আপনি যার প্রতিমূর্তি [illegible] আমাকে সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন,—সেই মদনমোহনকে [illegible] আমার সন্তান কোথায়? আমি কিছুই বুঝতে পারবো না।

[illegible]। সন্তান কোথায়! উনি ভিন্ন আর কেউ এখন বুঝতে পারে না।

পদ্মা। তবে কি ছেলে নেই?

রত্না। থাকে যদি, উনিই রক্ষা করেছেন, যায় যদি, উনিই নিয়েছেন।

বীর। এ সব পাপের মত বকে সময় নষ্ট ক'রে, [illegible] মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করছ কেন?

মণি। মহারাজ, লক্ষ সৈন্য নিয়ে গৌড়েশ্বর উঁর[?] আক্রমণ করতে চলেছে। তিনি সে সংবাদ দিয়ে, পুত্র পরিত্যাগ ক'রে আপনাকে দেখতে এসেছেন।

পদ্মা। হাঁ! এ কি বলছেন মহারাজ?

বীর। এখন এ কথা কেন রাণী? দেখতে পাচ্ছ না? ব'লে এই যে একটু আগে তোমার ভগিনী ভগিনীপতির উপর অভিমান করছিলে? আর এখন কি কর্ত্তব্য?

মদন। মহারাজ, অনুমতি করুন। এতক্ষণ [illegible] হয়, অম্বিকা সৈন্য-সাগর হয়েছে। ক্ষুদ্র তরী [illegible] এতক্ষণ সেই অনন্তজলে ডুবে গেল।

(দুর্জ্জয়ের প্রবেশ)

দুর্জ্জ। তুমি কেন—ঠিক গেল। তুফানের পর তুফান—আমার তুফান, পাঠের তুফান, তাতীর তাল, অনুকীর তুফান—এক তাতী দেশোর তুফান—এতক্ষণ বুঝি ডুব দিয়ে চ'লে গেল। ক্ষুদ্র তরীর [illegible] ভাল, তাই এতক্ষণ দুলছে। কিন্তু আর পারে [illegible]—তরীর তলা ছিঁড়ে গেছে।

মদন। সে কি রকম?

দু। তরীর তলায় রাবণ যোগদা[illegible] দিয়েছে। একটা ছোট ছিদ্রের পথে জল প্রবেশ করেছে। আপনার প্রজার দলে সিঁদ দিয়েছে—এখন [illegible] আর রইল না।

মদন। মহারাজ, ভুঞ্জাকে অনুমতি করুন।

বীর। রাণী! যজ্ঞের ভাণ্ডার খুলে দাও, [illegible] রাখিয়াম, তাই নিয়ে তুমি এই মুহূর্ত্তে সৈন্য সংগ্রহ কর। যাও, রাজাদের সঙ্গে নিয়ে এখনি যাও। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হ'লে, আয়োজন বৃথা হবে।

(বীরবল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

বীর। কি করি? আমি এখন কি করি? মদনমোহন! আমি ও তোমার কাছে কখন কিছু চাই নি। তুমি এ, ব, যেবার আপনিই দিয়েছ। নিজে দুই বগলে দল-মাদল ব'য়ে আমার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছ। আমি প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হ'য়ে দেখি যে, আমি শত্রু-বিজয়ী। তবে এ বৃদ্ধ বয়সে আবার কামনা জেগে ওঠে কেন?

(বর্দ্ধানন্দের প্রবেশ)

বর্দ্ধ। জাগতে না? এখন যে তুমি নিশ্চিন্ত। যে নিজে কিছু করতে পারে না—অন্যের—সেই কেবল এটি দোষ দেয়।

বীর। আপনি কে প্রভু?

বর্দ্ধ। আমি ভিখারী। তোমার মদনমোহন দর্শন করতে এসেছিলুম। কিন্তু এসে আমি বিপন্ন। ঠাকুরের দুর্দশা দেখে আমি চোখের জল রাখতে পারছি না।

বীর। সে কি ঠাকুর?

বর্দ্ধ। আহাম্মক বীরবল, ভক্তাবতংসী তুমি! এখন যদি যেতে মুক্তাপানীতার ঠাকুরের শ্রীচরণ দেখে প'ড়ে আয়। তোমার কর্ম্ম দেখে সংসারে ঠাকুরের কোনও চরণ কমলিকাও। ঠাকুরের মুখে আকুলি দেখা—শ্রীরাধা মলিনমুখী। মহারাজ! ভিক্ষুকের উপর লোকে দর্শকের দয়া করে, সে দয়া অত্যাচারকুল নয়। এখানে প'ড়ে প'ড়ে ভিখারীর মত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করুন, কিন্তু দর্শনে অবশ হয়—মৃত্যুকে আদর্শ ক'রে—লোক ক'রে দেখে অনেকে ও এমন বিকল হ'ত না।

বীর। ঠিক বলেছ দেবতা। আমির সাহায্যে এখনও উঠতে সমর্থ। ঠিক বলেছ দেবতা। ভক্ত-সাধক দেবতাকে শক্তির অভাবে পার আনতে নেই। কিন্তু তাতে কি? এখনও এ আমার দেহে শক্তি আছে। ঠিক বলেছ দেবতা!

বর্দ্ধ। আহাম্মক বীরবল্লভ তুমি। অধর্ম্মে তোমার মৃত্যুও ভাল। জ্ঞানী হ'য়ে বৃদ্ধ বয়সে অনাহারে পরবর্শী অবলম্বন করেছ কেন? আমি ভিখারী, এস মহারাজ! তোমার তীর্থ-মৃত্যু ভিক্ষা করি।

বীর। এই তীর্থ দেবতা!

বর্দ্ধ। ঠাকুরের চরণ (হাত) দেখবে এস। তোমার চেয়ে বড় বলবান্ অন্য দিক থেকে ওই শ্রীপাদ-পদ্ম নিয়ে টানাটানি করছে। ভিক্ষুক ভাগ্যবানের টানাটানিতে ঠাকুর হস্তপদবিহীন অপরাধ হয়ে পড়েছেন। তুমিও যদি টান, তা হ'লে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া ভিন্ন তাঁর আর উপায় নাই। ওঠ, জাগো, স্বধর্ম্ম পালন কর। ভিখারীর মত ভিক্ষা চেয়ে যাও। বলের যে দুঃসময় আসছে বিলম্ব নেই বীরবল! তুমি সে হতভাগাদের পথপ্রদর্শক হয়ো না। [বর্দ্ধানন্দের প্রস্থান।

বীর। হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে,—সর্ব্বশরীর টলছে—আমি ধর্ম্মপালন করব? কেন? কেন মদনমোহন! সমস্তই তোমারই ইচ্ছা। অতঃ-বুদ্ধি ধারণ ক'রে, দল-মাদল আমার গড়ের সেন্ট্রী হ'য়ে আছে। গিরিধারী! তাদের [illegible] করতে তুমি ভিন্ন আমার আর কেউ নেই। আমি প্রাণ দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে যাব, তারা হাসুক—হাসুক—সমস্ত তোমারই ইচ্ছা।

(রাখালবেশী বালকের প্রবেশ)

বালক। কি বাবা কাঁপছ যে? তোমার [illegible]?

বীর। [illegible]—কে তুমি? রাখালরাজ! কোথা থেকে?

রাখাল। বন থেকে।

বীর। বন থেকে বেরুলে উঠে, তোমার [illegible] [illegible] দিয়ে। তা হ'লে দেখছি তুমি আমাদের।

রাখাল। না বল।

বীর। কি মনে ক'রে?

রাখাল। তুমি উঠলে কি মনে করে?

বীর। আমি যুদ্ধ না হ'লে উঠেছি।

রাখাল। আমি তোমার সঙ্গে যাব ব'লে এসেছি।

বীর। তুমি যে বালক।

রাখাল। তুমি যে বুড়ো।

বীর। বেশ, আমার সাথে যেতে পারবে?

রাখাল। পারব।

বীর। বেশ, আমার রণ-মাদল তুলতে পারবে?

রাখাল। চল না, দেখি।

বীর। রাখালরাজ! এ বুড়ো লোকটিকে তা হ'লে তুমিই চালিয়ে নাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পদ্মাবতী, রত্নাবতী ও মদন সেনের প্রবেশ)

পদ্মা। মহারাজ! মহারাজ! কই মহারাজ!

মদন। মদনমোহন—তা হ'লে এই স্থান থেকেই তোমাকে প্রণাম করি। দয়া কর প্রভু! আবার যেন আমার রণজোগ না হয়।

রত্না। তোমাই দেবতা! তুমি জেনেকে তোমার পায়ের তলায় রেখে এসেছি।

(মন্ত্রীরাজের প্রবেশ)

মন্ত্রী। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! মহারাজ, দেখবেন আসুন। মদনমোহন রাজা ঐশ্বরিক শক্তিবলে রণ-মাদল হাতে নিয়ে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করেছেন। মাদলের [illegible]—সব রাজদের [illegible]। দেখবেন আসুন।

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্গ-প্রাঙ্গণ।

(মধু ও মন্ত্রী)

মধু। [illegible] [illegible] যুদ্ধ করেছি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible]। [illegible], কিন্তু এই [illegible] যুদ্ধ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারিনি। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখতে পুড়ের [illegible] [illegible] [illegible] আমার। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

মন্ত্রী। তুমি [illegible] [illegible]।

মধু। [illegible] মন্ত্রী, [illegible] দিন পুরোহিতের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেন?

মন্ত্রী। [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible] হয়নি?

মধু। তা কেমন ক'রে বলব? তবে তারা আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তারা [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] আছি। মন্ত্রী! যদি কেউ [illegible] [illegible] না করে, তা হ'লে অধিকার আর কোন [illegible] নেই।

মন্ত্রী। বেশ, [illegible] [illegible] [illegible]।

মধু। [illegible] [illegible]।

মন্ত্রী। আমি [illegible] অধিকার পাহারা দিই। আর [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] হ'য়ে [illegible] [illegible] [illegible] কেন? যতক্ষণ বেঁচে থাকে, তারা [illegible] অধিকার রক্ষা করুক।

মধু। মাতৃভূমি! অধিকার রক্ষা কর! মন্দিরের আমার বংশ রক্ষা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মিহিরাজের প্রবেশ)

মিহি। উঃ! কি ভয়ানক পাহারা! কাশী মন্দিরের সেনাদের তিন দিন চেষ্টা ক'রে প্রবেশ করতে

পারলুম না। আজ পেয়েছি—যুদ্ধ ক'রে সব ম'রেছে। অম্বিকা ফাঁকা। বাদ বাকী যা আছে, তাদের আমিই শেষ করি—যারা আছে, তারা যুদ্ধ শ্রম ক'রে একটু বিশ্রাম নিতে গেয়েছে। মনে ক'রেছে, শত্রু আর আসবে না। এমন সুবিধে আর পাব না। কালী পায়ে ফুল রেখেছেন। এ সময় আর আসবে না। রাজার ছেলেকে বাঁধব, আমাদের ছেলেটাকে কাঁধে ক'রে নে গে রাজাকে দেব। তার পর আমিই অম্বিকার রাজা। মহাপাত্রকে ফিরতে বলেছি, চর সটকে ঢুকে রেখেছি। এতক্ষণ তার সঙ্গ এসে পড়েছে। আর আমাকে পায় কে?

পঞ্চম দৃশ্য

দুর্গ-প্রাচীর।

(লক্ষ্মী, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে নিদ্রিত প্রহরী)

লক্ষ্মী। একটা মস্ত বড় মায়ের মন্দিরে প্রবেশ ক'রে কে পূজা ক'রে গেল? পঞ্চপাত্র, ঘট, নৈবিদ্যি, পাঁঠার মুড়ো—কে দিলে? কে দিলে? কে এসে পূজা করলে? তবে আমাকে লুকিয়ে এমন অসময়ে দেবীপূজা করলে কে? এ কি কাহিনী দুর্বৃত্তিপ্রিয়? বুঝতে পারছি না যে! সর্দার! সর্দার! একবার এক মুহূর্তের জন্য জেগে থাকিস! সর্দার! সর্দার—তিন দিন তিন রাত্রি সর্দার এক অশ্বের মত চোখের পাতা পেতে দেয়নি। যুদ্ধ জয় ক'রে এখনই বীর দেহ দেহেখানি বিশ্রাম নিচ্ছে। কোন্ প্রাণে তুমি জাগাই? একটা রাতের জন্য উঠে বসবি? আমি একবার রাজবাড়ীর কাছটা ঘুরে আসি। আমার মনটার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কোন বিশ্বাসঘাতক অম্বিকায় প্রবেশ ক'রেছে। একবার ওঠ। না—ঘুমতে প্রাণ চায় না, তবে ঘুমো।

[প্রস্থান।

(নিধিরাম ও চরের প্রবেশ)

চর। চারটেই ফটকই খুলেছিস?

নিধি। চুপ! লক্ষ্মী বেটী এখনও জেগে। অম্বিকা ঘুমুলো, সংসার ঘুমুলো, তবু বেটী ঘুমুলো না! কি প্রাণ! কি প্রাণ! বেটী তিন দিন তিন রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। চোখের পলক নেই। কালী-মন্দিরে যাই, দেখি বেটী সেখানে। রাজবাড়ীতে যাই, দেখি বেটী সেখানে। বাগানে,—বনে—যেখানে যাই, দেখি বেটী মূর্তিমতী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চর। ছেলে দু'টোর সন্ধান পেলি?

নিধি। এখন, বাপ! আগে সবাই না এলে কিছু নয়, কিছু করতে পারব না। ওই বাঘিনীর মুখে পড়তে—বাপ! এখন ছেলের কথাও মুখে নয়। ঐ দেখ, ঘুমন্ত বাঘ। সাবধান, এখন জাগাস নি। আগে মহাপাত্র সৈন্য নিয়ে আসুক। তাদের পাঁচ হাজারেও ও বাঘকে কায়দা করতে পারবে নি। সাবধান—পা টিপে—পা টিপে।

চর। সাবধান! গুঁড়ি দে।

নিধি। হুঁস!

চর। কিলবিলিয়ে।

নিধি। তবু ঘুমন্তের চীৎকার। চ'লে আয়, চ'লে আয়! আড়ালে থেকে পাহারা দে। যদি জাগে, দেখিস যায় না যায়, সন্ধান রাখ।

(লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কই কিছুই ত বুঝতে পারলুম না। তবু মনটা কেমন করছে কেন? (প্রাচীরে আরোহণ) এঁয়া! এ কি? আবার সৈন্য! হাজার হাজার—লাখ লাখ—কাতারে কাতারে, দৃষ্টি চলে না, এত সৈন্য! কেবল সৈন্য! এ কি? আবার শত্রু? ওমা সর্বনাশ! চণ্ডী! কি হবে? আবার শত্রু!—ঘুমিয়ে কে তুমি? পাহারা না—পারছি না, তা হ'লে প্রাণে বাঁচবে না—তাড়াও—অস্ত্র দিচ্ছি, দাঁড়াও—শত্রু ঢুকলি নি।

(অবরোহণ ও চরের কেশাকর্ষণ করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

কে তুই?

চর। হত্যা ক'র না—আমি গৌড়েশ্বরের দূত।

লক্ষ্মী। তুই এলি কেমন ক'রে?

চর। গড় ডিঙিয়ে এসেছি।

লক্ষ্মী। মিথ্যা কথা—এ গড় ডিঙিয়ে মানুষ আসতে পারে, এমন মানুষ আমি দেখি নি। সত্যি বল্, নইলে মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলব।

চর। দূত অবধ্য।

লক্ষ্মী। কিন্তু চোরের মত দূত অবধ্য নয়। চুরি ক'রে কারও নগরে প্রবেশ করবার অধিকার নেই।

চর। অভয় দাও—কথা কইবো বল?

লক্ষ্মী। বল্—সত্য বল্—তা হ'লে তোকে হত্যা কর্‌ব না।

চর। আমাদের লোক এই নগরে গুপ্তভাবে ছিল, সে কটক খুলে দিয়েছে।

লক্ষ্মী। ওই সব বাইরের সৈন্য?

চর। সব গৌড়েশ্বরের। তারা সেই খোলা কটক দিয়ে নগরে প্রবেশ কর্‌ছে।

লক্ষ্মী। নে, আয়—

চর। কোথায় যাব?

লক্ষ্মী। তোরা চোর, তোদের বিশ্বাস নেই। আমার স্বামী এখানে নিদ্রিত, আমি তোকে এখানে রেখে যেতে পার্‌বো না। তোকে কোন স্থানে আবদ্ধ রাখি, সে সময় আমার নেই। আমি তোকে পাঁচিলের উপর থেকে গড়ের বাইরে ফেলে দেবো। মর্‌বিনি, কিন্তু খোঁড়া হয়ে প'ড়ে থাকবি, সংবাদ দিতে পার্‌বি নি। যদি অক্ষত দেহে পড়িস্, তোর অদৃষ্ট।

(চরের কেশাকর্ষণ করিয়া, প্রাচীরোপরি আরোহণ। চরের আর্ত্তনাদ)

মা কালী! দুষ্ট হাজার দোষের আকর হ'লেও অবধ্য। তুমি এই হতভাগ্যের জীবন রক্ষা কর। (নিক্ষেপ) সর্দ্দার! সর্দ্দার! ওঠ। উঠে অম্বিকার বিপদ নিরীক্ষণ কর। অম্বিকায় শত্রু প্রবেশ করেছে। বিশ্বাসঘাতকে তাকে গ্রাস করেছে। ওঠ—উঠে পাপিষ্ঠের মুখ থেকে আহার ছিনিয়ে নে। এ কি কাল নিদ্রা? এত ডাক্‌ছি, তবু শুনছিস্ না? সর্দ্দার—সর্দ্দার—ওঠ। এ কি হ'ল? হে ভগবান্! এ কি কর্‌লে? ওঠ সর্দ্দার! অম্বিকা যায়, চন্দ্র সূর্য্য জন্মের মত অস্ত যায়, ধর্ম্ম যায়—ওঠ!

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা। কেও মা? কেন বাবাকে তিরস্কার কর্‌ছিস্? শত্রু হারিয়ে, তাকে দেশ ছাড়া ক'রে বাবা একটু বিশ্রাম কর্‌ছে, তুলিস্ নি মা! তুলিস্ নি।

লক্ষ্মী। শত্রু যায় নি—সে ঘরে ঢুকেছে।

বলা। অ্যাঁ! সে কি?

লক্ষ্মী। কথা কবার সময় নেই। অস্ত্র ধর্।

বলা। বাবা! বাবা!

লক্ষ্মী। ও আজ কাল-নিদ্রায় আচ্ছন্ন। মানুষের কাছে আর সে জাগ্‌বে না।

বলা। দরকার কি মা? তোর সন্তান জেগে আছে। তাকে আশীর্ব্বাদ কর। সে একাই তোর সমস্ত শত্রু সংহার ক'রে আসুক।

লক্ষ্মী। তা হ'লে [illegible] বাছা—শত্রু তোর কটক দিয়ে নগরে ঢুকেছে, সন্ধান কর—প্রাণপণে বাধা দে।

[বলাইয়ের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। সর্দ্দার—সর্দ্দার।

সর্দ্দার। [illegible] মাগী। সর্দ্দার—সর্দ্দার! আমি [illegible]—কত দূরে—কোন্ [illegible]—[illegible] ঘুম দিয়ে [illegible] কর্‌ছে—[illegible] আবাহন কর্‌ছে। [illegible] সর্দ্দার—সর্দ্দার!

লক্ষ্মী। সর্দ্দার, [illegible]

সর্দ্দার। [illegible]

লক্ষ্মী। [illegible]

সর্দ্দার। [illegible] কে? [illegible] চলেছে, [illegible] পার না, [illegible] আলো, [illegible] আলো। পায়ের [illegible] আছে—নে, [illegible]

[পুনঃ শয়ন]

লক্ষ্মী। তোমাই [illegible] সর্দ্দার, জেগে দেখ। না, আমা [illegible]। (অশ্রু অঞ্চল আচ্ছাদন করিতে করিতে) না, বড় আমি না—[illegible] পার্‌লি না—[illegible] পাবার মত সামগ্রী [illegible] দিয়েছিলে, [illegible] রাখতে পার্‌লুম না। [illegible] স্বর্গ [illegible] আজ চ'লে যাবার ভয় দেখাচ্ছ কেন? রেখে গেলুম, তোমার পায়ের তলায় রেখে গেলুম।

[লক্ষ্মীর প্রস্থানোদ্যোগ

(তুরুনীগণের প্রবেশ)

১ম। সর্দ্দারনী কোথায় তুই?

লক্ষ্মী। এই যে বোন্।

১ম। আর কি কর্‌ব সর্দ্দারনী? পূর্ব্ব কটক থেকে শত্রু হটিয়ে, আবার আমরা কটক বন্ধ ক'রে এসেছি।

লক্ষ্মী। তবে ত কার্য্য সিদ্ধি করেছিস্ বোন। স্বামি-পুত্রের মর্য্যাদা রেখেছিস্। তবে বিবর্ণ মুখে মাথা হেঁট ক'রে তোরা এসে দাঁড়ালি কেন?

১ম। (পরস্পরের মুখ চাহিয়া) কি বল্‌ব সর্দ্দারণী?

লক্ষ্মী। মুখ চাওয়া চাওয়ি কর্‌ছিস্ কেন? কি হয়েছে বল্ না? আমার ছেলে মরেছে?

১ম। তোর ছেলে বুঝি আর আস্‌বে না।

লক্ষ্মী। তাতে কি? বীর-ধর্ম্ম পালন ক'রে ছেলে মরেছে, মা বেঁচেছে। তার জন্য দুঃখ কি? তার জন্য শোক কর্‌বি? তোদের স্বামি-পুত্র—তারা কোথায়?

১ম। তোর ছেলে বেঁচে থাক্‌লে, বুঝি আমাদের লক্ষণ আলা ফুটত।

লক্ষ্মী। সে, দুঃখ রাখ। প্রাণ দান করেছিস্, স'য়ে গেলাম। ছেলে কি মরেছে?

১ম। কিসের নেই। অন্ধকারে এক বেটা চোর অন্ধকারেই পশুকে মেরেছে—আমি তাকে হত্যা করেছি, কিন্তু তাতে কি সর্দ্দারণী? অসুর এক আর ফিরে এলো না—ছেলে বাঁচলো না। তার পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী বেরিয়ে পড়েছে।

(জনৈক তুরানীর স্কন্ধে ভর দিয়া বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা। মা, মরেছে ত দুঃখ হ'ল না। পুড়িয়ে দ্বারা হ'ল না। এক গাঁটকে শত্রুর গতি রোধ করলুম, কিন্তু না চাঁর কটক রোধ। পিল্‌পিল্ ক'রে চার দিকে লোক ঢুকছে।

লক্ষ্মী। তবে নিজেকে টিকে এখানে এলি কেন বাপ্? এখানে আমাদের যতক্ষণ তোর সহায় দেখ, ততক্ষণ যে অন্ততঃ দুটো পাপিষ্ঠকে নিপাত করতে পেরেছিস্?

বলা। তাই যাচ্ছি—যাবার সময় তোকে দেখতে এসে যাচ্ছি।

১ম। আবার শত্রু? তবে আমরাই বা আর থাকি কেন? আয় বোন, আমরাও বলাইয়ের সঙ্গে পতিপুত্রের শোকে জল দিতে যাই।

লক্ষ্মী। আচ্ছা। রক্ষা কর।

সকলে। কালী। রক্ষা কর।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

নাটিকা—দুর্গমধ্যস্থ কক্ষসম্মুখ।

(লক্ষ্মী)

লক্ষ্মী। কি করলুম? কেন করলুম? রাজা ছেলে নিতে এসে চাইলে, কেন রাখলুম? পুত্রশোক! উঃ, অসহ্য—চোখের উপর ছেলের মুখ দেখে দেখে আবুলুম—উঃ—না না—এ কি? এ কি বিভীষিকা—এ কি করালমূর্ত্তি? না দেবতা, সব যাক্; আমার সব যাক্; তুমি আমার ছেলেটিকে রক্ষা কর। না—না—এ আমি কি বলছি—দুটি ছুটি—দেবতাই সর্ব্ব দুটি পুত্র, চন্দ্রসেন—সূর্য্যসেন—এক বোঁটাতে দুটি ফুল—বাঁচিয়ে রাখো—বাঁচিয়ে রাখো—

(নন্দুর প্রবেশ)

লক্ষ্মী—হাঁ। সর্দ্দার—জেগেছ—জেগেছ? তবে আর কি? তবে আমার সব আছে—সব আছে।

নন্দু। কি কাল ঘুমেই আমি আচ্ছন্ন হয়েছিলুম লক্ষ্মী? কোথায় আমি কি ক'রে পড়েছিলুম, কিছু বুঝতে পারি নি। যদি এই সময়ে শত্রু এসে নগর প্রবেশ করত, তা হ'লে কি সর্ব্বনাশ হ'ত লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। সর্ব্বনাশ হ'ত কি সর্দ্দার? সর্ব্বনাশ হয়েছে!

নন্দু। সে কি?

লক্ষ্মী। অধিকার আর কিছু নেই, অধিপতির আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে।

নন্দু। সে কি? এ কি পাগলের মত বক্‌ছিস্? স্পষ্ট ক'রে বল—আমি কিছুই বুঝতে পারছি নি। এখনও ঘুমের ঘোর ছাড়ে নি। শুধু দারুণ পিপাসায় জেগে উঠেছি।

লক্ষ্মী। শত্রুর দল অধিকায় কোন রকমে প্রবেশ ক'রে ফটক খুলে দিয়েছে। পিল্ পিল্ ক'রে চারদিক দিয়ে শত্রু ঢুকেছে। স্ত্রীলোক কটা অবশিষ্ট ছিল, তারাই প্রাণপণে তাদের বাধা দিচ্ছে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

এই পোড়া পল্লীর উদ্ধার। [illegible] হাজার হাজার শক্তি যোগ করেছে [illegible] তোর এক দুয়েই আজ [illegible] [illegible]। তুই সেই [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] আমি [illegible] কি হবে মণিমা?

বঙ্কু। [illegible]

মণী। [illegible] [illegible] নেই।

বঙ্কু। [illegible] কি করবো? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মণী। কি এমন [illegible]?

বঙ্কু। [illegible]

মণী। [illegible]

([illegible])

মণী। [illegible]

বঙ্কু। [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible]

[[illegible]]

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গ-প্রাচীর।

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]। না—[illegible] কিছু [illegible] না—কিছু করতে পারছি না। [illegible] এলো—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] পারবো না, [illegible] প্রাণ যাবে—কোথায় যাই, কোথায় যাই—এলো রে, এলো রে—

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] এসো না—কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] না যায়, [illegible] না যায়।

নিধি। এই খাও, দলু, জল খাও। (দলুর জল পান) খাও, এইবার যা চাইব দাও।

দলু। তুমি কি চাও?

নিধি। দলু! আমি তোমার মাথা চাই।

দলু। অ্যাঁ!

নিধি। জানি তুমি সত্যবাদী, জানি তুমি জীবনে কখনও মিথ্যা বওনি। সত্য রক্ষার জন্য তুমি প্রাণকেও তুচ্ছজ্ঞান কর। দলু! আমার এই জলের মূল্যস্বরূপ তোমার মাথা দিয়ে সত্য রক্ষা কর।

দলু। না বুঝিনি, কি বললে?

নিধি। দাও, দলু মাথা দাও।

দলু। তা হ'লে তুই-ই বিশ্বাসঘাতক। তোকে নিরাশ্রয় মনে ক'রে আশ্রয় দিয়েই কি আমি মনিবের—নিজের সর্ব্বনাশ করলুম?

নিধি। তুমি মনিবের নেমক খেয়ে তার বাচ্চা রক্ষা করেছ—আমি মনিবের নেমক খেয়ে তোমাকে মারতে এসেছি। দাও, দলু, শীগ্‌গির তোমার মাথা দাও।

দলু। সত্য করেছি, আর ভয় কি ভাই, মাথাই তোমাকে দান করব। তবে একটু ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করতে সময় দাও।

নিধি। তা দেব না? অবশ্য দেবো। তুমি ইষ্টদেবতার স্মরণ কর, আমি অস্ত্র নিয়ে আসি।

[নিধিরামের প্রস্থান]

দলু। হে কৃষ্ণ! হে মদনমোহন! আমি পূজা জানি না—মন্ত্র জানি না—ভক্তির অন্বয়—কি ভাল, কি মন্দ—কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম—কিছুই বুঝি না। তবে গুরুমুখে শুনেছি, সত্যের জয়। গুরুবাক্য হৃদয়ে ধ'রে আমার মনিবের মর্য্যাদা রাখতে হে দেবতা, তোমার শ্রীচরণে মাথা রাখলুম।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। সর্দ্দার! সর্দ্দার! এই যে, সর্দ্দার! বড় বিলম্ব হয়ে গেছে, জল আনতে নদী ছেলের গায়ে পা ঠেকে প'ড়ে গিয়েছিল। তাই আসতে বিলম্ব হয়ে গেছে। এই নে সর্দ্দার—জল খা। বলাই আমার পথের মাঝে প'ড়ে আছে। শত্রুর বুকে মাথা দিয়ে ছেলে আমার চিরদিনের মত ঘুমিয়েছে। চারিধারে বেড়ে মরণের পথে সঙ্গিনী তোর বন্দী। চল্ সর্দ্দার—জল খেয়ে দেখবি চল—ছেলের বুকে পেটে অস্ত্রচিহ্ন, পিঠ পরিষ্কার।

দলু। আর জল! লক্ষ্মী! পিপাসা আমার মিটে গেছে। জল পেয়েছি—কিন্তু প্রাণের বিনিময়ে পেয়েছি। লক্ষ্মী, আর আমার পানে চাস্‌নি—ফিরে যা। চন্দ্র-সূর্য্যকে রক্ষা কর্। আমি পদার্থহীন বন্দী।

লক্ষ্মী। তুই যে কখনও মিথ্যা বলিস না সর্দ্দার! এ দারুণ দুঃসময়ে তুইও সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করলি? আমার সঙ্গে তামাসা করতে লাগলি?

দলু। তামাসা নয় লক্ষ্মী! যথার্থই আমি বন্দী! আমি পিপাসায় উন্মত্ত হ'য়ে এক বিন্দু জলের জন্য সব দিতে চেয়েছিলুম। এক দুরাত্মা অবসরে বুঝে, আমাকে জল দিয়ে, মূল্য স্বরূপ আমার মাথা প্রার্থনা করেছে। সে অস্ত্র আনতে গেছে, আমি সত্যবদ্ধ বন্দী হয়ে এখানে ব'সে আছি।

লক্ষ্মী। কি—আমি বেঁচে থাকতে, আমার সুমুখে তোর মাথা নেবে? কে? কোন্ পিশাচ? কোথায় সে?

দলু। শান্ত হ'—শান্ত হ'। আমার আর কি আছে লক্ষ্মী? শুধু ধর্ম্ম আছে, সে ধর্ম্ম রক্ষা না করলে, কে করবে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। তাই ত, এ কি হ'ল? কোথায় চল্লি? কেন চল্লি? তোকে দেখে যে আমি সব ভুলেছিলুম।

দলু। সত্যের বন্ধনে যদি ভগবান্‌কে বাঁধা যায়, তা হ'লে ঠিক বলছি লক্ষ্মী, দুরপারে গিয়ে ভগবানকে আহ্বান ক'রে, তাঁকে অম্বিকা রক্ষার জন্য, রাজপুত্রদের রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করব। নতুবা প্রাণ—কিসের তুচ্ছ প্রাণ? আকাশে নীল পদ্মাসনে মেঘের গর্জ্জনে বংশীর সুর মিশিয়ে, সত্যময় ভগবান্ আমাকে সত্য-রক্ষার আদেশ করেছেন। দেবতারা সিংহাসন থেকে দাঁড়িয়ে আছে। (মাথা দেখাইয়া) এই ফুলে তারা নারায়ণের শ্রীচরণে অঞ্জলি দেওয়া দেখবে। দে লক্ষ্মী! নীচ ডোম হতভাগ্যের পক্ষে এমন শুভ দিন আর আসবে না। দে লক্ষ্মী! তোর এই ছিন্ন পুষ্প ভগবানের পাদপদ্মে অঞ্জলি দে।

তৃতীয় দৃশ্য

অম্বিকা—দুর্গবাসের কক্ষসম্মুখ।

(সাবুলা)

সাবুলা। ও ভগবান্! এ কি করলে? এ কাল ঘুম কোথা থেকে আমার চোখে এনে দিলে? ঘুম, ঘুম—এত ঘুম! কেন এল? কে দিলে? আরও ত কতকাল এমনি ক'রে জেগে পাহারা দিয়েছি, অম্বিকা আরও কতবার ত শত্রুকে ঠেকেছিল—জেগে আবার তাকে পাহারার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছে—তিন রাত, [illegible], শত শত জেগেছি, কিন্তু এমন বিপদে ত কখন পড়ি নি। জেগে আসছে তিন দিন তিন রাত জেগে আছি—একটি দণ্ডের জন্যও ত পলক পড়েনি! তবে আজ এ কি? ও ভগবান্, একি করলে? লক্ষ্মী যে আমার হাতে সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে গেছে! নিশ্চিন্ত হয়ে সে দেশ রক্ষা করছে। বড় বিশ্বাস—আমার উপরে যে তার বড় বিশ্বাস! কে কোথায় আছ—এই ঘুমের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর! কি করি—চোখ দুটো উপড়ে ফেলি! না, তাতেও ত ফল হবে না! অন্ধ হ'য়ে কেমন ক'রে [illegible] দুর্গ রক্ষা করব? নিয়তি! হে ঠাকুর, নিদ্রা—[illegible]—[illegible]—ঘুম ঘুম (ক্রমে নিদ্রা [illegible] জাগরণের অভিনয়) হ'ল না—গেল—গেল (নিদ্রা)।

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি। বস্, কাজ শেষ! বাস, খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। অম্বিকার সমস্ত ঘর আলোড়ন করেছি। লক্ষ্মী বেটী কি গোপন স্থানেই লুকিয়ে রেখেছে। বুড়ী বেটীকে লাথি মেরে নিকেশ ক'রে দিই। আর ওতে কি পদার্থ আছে—লাঠির ঠোকায় বেটীকে সরিয়েই দেওয়া যায় না। (সাবুলাকে পদাঘাত, সাবুলা কর্তৃক নিধির পদ ধারণ) এই বুড়ী পা ছাড়! মরে নয়, কি [illegible] পা ধরলে। এই বুড়ী, পা ছাড়।

সাবুলা। কে তুই?

নিধি। তোর যম।

সাবুলা। আমার যম?

নিধি। পা ছাড়—নইলে এখনি তোর গলায় ছুরি দেব।

সাবুলা। তুমি—আবার [illegible]—তুমি! (পদ [illegible] ও নিধির [illegible])

নিধি। এই—এই [illegible] যে [illegible]!

সাবুলা। তবে যে তোর সর্বনাশ! (সাবুলা কর্তৃক নিধির [illegible] ধারণ) কেমন তুমি [illegible] এসেছ? কেমন [illegible] তোমাকে আর [illegible] দিচ্ছি নি। তোমায় ধরে রেখেছি।

নিধি। ছাড়, ছাড়, তোমারই—ছাড় বলছি। নইলে—প্রাণ যাবে—

সাবুলা। আমি বেঁচে থাকতে পাহারা, কেউ যে [illegible] তুমি? ([illegible] ও [illegible] সাবুলাকে [illegible]) মা আমার, রক্ষা কর, রক্ষা— (মূর্চ্ছা)

নিধি। [illegible]—[illegible]—বুড়ীটাকেই সরিয়ে [illegible] বিশ্বাস নেই, [illegible] লক্ষ্মী [illegible] [illegible] পাহারায় [illegible] রক্ষার [illegible] পাহারা যে, লক্ষ্মী এখন [illegible] আয়োজন করবে। বস, আর আমাকে পায় কে? এইবারে দেশে অনর্থের শেষ! অম্বিকা এখন [illegible]—নতুন দেশের বলে এইবারে নিশ্চিন্ত। কিন্তু [illegible] এই কিছুই [illegible] একি অন্ধকার! [illegible] [illegible], তার পর আবার [illegible], কোন [illegible] দেখেছে? খোঁজ—খোঁজ—চারিদিকে খোঁজ।

(নিধির প্রস্থান ও দৃশ্যান্তর)

([illegible] মাতার [illegible] আবির্ভাব)

মাতা। চণ্ডসেন!

চণ্ড। (উঠিয়া) কৈ? কে? মা? মা—কে তুমি?

মাতা। আমি তোমার রক্ষাকারিণী।

চণ্ড। মা কেন—মা, মা কেন? মা ছিলে আমার মা—

মাতা। ছিলি তোমার পালিকা ছিল। আমারই গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ। তুমি [illegible] কাল [illegible] সেনের পুত্র।

চণ্ড। তবে মা আমি এখানে কেন?

মাতা। ভগবানের ইচ্ছায়। বাইশ বৎসর পূর্ব্বে এক দস্যু কর্ত্তৃক তোমার পিতার রাজ্য আক্রান্ত হয়, তোমার পিতা তার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তুমি তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। আমি অনাথিনী, তোমাকে রক্ষা করবার উপায় না দেখে, তুমি যাকে পিতা বল, সেই মহাপুরুষের শরণাপন্ন হই। তিনিই তোমাকে ভীষণ দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। তোমাকে নিরাপদ রেখে আমি স্বামীর সহমৃতা হই।

চন্দ্র। আঁ্যা, মা—তুমি মা? এত দিন পরে সন্তানকে কেন দেখা দিলে এসে মা? আমি যে পূর্ণমাত্রায় মায়ের আদর লাভ করেছি মা!

মাতা। বাপ, সেই বাইশ বৎসর পূর্ব্বে রাজার মহোৎসবে—তোমার জনক-জননী ঋণবন্ধনে আবদ্ধ। আজ সে মহাপাতকের মুক্তি দেবার সময় এসেছে। নারায়ণ-রক্ষিত! আজ তুমি তোমার পরলোকগত পিতা ও মাতাকে ঋণমুক্ত কর।

চন্দ্র। কি করব, আজ্ঞা করুন?

মাতা। নিষ্ঠুর ঘাতক তোমার ভাইটিকে হত্যা করতে আসছে—রাজা নয়ন সেনের বংশলোপ করতে আসছে। তোমাকে সে হত্যা করবে না। অথচ সকলে তোমাদের ভাইটিকেও চেনে না।

চন্দ্র। বুঝতে পেরেছি—আশীর্ব্বাদ কর, যেন জীবন দিয়ে ভাইয়ের জীবন রক্ষা করতে পারি।

মাতা। বাপ! তোমার পরলোকগতা [illegible] তোমায় আশীর্ব্বাদ করছে, তোমা হ'তে তোমার পিতার মর্য্যাদা রক্ষা হোক্। (অন্তর্দ্ধান)।

চন্দ্র। কি করব? পিতা আমার প্রাণ দেব? মদন ভাই আমাকে যে প্রাণদানে [illegible] নিয়েছে। তার পিতা শত্রু হবে? পিতা মাতার প্রাণ দেবো? কাপুরুষের মতন দেহ ত্যাগ করব? কি করি? না, আত্মরক্ষা করতে গেলে, যদি ভাই আমার জেগে ওঠে? তা হ'লে যে সব গুহ্য প্রকাশ হয়ে পড়বে, তাই ত তা হ'লে বাঁচবে না—পিতৃঋণ ত শোধ হবে না? মায়ের আদেশ ত রক্ষা হবে না? অস্ত্র হাতে থাকলে আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তি আসবে—(অস্ত্রনিক্ষেপ) মদনমোহন! আমাকে জীবন দানের বল দাও। আর ভাইকে আমার রক্ষা কর—পিতাকে ঋণমুক্ত কর—সদয় হও—

(মহাপাত্রের প্রবেশ)

মহা। কে তুই—ব'সে আছিস যে তুই?

চন্দ্র। আমি মহারাজ নয়ন সেনের পুত্র—আমার নাম সূর্য্যসেন।

মহা। পাশে শুয়ে যে ঘুমাচ্ছে, ও কে?

চন্দ্র। ওটি মহারাজের রাঁধুনীর পুত্র। মহারাজ ওটিকে পালন করেছেন।

মহা। ঠিক বলেছ—সে এই সময় এখানে জন্মের মতন মা-বাপকে ছেড়ে যে।

চন্দ্র। নারায়ণ—নারায়ণ—

মহা। ডাক্—ডাক্—তোকে যে যাকে পারিস, এই বেলা ডেকে নে। আরে মর্, জলেশ্বর নাম, ডেকে দেখতে চায় না কেন? আরে মর্, এ কি হ'ল?

চন্দ্র। মদনমোহন—মদনমোহন!

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখাল। এই যে চন্দ্—(অন্তর্দ্ধান)

চন্দ্র। আঁ্যা আঁ্যা, তুমি মদনমোহন—মদনমোহন—

(মূর্চ্ছা)

মহা। আর মদনমোহন! আর কোন মোহনই তোমাকে রক্ষা করতে পারছে না। (অগ্রসর হইয়া) [illegible] আঁ্যা, এ কি [illegible] কাটতে গেলে [illegible] দেখা! উঃ, কি বিভীষিকা! কি অন্ধকার!

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। পিশাচ! এত ক'রেও তোর পাপ-সাধের আশা মিটল না?

(মহাপাত্রকে শূলাঘাত, মহাপাত্রের পতন)

(বেগে ঋষিবালকের প্রবেশ)

ঋষি। চন্দ্রসেন—সূর্য্যসেন?

সূর্য্য। (উঠিয়া) দাদা! দাদা!

ঋষি। ও লক্ষ্মী, কি হ'ল? চন্দ্রসেনের গায়ে রক্তস্রোত!

লক্ষ্মী। আঁ্যা—নেই—চন্দ্রসেন—নেই (মূর্চ্ছা)

সূর্য্য। দাদা! দাদা!

ঋষি। (সূর্য্যকে ধরিয়া) নরাধম! কি করলি? রাজা নয়ন সেনের ওপর রাগ—মহারাজের নিরপরাধ রাজপুত্রকে হত্যা করলি কেন?

মহা। কি বললে, চন্দ্রসেন—তবে হ'ল না—এত ক'রেও হ'ল না—বংশ লোপ হ'ল না? জ্বালা—নরকের জ্বালা—(মৃত্যু)

চতুর্থ দৃশ্য

[illegible]

(বীরমল্ল, [illegible])

বীর। [illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]

করেন, তা বলেই এখানে [illegible]

[illegible]

কন্যা, তাও কি কিছুই [illegible] নাই ? [illegible]

[illegible]

চক্রসেনকে নিরীক্ষণ কর।

(চক্রসেন ও [illegible] প্রবেশ)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যবনিকা-পতন।

Micro

নারায়ণী

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ প্রণীত

প্রিয় লোকোত্তম বন্ধু

বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কার

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে

'[illegible]'

উপহার প্রদত্ত

হইল।

নারায়ণী

অবতরণিকা

ছোটনাগপুরের ভিতরে অনেক জঙ্গল আছে। কলিকাতা হইতে পুরুলিয়ার পথ দিয়া রাঁচি যাইতে হইলে, এই অনেক জঙ্গলের পার্শ্ব ভেদ করিয়া যাইতে হয়। আগে পথে বড়ই বাঘের উপদ্রব ছিল, এখন এক রকম নাই বলিলেই হয়,—মাঝে মাঝে দুই একটা উপদ্রবের কথা শুনা যায়, এইমাত্র। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এইরূপ একটা উপদ্রব ঘটিয়াছিল। একটা নরখাদক ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যে দিন কয়েক পথিকের এই পথে চলা-ফেরা বন্ধ হইয়াছিল।

রাঁচির এক জন হাকিম সাহেব সেই ব্যাঘ্র শিকারে কৃতসংকল্প হন। তিনি কতকগুলি কোল অনুচর ও শিকারীকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করেন।

জঙ্গলের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া সুবর্ণরেখার তীরস্থ একটা স্থানে উপস্থিত হইলে, সহসা সাহেবের কুকুরগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল। ব্যাঘ্রের সন্নিধান অনুমান করিয়া সাহেব অনুচরগণকে কারণ-নির্দ্ধারণে আদেশ করিলেন। অনুসন্ধান করিতে যাইয়া লোকেরা কোন বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, কুকুরগুলা বিকল-মস্তিষ্কের ভাব দেখাইল, আর কুলীরা কিংকর্ত্তব্যের জন্য বোবা হইয়া গেল। সাহেব হস্তিপৃষ্ঠে ছিলেন,—হস্তীও সহসা গমনে বিরত হইল; মাহুতের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া শুণ্ড তুলিয়া প্রহারজনিত কাতরতা দেখাইতে লাগিল।

হইল কি? বাঘই যদি বাহির হইয়া থাকে ত সে বাঘ কোথায়? সম্মুখে সুবর্ণরেখার জল তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে—বাঘ কৈ? পার্শ্বে যতদূর দেখা যায়, দেখা গেল, কেবল বিহগ-নিনাদিত সুবর্ণরেখা-তীরশোভী পাদপশ্রেণী। অদূরে বাঘের অস্তিত্ব বুঝা গেল না।

সাহেব শুধু বিস্মিত হইলেন না, কিছু বিপন্নও হইলেন। কুকুরগুলা সমভাবে চীৎকার করিতেছিল। মাহুতের পুনঃ পুনঃ তাড়নেও বিরাম ছিল না। লোকেরা তখনও উঠে নাই, সেই ভাবেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিল। সুবর্ণরেখার জলের শব্দ ব্যতীত শব্দ নাই, অদ্ভুত অন্য কোন পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। মূর্চ্ছিতদিগের জন্য সাহেব বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। বন্দুকের শব্দে লোকেরা সংজ্ঞা ফিরিল।

সাহেব লোকদিগকে মূর্চ্ছিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর না করিয়া এক জন কেবল অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে সাহেবকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইল। সাহেব দেখিলেন, বৃক্ষের পরস্পরাবদ্ধ শাখার নীচে একটি নরকঙ্কাল সংস্থিত রহিয়াছে।

সাহেব আদেশ-নির্দ্দেশে সতর্ক হইয়া জঙ্গলেই অনুসন্ধান চালাইয়া দেখাইলেন,—অর্থাৎ এক বিকট হাস্য এবং সেই কঙ্কালের নিকটস্থ ব্যক্তিগুলিকে লইয়া সেই বন্দুক নিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিলেন। তবু কুকুরগুলা দুর্ব্বিষহ চীৎকার, ব্যাঘ্র-ভয়ও ভুলিয়া গেল।

কুকুরগুলা কোনপ্রকার শব্দে অতুল এ অদ্ভুত কাণ্ড আতঙ্কের অপনোদনে নিরস্ত হইল না। সাহেব হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদিগকে বেত্রাঘাতে তাড়িত করিলেন। প্রহার-অধিকারগত হইয়া সকলে কুন্তীয়মান করিল।

কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাহারা কদাচ কঙ্কালটি স্থানচ্যুত করিতে পারিল না।

অগত্যা সাহেব নিজে বৃক্ষারোহণ করিলেন। কঙ্কালটিকে স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা নিষ্ফল হইল। সাহেবের বোধ হইল, কঙ্কাল অপহৃত হইবার ভয়ে শুধু বেত্র ... শাখাগুলিকে শাহলতা দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

সাহেবের বন্দোবস্তোপযোগী অস্ত্র তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। অনুচরেরা কতকগুলি অস্ত্র ছিল

করিলেন এবং কঙ্কালগুলিকে বৃক্ষ হইতে পৃথক্ করিয়া ভূমিতে আনিলেন।

তিনটি নরকঙ্কালের মধ্যে দুইটা পরস্পরকে এমনই ভাবে বেষ্টিত করিয়াছিল যে, সাহেব শত চেষ্টায়ও সে দুটিকে পৃথক্ করিতে পারিলেন না। যে কঙ্কালটি পৃথক্, তাহার কটিতটে একগাছি সূক্ষ্ম সুবর্ণশৃঙ্খলসম্বদ্ধ একটি রূপার ডিবা ছিল। সাহেব দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন। ডিবাটি খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে অহিফেনের গন্ধ অনুভূত হইল।

সাহেবের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি অপর কঙ্কালগুলিতেও কিছু-না-কিছু মিলে কি না দেখিবার জন্য সন্ধান আরম্ভ করিলেন। সন্ধানের ফলে তিনি একটি কঙ্কালের গলদেশে বহুমূল্য মণিময় হার দেখিতে পাইলেন। সেই অপূর্ব কণ্ঠভূষণের মধ্যমণি তখনও পর্য্যন্ত সমুজ্জ্বল ছিল। অপরটির অঙ্গে কিছু ছিল না। তবে তাহার এক হস্তের অঙ্গুলিতে একটি স্বর্ণ অঙ্গুরীয় এবং অপর হস্তের অঙ্গুলিদ্বয়ে সংলগ্ন এক টুকরা জীর্ণ কাগজ তখনও পর্য্যন্ত ধারণের দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছিল।

সাহেব ভাবিলেন, এ কি অদ্ভুত আবিষ্কার। তাঁহার বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নের সমক্ষে আরব্য উপন্যাসের সমস্ত কথাগুলা যেন যুগপৎ জাগিয়া উঠিল। যেখানের যে জিনিসটি, তদবস্থায় রাখিয়া, সাহেব কঙ্কালগুলিকে গৃহে আনিলেন।

এই কঙ্কাল তিনটি রাঁচি নগরীকে এক দণ্ডে কোলাহলময়ী করিয়া তুলিল। কমিশনর সাহেবের হাতী ইহাদের মধ্যে একটা কঙ্কালের আঘ্রাণ লইবামাত্র বিকট চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। সকলে শুনিল। নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিল, কমিশনর সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া একটা ক্ষুদ্র কোলরমণী পর্য্যন্ত কঙ্কাল সম্বন্ধে কিছু না কিছু গল্প করিয়াছিল। কেহ হাসিয়াছিল, কেহ অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল, কেহ বা কঙ্কালের উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিল, কাহারাও বা আপনা-আপনির ভিতরে দু দশটা ভূতের গল্প তুলিয়া মনের আবেগ মিটাইয়াছিল।

রাঁচি এমন হইল কেন? কঙ্কাল তিনটির কি যেন বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল? এ কঙ্কাল কাহাদের? প্রত্নতত্ত্ববিৎ কতকগুলি পণ্ডিত সেই সময়ে জাতির আদিপুরুষ নির্দ্ধারণের জন্য ছোটনাগপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহারা রামগড়ের পাহাড় হইতে একখানা প্রকাণ্ড পাথর কুড়াইয়া সেইখানাই কোলজাতির আদিপুরুষের ভস্মাবশেষ স্থির করিয়া তাহার উপর চকমকি ঠুকিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, তাহার ভিতরে জীবন-বহ্নির একটিমাত্রও স্ফুলিঙ্গ আছে কি না। সকলে হতাশ হইতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সেই কঙ্কাল কয়টির গন্ধ তাঁহাদের নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। আনন্দোৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা রাঁচি আগমন করিলেন।

প্রবলবেগে পরীক্ষা চলিল। কেহ কঙ্কাল-হৃদয়াভ্যন্তরে দেবলোকের গান শুনিতে পাইলেন। কেহ বা অণুবীক্ষণে দেখিলেন, অস্থির ভিতরের আণবিক কম্পন লম্বভাবে না হইয়া আড়ে হইতেছে। সুতরাং উহা গান নয়, আদি কোলের প্রতিভার আলোক। কোন মহাত্মা তুষার-মণ্ডিত অস্থি-অঙ্গে মসীবর্ণের ছায়া দেখিতে পাইলেন।

তখন স্থির হইল, স্বর্ণহারলম্বিত কঙ্কালটিই কোলজাতির আদিপুরুষ, নহিলে সোনার শিকলে বাঁধা রূপার ডিবা হইতে অহিফেনের গন্ধ বাহির হইবে কেন? কঙ্কাল গাছে উঠিল কেমন করিয়া? অমর হয়। নহিলে প্রেততত্ত্ব চলিবে কেন? ছোটনাগপুরের সোনার খনি কঙ্কালের গায়ে লাগিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিকল হইয়া দৈবযোগে শালবৃক্ষে জড়াইয়াছিল। শেষে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গাছের সঙ্গে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়াছে। সকলে সব দেখিল, কিন্তু মূর্খ যদি কেহ সেখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে, হাড়ে দূর্ব্বা গজাইয়াছে।

কিছু দিন পরে কলিকাতার এক বিশিষ্ট ইংরাজী সংবাদপত্রে একটি বিস্ময়কর সংবাদ প্রকাশিত হয়। আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ দিলাম।

"এত দিন পরে অনন্তপুরের বিদ্রোহী রাজা বীরচন্দ্র সাহীদেবের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইল। জনার ভীষণ জঙ্গলে একটি প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ-শাখায় এই কঙ্কালটি বিলম্বিত ছিল। রাঁচির জজ—সাহেব শীকার করিতে যাইয়া কঙ্কালটাকে দেখিতে পান। হতভাগ্যের মুখে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। পাপিষ্ঠের করাঙ্গুলি-কঙ্কালের শোণিতচিহ্ন এখনও সম্যক্ বিলুপ্ত হয় নাই। ত্রিশ বৎসরের বারিবর্ষণেও সে কলঙ্ক প্রক্ষালিত করিতে পারে নাই। বিকৃত

বদনের বিকট দন্তবিকাশ অবলোকন করিয়া [illegible] বীরপুরুষ হইলেও আবিষ্কারককে অজ্ঞান হইতে হইয়াছিল। দুর্ভাগ্য লিন করেক বড়ই উপদ্রব করিয়াছিল। দিনকয়েক ছোটনাগপুরের [illegible] পুরুষ ও মহিলাগণের প্রাণে উদ্বেগ ভুমিকম্প-প্রজ্বলিত অনলে আপনাকে আহুতি দিয়াছিল।

"এই সঙ্গে আরও দুইটি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। বড়ই বিস্ময়ের কথা, কঙ্কালদ্বয় [illegible] বিজড়িত ছিল। একটি [illegible] অনুমিত হয়। অপরটি পুরুষের। কিন্তু 'নেটিভের' নয়। তাহার অঙ্গুলি-কঙ্কালে যে অঙ্গুরীয় ছিল, তাহাতে ইংরাজী অক্ষর [illegible] হইয়াছে। একটি অক্ষর 'সি,' বোধ হয় চার্লসের আত্মক্ষর। অপরটি এরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহা হইতে কোনও কিছু রহস্য উদ্ঘাটিত হইল না। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহা সেই নিরুদ্দিষ্ট চার্লস ব্রাউন। ব্রাউন বিলাতের [illegible] লর্ড—এর [illegible]। [illegible] বিদ্রোহের ইতিহাস লিখিতে [illegible] তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। [illegible] অমুক ব্রাউন তখন ছোটনাগপুরের [illegible]। ব্রাউন পুত্রের মুখেই অতিথি ছিলেন। [illegible] দিন তিনি নিরুদ্দিষ্ট হন। আর [illegible] মিলে নাই। [illegible] এক দিন পরে [illegible] ব্রাউন রমণী কর্তৃক [illegible] হইয়া [illegible] পাছে উঠিল? বড়ই বিস্ময়ের কথা।"

[illegible] অপর একখানি [illegible] এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"[illegible] তোমার [illegible] ভুমি [illegible] করিতে পার। তোমার [illegible] ছাড়িয়া দিল [illegible] উঠিয়াছিল। [illegible] উঠিলেন, [illegible] হইয়াছি।

[illegible] এইরূপ লিখিত ছিল :—

"[illegible] একটি আশ্চর্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]"

[illegible]

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত [illegible] একটি [illegible] গ্রাম। এই গ্রামে [illegible] নামে এক জন বড় জমীদার ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তির [illegible] লক্ষ টাকা আয় ছিল। [illegible] নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় [illegible] এক জন সামন্ত রাজা ছিলেন। [illegible] তাঁহাকে নাগপুরাধিপতির [illegible] [illegible] মহারাষ্ট্রীয় মধ্যে তাঁহার [illegible] ছিল। সুতরাং জমীদার [illegible] জমীদারদিগের ন্যায় তিনি সম্পূর্ণ [illegible]।

[illegible] যে সময় নাগপুরাধিপতির রাজ্য [illegible] অধিকারভুক্ত করেন, সেই সময় [illegible] ইংরাজের অধীনে আসিতে হয়। [illegible] অধীনে আসিয়া তাঁহার পুর্ব্বক্ষমতা [illegible] পরিণত হয়। ইংরাজ তাঁহার রাজ

হইতে প্রত্যাগমন-কালটি কাটিয়া লয়েন, তবে কতকগুলি সিপাহী রাখিবার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

বীরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র—নাম রামচন্দ্র। অধিকারচ্যুত হইবার পর তিনি জমীদারী পর্য্য-বেক্ষণের ভার পুত্রের হস্তে দিয়া সর্ব্বতোভাবে মনো-নিবেশ করেন।

আনন্দদেব নামে এক আত্মীয়পুত্রকে তিনি রামচন্দ্রের সহায়তায় নিয়োগ করেন। আনন্দদেবের চেষ্টায় রামচন্দ্রের অনেক ইংরাজের সহিত পরিচয় হয় এবং এই পরিচয়ের ফলে [illegible] রামচন্দ্র শীঘ্রই সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হন।

অল্প দিনের মধ্যেই আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা কিছু বেশী হইতে লাগিল। ক্রমে দেনা চড়িল। নৃত্য-ভোজ-মৃগয়াদি বিবিধ ব্যাপারে অল্পদিনের মধ্যেই বীরচন্দ্রের সঞ্চিত [illegible] পুত্র রামচন্দ্র নিঃশেষিত করিলেন। বীরচন্দ্র কিছু সন্দেহ করিতেন না বলিয়া পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি [illegible] দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেন এবং তাহাকে [illegible] খাজাঞ্চীখানা হইতে দেখিয়া মনে মনে নিজেকে [illegible] করিতেন। কিন্তু তাঁহার সম্পত্তি যে নিঃশেষিত হইতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। যখন বুঝিলেন, তখন তাঁহার জমীদারী অনেকখানি আবদ্ধ, এবং [illegible] সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত। অতিরিক্ত মদ্যপানে রামচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল। অবশেষে বৃদ্ধ পিতাকে শোকার্ত্ত করিয়া, একটিমাত্র বালিকা কন্যা রাখিয়া রামচন্দ্র দেহত্যাগ করিলেন। স্বামীর অতিরিক্ত [illegible] মর্ম্মাহত হইয়া অনুরূপা পত্নী বহুপূর্ব্বেই পরলোকগতা হইয়াছিলেন।

অগত্যা বৃদ্ধ বীরচন্দ্রকে জমীদারীর তত্ত্বাবধান পুনর্গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইল। আনন্দদেবই এই সর্ব্বনাশের মূল বুঝিয়া তিনি প্রথমেই তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। আনন্দদেবের পুত্র মুকুন্দদেবের সঙ্গে পৌত্রী নারায়ণীর বিবাহ দিবার সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর বীরচন্দ্র সে সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন। পিতা-পুত্র উভয়েই অনঙ্গপুর হইতে তাড়িত হইল। বীরচন্দ্র পৌত্রীর জন্য অন্য পাত্রের সন্ধান করিলেন। কেননা পুত্রের অভাব পূরণ করিতে নারায়ণীর একটী পুত্রের বড়ই প্রয়োজন।

তিনি বৃদ্ধ, পুত্রশোকে পীড়িত, আর কয় দিন বাঁচিবেন? তখন কে নারায়ণীর অভিভাবক হইয়া, তাঁহার অগাধ সম্পত্তি রক্ষা করিবে? জীবিত থাকিতে থাকিতে তাহাকে বিবাহ দিয়া [illegible] দিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত। তাহা হইলে আবার [illegible] তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোযোগ দিতে পারেন। সৎপাত্রের সন্ধানে তিনি বিশ্বস্ত লোককে নিযুক্ত করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া [illegible] অনঙ্গপুর পরিত্যাগ করিলেন।

বীরচন্দ্র অতি সাবধানে জমীদারীর কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জমীদারী অনেক আবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং অধমর্ণদিগের জন্য তাঁহাকে নানাদিকে ব্যয়সংক্ষেপ করিতে হইল। পাহারার দুই দশ জন সিপাহী রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদায়কে তিনি জবাব দিলেন এবং [illegible] একেবারে উঠাইয়া দিলেন।

রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। [illegible] পাত্রের অনুসন্ধান শেষ হয় নাই। [illegible] করিয়া [illegible] নিরস্ত হইলেন। [illegible] জমীদারের অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা হইলেই [illegible] পৌত্রী নারায়ণীকে [illegible] করেন। এমন সময়ে সহসা এক দিন প্রভাতে সংবাদ [illegible] তিনি শুনিলেন যে, তিনি নিঃস্বপ্রায়, তাঁহার জমীদারী পরিচালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। [illegible] হইতে কতকগুলি [illegible] সঙ্গে লইয়া, এবং [illegible] অনঙ্গপুরে আগমন করিলেন। বীরচন্দ্রের হস্ত হইতে কার্য্যভার অপহৃত হইল, এবং আনন্দদেবের হস্তে জমীদারীর পরিচালনভার প্রদত্ত হইল। বীরচন্দ্র এই আকস্মিক বিপৎপাতে স্তম্ভিত হইলেন। যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিলেন। [illegible] মিথ্যাপবাদে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেছে বুঝাইলেন। [illegible] নিষ্ফল হইল। [illegible] সাহেব নিজে গোপনে আসিয়া তাঁহার এ উন্মত্ততা দেখিয়া গিয়াছেন। বীরচন্দ্র এক দিন [illegible] তীরে বসিয়া সকলকে [illegible] করিয়া [illegible] অসম্বদ্ধ [illegible] এবং [illegible] করিতেছিলেন, ইহা তিনি [illegible] করিয়াছেন।

সুতরাং প্রতিবাদে ফল হইল না। আনন্দদেবের হস্তে জমীদারীর ভার অর্পিত হইল। সমুদায়

আনন্দদেব আবার অমরপুরে প্রবেশ করিলেন। কর্তৃপক্ষ ভিন্ন তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অমরপুরে আর কেহ রহিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ বীরচন্দ্রের [illegible] ছিলেন [illegible] বাঙ্গালী [illegible] পরিচিত [illegible] একটী [illegible] [illegible] বড় [illegible] বিশেষ পরিচয় [illegible] বোধ করিলাম না।

[illegible] বীরচন্দ্রের [illegible] পাইয়া [illegible] [illegible] আর [illegible] অমরপুরই [illegible] [illegible] কেহ ছিল না।

[illegible] অমরপুরে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] কোটীশ্বরের [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] থাকিবে। [illegible]

বীরচন্দ্রের অন্তঃপুরে [illegible] ছিল। রাণী মধুমতী [illegible] করিতেন। [illegible] তাঁর [illegible] ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। আনন্দদেব, [illegible] বীরচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া তখন অন্তঃপুরে এক অভিনব সংসার পাতিয়াছিলেন।

রাজ্যবিদ্রোহের পর হইতে নারায়ণী অধিকাংশ সময় বধূদের কাছেই থাকিত। বিশেষতঃ এই এক বৎসর পুত্রশোকাতুরা রাণী মধুমতী নারায়ণীকে [illegible] থাকিতেন না। [illegible] [illegible] [illegible] নারায়ণী [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible] নারায়ণী [illegible] [illegible]

এক দিন [illegible] [illegible] নারায়ণী দূর হইতে হরিনারায়ণকে [illegible] দেখিতে পাইল। সে নারায়ণীকে কিছু বলিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। [illegible] দূর হইতে ছুটিয়া আসিল। [illegible] [illegible] করিল, [illegible] এই সকল কারণে [illegible] তাহার [illegible]

াগিত না। তাই নারায়ণী দূরে দাঁড়াইয়া তাহার খেলা দেখিতেছিল। বালিকার অভিমানভারাবনত বদন-কমলে অর্দ্ধবিস্ফুরিতলোচনজল, অরুণ-কিরণস্পর্শী প্রভাত-বাতাভিহত শিশিরবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

বৃদ্ধ কিন্তু বালিকাকে ভুলাইতে যাইয়া নিজেই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন। হরিণের সহিত খেলা করিতে করিতে তিনি আপনার পক্ককেশ ও শুভ্র আবক্ষোলম্বিত শ্মশ্রু—বার্দ্ধক্যের যে সকল দেহোপকরণ—সব ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক একবার আম্রশাখা আকৃষ্ট করিয়া মৃগশিশুর মুখের কাছে ধরিতেছিলেন, বাল্যভাসচকারে সে যেমন মুকুল-গুচ্ছকে রসনাপাশে জড়াইবার উপক্রম করিতেছিল, অমনই শাখা পরিত্যাগ করিতেছিলেন। মুকুলগুচ্ছও সেই সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিধারে কণা বর্ষণ করিতেছিল। এইরূপে বৃদ্ধ একমনে বালোচিত ক্রীড়ায় নিমগ্ন ছিলেন। নারায়ণী যে নিকটে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

হরিণশিশু দেখিতে দেখিতে নারায়ণী একবার এদিক ওদিক মুখ ফিরাইতেছিল। তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য অনেক সামগ্রীই সেই উদ্যানের ভিতরে সংরক্ষিত ছিল।

এদিক ওদিক সেদিক মুখ ফিরাইতে, তরুলতা পুষ্পবন নিরীক্ষণ করিতে করিতে বালিকা দেখিল, দূরে কুঞ্জদ্বাররক্ষী কামিনীতরু-তোরণতলে দাঁড়াইয়া একটি বালক তাহাদের খেলা দেখিতেছে। বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে নারায়ণী তাহার পানে চাহিল। বালকও অমনই তরু-অন্তরালে লুকাইল। তখন চাহিয়া চাহিয়া বালিকা এক পদ এক পদ করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল।

বালক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। অগ্রসর হইয়া নারায়ণীর কাছে আসিবে কি পিছাইয়া পলাইয়া যাইবে, স্থির করিতে পারিতেছিল না। কর্ত্তব্য স্থির করিতে না করিতে নারায়ণী সম্মুখে উপস্থিত হইল।

নারায়ণী বলিল, "মুকু—"

বালক আনন্দদেবের পুত্র মুকুন্দ। পিতার সহিত সে আজ অনন্তপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিরূপ অবস্থায় ফিরিয়াছে, তাহা সে অনেকটা বুঝিতেও পারিয়াছে। তাহার বয়স এখন সপ্তদশ সম্বন্ধ বুঝিবার কতকটা শক্তিও তাহার জন্মিয়াছে। তাই নারায়ণীর কথায় কি উত্তর দিবে, স্থির করিতে না পারিয়া মুকুন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নারায়ণীর সহিত মুকুন্দ অতি শৈশবে ক্রীড়া করিত। তার পর যখন সে শুনিল, নারায়ণীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, তখন সে লজ্জায় নারায়ণীর কাছে বড় একটা আসিতে চাহিত না। কেন না, পুরস্ত্রীগণ প্রায়ই বালকবালিকাকে বিবাহ-কথা লইয়া রহস্য করিত। নারায়ণী বড় বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, মুকুন্দ অনেকটা বুঝিতে পারিত।

সেই নারায়ণী বহুদিন পরে তাহার সম্মুখে। তাহার উপর বালিকার বয়ঃসন্ধি। এই এক বৎসরে নারায়ণীর দেহলাবণ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে। সর্ব্বোপরি মুকুন্দের যৌবনোন্মেষ। মানসিক বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটনোন্মুখী। চক্ষু অন্ধকারে রূপের আভাস দেখে। কর্ণ কোন দূরদেশের সুকণ্ঠের সুস্বর স্বরসুধা পান করে। নাসিকা পারিজাতের আঘ্রাণ পায়। অঙ্গে জলভারাবনত নব কাদম্বিনীর স্পর্শসুখ অনুভূত হয়।

কাজেই নারায়ণীকে দেখিয়া কে যেন হৃদয়ের ভিতর হইতে মুকুন্দের নাক, মুখ, চোখ চাপিয়া ধরিল। মুকুন্দ নারায়ণীর কথার উত্তর দিতে পারিল না।

তখন বালিকা দক্ষিণকরের আম্রমুকুল পট্টসূত্রে স্থাপিত করিল, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মুকুন্দের হাত ধরিয়া টানিল।

কাজেই মুকুন্দকে কথা কহিতে হইল। কম্পিত কর নারায়ণীর হস্ত হইতে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করিয়া অর্দ্ধপরিস্ফুট কণ্ঠে মুকুন্দ কহিল—"আমি যাইব না।"

"চল, দোলায় দুলিব।"

"না—"

"হরিণ লইয়া খেলিব।"

"না—"

"তবে চল, দাদার কাছে যাই।"

বালিকা ঘট ফেলিয়া দিল এবং দুই হস্তে মুকুন্দের এক হস্ত সবলে ধরিয়া আকর্ষণ করিল। মুকুন্দ বলিল, "আমায় ছাড়িয়া দাও।"

নারায়ণী বলিল,—"ছাড়িব না। কখনই ছাড়িব

ইতোমধ্যে বৃদ্ধের স্বপ্নসুখ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন আত্মশাখা পরিত্যাগ করিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিলেন। দেখিলেন নারায়ণী নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, নারায়ণীকে দেখিতে পাইলেন না। ডাকিলেন,—"নারায়ণি !"

নারায়ণী পশ্চাতে না ফিরিয়াই উত্তর করিল—"কি ?"

বৃদ্ধ দেখিলেন, নারায়ণী আনন্দদেবের পুত্রের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুকুন্দকে দেখিয়াই বৃদ্ধের লোচন ক্রোধরাগরঞ্জিত হইল। তখন গম্ভীরস্বরে আবার ডাকিলেন,—"নারায়ণি !"

সেই গম্ভীর-স্বর-ঝঙ্কারে সমস্ত উদ্যান প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বালক ভীত হইল। তাহার করের দৃঢ় বন্ধন—নারায়ণীর কোমলকরাঙ্গুলি-বলয় খুলিয়া গেল। বৃদ্ধ আবার বলিলেন—"চলিয়া আয়।" মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমাকে এখানে কে আসিতে বলিল ?"

ভয়ে মুকুন্দের মুখ শুকাইয়া গেল।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে বীরচন্দ্র উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মুকুন্দকে ভয়ব্যস্ত দেখিয়া রতনকে বলিলেন, "ও বালককে তিরস্কার করিও না। এখন হইতে এ বাগান—এ বাগান কেন—এই অট্টালিকা, রাজ্য—সমস্ত ঐ বালকের পিতার—আমার নয়।"

রতন বলিলেন—"কি রকম ?"

বীরচন্দ্র রতনকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিতে বলিতে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। ইত্যবসরে মুকুন্দ এক পা এক পা পিছাইয়া যেই একটু অন্তরালে পড়িল, অমনই ছুটিয়া পলাইল।

নারায়ণীও পিতামহীর কাছে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আনন্দদেব বীরচন্দ্রের আত্মীয় নহে। কিন্তু দূর-সম্পর্কীয় এবং দরিদ্র। অনঙ্গপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে মধুবাপুরে তিনি বাস করিতেন। পৌত্রীর সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে রাজা বীরচন্দ্র তাঁহাকে অনঙ্গপুরে আনাইয়া আশ্রয় প্রদান করেন। অনঙ্গপুরে আসিয়া, আনন্দদেব অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিপত্তি লাভ করেন। অবশেষে তিনি রাজদরবারে একটি সামান্য চাকরি পান। ক্রমে বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে তুষ্ট করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভ করেন। ইংরাজের অধীন হইয়া বীরচন্দ্র যে সমস্ত রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন, তখন রাজকার্য্যের সর্ব্বভার [illegible] তিনি আনন্দদেবকেই নিযুক্ত করেন।

[illegible] কিছুই দেখিতেন [illegible] আনন্দদেবই অনঙ্গপুরের [illegible] হইল না।

[illegible]

আনন্দদেবকে কেহই [illegible]

বীরচন্দ্র ব্রাহ্মণের কাছে আনন্দদেব সম্বন্ধে [illegible] বলিতেন,— [illegible] বুদ্ধিতে [illegible]। ইহাকে [illegible] উপর [illegible] ?" রাজা [illegible] কথা শুনিয়া হাসিতেন। এরূপ বিশ্বাস কে না [illegible] ? কিন্তু রতন সে হাসি [illegible] করিতেন না। আনন্দদেবের [illegible] উপর তাহার সন্দেহ কেহ কোনমতে দূর করিতে পারিত না। যে বলিতে যাইত, ব্রাহ্মণ তাহার কথা প্রশংসা করিতেন না। তিনি বলিতেন, "[illegible]

হইতে, বহু উদাহরণ হইতে, বহু বিজ্ঞতার ফলে কবিতাটি রচিত হইয়াছে। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। যে করে, আমি তার বিজ্ঞতার প্রশংসা করি না।"

আনন্দদেবকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিবার সম্বন্ধে রতন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; রাজ্যের ভার দিবার সম্বন্ধেও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বলিলেন—"আত্মীয়—তাহাকে জমী দাও, বাড়ী দাও, আদর ও যত্ন কর। রাজ্যের অভিসন্ধি জানাইবার প্রয়োজন কি ?"

বীরচন্দ্র তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বুঝিলেন, বুদ্ধিদোষে আনন্দ রতনের বিরক্তিতে পড়িয়াছে। সুতরাং রতনের বিজ্ঞতা রতনের কাছেই থাকিত। তাহার ফল আনন্দদেবের স্বার্থকে কখনও স্পর্শ করে নাই। সে বিজ্ঞতা-পরিচালিত হইয়া রাজা কখনও কোন কার্য্য করেন নাই। নিজে আনন্দদেবের আচরণে ও স্বার্থানুসন্ধানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পদোন্নতি করিয়া, তিনি নিজেই আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দেওয়ানী দিয়াছিলেন।

এখন বীরচন্দ্র নিজের মূর্খতা ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দূরদর্শিতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। আনন্দদেবের হস্ত হইতে রাজ্যটার কেমন করিয়া পুনর্গ্রহণ করা যায়, তাই পরামর্শ করিবার জন্য তিনি রতনের কাছে আসিয়াছেন। তাঁহার ভয় হইল, বুঝি নারায়ণী বিষয়ভোগে বঞ্চিত হইবে।

রতন বুঝিলেন, রাজা বাঘবন্দোবস্তে প্রবেশ করিয়াছে! রাজাকে রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া এখন আনন্দদেবেরও সাধ্যাতীত। বলিলেন, শক্তি আর ফিরিবে না। প্রতীকারের চেষ্টা করিতে গেলে বিপরীত ফল হইবে। যে একটু আধটু অধিকার তাঁহার আছে, তাহাও থাকিবে না। বীরচন্দ্রও তাহা বুঝিলেন। বুঝিয়া চারিদিক শূন্য দেখিলেন।

রতন সংসারানভিজ্ঞের যোগ্য উপদেশ দিলেন। সংসারের সকলই অনিত্য বুঝাইয়া, তিনি তাঁহাকে বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে ও ধর্ম্মকর্ম্মে মনোযোগ দিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন—"আর কেন? বয়স গিয়াছে, পুত্র গিয়াছে, তখন বলি বিসর্জ্জন দিয়া কাজে এত লোভ কেন?" অবশ্য এ কথায় রাজা তুষ্ট হইলেন না। এ কথায় কেই বা কবে তুষ্ট হইয়াছে? নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের কথা তাঁহার মনে শান্তি আসিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইল। আনন্দদেব অল্পদিনের ভিতরে রাজ্যমধ্যে নিজের শক্তি দৃঢ়তর করিয়া লইলেন। রাজার যা একটু আধটু স্বাধীনতা অবশিষ্ট ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা কাড়িয়া লইলেন। এখন বীরচন্দ্র নিজের গৃহে একরূপ বন্দী; ক্রমে রতনের কাছে আসাও তাঁহার বন্ধ হইয়া গেল। স্বগৃহে আবদ্ধ বীরচন্দ্র দেখিতে পাইলেন, তাঁহার অট্টালিকাসম্মুখে বিশাল প্রাঙ্গণে কিরকদার, ফেরুতি দুতার প্রভৃতি মহাপ্রভুগণের জোড়াজুড়ি হইয়াছে। যে ঘরে বসিয়া তিনি রতনের সহিত আলাপে নিযুক্ত থাকিতেন, সে ঘর এখন সাহেবদিগের দৈনন্দিক ভোজের জন্য ব্যবহৃত।

বীরচন্দ্র চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। যে আদরে নারায়ণীর আশা, সেই আদরে মুকুন্দ ভোগ করিতেছে। নারায়ণীকে দূরবৎ করা এখন আনন্দদেবের অনুগ্রহ। তা করিলে বুঝি বীরচন্দ্র আপনাকে ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিতেন।

কিন্তু আনন্দদেব তাহা করিলেন না। তিনি বীরচন্দ্রের অপর এক আত্মীয়ের কন্যার সহিত মুকুন্দের বিবাহ দিলেন। মহাসমারোহে অনঙ্গপুরেই বিবাহ নিষ্পন্ন হইল।

বীরচন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এই সময়ে রাণী বসুমতী সর্ব্বদা রাজার নিকটে থাকিতেন, প্রাণপণে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেন। অবস্থাবিপর্য্যয়ে নারায়ণীরও অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। নারায়ণী আর পিতামহীর উপর অভিমান করিত না। রতনকেও আর তাহার অত্যাচার সহিতে হইত না। নারায়ণী বিশেষ কিছু বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, তবে এটা বুঝিয়াছিল, বাড়ীতে একটা গোলমাল বাধিয়াছে।

রতনের কাছে থাকিলে সে তাহার পূজাদির আয়োজন করিয়া দিত। পিতামহের কাছে আসিয়া কিন্তু সে কোন কিছু করিবার সুবিধা

পাইত না। পিতামহের মুখ দেখিয়া তাহার প্রাণটা কেমন কেমন করিত। চক্ষু আপনা-আপনি কেমন জলে ভরিয়া যাইত; পিতামহের অভাব নূতনভাবে আসিয়া যেন তাহাকে পীড়া করিত।

মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টাও এই বয়সে নারায়ণীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। পিতামহের নিকটেই বসিলে, যখন মনোভাব উদ্বেলিত হইবার উপক্রম করিত, তখন হৃদয়ের সাবধানী—একটা [illegible] ওটা সেখানে স্থান-পরিবর্তিত করিতে নিযুক্ত হইত।

মুকুন্দের সহিত নারায়ণীর আর বড় দেখা-শুনা হইত না। যদি কদাচিৎ কখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, নারায়ণী আর তাহার সহিত আলাপ করিয়া কথা কহিত না। এমন কি, কথা যাহাতে না কহিতে হয়, সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করিত। দূর হইতে দেখিলে দূর হইতেই সরিয়া যাইত। নিকটে পড়িলে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইত। মুকুন্দও উপযাচক হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে সাহসী হইত না। মুকুন্দের বিবাহের পর হইতে উভয়ের মধ্যে আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই।

বিবাহের পর নববধূকে লইয়া যখন মুকুন্দ ঘরে আসে, তখন নারায়ণীর একবার উহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। নববধূর সহিত দেখাশুনা হইতে তাহার কোনই বাধা ছিল না। [illegible] পিতামহের অন্তঃপুরের নিকটেই। [illegible] বসুদিগের [illegible]—দুই [illegible] অধিকারভুক্ত ছিল। গ্রাম [illegible] আগমন। বালিকা [illegible] আসিত এবং আসিলে [illegible] হইত। এই সূত্রে [illegible] সদ্ভাব হইয়াছিল। [illegible] আনন্দী নব [illegible] আনন্দদেবের সহায় ছিল। [illegible] আসিতে পারিয়াছিলেন, [illegible] সে-ও কতকটা [illegible] ছিল।

বহু দিন দেখে নাই বলিয়া নারায়ণীর [illegible] দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু পিতামহের [illegible] দেখিতে পায় নাই। [illegible] নারায়ণী বাটী হইতে বড় বাহির হইত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[illegible] ইচ্ছা ছিল, [illegible] [illegible] এই জন্য [illegible] [illegible] বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা [illegible] ছিল না। [illegible] দেখিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তাহা একেবারেই যে [illegible] ছিলেন, এ কথা বলিতে পারি না, তবে তখন বিশেষ কারণে ব্রাহ্মণের দৈন্যদুর্গতির কথা শুনা গিয়াছে।

আনন্দদেব একবার নিজেই দেখিয়াছিল, এক জন বিপন্নকে রক্ষা করিতে ব্রাহ্মণ শতাধিক লোককে বিপন্ন করিয়াছিলেন। সব হইতে দুঃখের কথাটি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ব্যর্থ করিয়াছিল। আনন্দদেব ইহাও দেখিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ একবার ক্রুদ্ধ হইলে, সে ক্রোধ সহজে উপশমিত হইত না। ব্রাহ্মণের ললাটপটে একটি প্রকাণ্ড খাঁড়া প্রাণ দিয়াছে—আনন্দপুরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা ইহা বিশ্বাস করিত। সুতরাং এরূপ ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে তাঁর দেওয়ান সাহসী হইত না। রতন কিন্তু বুঝিলেন, আনন্দপুরের খাতা অধিক দিন চলিবে না। আনন্দপুরের অবস্থা এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। দুরবস্থা যে আর ফিরিবে, এমন সম্ভাবনাও তিনি দেখিতে পাইলেন না।

রতনবাটীর পশ্চাতে একটি ছোট বাগানের মধ্যে একটি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া রতন তাহার মধ্যে অবস্থান করিতেন। রাজা তাঁহাকে একখানি পাকাবাটী করিয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু রতন তাহা করিতে দেন নাই। পর্ণশালা হইলেও পরিচ্ছন্নতায় ও মনোহারিত্বে রতনের বাসস্থান রাজপ্রাসাদ হইতে যে কোনও অংশে হীন ছিল, তা বলিতে পারি না। দেখিলে আশ্রমটিকে একটি সিদ্ধাশ্রম বলিয়া ভ্রম হইত।

রতন একা। কিন্তু তাঁহার গৃহ সর্ব্বদাই বহুজনে পূর্ণ থাকিত। গ্রামের বালক, যুবা, বৃদ্ধ—সকলেই রতনের আশ্রমে যাতায়াত করিত। শাস্ত্রালাপে, সঙ্গীতে, [illegible] রতনের আশ্রম সর্ব্বদা এক অপূর্ব্ব সজীবতার পরিচয় প্রদান করিত।

বালকেরা আসিয়া রতনের বাটীর উঠানে কুস্তি শিখিত। যুবক কুস্তিগীর—রতনের শিক্ষা অনুসারে—শিক্ষকের কার্য্য করিত। রতন নিকটেই একখানি চৌকিতে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে তাহাদের খেলা দেখিতেন এবং প্রয়োজন হইলে দুই একটা প্যাঁচ-কৌশল বলিয়া দিতেন। বিশেষ প্রয়োজন হইলে কখন কখন নিজেও মাটি মাখিতেন।

রতনের আশ্রমের পার্শ্ব দিয়া সুবর্ণরেখা বহিয়াছিল। রাজা তাঁহার সুবিধার্থে সুবর্ণরেখা-তটদেশ খনন করাইয়া গভীর করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যায়ামান্তে সকলে সেইখানে স্নান করিত। তাহাদের স্নানকার্য্য একটি সমারোহ ব্যাপার।

তাহাদের অকস্মাৎ অবতরণে নদীবক্ষে গভীর আবর্ত্ত উপস্থিত হইত। সিকতাময় তটভূমি বিদীর্ণপ্রায় হইত।

রতনও তাহাদিগের সঙ্গে স্নান করিতেন। বহুক্ষণ ধরিয়া রতনের গাত্রমার্জ্জনকার্য্য চলিত। বালকসম্প্রদায় দশ পোনর জন একসঙ্গে রতনের পৃষ্ঠে, স্কন্ধে, বাহুতে মুষ্ট্যাঘাত-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের মুষ্টি বজ্রসম কঠিন হইবে, এই জন্য রতন স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। কেহ এরূপ কার্য্যে ঔদাস্য দেখাইলে ওস্তাদের কাছে তিরস্কৃত হইত। বালকেরাও বুঝিত, কিছুকালের জন্য তাহাদের পাহাড়ের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে। প্রথম প্রথম প্রহারান্তে বালকদিগকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত। দুগ্ধহরিদ্রার প্রতিক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া যখন তাহাদের হাতের ব্যথা মরিত, তখন তাহারা আবার পূর্ব্বানুরূপ প্রহার-কার্য্যে নিযুক্ত হইত।

রতনের অঙ্গে প্রহার করিয়া যখন আর তাহাদের দুগ্ধহরিদ্রার প্রয়োজন হইত না—হস্তে কোনরূপ যন্ত্রণা তাহারা অনুভব করিত না, তখন তাহারা স্থির বুঝিল যে, তাহাদের মুষ্টিপ্রহারে পর্ব্বতপাষাণও চূর্ণ করিতে সমর্থ। ব্যাঘ্রাদি জন্তু সম্মুখে পড়িলে মুষ্টিই তাহাদের আত্মরক্ষণোপযোগী হইবে।

প্রভাতে রতনের গৃহে জলযোগ আসিত—ছোলা ও গুড়। জলযোগের পর সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিত। রতন এই সময় আহ্নিকাদি কার্য্য সমাপন করিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতেন। রাজবাটী হইতে প্রত্যহ বিশ জন লোকের যোগ্য সিধা আসিত। রতন একাই পাঁচ ছয় জনের যোগ্য আহার করিতে পারিতেন। আশ্রমে এক জন ভৃত্য ও এক জন দাসী ছিল। সাধকদিগের মধ্যে কেহ কেহ গুরুর প্রসাদ পাইবার জন্য থাকিয়া যাইত। সময়বিশেষে প্রয়োজন হইলে আরও আহার্য্য তিনি আনাইয়া লইতেন।

বিকালে রতনের গৃহপ্রাঙ্গণে সিদ্ধি ঘুঁটিত এবং সেই সঙ্গে সীতারামের জয়ধ্বনিতে সুবর্ণরেখাতটভূমি প্রতিধ্বনিত করিত। এই সময়ে গ্রামস্থ বৃদ্ধগণেরই সমাগম অধিক ছিল। তাহারা আসিয়া রতনের সহিত শাস্ত্রালাপে রত থাকিত। কেহ কেহ খোসগল্প করিত।

আর কেহ বড় একটা আসে না। আসিতে সাহস করে না। কি জানি, কোন্ দিন আবদুলের দেখিলে, দেখিলে না জানি কি বিপদ ঘটিবে। আর বড় কেহ বড়দের কাছে আসিতে চাহিত না। সকলেই জানিত, বড়ম [illegible] দেখিতে পারে না; [illegible] থাকার স্থান নাই [illegible], যে [illegible] দিয়াছে, আবদুলের যে তাহার [illegible] তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেহ আসিতে চাহিলে, তখন নিজেই তাহাকে আসিতে দিত না।

তাঁহার মুক্তির [illegible] হইয়াছিল, [illegible] দিয়াছিল,— [illegible]

[illegible]

[illegible] এবং তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া বসিল। [illegible]

[illegible] অন্তঃপুরবাসিনী [illegible]

[illegible]

বর্ত্তমান অবস্থা তিনি ত বিলক্ষণই বুঝিতে পারিতে-ছেন। কোন্ প্রাণে তাঁহাকে আর থাকিতে অনুরোধ করিবেন? তাঁহাদের স্বার্থপরতার জন্য কষ্ট পান কেন? কিন্তু এমন ব্রাহ্মণ যদি না রহিল, তবে অন্তঃপুরে রহিল কি? রাণী বঞ্জনকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—"আপনি বসুন। আমি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

রাণী প্রস্থান করিলে, বঞ্জনের হৃদয়ে ঝড় বহিতে লাগিল। সংসার-বিরাগী ব্রাহ্মণ জীবনে কখন এরূপ আত্মহারা হন নাই। তাঁহার মনো-রাজ্যে যুদ্ধ উৎসবে একটা বিপ্লব বহিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন—করিলাম কি? রাণীর কাছে মনের অবস্থা প্রকাশ করিয়া কি বুঝিবাদের কার্য্য করিলাম? নিজের শক্তির উপরেই কি আমার বিশ্বাস আছে? আমি কি নারায়ণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব?"

রাণী শীতচন্দ্রের কাছে সকল কথা বলিলেন। রাজা উত্তর দিলেন—"দেবদুর্লভ ব্রাহ্মণকে আর আবদ্ধ করিও না।"

রাণী ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় নারায়ণীকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। নারায়ণী নিদ্রিত ছিল। ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে বসাইয়া, আর একবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে একটি রৌপ্যপাত্রপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে রক্ষিত হইল। রাণী স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। নারায়ণীকেও প্রণাম করিতে বলিলেন।

দাদাকে প্রণাম করা তাহার জীবনে কখন অভ্যাস ছিল না। বরং তাঁহার স্কন্ধদেশে আরোহণটাই বালিকাটি সে অধিক আনন্দ বোধ করিত। সে কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। দাদার প্রতি এরূপ অভ্যর্থনা সে আর কখন দেখে নাই। নানারূপ গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া সে, অবশেষে পিতামাতার অনুরোধে প্রণাম করিল। অল্পক্ষণ পরেই রাজাও আসিলেন এবং ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

বঞ্জন বলিলেন—"একি!—এত স্বর্ণমুদ্রা কেন? এ আমি কি করিব?"

রাজা বলিলেন—"মনে দ্বিধা করিবেন না। আমরা আপনার সন্তান। গ্রহণ না করিলে মর্ম্ম-ব্যথা পাইব। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে হইবে। বিদেশে পথে অর্থের খুবই প্রয়োজন। পুত্রবৎ আমার প্রতি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।" বলিতে বলিতে শীতচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরুর ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল।

বঞ্জন এতক্ষণ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন। এখন বালকের ন্যায় তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—"মহারাজ! তোমরা যা ভাবিয়াছ— আমি তা নই। আমি আপনাকে একদিন চিনিতে পারি নাই। এ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হইলেও পশুর। চিত্ত-সংযমে তাহার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই। আমি নারায়ণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। তবে তীর্থে যাইবার মনন করিয়াছি, দিন কতক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিব।"

নারায়ণী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। ব্যাপারটা কি সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন বুঝিল, দাদা তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। বালিকাও আবেগপূর্ণ হৃদয়ে বলিয়া উঠিল—"দাদা, আমাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে?"

নারায়ণীর প্রশ্ন এবং রাজা ও রাণীর কথায় ভাবে বঞ্জন বুঝিলেন, পাছে স্থানত্যাগে নারায়ণীর জন্য একটি পরিচারিকা পর্য্যন্ত নিযুক্ত হয় নাই।

এ সময়ে শোকাবেগ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রশমিত হইল। বলিলেন, "বৃদ্ধ হইয়াছি, কত দিনই বা বাঁচিব! সুতরাং অপরাধ মুক্ত হও, তার শ্রীপাদ—অন্তঃপুর ছাড়িবার পূর্ব্বে এর একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইব।"

রাজা ও রাণী উত্তেজিত হইতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাকে সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। রাণীর প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া মুহূর্ত্তে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। পশ্চাতে আর নিরীক্ষণ করিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রত্যুষেই বঞ্জন বৃন্দাবনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভাবিলেন, বিলম্ব করিলে মনের মায়া ত্যাগ করিতে পারিব না। তখন রাণী-প্রদত্ত তোড়া কয়টি গণিয়া দেখিলেন—দেখিলেন, পাঁচ শত। মুখে তাঁহার হাসি আসিল। বলিলেন,

"[illegible] আসিয়া বাহির [illegible] আমি বন্দী হইলাম ?"

বাস্তবিক [illegible] কি হইবে [illegible]

[illegible]

[illegible] "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া [illegible]

[illegible] ছিল না।

[illegible] গ্রহণ করিলেন। [illegible] একটি [illegible] থাকিলেন। [illegible] দিয়াছে, কিন্তু সে [illegible] পারে নাই।

[illegible] দিবার [illegible] করিলেন, বলিলেন, [illegible] [illegible] করিতে পারিলেন না।

[illegible] হইয়া [illegible]

[illegible] বাঙালীর দুর্দিন কত [illegible]

"মা [illegible]

[illegible] করে নাই। [illegible] পারিলেন না। [illegible] বুঝিয়াছিল, আর কেহ সেরূপ বুঝে নাই।

[illegible] সৈন্যদল [illegible]

[illegible]

[illegible] তুমি [illegible]

[illegible]

[illegible] আমরা [illegible] হইবে?

[illegible]

[illegible] বুঝিবে, [illegible]

[illegible] হইয়া [illegible]

অত মোহর তাড়াইতে হইবে? বুধিয়া স্থির করিল, পণ্ডিতজী পাগল হইয়াছে।

সে পূর্ব্বে অনেক পাগল দেখিয়াছে। পাগল হইলে লোকের মুখচোখের ভাব কিরূপ বিকৃত হয়, তাহাও সে অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছে। তাই সে স্থির হইয়া ব্রাহ্মণের মুখ-চোখের পরিবর্ত্তন অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

রঞ্জন বুধিয়ার মুখের ভাব দেখিয়া হাসিলেন। বুঝিলেন, এত অধিক ধন পাইয়া বুড়ী বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ করিয়া মুখের পানে কি দেখিতেছিস্?"

বুধিয়া তবু কথা কহে না। সে অনেক চেষ্টাতেও ব্রাহ্মণের মুখে-চোখে উন্মত্ততার লক্ষণ খুঁজিয়া পাইল না। যে হাসি, যে কথা বুধিয়ার অন্তরে অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছে, আজিও সে ব্রাহ্মণের মুখে সেইরূপ স্নিগ্ধ-মধুর হাসি দেখিল, মৃদু-মধুর বাক্য শুনিল। বুধিয়া এবার কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"তুমি কি সত্য সত্যই ফিরিবে না?"

রঞ্জন। ফিরিবার ইচ্ছা আছে। তবে অনেক তীর্থে ঘুরিব—অনেক সময়—ব্যয় করিয়া যাই।

পণ্ডিতজীর মরণের কথা চিন্তা করিতেই বুধিয়ার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "না, যেমন করিয়া পার ফিরিয়া আসিও।"

রঞ্জন। সে পরের কথা। এই মোহরগুলি তুই গ্রহণ কর। এগুলি তোরই রহিল জানিয়া রাখ্। তুই ইচ্ছামত ইহার ব্যবহার করিবি।

বুধিয়া। তুমি কবে রওনা হইবে?

রঞ্জন। কবে কি? আজ—এখন।

এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বুধিয়া মোহরের থলিয়া লুকাইতে চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণের ফিরিতে বিলম্ব হইল না। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বুধিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঘরে সন্ধ্যা দিবার কথা, প্রতিদিন গৃহটি পরিষ্কার রাখিবার কথা, তুলসীগাছে জল দিবার কথা,—আরও দুই চারি কথা, যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে উপদেশ দিয়া যাইবেন, এইজন্য তিনি বুধিয়াকে আর একবার ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। আবার ডাকিলেন। বাটী জনশূন্য বলিয়া বোধ হইল। আর বুধিয়ার জন্য অপেক্ষা সহিল না।

তখন মোহর কয়টি গেজিয়ার মধ্যে—পুরিয়া তিনি কোমরে বাঁধিলেন। তারপর একটি কাগজের পুঁটুলি, একটি কমণ্ডলু, একখানি মৃগচর্ম্ম ও একগাছি বাঁশের লাঠি লইয়া, দুর্গা স্মরণ করত ব্রাহ্মণ বহুদিনের প্রিয়সখী গৃহটিকে বুঝি জন্মের মত পরিত্যাগ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে, বুধিয়া মনে মনে করিল, "এই অবকাশে মোহরগুলা লুকাইয়া আসি।" তাহার ইচ্ছা ছিল, কিছুদূর সে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। একদিকে রাশীকৃত ধন পাইয়াছে, অন্যদিকে অমূল্য রত্নস্বরূপ পণ্ডিতজীকে সে হারাইতে বসিয়াছে। আনন্দ প্রকাশ করিবে কি কাঁদিবে, বুধিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাই সে মনে করিল, মোহর কয়টা আপাততঃ একটু নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসি। রাখিয়া, ব্রাহ্মণের সঙ্গে যতদূর পারি যাই। ফিরিয়া, কেহ তাহাও না জানিতে পারে, এমন স্থানে মোহর লুকাইয়া রাখিব।

বুধিয়ার সকল কার্য্য পরিণত হইল না। ধন লুকাইয়া রাখা সে সহজ মনে করিয়াছিল, কার্য্যে তাহার বিপরীত দেখিল। প্রথমে সে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেখানে সে মনোমত স্থান খুঁজিয়া পাইল না। ঘরের এক কোণে ঘুঁটে রাখিবার একটি জালা ছিল। অন্য কোথাও রাখিতে সাহস না করিয়া বুধিয়া সেই জালাটার ভিতর হইতে যা কিছু ছিল বাহির করিয়া লইল। পরে অতি যত্নে, পাছে ঘরের ভিতরের পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত জানিতে পারে, এইরূপ ভাবে মোহরের থলিয়াটি তাহার ভিতরে গুপ্ত করিল,—অতি সাবধানে মুখে সরা চাপা দিল। তবু যেন মনঃপূত হইল না। তাহার বোধ হইল যেন মোহরগুলা দেখা যাইতেছে। ভ্রম মনে করিয়া সে একবার চক্ষু মুছিল, দেখিল মোহরগুলা জল জল করিয়া জ্বলিতেছে।

এমন সময় পণ্ডিতজীর কথা তাহার কানে গেল। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া, সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে যেখান হইতে পারিল সেইখান হইতেই,

কাঁথা, কাপড়, বালিশ, মৃগচর্ম—শেষ হাঁড়ি কুঁড়ি, বাটি—যেখান হইতে যাহা আনিতে পারিল, তাই দিয়া ঢাকা দিতে লাগিল। কিন্তু যতই বুড়া মোহরগুলাকে আবৃত করিবার চেষ্টা করে, ততই সেগুলা যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া তাহার চোখের উপর ভাসিয়া পড়ে।

ক্রমে জানালা, দেওয়াল, দরজা, ঘরের চাল—বুড়ীর চক্ষে সমস্তই যেন স্বচ্ছ, সবগুলিই ফাঁকা দেখাইতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে বুড়া মোহর বাহির করিল। দুইহাতে বুকে চাপিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল পণ্ডিতজী চলিয়া গিয়াছে।

সন্দেহ দূর করিবার জন্য দুই একবার সে "পণ্ডিতজী"—"পণ্ডিতজী" বলিয়া ডাকিল। উত্তর পাইল না। ব্রাহ্মণের ঘর খুঁজিল। দেখিতে পাইল না। পা টিপিয়া দরজার কাছে গেল। সাবধানে শুধু মুণ্ডটি বাহির করিয়া সুবর্ণরেখার তীরস্থ পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—যতদূর দেখা যায় দেখিল। দেখিল, রাজপথে জনপ্রাণী নাই। বুড়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

বুড়া এইবারে যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। ভাবিল, মনোমত স্থান সন্ধান করিয়া এইবারে মোহরগুলিকে লুকাইতে পারিবে। ব্রাহ্মণের গৃহের সম্মুখে একটি তুলসীমঞ্চ। তাহার নিকটবর্তী অনেকটা স্থান বাঁধান। সেখানে বসিলে বাড়ীর সমস্ত অংশই দেখিতে পাওয়া যায়। বুড়া মোহরগুলি ব্রাহ্মণের ঘরের মধ্যে রাখিয়া সেখানে বসিল। বসিয়া কাঁদিবার উদ্‌যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

বুড়ার সংসারে কেহ ছিল না। তুলিয়া বলিয়া একটিমাত্র কন্যা ছিল। সেটি তিন বৎসর পূর্ব্বে মারা পড়িয়াছে। সুতরাং এত ধন লইয়া বুড়া কি করিবে? তাই আজ তিন বৎসর পরে সে কন্যার অভাব অনুভব করিল। বাঁচিয়া থাকিলে তুলিয়া এক সঙ্গে এত মোহর দেখিতে পাইত। মোহরগুলি দেখাই বুড়া চরম উপভোগ মনে করিয়াছিল। তুলিয়া বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকেও স্পর্শ করিতে দিত না। তথাপি বুড়ার তুলিয়াকে মনে পড়িল এবং সেইজন্য যেটুকু চক্ষুজল নিক্ষেপের প্রয়োজন, তাহা সম্পন্ন করিতে সে কিছুমাত্র ত্রুটী করিল না। নিকট হইতে একখানা পিঁড়ি লইয়া একখানা কাঁথা গায়ে দিয়া, বুড়ী কাঁদিতে বসিল।

কিন্তু বিধাতা তাহাকে কাঁদিতে দিল না। কাঁদিবার উপক্রমটি করিয়াছে মাত্র, এমন সময় বুড়ীর বোধ হইল যেন কে সদর দরজার কড়া নাড়িতেছে। চুপ করিয়া বুড়ী কান পাতিয়া রহিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, বুঝিল, বাতাসের কার্য্য। এমন অসময়ে ত্রস্ত করিবার জন্য বাতাস কতকগুলা গালি খাইল। এবার বুড়ী নীরবে কাঁদিবার ব্যবস্থা করিল। এ সময় চীৎকার করাটা বুদ্ধিমতীর কার্য্য নয়। বুদ্ধিমতী তুলিয়ার মা আর কোনও মতে কণ্ঠ হইতে শব্দ বাহির হইতে দিল না। যদিই বা কাঁদে-বুকে দুই একটা দুঃখ কথা জাগাইবার উপক্রম করিল, অমনি সে হাত মুখে চাপিয়া, দাঁতে পিষিয়া, তাহাদের বিলোপ সাধন করিতে লাগিল। পাছে কেহ বাহির হইতে কথা শুনিতে পায়,—পাছে কেহ বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করে।

অতি সন্তর্পণে তুলিয়ার মা শোকাবেগ-কার্য্য নিষ্পন্ন করিল। তার পর আবার পুঁটুলি বুকে করিয়া বসিল। বুড়ী কোথায় যে মোহর লুকাইবে, তাহা এখনও স্থির করিতে পারে নাই। ভাবিল, দিনটা যে কোন প্রকারে কাটাইয়া দিই। রাত্রে এর বাহিরে একটা বিলি-ব্যবস্থা করিব।

সহসা বিষম কোলাহল তাহার কানে গেল। বুড়ী শুনিতে পাইল, কাছারী বাড়ীর নিকটে একটা বিষম গোলমাল বাঁধিয়াছে। বুড়ী স্থির করিল, এ আর কিছু নয়, পণ্ডিতজী ঘরে নাই জানিয়া, তাহার মোহরের গন্ধে সিপাহীগুলা তাহার ঘর লুটিতে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি, যেখানে যা পাইল—পাথর, ইট, কাঠ, দরজায় চাপা দিতে আরম্ভ করিল। এদিকে কোলাহলে রাজ-অন্তঃপুর পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে। তুলিয়ার মা দেখিল, রাজবাটীর ছাদে—রাজা, রাণী ও রাজকুমারী উদগ্রীব হইয়া কি দেখিতেছেন।

বুড়ীর আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। সে বালিস লইয়া ব্রাহ্মণের ঘরে প্রবেশ করিয়া কপাট বন্ধ করিল এবং মোহরের থলিয়া বুকে করিয়া জীবনে প্রথম, স্বেচ্ছায় উপবাসব্রত গ্রহণ করিল।

মোহর কয়টী দিয়া, যথার্থই ব্রাহ্মণ প্রভুপরায়ণা পরিচারিকার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

ঘর হইতে বাহির হইয়াই রতন ভাবিলেন—একবার দুই দেওয়ানকে দেখিয়া যাই। এই স্থির করিয়া তিনি কাছারী-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজের অধীনে আসিয়া অভ্যাগত সাহেবদিগের অভ্যর্থনার জন্য রাজা সাহেবী ধরণে অট্টালিকাটি নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। এখন তাহার নিচে কাছারী হয়, উপরে আনন্দদেব পরিবার লইয়া বাস করেন। সাহেবদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাস-স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। কাছারী বাড়ীর পূর্ব্বে কাঙ্গালীর দীঘি বলিয়া একটি প্রকাণ্ড দীঘি। তাহার পূর্ব্বে ঠিক কাছারী-বাড়ীর অপরপারে বাগবাগিচা করিয়া উদ্যান। তাহার মধ্যে সুনির্ম্মিত একখানি বাংলা। সাহেবেরা এখন সেই খানে আসিয়াই থাকেন।

কাছারী-বাড়ীর পশ্চিমে প্রায় দুই রশি দূরে কুলদেবতাদিগের রাজপ্রাসাদ। রতনের বাড়ীখানি রাজবাটীর সংলগ্ন একটি অন্তঃপুর-উদ্যানের অবস্থিত। তাঁহার ঘরের ঠিক পশ্চাতে প্রাচীরে একটি দ্বার ছিল। রাজার সহিত সাক্ষাতের জন্য, কিংবা কাছারী-বাটীতে যাইবার সময় ব্রাহ্মণ সেই দ্বার দিয়া বাগান পার হইয়া যাইতেন। তখন কাছারী-বাড়ী তাঁহার অনেক অতি নিকটেই ছিল। এখন কিন্তু তাহা অনেক দূর হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দদেব সেই দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, পাছে তাঁহার অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসে।

আজকাল তাঁহাকে সুবর্ণরেখার তীর দিয়া পথ ঘুরিয়া কিছুদূর উত্তর মুখে যাইতে হইত। তার পর রাজপথ বেড়িয়া উদ্যান বেড়িয়া কাছারী-বাড়ী ও অন্দরমহলে উপস্থিত হইতে হইত। পূর্ব্বে তিনি অন্তঃপুরদ্বার দিয়া রাজপুরে প্রবেশ করিতেন। এখন সিংহদ্বার ভিন্ন পুরে প্রবেশের অন্য পথ ছিল না। সেখানে যে সমস্ত দ্বারবান ছিল, তাহারা আনন্দদেবের চরের কার্য্য করিত।

সুতরাং গত রাত্রিতে রতনের রাজবাটীতে আগমন ও বহুক্ষণ অবস্থান রাত্রিশেষেই আনন্দদেবের কানে উঠিয়াছে। আনন্দদেব আরও শুনিয়াছেন, একটা থলিয়ার মধ্যে কি জানি কি দ্রব্য লইয়া, রতন পুর হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

চিন্তায় সমস্ত রাত্রি আনন্দদেবের নিদ্রা হয় নাই। ব্রাহ্মণকে ভয় করিলেও আনন্দদেব মনে মনেও তাঁহাকে ঘৃণা করিতে সাহস করিতেন না। ব্রাহ্মণের নিস্পৃহতা তাঁহার অবিদিত ছিল না। প্রয়োজন সাধনের জন্য তিনি নিজেই কতবার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। গত বর্ষে ব্রাহ্মণকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টার ফল হয় নাই। সেই ব্রাহ্মণ থলিয়া করিয়া আনিল কি? সম্ভবতঃ মুদ্রা। মুদ্রার বৈদ্যুতিক শক্তি আনন্দদেবের অপরিজ্ঞাত ছিল না। আনন্দদেব জানিতেন, যে মুদ্রার সহায়তায় ভিখারী হইয়াও তিনি আজ রাজার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মুদ্রার সাহায্যে বুদ্ধিমান বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ না করিতে পারে কি? বিশেষতঃ তাঁহাকে কোনও সংবাদ না দিয়া রাঁচি হইতে অকস্মাৎ সাহেব একজন বন্ধু লইয়া গতরাত্রে অনন্তপুরে আসিয়াছেন। অবশ্য চরের সাহায্যে আনন্দদেব জানিয়াছেন যে, সাহেবদের সহিত রতনের সাক্ষাৎ হয় নাই। তথাপি দেওয়ান বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায় সমস্ত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিয়াছেন।

শেষরাত্রে যখন মুকুন্দ আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, সাহেবেরা মৃগয়ার জন্য অনন্তপুরে আসিয়াছে, তখন কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেওয়ান একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। তন্দ্রাটি আসিয়াছে, এমন সময় বাহিরে একটা বিষম কোলাহল তাঁহার আনন্দলোলুপা নিদ্রাকে একেবারে দেশান্তরই পার করিয়া দিল।

সত্বরে আনন্দ শয্যা ত্যাগ করিলেন। কোলাহলের কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া জানালার কাছে ছুটিলেন। কিছু দেখিতে পাইলেন না। মুকুন্দকে ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না। পর-কোঠে যাইয়া মুকুন্দের সন্ধান করিলেন। দেখিলেন, মুকুন্দ নাই। প্রাণপণ চীৎকারে ভৃত্যদের ডাকিলেন। কোনও ভৃত্য উত্তর দিল না। কোলাহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আনন্দদেবের বোধ হইল, অনন্তপুরের গগন কি যেন এক অলৌকিক তীব্রনাদে আলোড়িত হইতেছে। তিনি পুনরায় জানালার নিকটে গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন, জনস্রোত সুবর্ণরেখার তীরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। ভয়ে তিনি জানালা বন্ধ করিলেন। ঘরের কবাট বন্ধ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় স্ত্রী ও পুত্রবধূ অন্তঃপুর হইতে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল।

স্ত্রীকে তদবস্থায় দেখিয়া সভয়ে আনন্দদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি ?"

স্ত্রী বলিল—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মুকুন্দ বুঝি নাই।"

পুত্রবধূ আনন্দী সকরুণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

স্ত্রী আবার বলিল—ব্রাহ্মণ রক্তম তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

মূর্চ্ছিতপ্রায় আনন্দদেব ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন, সহসা এক জন ভৃত্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং [illegible] মুকুন্দকে দেখিয়া সত্বর তাঁহাকে স্থানত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। বলিল—"এখনি ঘর ছাড়িয়া পালান। নহিলে প্রাণে বাঁচিবেন না। ব্রাহ্মণ এই দিকেই আসিতেছে।"

মৃত্যুর আশঙ্কায় [illegible] তখনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। [illegible] সাহায্য করিয়া দুয়ার ঠেলিয়া চলিল। একবার মাত্র আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুকুন্দ ?"

ভৃত্য। সাহেবেরা তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

সংবাদ দিয়াই আত্মরক্ষার্থে সে [illegible] হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে বাহিরের কোলাহল [illegible] নিকটে আসিয়াছে। আনন্দ [illegible] বলিলেন— "[illegible]"

আতঙ্কগ্রস্তা পুত্রবধূ বক্ষ চাপিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে ছুটিল। বিপদে আত্মবুদ্ধি, স্বামীর জীবনের [illegible] আর অবকাশ পাইল না।

আনন্দদেবের বোধ হইল, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য যেন চারিদিক হইতে [illegible] তাঁহার অনুসরণ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। এক্ষণে পলায়ন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বাহির হইবার জন্য ঘরের চৌকাঠে যেই পা দিয়াছেন, অমনি সোপানে অসংখ্য পদশব্দ শ্রুত হইল। তাঁহার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হইয়া আসিল। তিনি বুঝিলেন, বাহির হইলেই [illegible] সম্মুখে পড়িবেন। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি [illegible] আত্মগোপনের উদ্যোগ করিলেন। [illegible] আত্মহারা—হারবোধ [illegible] পর্য্যন্ত তাঁহার মনে আসিল না।

বিভীষিকার, দুর্ঘটনার আকস্মিকতার বিকম্পিত-বিমূঢ় আনন্দ নিজের শারীরিক অবস্থার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দেহ [illegible] হইতে অশক্ত অথচ অপ্রয়োজনীয় মাংসরাশির অতিরিক্ত ভার বহন করিয়া আসিতেছে। ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এই অযত্ন-সঞ্চিত মাংসরাশি তাঁহার [illegible] বিস্তৃত ছিল না,—[illegible] অধিক ছিল। এটা [illegible] বুঝিতে পারেন নাই, তদুপরি আবেগপূর্ণ [illegible] তাঁহার [illegible] আবশ্যক [illegible]।

তাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। অর্থাৎ [illegible] প্রবেশ করিবা মাত্র, [illegible] বিশাল অঙ্গ [illegible] আবদ্ধ হইয়া গেল। [illegible] নিম্নাংশ পদাদের ভিতর [illegible] রহিল, [illegible] অবশিষ্টাংশ বাহিরে পড়িয়া রহিল।

[illegible]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[illegible]

[illegible]

[illegible] করিয়া [illegible] পূর্ব্বে [illegible] নিযুক্ত করিতেছিলেন, সেই স্থান হইতে অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত একটি বিশাল স্তূপ-প্রায় [illegible] কেবল একটি প্রকাণ্ড হইয়াছে।

পূর্ব্বদেশীয় সংবাদে, অদ্যপুর হইতে [illegible] এক ক্রোশ দূরে একটি অনতি-উচ্চ অট্টালিকা-চূড়া হইতে অনার সেই বহুযোজনব্যাপী [illegible]

আবদ্ধ। সেই বহু পাহাড় বুকে লইয়া, স্তরে স্তরে উন্নত সেই বিশাল অরণ্য, ছিন্নভিন্নদেহ মহা-সিন্ধুর ন্যায় অনন্ত আকাশ-নীলিমাকে আলিঙ্গন করিতেছিল। মাঝে মাঝে দুই চারিটি পাহাড় সোনার অঙ্গ স্বর্ণবর্ণ মালঞ্চের ন্যায় সেই অরণ্য-সমুদ্রে ভাসিতেছিল। বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রাউন সেই অপূর্ব মহান্ অরণ্যের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এমন সময়ে একজন সুবর্ণরেখার তীরভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার মাথায় উষ্ণীষ, গায়ে বেনিয়ান, পরিধান মলিনবর্ণ ধুতি, পায়ে নাগরাজুতা এবং কাঁধে চৈতন-নিবেদকোলে পোঁটলাও লম্বমান। বহুদিন হিন্দুস্থানীদের সংসর্গে থাকিয়া তাঁহার আচার-ব্যবহার অনেকটা তাহাদেরই মতন হইয়াছিল। তিনি সর্বদা পরিষ্কার থাকিতে ভাল বাসিতেন। পরে পরিচ্ছদেও তিনি কখন মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন না।

প্রান্তরে আসিয়াই একজন পথিকের বটবৃক্ষের নিম্নস্থ হইলেন এবং তাহার একটি ছুরিকাগ্র শাখায় কমণ্ডলু, মৃগচর্ম, কাপড়ের পুঁটুলি ও লাঠি গাছটি রক্ষা করিলেন এবং নিশ্চিন্তে কাছারীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কাছারী-বাড়ীতে যাইতে হইলে, নবাব পুষ্করিণী সরোবরের তীর ধরিয়া, বাংলোর পশ্চাতে রাখিয়া আবার তাঁহাকে পশ্চিম-মুখী হইতে হইবে।

পুষ্করিণী ফিরিতে ফিরিতে রতনের মুখে প্রাতঃসূর্যের কিরণ পতিত হইল। তাঁহার কপিশ-কাঞ্চনোজ্জ্বল বর্ণ বয়সের আধিক্যে আংশিক ম্লান হইয়াছিল। তাঁহার বিশাল বক্ষ, অতুল দেহ, সৌম্য ও প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী, পক্ককেশ-মণ্ডিত শুভ্র মস্তক দূর হইতে ব্রাউনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রান্তর-পথে চলিতে চলিতে ব্রহ্মচারী বৃদ্ধ, শুভ্র পরিচ্ছদে অরুণ কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় পর্বতশীর্ষ কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

অনেক রতনের শোভা দেখিতে দেখিতে ব্রাউনের অন্তরে একটা ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। অরণ্যের বিশালতায় আপনাকে বিক্ষেপ করিয়া, অনন্ত মুহূর্তে সেই সুদূর হইতেই ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় আত্মবিস্মৃতির পথে মুহুর্মুহুঃ আন্দোলিত হইতেছিলেন। ভাবনায় তাঁহার স্বপ্নকুহেলিকাবৃত কুসুমরাশির ন্যায় তাঁহার মনশ্চক্ষুর উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে রতনের দিব্যমূর্তি একাধার-নিবিষ্ট পুষ্পগুচ্ছের ন্যায়, তাঁহার ধ্যানাবিষ্ট দৃষ্টির উপর সহসা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ব্রাউনের বোধ হইল, যেন পশ্চিমাকাশ হইতে ভূতলাবতীর্ণ প্রভাতকিরণস্নাত দেবদূত আমাকে বিস্ময় করিতেছে। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তিনি হারুলিকে ডাকিলেন। হারুলি তখনও ঘুমাইতে-ছিলেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে তিনি একপাশে বসিয়া এক বৃদ্ধ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের অপরপার্শে, কিছুকালের জন্য ত্রিদিবে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এমন সময় সহচরের কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

চোখ মুছিতে মুছিতে হারুলি বাহিরে আসিলে, ব্রাউন তাঁহাকে ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিলেন—"দেবদূত দেখিয়াছ?"

দেবদূত দেখিয়াই হারুলি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।—বলিলেন,—"কিছুদিন এ দেশে থাকিয়া এ স্থানের জল-বায়ুতে অভ্যস্ত হইয়া 'দেভিল'কে দেখিবার চক্ষু প্রস্তুত কর। তার পর উহার পানে চাহিও। দেখিবে উহার মূর্তি কত কুৎসিত।"

ব্রাউন এ সকল কথার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন—"চক্ষুর কি অবস্থা হইলে এরূপ সুন্দর কুৎসিত দেখায়?"

এদিকে নিকট পাহাড়ের আড়ালে পড়িয়া, রতন সাহেবদিগের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাউনের হাত ধরিয়া হারুলি তাঁহাকে বাংলোর ভিতর লইয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে ব্রাউন একবার ফিরিলেন—ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন না। হারুলির কথায় তাঁহার মনটা বড়ই বিমর্ষ হইয়া গেল। তথাপি ব্রাহ্মণ যে ছবি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সেটি আর বিলুপ্ত হইল না।

এদিকে রতন ধীরে ধীরে কাছারী-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। মুকুন্দও সেই পথ দিয়া সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল। আসিতে আসিতে সম্মুখে রতন। মুকুন্দের মুখ শুকাইয়া গেল। দেওয়ানের কথা জানিবার জন্য রতন তাহার সমীপবর্তী হইলেন।

এমনি সময়ে চারিজন সিপাহী কাছারীর কাজে সেই পথ ধরিয়া কোথায় যাইতেছিল। দেখিল,

মন্দিরের সম্মুখে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসেন। কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহারা উভয়ের নিকটে আসিল, অস্ত্রেরেরই হস্তে একখানি করিয়া দীর্ঘ যষ্টি ছিল। যষ্টি হস্তে করিয়া তাহারা মুকুন্দের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

সিপাহীদের দেখিয়া মুকুন্দের সাহস বাড়িল। ভাবিল—"ব্রাহ্মণকে নিজের শক্তি দেখাইবার এই একটি শুভ অবকাশ, ব্রাহ্মণ কথায় কথায় আমার ও আমার পিতার অপমান করিল। আমিই বা এই অবকাশ ছাড়িব কেন?" ব্রাহ্মণ সমীপস্থ হইবামাত্র কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাও?" রতনের সম্মুখে মাথা তুলিয়া মুকুন্দ জীবনে এই প্রথম কথা কহিল।

প্রশ্নের রূঢ়তায় রতন বিরক্ত হইলেন। তথাপি সংযত ভাবে মনোভাব গোপন করিয়া উত্তর দিলেন—"তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

মুকুন্দ পূর্ববৎ কর্কশস্বরে রতনকে বুঝাইল, তাহার পিতার ন্যায় মাননীয় ব্যক্তির সহিত, রতনের ন্যায় দরিদ্র ভিক্ষুকের সাক্ষাতের অভিলাষ ধৃষ্টতা। মুকুন্দের এতই ঔদ্ধত্য যে, বৃদ্ধের দুর্দশার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া, সে একক্ষণও তাহার অমঙ্গল-সূচক মূর্তি সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছে। কর্কশ স্বরে মুকুন্দ বৃদ্ধকে স্থানত্যাগ করিতে আদেশ করিল।

সিপাহিদিগের বৃদ্ধের আগমন একটু অলৌকিক বুঝিয়া, তাঁহাকে সত্বর বিদায় করিতে অগ্রসর হইল। ইহাদের মধ্যে একজন রতনকে বহুকাল হইতে জানিত। অপর সিপাহী নবাগত। তাহারা একেবারে রতনের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, এরূপ করিলে বৃদ্ধ ভয়ে আপনা হইতেই স্থানত্যাগ করিবে।

রতন কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইতে জানেন নাই। সুতরাং মুকুন্দের রূঢ় আদেশবাক্য ও সিপাহীদিগের নীরব কার্যকর হইল না। বৃদ্ধ বরং মুকুন্দের দিকে অগ্রসর হইবার ভাব দেখাইল।

পরিচিত সিপাহী ভাবিল, শক্তির প্রয়োগ হয়। অপর সিপাহী স্থির করিল, বৃদ্ধ উন্মাদ। মুকুন্দ বুঝিল, ব্রাহ্মণ কি একটা দাবি করিতে আসিয়াছে। তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিল—"বুড়, যদি মঙ্গল চাও, তাহা হইলে এই দণ্ডেই স্থান ত্যাগ কর।"

রতন দেখিলেন, মিষ্টবাক্যে কার্য হইবে না, তাহাতে সুধা সরস নহে। অগ্রসর হইয়া তিনি একেবারে মুকুন্দকে ধরিয়া ফেলিলেন। সিপাহিগণ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল।

রতন তাহাদের চীৎকার কানে তুলিলেন না। একজন সিপাহী ছুটিয়া রতনকে ধরিল। রতন ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। [illegible] কিঞ্চিৎ ধস্তাধস্তির মধ্যে মুকুন্দকে দৃঢ় করাইয়া, তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"মূর্খ! স্থানত্যাগ করিবার জন্য আমি সর্বকার্য পরিত্যাগ করিয়া এতটা পথ আসি নাই। তুমি যদি মঙ্গল চাও—তোমার পিতার যদি মঙ্গল চাও, তাহা হইলে আমাকে তাহার কাছে লইয়া চল।"

তখন মুকুন্দ পরাজিত হইল। রতনের প্রকৃত মূর্তি তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ভয়চকিত মুকুন্দ সাশ্রুনয়নে প্রহরী সিপাহীদের পানে চাহিল। প্রভুকে অপমানিত দেখিয়া সিপাহীরা রতনকে আক্রমণ করিল এবং বিনা প্রার্থনায় তাঁহার পৃষ্ঠে নানাবিধ মুষ্টি স্থাপন করিয়া প্রভুবৎসলচিত্তে সবলে আকর্ষণ করিল—মুকুন্দের হস্ত হইতে তাঁহার হস্ত মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল।

চেষ্টায় ফল হইল না। সিপাহীদ্বয়ের [illegible] হইল, বাহুর দ্বারা [illegible] তাহারা [illegible] এবং তাহাদের যষ্টির প্রহারে [illegible] প্রয়োগেও তাহারা ব্রাহ্মণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। মুকুন্দেরও মুক্তিলাভ হইল না। [illegible] তিন জনে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। রতনের পরিচিত সিপাহী দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল।

প্রাণপণে মুকুন্দ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের সহায়তা করিতে অনেক সিপাহী [illegible] দের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। সমস্যার [illegible] তাহারা মুকুন্দের চীৎকার শুনিল, শুনিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে সকলে মুকুন্দের সাহায্যার্থে ছুটিল।

চীৎকার সাহেবদিগেরও কানে পৌঁছিয়াছিল। কারণ-নির্ধারণের জন্য তাঁহারাও বারান্দার বাহিরে আসিয়াছেন। সাহেবদের দেখিয়া মুকুন্দ চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। বলিল—"সাহেব, দস্যুর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

যতন পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, দুইজন সাহেব। সম্মুখে দেখিলেন, দলে দলে সিপাহী মুকুন্দের উদ্ধারার্থ ছুটিয়া আসিতেছে; পরিণাম বুঝিতে ব্রাহ্মণের বাকী রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "করিলাম কি? নারায়ণীর উপকার করিতে গিয়া, তাহার অধিকতর অনিষ্ট করিয়া বসিলাম।" বুঝিলেন, কার্য্য সিদ্ধ হওয়া সুদূরপরাহত। এত লোকের বাধা অতিক্রম করিয়া, আনন্দদেবের সমীপস্থ হওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত। পরন্তু মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলে তাঁহাকে বন্দী হইতে হইবে।

এরূপ অবস্থায় আর অধিকক্ষণ অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নয় বুঝিয়া যতন মুকুন্দের হাত ছাড়িয়া দিলেন। প্রহরীগুলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে বলিলেন।

কথা শেষ করিতে তাহারা ব্রাহ্মণকে অবকাশ দিল না। প্রভুপুত্রকে ছাড়িতে দেখিয়াই, ব্রাহ্মণের চপেটাঘাতের সম্মুখে তাহাদের অস্ত্রের সঙ্গে বিশেষ প্রীতিকর হইবে না বুঝিয়া, তাহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। মুকুন্দ সাহেবদিগের আশ্রয়গ্রহণের অভিপ্রায়ে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। ভয়ে যুবক মৃতবৎ হইয়াছিল। তাহার অঙ্গে শিথিলতা আসিয়াছিল, পদদ্বয় থর থর কাঁপিতেছিল। সুতরাং ইচ্ছাসত্ত্বেও মুকুন্দ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। যতন তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া আবার তাহাকে ধরিলেন। বলিলেন, "ভয় নাই, আমা হইতে বিন্দুমাত্রও অনিষ্টের আশঙ্কা করিও না। তবে আমি যা বলি, শুন। কি নিমিত্ত তোমার পিতার কাছে চলিয়াছি, তোমাকেই বলিতেছি।"

কথা মুকুন্দের কানে পৌঁছিল না। সে কেবল সাহেব দুইজনের আগমন প্রত্যাশায় তাঁহাদের দিকে চাহিয়া ছিল। তাঁহারাও মুকুন্দকে বিপন্ন বুঝিয়া তাহার দিকে আসিতেছিলেন। যতনের কথা শেষ না হইতে, হার্ব্বি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হার্ব্বিকে সমীপস্থ দেখিয়াই, মুকুন্দ পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিল, "সাহেব আমাকে রক্ষা কর।" প্রহরিগণ সেলাম করিতে করিতে সরিয়া সাহেবকে পথ দিল। যতনও সাহেবকে দেখিবার জন্য পশ্চাতে ফিরিয়াছেন, অমনি হার্ব্বির বজ্র-মুষ্টি দ্বারা নাসিকা দেশে বিষম প্রহৃত হইলেন, দেখিতে দেখিতে শোণিতস্রোতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ প্লাবিত হইয়া গেল। বিষম আঘাতে ব্রাহ্মণ চারিদিক অন্ধকারময় দেখিলেন। নাসিকায় হস্ত দিয়া তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

অবকাশ পাইয়া মুকুন্দ উপর্য্যুপরি ও অবসন্নদেহ ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে দুই চারিটা মুষ্টিপ্রহার করিয়া অপমানের শোধ লইল। প্রহরীগুলাও ব্রাহ্মণকে ধরিয়া ফেলিল। আনন্দবাঁধের অপর পার হইতে অনেক সিপাহীও ইতোমধ্যে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

হার্ব্বি মুকুন্দকে বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দের উত্তরে বুঝিলেন, বৃদ্ধ পাগল রাজার সঙ্গী। বৃদ্ধ সম্বন্ধে বুঝিতে তখন আর তাঁহার কিছু বাকী রহিল না। ইতোমধ্যে ব্রাউন তথায় উপস্থিত হইলেন। হাসিতে হাসিতে হার্ব্বি, সহচরকে তাঁহার প্রিয় দেবপুত্রের মানসিক বিকারের কথা বিবৃত করিলেন এবং তাঁহাকে 'দেব পুত্রের' দুই একটি কথা শুনাইবার জন্য, ও পাগল রাজার সঙ্গীর পাগলামীর পরিণাম জন্য, এ বিষয়েরও একটা মীমাংসা করিবার জন্য, মধুর আত্মীয়তাজ্ঞাপক বাক্যবিন্যাসে ও মধুরতর পদপ্রহারে বৃদ্ধকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন।

এরূপ সম্ভাষণায় ব্রাউনের প্রীতিকর হইল না। বৃদ্ধ পাগল, এ কথা শুনিয়াও তৎপ্রতি তাঁহার প্রীতির হ্রাস হইল না। ব্রাহ্মণের নাসিকাস্রুত রক্তে প্রায় সর্ব্বাঙ্গ পরিষিক্ত ভূমি সিক্ত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাউন দুঃখিত হইলেন। হার্ব্বিকে বলিলেন, "আর কেন বৃদ্ধকে প্রহার কর। বৃদ্ধের যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে।" ব্রাউনের কথায় হার্ব্বি ব্রাহ্মণকে আর প্রহার করিলেন না। তবে মনে মনে স্থির করিলেন, বৃদ্ধের পাগলামীর শাস্তি দিতে হইবে। সিপাহীদের ডাকিলেন, তাহারা নিকটে আসিলে বৃদ্ধকে বাঁধিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন, "বৃদ্ধকে বাঁধিয়া কুঠি লইয়া যাও। আমি যখন শীকার করিয়া সদরে ফিরিব, তখন বৃদ্ধের অপরাধের বিচার করিব।"

একজন সিপাহী এ অপদের [illegible] চেষ্টা করিল। অপরের ব্রাহ্মণকে [illegible] আর আপনা আপনির ভিতর [illegible] আরম্ভ করিল। [illegible] ব্রাহ্মণকে বাধা দিতে [illegible] তাহারা কেবল [illegible] ব্রাহ্মণদের উপর [illegible] করিতে লাগিল। [illegible] প্রয়োজন, তাহা কোনমতেই তাহারা [illegible] করিতে পারে নাই। [illegible] হইয়া তাহাদিগকে যে শক্তির [illegible] হইয়াছে।

বাটিন [illegible] বুঝিলেন [illegible] সিপাহীদের [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন,—[illegible]

বাবুজি। [illegible] করিতেছি।

বাটিন। [illegible]

বাবুজি। [illegible] বিচার করিয়া [illegible]

বাটিন। [illegible] না?

বাবুজি। [illegible]

বাটিন। [illegible] তোমাদের [illegible]

কথা [illegible] বাবুজির মুখ [illegible] করিল, আবার [illegible] করিত না। [illegible]

বাটিন। [illegible] ইচ্ছা হয়, তা [illegible] না।

বাবুজি কোন উত্তর দিলেন না। [illegible] অথচ তাঁহার বড়ই বিরক্তি হইল। [illegible] সহচরের উপর তাঁহার ঘৃণা [illegible] ভাবিলেন, এ পুরুষ-বেশী স্ত্রীলোকটি [illegible] কি কার্য হইতে পারে?

বাটিনও আর দাঁড়াইলেন না। এক [illegible] বৃদ্ধের উপর এত অত্যাচার, তাঁহার [illegible] না। ধীরে ধীরে তিনি বাংলোর দিকে ফিরিতে লাগিলেন।

[illegible] অপরাধে [illegible] হইতে [illegible] করিয়াছিল। তিনি [illegible] চেষ্টা করিতেছিলেন। [illegible]

[illegible]

সাহেব রতনকে উঠিতে আদেশ করিলেন। তিনি আপনিই উঠিতেছিলেন, সুতরাং সাহেবের আদেশের আর অপেক্ষা রহিল না। নবাগত সিপাহীদিগের মধ্যে দুই চারিজন তাঁহাকে ধরিল। অপরে লাঠি ধরিয়া ঘেরিয়া রহিল। যে ব্যক্তি দড়ী আনিতে গিয়াছিল, সে-ও ফিরিয়া আসিল।

ব্রাহ্মণ মাথা তুলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে অশ্বোরোহিত সাহেব। পার্শ্বে মুকুন্দ, চারিধারে সিপাহী।

একবার ঘাড় ফিরাইয়া তিনি সিপাহীগুলাকে দেখিয়া লইলেন। দুই এক জন পরিচিত সিপাহী মাথা হেঁট করিল। অপরিচিতের মধ্যে কেহ করিল, কেহ করিল না। যে করিল না, সে কেবল লাঠি কাঁধে করিয়া বুক ফুলাইয়া খাড়া হইতে জানে। লাঠি খেলিতে জানে না। যাহারা খেলোয়াড়, তাহারা মাথা তুলিয়া রাখিতে পারিল না। ব্রাহ্মণের প্রখর দৃষ্টিতে তাহারা আপনাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কৃত বোধ করিল। দড়ী লইয়া যে বাঁধিতে আসিতেছিল, সে সহসা দাঁড়াইয়া গেল। যাহারা তাঁহাকে ধরিয়াছিল, তাহারা ব্রাহ্মণের চক্ষু দেখে নাই। দেখিলে কি করিত বলা যায় না।

মুকুন্দের কিন্তু বিলম্ব সহিতেছিল না। ব্রাহ্মণকে আবদ্ধ দেখিতে পাইলেই সে নিশ্চিন্ত হয়। দড়ী হাতে লোকটাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া তাহাকে সত্বর কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার আদেশ করিল। বৃথা বিলম্ব দেখিয়া হার্লি বিরক্ত হইলেন এবং বৃদ্ধকে বন্দী করিবার জন্য রুক্ষস্বরে আদেশ করিলেন। সকলেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া বৃদ্ধের বন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইল।

ব্রাহ্মণ আর একবার সাহেবের মুখপানে চাহিলেন। একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া হার্লি বলিলেন,—"বৃদ্ধ পাগল! মুখপানে কি দেখিতেছ? মনে মনে বড়ই রাগ হইতেছে, না?"

রতন। যদিই হয়, তাহাতে আমার কি অপরাধ আছে, সাহেব?

হার্লি। বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, আমাকে কোন রকমে শাস্তি দাও।

রতন। এক একবার হইতেছে, এক একবার হইতেছে না।

হার্লি। ইচ্ছা হইলে কি হইবে? আমি ত আর দুর্বল ছাড়ুখোর নই।

রতন। ইচ্ছা হইলে খুবই হয়। এক একবার মনে করিতেছি, বিনাপরাধে প্রহার খাইয়া চুপ করিয়া থাকিব? আবার ভাবিতেছি অদৃষ্ট।

একটা সিপাহী রতনের হাত টানিতে লাগিল, দড়ী দিয়া সে হাত বাঁধিবে। রতন বলিলেন, "ক্ষণেক অপেক্ষা কর।" তথাপি সে হাত টানিতে লাগিল, রতন তাহার হাত ধরিলেন, সিপাহী বুঝিল, অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

রতন বলিতে লাগিলেন,—"ভাবিতেছি, অদৃষ্ট। অদৃষ্টে আমার অপমান ছিল। নতুবা, চলিয়াছি আনন্দদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, পথে তোমার মার খাইব কেন?"

হার্লি। আনন্দদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে, না তাহাকে হত্যা করিতে?

রতন। এই ছোকরা তোমাকে বুঝাইয়াছে বুঝি?

রতন ও সাহেবের দৃষ্টি যুগপৎ মুকুন্দের উপর পড়িল। মুকুন্দের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সাহেব বুঝিলেন, মুকুন্দ ভীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছে। তাহাকে অভয় দিবার জন্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"যে বুঝাক, তোমাকে ফাঁসি যাইতে হইবে।"

রতন। কেন?

হার্লি। অনন্তপুরে তোমার আর থাকা চলিবে না।

রতন। সে আমিও বুঝিয়াছি। অনন্তপুর ত্যাগ করিব বলিয়াই বাড়ীর বাহির হইয়াছি। যাইবার পূর্ব্বে রাজকুমারীর জন্য দুইটা কথা বলিতে আনন্দদেবের কাছে চলিয়াছিলাম। তার ফল পাইয়াছি। আর বলিতে ইচ্ছা নাই। সাহেব আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি অনন্তপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাই।

হার্লি। অমনি ছাড়িতে ইচ্ছা নাই। ফাঁসিতে লইয়া, তোমার সহিত দিন কয়েক আমোদ করিব, তার পর ছাড়িয়া দিব।

রতন বুঝিলেন সাহেব রহস্য করিতেছে। ফাঁসিতে লইয়া শাস্তি দিবে। হয় ত কারাগারে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিয়া উত্তর করিলেন, "ফাঁসিতে না লইয়া ছাড়িবে না?"

হার্লি। এমন প্রিয় বস্তুটি পাইয়াছি, কেমন করিয়া ছাড়ি?

রতন। আমি বাঁচিব না।

হামুদি। অবশ্যই বাঁচিতে হইবে।

রতন। এমন [illegible] দেখি নাই, যে মনকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে লইয়া যায়।

হামুদি। এখনি দেখাইতেছি।

রতন। [illegible] চুরি করিয়া [illegible] ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম করান, [illegible] কর্ম নয়।

মুকুন্দের সম্মুখে, সিপাহীদের সম্মুখে [illegible] হামুদি একেবারে অধীর হইয়া [illegible] চুরি [illegible] দুই চারিটি [illegible] কাপ্তেনের [illegible] করিয়া, [illegible] করিলেন।

[illegible] রতনের [illegible] হইল না। [illegible] তাঁহার [illegible] হইয়া উঠিল। [illegible] সিংহের ন্যায় [illegible] করিলেন। [illegible] হইয়া [illegible] করিয়া [illegible]।

হামুদির [illegible] দুই [illegible] করিলেন। [illegible] সিপাহীর [illegible], তিনি [illegible] বোধ করিলেন। মুকুন্দ [illegible] সাহেবের [illegible] আসিয়া [illegible]।

মুকুন্দের [illegible] করিলেন। [illegible] দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। [illegible] সাহেব কম্পমান [illegible] হইয়া [illegible] পলায়ন ভিন্ন জীবনরক্ষার অন্য উপায় নাই। [illegible] একজন লোকের সম্মুখে প্রাণ লইয়া পলায়ন তাঁহার ন্যায় শক্তিমান্ পুরুষের অসম্ভব হইয়া উঠিল।

রতনও তাঁহাকে পুনঃ [illegible] দিলেন না, সাহেব [illegible] করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। [illegible] তুরস্কপ্রাপিত [illegible]। তাঁহার [illegible] সম্পাদনেরও শক্তি রহিল না।

সাহেবকে মুক্ত দেখিয়া, মুকুন্দ [illegible] পলাইল। পলাইবার [illegible] একজন [illegible] দেখিয়া বলিল, "আমার [illegible] এই বেলা [illegible] দাও। তাঁর প্রাণ বাঁচাও।"

সাহেবকে বিপদে দেখিয়া, সিপাহীরা অনেকে [illegible] করিয়া রতনকে আক্রমণ করিল। তিনি [illegible] তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। [illegible] রতন এইবার সাহেব [illegible] করিলেন, আমি [illegible] করিয়াছি। ইহাদের দুই চারি [illegible] পড়িয়াছে। তখন আমাদের [illegible] দিয়া [illegible] তাঁহার ইচ্ছা [illegible]।

[illegible] দিলেন। বলিলেন, [illegible] আশঙ্কা করিও না। আমি [illegible] রাজকুমারীর [illegible] অপেক্ষা কর। [illegible] তুমি [illegible] সাহেবকে পরিত্যাগ করিলেন। [illegible] সাহেবের [illegible] সিপাহীরা [illegible] প্রহার করিবার [illegible] রতন [illegible] বাহিরে [illegible] ছুটিলেন।

[illegible] সাহেবকে পলাইতেছে। [illegible] ছুটিল। সকলেই আসিতে [illegible] সিপাহী। [illegible] দুই চারি জন [illegible] করিয়া, [illegible] স্ত্রী, বালক, বালিকা [illegible] করিয়াছে। আমাদের মধ্যে [illegible] রতনকে দেখিতে পাইয়াছিল [illegible] পারিতেছিল না। [illegible] সিপাহীদিগকে ছুটিতে দেখিয়া তাহারাও [illegible] করিতে ছুটিল।

[illegible] পরিচ্ছেদ

[illegible] পৌঁছিয়াছিল। [illegible] হইয়াছিলেন। এবং সাহেবকে বিপদে দেখিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে ছুটিয়া আসিতেছিলেন।

আসিতে আসিতে দেখিলেন, বৃদ্ধ পলাইতেছে। শুধু তাই নয়, অংশুমানকে তাহার অনুসরণ করিতেছে। তিনি অনুমান করিলেন, বুঝি বৃদ্ধ হারুণিকে হত্যা করিয়াছে। অথবা বিষম আহত করিয়াছে। নতুবা এক লোক বৃদ্ধকে ধরিতে ছুটিবে কেন? বৃদ্ধের বেশভূষাটিও [illegible] হস্তে রক্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং রাটিনের সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল।

তখনই তিনি হারুণির কাছে ছুটিয়া চলিলেন।—দেখিলেন, অক্ষত দেহে হারুণি দণ্ডায়মান। তিনি বৃদ্ধ কর্তৃক আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তর পাইলেন না।

তখন রাটিনের অন্যরূপ ধারণা হইল। তিনি বুঝিলেন, আর কিছু নয়, বৃদ্ধ কোন সুযোগ পাইয়া পলাইতেছে। নিশ্চয়ই হারুণির আদেশে, তাহাকে বন্দী করিতে ছুটিয়াছে। ইহাও বুঝিলেন, সম্ভবতঃ হারুণি বৃদ্ধের কাছে অপমানিত হইয়াছে। তাই কথা কহিল না।

বৃদ্ধের পরিধানে [illegible] কৌপীনী—এইসূত্রেই তিনি আত্মগোপন করিলেন।

হারুণি বৃদ্ধের [illegible] ছিলেন। বৃদ্ধের অত্যাচারের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। শাসনকর্তা বলিয়া হারুণির অন্তরে একটা গৌরব আছে। রাজ্য-শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার প্রশংসায় তিনি দেশে অনেকবার পুরস্কার পাইয়াছেন। আর তাঁহার সেই গৌরবেই আঘাত লাগিয়াছে।

হারুণি ভাবিতেছিলেন, এরূপ বৃদ্ধ কি 'পাগল'? যেরূপ বলে বৃদ্ধ তাঁহার হাত ধরিয়াছিল, ইচ্ছা করিলে চক্ষের নিমেষে সে হাতখানি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিত, কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহার কোনও অনিষ্ট করে নাই। তাহার চক্ষে ক্রোধের সামান্য লক্ষণও দেখিতে পাই নাই। এরূপ বৃদ্ধকে পাগল ভাবিতে হারুণির আর সাহস হইল না। কথোপকথনে বৃদ্ধের মুখে হারুণি যে সব কথা শুনিলেন, তাহাও কি পাগলের কথা?

বিশেষতঃ, মুকুন্দের আচরণে তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। মুকুন্দকে রক্ষা করিতেই তাঁহার সেখানে আগমন। মুকুন্দের উদ্ধারার্থেই তিনি বৃদ্ধকে প্রহার করিয়াছেন। বৃদ্ধের মুখের একটা কথা শুনিবারও অবকাশ গ্রহণ করেন নাই। সহচরের নিকট অপমান লাঞ্ছনা সমস্তই মুকুন্দের জন্য। সেই মুকুন্দ তাঁহাকে বিপন্ন দেখিয়া পলাইল।

সন্ধ্যা আসিয়া অন্ধকারের স্থান অধিকার করিল। অনুতাপে হারুণির হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল। মুকুন্দের উপর তাঁহার ঘৃণা জন্মিল। তাহার কিয়দংশ আনন্দদেবের উপরেও পতিত হইল।

বৃদ্ধের সঙ্গে কথোপকথনে হারুণি বুঝিয়াছেন, রাজকুমারীর কোন অভাব মোচনের জন্য বৃদ্ধ আনন্দদেবের কাছে আবেদন করিতে চলিয়াছিল। সেই জন্যই মুকুন্দের সহিত তাহার সাক্ষাৎ। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে ফল বিপরীত হইয়াছে। বৃদ্ধ আশীর্বাদের পরিবর্তে প্রহার উপহার পাইয়াছে।

চিন্তার আঘাতে হারুণি ক্রমে অস্থির হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া—মুকুন্দ, আনন্দ, রাজকুমারী, রাজা, হীরালাল, হীরালালের [illegible] প্রভৃতি শত চিন্তার বিভিন্নমুখী প্রবাহমধ্যে পড়িয়া তাঁহার মস্তিষ্কটা যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

তিনি অল্প দিন মাত্র আসিয়াছেন। যদিও ইতোমধ্যে অনঙ্গপুরের সংবাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছে, তথাপি তিনি সমস্ত বিষয়টা ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। শুনিয়াছেন রাজা নিরুদ্দিষ্ট। সেই জন্য রাজকার্য-ভার তাঁহাদেরই উপর। আনন্দদেব তাঁহাদেরই মনোনীত দেওয়ান।

ইহার পূর্বে দুই একবার তাঁহার অনঙ্গপুরে আসাও হইয়াছে। তিনি আনন্দদেবকে দেখিয়াছেন, তাহার পুত্র মুকুন্দকে দেখিয়াছেন। রাজাকে দেখেন নাই, রাজপরিবারস্থ কাহাকেও দেখেন নাই। রাজবাটী দূর হইতে দেখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভিতরে প্রবেশ করেন নাই।

রাজা, রাজকুমারী এবং রাজ-সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারটা তাঁহার প্রহেলিকাময় বোধ হইল। তিনি চিন্তাবেগে ভাবিতে ভাবিতে আপনাকে একটা স্বপ্নময় মুকুরের সমীপস্থ অনুভব করিলেন। তিনি বৃদ্ধকে দেখিয়াছেন, এখনও ঐ বৃদ্ধ যাহার সহচর, সেই রাজাকেও যেন তিনি দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সেই মুকুরে দাঁড়াইয়া রাজা, রাণী, রাজকুমারী, রাজ-সহচর—সকলে হাত-ধরাধরি করিয়া তাহাদের ধর্ম, জ্ঞান, সভ্যতা, শিল্পকীর্তি, সত্যপ্রিয়তা—এক একটি ফুটন্ত সৌরভময় ফুল, নিষ্ঠীবনসিক্ত করিয়া, আবর্জনাময় ধরাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিতেছে।

দূর হইতে তাহার এমন [illegible] চিন্তাস্রোতে বাধা দিল। তিনি [illegible] চাহিয়া দেখিলেন, আজিও সেই [illegible] কি যেন [illegible] দেখিতে [illegible] করিতেছে।

[illegible] দেখিবার কৌতূহল হইল। [illegible] উদ্দেশে [illegible] করিয়া ছুটিলেন।

[illegible] পরিচ্ছেদ

[illegible]

[illegible] উহার প্রতি [illegible] হইয়াছিল, [illegible] এই [illegible] অন্তর্হিত হইয়া [illegible]।

[illegible] দেখিতে পাইয়াছেন। [illegible] এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, [illegible] সুন্দরী [illegible]

[illegible] আমার পানে চাহিয়াছিল। [illegible]

ছিলাম, সুতরাং আমার প্রাণটাই আগে যাইবে।" এইরূপ আপন আপন মৃত্যুকল্পনা করিয়া সিপাহীরা চুপ করিয়া রহিল। তৃতীয় বার রতন তাহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সিপাহীদের মধ্যে একজন সাহস করিয়া অগ্রসর হইল। সে ব্যক্তি রতনের কাছে গিয়া, তাঁহার পায়ের কাছে লাঠি গাছটি রক্ষা করিল এবং তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া ক্ষমা চাহিল। বলিল—"গুরুজী, চরণে অপরাধ করিয়াছি।"

রতন এতক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। কথা শুনিয়া চিনিলেন। বলিলেন, "সদাশিব!" সদাশিব মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সদাশিব ক্ষত্রিয়-সন্তান। দশ বৎসর পূর্বে, সে রতনের কাছে কুস্তি ও লাঠি-খেলা ও অস্ত্র শিখিয়া [illegible], বন্দুক প্রভৃতি নানা রাজার সৈনিকচাকুরী করিয়া অনেক দিন হইল অনন্তপুরে ফিরিয়াছে।

অনন্তপুরে আসিয়াই সদাশিব রাজ্য-সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াছিল। আনন্দদেব তাহাকে সুবেদারী পদ দিয়াছেন। কোন একটি কাজহানি হইবার ভয়ে, সদাশিব গুরুজীর সহিত দেখা করিতে পারে নাই। সেইজন্য অন্য সিপাহীদের সঙ্গে তাহাকেও গুরুজীর পশ্চাৎ ছুটিতে হইয়াছে। কিন্তু লজ্জায় সে গুরুর সম্মুখে আসিতে পারে নাই; বরাবর পিছনেই ছিল। ব্রাহ্মণের বারংবার আহ্বানে অগত্যা, গুরুজীর পদে প্রণত হইল। অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

গুরুজী কাহারও অপরাধ গ্রহণের লোক নহেন, বিশেষতঃ শিষ্যের। অস্ত্রধারী ব্রাহ্মণ এক একটি শিষ্যকেই পুত্র জ্ঞান করিতেন। তিনি সদাশিবকে আশীর্বাদ করিলেন এবং তাহার সঙ্গীদের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন।

সদাশিব বলিল, "গুরুজীর সম্মুখে লাঠি ধরে, এমন শক্তিমান তাহাদের মধ্যে কেহ নাই। তবে গুরুজীর অভয় পাইলে তাহারা সকলে মিলিয়া তাঁহার সঙ্গে একবার লাঠি খেলে।"

ঈষৎ হাসিয়া রতন অভয় দিলেন। সদাশিব ফিরিয়া সঙ্গীদের সংবাদ দিল। প্রাণের আশঙ্কা নাই শুনিয়া, সকলেই লাঠি খেলিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহোল্লাসে সকলে একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। জনসাধারণ বুঝিল,—এইবার লড়াই বাধিয়াছে। সকলেই পলাইবার পথটা ঠিক করিয়া রাখিল। যেমন তেমন দেখিবে, সেই পথে পলাইবে।

এদিকে সিপাহীগণ রতনের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। রতন আক্রমণের প্রারম্ভে, একটি ভীষণ হুঙ্কার দিলেন। তার পর প্রতিদ্বন্দ্বী সিপাহীদিগের বিপরীত দিকে কিছুদূর ছুটিয়া গেলেন। আবার বিদ্যুৎবেগে ফিরিলেন। তার পর এক ভীষণ হুঙ্কার করিয়া 'হর-হর' শব্দে ভীষণ দর্পে জনতার মধ্যে পড়িলেন। লাঠির ঠকাঠক শব্দে [illegible] ভরিয়া গেল।

ব্রাউন ইটের-স্তূপ হইতে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছিলেন এবং খুব আনন্দে হাততালি দিতেছিলেন।

[illegible]ও ব্যাপারটি দেখিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিলেন না। অল্পক্ষণ পরে তিনিও সেই পাঁজার উপর উঠিলেন। উঠিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা তাঁহার জীবনে ভুলিবার নয়। চারিদিকে দেখিলেন, এক দিকে একা বৃদ্ধ—অন্যদিকে শতাধিক প্রহরী লাঠি লইয়া যুদ্ধ করিতেছে। আর দেখিলেন, ক্ষিপ্রকারিতায় ও প্রহেলিকাময় রণকৌশলে সেই বৃদ্ধ যেন নব-যৌবনবলে শতস্থানে যুগপৎ আবির্ভূত হইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে সেই শতাধিক প্রহরী পরাস্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিল এবং সকলে নতজানু হইয়া বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। জনসাধারণ ব্যাপারটা কি তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না; তাহারা লাঠালাঠির ব্যাপার দেখিয়া, আগে হইতেই পলায়ন আরম্ভ করিয়াছিল। এক্ষণে প্রহরীরাও ফিরিতে আরম্ভ করিল।

যুদ্ধে কেহই আহত হয় নাই। যে দু'এক জন লোক নেহাৎই প্রাণপণে ব্রাহ্মণের সঙ্গে লড়িয়াছিল, তাহারাই স্থানে স্থানে সামান্য আঘাত পাইয়াছিল। আঘাত পাইয়াই তাহারা বুঝিয়াছিল, ব্রাহ্মণ দয়া করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করেন নাই। ব্রাহ্মণের অঙ্গে কেহই কিন্তু যষ্টি-স্পর্শ করাইতে পারে নাই।

অল্পক্ষণ মধ্যেই, প্রান্তর জনশূন্য। ব্রাউন ব্রাহ্মণকেও আর দেখিতে পাইলেন না। তখন ধীরে ধীরে পাঁজা হইতে নামিতে লাগিলেন। নামিবার সময় চারিদিকে দেখিলেন,—একজন

বেরিয়ে [illegible] নাই। [illegible] কথা কহিলেন না। [illegible] বুদ্ধ [illegible] গেলেন। [illegible] দিকে সেই [illegible] মূর্ত্তিটি [illegible] বিকশিত হইয়াছিল, বুদ্ধ [illegible] দিকে চলিলেন।

আবার তাঁহার চক্ষে [illegible] উঠিয়াছে। [illegible] তাঁহার [illegible] যে, সেরূপ [illegible] অলৌকিক শক্তির অধিকারী বুদ্ধ [illegible] হইতে পারে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

[illegible] তিনি তাঁহার উপর [illegible] হইতে পারিলেন না। [illegible] বুদ্ধ [illegible] অধিকার [illegible] উপর [illegible] তাঁহার [illegible] হয়।

[illegible] বুদ্ধ [illegible] তিনি বুদ্ধের [illegible] পড়িল।

[illegible] চলিয়াছেন।

[illegible] উপস্থিত হইল, বুদ্ধের [illegible] বুদ্ধদেবের [illegible] হইল। [illegible] কথাটি বুঝিয়া [illegible]

[illegible] ভাবিলেন, [illegible] হইল, [illegible] বুদ্ধের কাছে কথা [illegible]

দেখিতে দেখিতে [illegible] বেলাইতে [illegible] তাঁহার [illegible] কাছে কথা [illegible] বুদ্ধ [illegible] আমাদের [illegible]

[illegible] ভাবেন [illegible] থাকিলে [illegible] করিবে [illegible] বুদ্ধ [illegible] কিছু [illegible] বুদ্ধ [illegible] হইবে [illegible]

[illegible]

গর্ব্বিনী বলিল, "সাহেব, আমি [illegible] এবং সম্রাট [illegible] আমার [illegible]"

[illegible] বলে [illegible]

সদা। ফিরিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তোমাকে জানাইবার জন্য, তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।

চারুশি। প্রয়োজনটা কি ছিল, জানিতে পারি কি?

সদা। বলিতে পারি। কিন্তু তাহাতে আবার অনিষ্ট হইবে।

চারুশি। অনিষ্ট?—কে করিবে? তুমি আমা হইতে অনিষ্টের কোনও আশঙ্কা করিও না।

সদা। তোমা হইতে অনিষ্ট না হইতে পারে,—কিন্তু আনন্দদেব জানিতে পারিলে, অনিষ্ট হইবে—আমার চাকরী যাইবে।

সাহেব অভয় দিলেন। সদাশিব বলিতে লাগিল। বৃদ্ধকুমারী নলিনীর অভাবে বড় পাইয়াছেন। তাঁহার অভাব দূর করিবার ইচ্ছায় তাহার আনন্দদেবের কাছে আবেদন করিতে যাইতেছিলেন। অবশ্য আবেদনের উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মণ যে ধন পাইয়াছেন, তাহা ত সাহেবেরও অবিদিত নাই। যাই হোক, সে ধন সাহেবকেও জানাইতে তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু একটি সঙ্গিনী মিলিয়াছে বলিয়া, তাঁহার আর আসিবার প্রয়োজন হইল না।

চারুশি। আগে কি সঙ্গিনী ছিল?

সদা। আগে সবই ত ছিল সাহেব। তবু কি সঙ্গিনী?—রূপ গুণে যুবতী রাজকন্যার প্রতিপালিত হইয়াছে।

চারুশি। এখন?

সদা। আনন্দদেব সব দূর করিয়া দিয়াছে। যে দুই একজন আছে, তাহাতে রাজা ও রাণীর সম্যক পরিচর্য্যা হয় না।

চারুশি। সঙ্গিনী রাখিবে,—তার খরচ যোগাইবে কে?

সদা। সঙ্গিনী আমার স্ত্রী। তাহার জন্য খরচ লাগিবে না। তাহার পিতার যথেষ্ট অর্থ আছে। তবে আনন্দদেবের অধীনে চাকরী করি। যদি কেহ এ কথা জানিতে পারে, আমার চাকরীটি যাইবে।

চারুশি। ভয় নাই। আমা হইতে এ কথা প্রকাশ পাইবে না। তবে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ;—তোমরা কেমন করিয়া এ সম্বন্ধ গোপন রাখিবে?

সদা। অন্তঃপুরে থাকিতে আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে না।

বিস্মিত হইয়া চারুশি সদাশিবের মুখের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, সুন্দর যুবক স্থিরনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। তাহার কথায় তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, যুবক সম্বন্ধে সকলই অবোধগম্য।

সদাশিব সাহেবকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। চারুশি আনন্দদেবের কাছে চলিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সিপাহীগণ ও জনতা যে সময় প্রান্তর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন বরুণ রেজিমেণ্ট গমন করিতে সাহেবের কাছে ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অত্যধিক রক্তস্রাবে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইল। তিনি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন।

সূর্য্যের আলোকরশ্মি তখন ভূমি স্পর্শ করিয়া, রক্তবর্ণ ধরিয়া দূরস্থিত বন প্রদেশে পরিপুষ্ট, শুধু একটি অগ্নের আকারে ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের অন্তরালে বসিয়া, বরুণ গভীরের দৃষ্টিপথের বাহিরে পড়িয়াছিলেন।

বসিয়া ব্রাহ্মণ নারায়ণীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। কথা সত্য, ব্রাউন দূর হইতে যে বালিকাকে দেখিয়াছিলেন, সে নারায়ণী। নারায়ণীই আজ বরুণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। নিজের প্রতিশ্রুতি পালিতে পদমাত্র বিলম্ব হইলে, আবার তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইত।

কিন্তু কেমন করিয়া কোন্ পথ দিয়া নারায়ণী আসিল? কে তাহাকে সংবাদ দিল? আসিল ত এত শীঘ্র ফিরিল কেন?

বরুণের বহু সময় হইল, পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলার মীমাংসা করিবেন। কিন্তু নারায়ণী আসিল না। বটবৃক্ষের পাশ দিয়া ব্রাউন যাইতেছিলেন। বরুণ দেখিলেন, কিন্তু দেখা দিলেন না। কিয়ৎক্ষণ অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রাউন সুবর্ণরেখার দিকে চলিয়া গেলেন।

[illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible]— "[illegible]।"

রতন দুই [illegible] এবং [illegible] [illegible] দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"[illegible] [illegible] সাহেবকে দেখিয়াছ?"

সদা। কোন সাহেব? [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

তবোচিত্ত [illegible] [illegible] নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা [illegible] [illegible] কথা [illegible] করিল। রতন [illegible] বিরক্ত করিলেন। [illegible] অপেক্ষায় [illegible] [illegible] করিয়াছে [illegible] মুকুন্দকে উঠিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ব্রাহ্মণ আর ফিরিলেন না। নদাশিবের চক্ষু অল্পক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণের পবিত্র মূর্ত্তির দর্শনসুখ হইতে বঞ্চিত হইল।

সাহেবদের বাড়ী রাত্রে যাওয়া হইল না। ব্রাউন এদিক ওদিক ঘুরিয়া বাংলোয় ফিরিলেন। ব্রাহ্মণকে আর দেখিতে পাইলেন না, বালিকারও দেখা মিলিল না।

অল্পক্ষণ পরে হাবুলিও ফিরিয়া আসিলেন। আনন্দদেবের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল মাত্র—কোনও কথা হয় নাই। পালঙ্কের তলায় পড়িয়া শারীরিক যন্ত্রণায় ও প্রাণভয়ে দেওয়ান একরূপ অজ্ঞানই হইয়া পড়েন। ভৃত্যেরা আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইতে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হয়। হাবুলি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া যথাযথ উত্তর পাইলেন না। অগত্যা তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। তবে আসিবার সময় আদেশ করিলেন, যেন পিতা ও পুত্রে তাঁহার সহিত বাংলোয় সাক্ষাৎ করে।

বাংলোয় ব্রাউনের সহিত হাবুলির পুনঃ সাক্ষাৎ হইল। অপরাধ স্বীকার করিয়া তিনি সহচরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দুই বন্ধুতে আবার সদ্ভাব স্থাপিত হইল।

বীরচন্দ্র সম্বন্ধে যতদূর জানা ছিল, সমস্ত ব্রাউনকে বলিয়া, হাবুলি রাজার উপকারে প্রতিশ্রুত হইলেন। বলিলেন, "যেমন করিয়া পারি, রাজ-পরিবারের কষ্টের লাঘব করিব।"

অপরাহ্ণে ব্রাউন ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বালিকার পুনর্দর্শনের আশা তখনও তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। হাবুলি আনন্দদেবের আগমন প্রত্যাশায় বাংলোতেই বসিয়া রহিলেন।

তখন বসন্তের শেষ—বসন্তের পূর্ণ যৌবন। বাগবাটিকাসংলগ্ন উদ্যানের বৃক্ষসকল নবপল্লব-শোভিত। আম্রবৃক্ষের কতকগুলি মুকুলিত, কতকগুলি নবোদ্গত কিশলয় সমাচ্ছন্ন।

নদীতীরস্থিত বৃক্ষশাখা ঈষৎ ঈষৎ দুলিতেছিল। সূর্য্যের কিরণ পল্লবে পল্লবে প্রতিফলিত হইতেছিল। উদ্যানটি দূর হইতে নবপল্লব-তরঙ্গতাড়িত প্রবাল-দ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে ব্রাউন অগ্রসর হইতেছিলেন। একটি অজ্ঞাত উদ্যান-লতার অভাবে সে সৌন্দর্য্য তাঁহার চক্ষে যেন অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছিল। চলিতে চলিতে তিনি সুবর্ণরেখার তীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বামে কিছু দূরে রতনের কুটীর। আরও কিছুদূরে বীরচন্দ্রের প্রাসাদ। দক্ষিণভাগে সুবর্ণরেখা বক্রগতিতে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রাসাদটি দেখিতে ব্রাউনের ইচ্ছা হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি বুঝিলেন, সে দিকে প্রাসাদ-প্রবেশের দ্বার নাই। কোন্ দিকে যে দ্বার, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। প্রাসাদ-প্রাচীরে সুবর্ণরেখার জল স্পর্শ করিয়াছিল। ব্রাউন দেখিলেন, একটি হরিণ জলের উপর হাঁটিয়া প্রাচীরের অপর দিক হইতে এ দিকে আসিল। তিনি বুঝিলেন, নদীতে অতি অল্প জল। প্রাচীর-প্রান্ত দিয়া জলের উপর হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়।

পার হওয়াই তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। প্রাচীরে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে তীর হইতে অবরোহণ করিতে লাগিলেন। হরিণটা তাঁহাকে দেখিয়া আবার একলাফে প্রাচীর-পারে অদৃশ্য হইল।

ব্রাউন জলে নামিলেন। হাঁটু পর্য্যন্ত জল হইল। এইখানে প্রাচীরের শেষ। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানটি বীরচন্দ্রের অন্তঃপুরসংলগ্ন ঘাট। একটি অনতি-বৃহৎ দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বেতপ্রস্তরের সোপানাবলী নদীতলে প্রোথিত হইয়াছে। অন্তঃপুরচারিণীরা সেই ঘাটে স্নানাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পুরুষমাত্রেরই সে স্থানে প্রবেশাধিকার ছিল না। ব্রাউন এ দেশের আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণ অপরিচিত; তথাপি তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এখানে আসা তাঁহার অনধিকার-প্রবেশ হইয়াছে।

দ্বার বন্ধ ছিল। সেখানে জন-প্রাণীর অস্তিত্ব-চিহ্ন ছিল না। পুরী নিস্তব্ধ। কেহ দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি স্থান পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। ফিরিবার পূর্ব্বে সেই স্থান হইতেই তিনি একবার চারিদিকে দেখিয়া লইলেন; বুঝিলেন, স্থানটি পূর্ব্বে অতি মনোরম ছিল; এখন যত্নের অভাবে তাহার পূর্ব্বশ্রী ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে।

ব্রাউন ফিরিতেছেন, এমন সময়ে দ্বারের কপাটে শব্দ হইল। তিনি বুঝিলেন, ভিতর হইতে কে

...র খুলিতেছে। মুহূর্তমধ্যে তিনি প্রাচীর-পার্শ্বে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

নারায়ণী ঘর খুলিতেছিল। সে সমস্ত দিন তাহার প্রিয় হরিণটির সংবাদ লইতে পারে নাই। বালিকা সমস্ত দিনটা অতি অস্বস্তিতেই যাপন করিয়াছিল। বাবার অসময়ে দর্শনে, অবশেষে তাহার বিচ্ছেদে সে মর্মাহত হইয়াছিল। সমস্ত দিন সে ব্রাহ্মণের বিষয়ই ভাবিয়াছিল। হরিণের চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই। রাজা ও রাণী তাহারই মত মর্মপীড়ায় দিনযাপন করিয়াছেন। হরিণের কথা কাহারও মনে ছিল না।

এখন মনে পড়িয়াছে, তাই নারায়ণী ব্যস্ত হইয়া হরিণটিকে খুঁজিতে আসিয়াছে। [illegible] নারায়ণী ডাকিল, "পারী!"

পারী কোথায় ছিল, ছুটিয়া আসিল। এক বৎসর পূর্বে পারীর সহিত [illegible] হইয়াছে। এই এক বৎসরে সে [illegible] হইয়াছে। সমস্ত দিবসের পর নারায়ণীকে দেখিয়া পারীর আনন্দ উথলিয়া উঠিয়াছে। সে নারায়ণীর সম্মুখে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। নারায়ণী দুই হাতে পারীকে ধরিয়া তাহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। পারী আহ্লাদে [illegible] হইয়া তাহার সঙ্গে কথা আরম্ভ করিল। [illegible] মুখের কথা শুনিতে পারী এখন বালিকার একান্ত সঙ্গী।

"পারী" কথা ব্রাউনের কানে গেল। কি মধুর কোমল ঝঙ্কার! [illegible] সে মধুর কণ্ঠস্বর, অপর পারের [illegible] যেন খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্রাউন প্রাচীর-পার্শ্বে অনেক উপর [illegible] ফিরিতেও পারেন না, অগ্রসর হইয়া দেখিতেও পারেন না। ফিরাইতে শক্তি নাই, অগ্রসর হইয়া দেখিতেও সাহস নাই। চুরি করিয়া দেখা অসভ্যতা। ব্রাউন বড়ই বিপন্ন হইলেন। দেখিলে [illegible] কথা। ফিরিয়া আসাই কর্তব্য বোধ করিয়া, তিনি উপরে উঠিতে লাগিলেন।

আবার কণ্ঠস্বর! এবারে সুধার স্রোত ছুটিল। যুবক তাহাতে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার কর্তব্যজ্ঞান ভাসিয়া গেল। সুধার প্রস্রবিনীটিকে দেখিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি ভাবিলেন, চুরি করিয়া দেখিয়া চলিয়া যাই।

অতি ধীরে ব্রাউন অগ্রে পদবিক্ষেপ করিলেন, পাছে অনেক শব্দে কথার স্রোত বন্ধ হয়।

নারায়ণী পারীর সঙ্গে কত কথাই বলিতেছিল। "বাবা আজ হইতেও তোমাকে অনেক আদর করিত, আমিও [illegible] করিত। আমাকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করিত, কিন্তু তোমাকে করিত না। বাবা [illegible] চলিয়া গিয়াছে,—[illegible] গিয়াছে, আর তুমি আসিবে না। [illegible] আর তোমাকে আদরের [illegible]"—এইরূপ নানা দুঃখের কথা পারীটিকে শুনাইতেছিল। ধীরে ধীরে মুখ বাড়াইয়া ব্রাউন এই ছবিটি দেখিতে পাইলেন।

বালিকার [illegible] দেহযষ্টি—দুই হাতে ধরা পারী—সম্মুখে মুখ তুলিয়া, চোখের পানে চাহিয়া, চোখে চোখে অশ্রু মুছিতে [illegible] করিয়া—চারিদিক বেষ্টিত—নিবিড়, উজ্জ্বল, [illegible] অকৃত্রিম [illegible],—কি সুন্দর ছবি! [illegible]—সুবর্ণময়ী প্রকৃতির উপহার চারিদিক হইতে আসিয়া বালিকার দেহখানি ঘেরিয়া দিয়াছে।

একদৃষ্টে ব্রাউন নারায়ণীর মুখ দেখিতে লাগিলেন। হরিণের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বালিকার মধুর কণ্ঠস্বর দুঃখগত আবেগরাশির সঙ্গে সঙ্গে [illegible] উঠিতেছিল।

ব্রাউন এরূপ মূর্তিও কখন দেখেন নাই, এরূপ কণ্ঠও কখন শুনেন নাই। তিনি এ দেশের ভাষা জানিতেন না, সুতরাং নারায়ণীর কথার এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছিলেন না। বুঝিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া সে স্বর তাঁহার পক্ষে বড়ই মধুর লাগিতেছিল—[illegible] সঙ্গীতের [illegible] তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল।

[illegible], "[illegible]" সুনীলজল [illegible] সরোবরের তীরে বসিয়া কত দিন তিনি [illegible] সন্ধ্যার [illegible] দেখিয়াছেন। [illegible] হইতে [illegible] 'ভাতীয়' [illegible] কত দিন নিজের মন [illegible] করিয়াছেন; কিন্তু এমন সন্ধ্যাও কখন দেখেন নাই, এমন মূর্তিও কখন পান নাই।

সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বে নারায়ণীর মুখে একবার কিরণ মাখাইয়া দিল। সোনার [illegible]

সমস্তক্ষণ শোভা ধারণ করিল। আত্মহারা যুবক বলিয়া উঠিল, "আহা! কি দেখিলাম!"

ব্রাউন সপ্তাহ বিবাহের উপরাধিকারী—রূপবান্, অপরাপ যুবক। এরূপ পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে বিলাতের বহু সুন্দরী আপনাদিগকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন। বিলাতে ব্রাউনের বহু সুন্দরীর দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল। স্বদেশে তিনি অনেক কামিনীকে সজ্জাকরণে সুন্দর মুখশ্রী রঞ্জিত করিতে দেখিয়াছেন; কিন্তু রুচির কাঞ্চন-গৌরী অরুণকিরণে প্রতিফলিত হইলে কিরূপ দেখায়, তাহা তিনি স্বপ্নেও কখন অনুভব করেন নাই। নারায়ণীর সৌন্দর্য্য ও চিত্রলিখিতবৎ অবস্থানদেহ ব্রাউনের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়াছিল। মুগ্ধ যুবক বলিয়া উঠিল, "আহা, কি দেখিলাম!"

অকস্মাৎ কিছুক্ষণ দূরে খুব শুনিয়া নারায়ণী চমকিয়া উঠিল; প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া যেমন ব্রাউনকে দেখিল, অমনই বালিকা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। হাত হইতে থালা পড়িয়া গেল। পলাইবার জন্য যেমন ঘরের দিকে ছুটিবে, অমনই ঘরের চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়া "মা" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া, কারণ নির্দ্ধারণের জন্য অন্তঃপুর হইতে রাণী ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, প্রাণপ্রতিমা নারায়ণী বিলুণ্ঠিতদেহে মূর্চ্ছিতা। রাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। নাতিনীকে বুকে তুলিয়া ডাকিলেন, "দিদি, আমার!" উত্তর পাইলেন না। তখন কোলে তুলিয়া, রাজাকে ডাকিতে ডাকিতে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

হতবুদ্ধি ব্রাউন কোথায় গেল, সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। বালিকার কি ঘটিল—দুর্ভাগ্য কি ঘটিল, জানিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

নারায়ণীর চীৎকার শুনিয়া রাজাও ছুটিয়া আসিতেছিলেন। আসনে থাকিতে উপর হইতে তিনি দেখিলেন, এক জন সাহেব দুর্দ্দমনীয় ভাব ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ইতোমধ্যে রাণী নারায়ণীকে কোলে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নারায়ণী তখনও মূর্চ্ছিতা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হইল কি?" রাণী নারায়ণীর মূর্চ্ছার কথামাত্র জ্ঞাপন করিলেন। কারণ জানেন না, সাহেবকে তিনি দেখেন নাই, কাজেই আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

পলায়নপর সাহেবকে দেখিয়া রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নারায়ণীর মূর্চ্ছার কারণ কি। তিনি ভাবিলেন, এ কি অত্যাচার! আর কোন্ কাপুরুষই বা এ অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে পারে? প্রভাতে ব্রাহ্মণের অপমানে তিনি আপনাকেই অপমানিত মনে করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের অঙ্গে প্রহারযন্ত্রণা তাঁহার শরীরে বিষের জ্বালা উৎপন্ন করিয়াছিল। এখন আবার এ কি? তাঁহারই পৌত্রীর উপর অত্যাচারের উদ্যোগ! বৃদ্ধ রাজার অবসাদময় শিথিল ধমনীতে উষ্ণ রক্তের স্রোত ছুটিল। একবার ভাবিলেন, ছুটিয়া গিয়া এই মুহূর্ত্তেই এই বিষম অপমানের শোধ লই, কিন্তু ব্রাউন তখন বহুদূরে, দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথের অন্তরালে। ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায় রাজা অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

পিতামহীর ক্রোড়ে থাকিতেই নারায়ণীর সংজ্ঞা ফিরিল। রাণী তাহাকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "কারণ আমার কাছে শুনিও; বালিকাকে প্রশ্নে পীড়িত করিও না—গৃহে লইয়া শুশ্রূষা কর। আর সতর্ক থাকিও, নারায়ণীকে কখন একা গৃহের বাহিরে যাইতে দিও না।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রি ব্রাউনের নিদ্রা হইল না। নীচ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, মনকে অশেষ প্রবোধ দিয়াও তিনি সে কার্য্যের সমর্থন করিতে পারিলেন না। অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বালিকা কোনও অনিষ্ট ঘটিল কি না, জানিবার উপায় নাই। দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ তিনি, কাহাকে কি বলিবেন? কেমন করিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবেন? কেই বা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবে? সকলের কাছে মনোভাব প্রকাশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। প্রকাশে কোনও ফল নাই; পরন্তু নিরপরাধ হইয়াও অপরাধী ভাবিয়া কাছে তাঁহাকে মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে। অনুতাপ-দগ্ধ যুবক সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় যাপন

করিলেন। প্রভাতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সদলবলেই ব্রাউন রাঁচি প্রস্থান করিলেন। স্থির করিলেন, "চেষ্টার আবার অভিজ্ঞ হইয়া, আর একবার আমি অনঙ্গপুরে ফিরিব। বালিকার হৃদয়ে পিশাচ-বৃত্তির ছাপ রাখিয়া জীবনধারণ করিব না।"

হার্বুলিও বিশেষ কোন কাজ করিতে পারেন নাই। আনন্দদেব আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইল, রাজকুমারীর জন্ত অতিরিক্ত ব্যয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি-সাপেক্ষ। সাহেব যদি আদেশ দিতে পারেন, তাহা হইলে সেখানেও রাজকুমারীর জন্ত দুই একটা দাসী নিযুক্ত করিতে পারে। হার্বুলি সে আদেশ দিতে সাহসী হইলেন না। স্থির করিলেন, "ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আদেশ দিব।"

আহারের সময় উভয় বন্ধুতে একত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ নিজ মনোভাব পরস্পরের কাছে গোপন করিয়া তাঁহারা কথাবার্তা বলিয়াছিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া হার্বুলি বন্ধুকে দেখিতে পাইলেন না। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কিছু বলিতে পারিল না। ভাবিলেন, ব্রাউন বেড়াইতে গিয়াছেন, অনঙ্গপুরের মধ্যেই কোথাও আছেন।

প্রাতরাশের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন, ব্রাউন আসিলেন না, তখন তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। হয় ত তাঁহার উপর ব্রাউনের ক্রোধ এখনও দূর হয় নাই। তথাপি তিনি ব্রাউনের সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিলেন। বুকুম আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিতে পারিল না। লোক সকল ফিরিয়া আসিল, তাহারা সাহেবকে দেখিতে পাইল না। এক জন কেবল ব্রাউনের রাঁচি গমনের সংবাদ দিল; কতকগুলা কোল মজুরী করিতে অনঙ্গপুরে আসিয়াছিল, তাহারা সাহেবকে রাঁচির পথে দেখিয়াছে।

তথাপি হার্বুলি ব্রাউনের অপেক্ষায় সে দিনের মত অনঙ্গপুরে থাকিতে স্থির করিলেন। বিকালে রাঁচি হইতে এক পত্র আসিল; ডেপুটী কমিশনার তাঁহাকে অবিলম্বে রাঁচি ফিরিতে আদেশ করিয়াছেন।

পত্রপাঠে হার্বুলি বিস্মিত হইলেন। তাঁহার এত শীঘ্র রাঁচি ফিরিবার প্রয়োজন ছিল না। অগত্যা তাঁহাকে অনঙ্গপুর ত্যাগ করিতে হইল। ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে আনন্দদেব তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিলেন। [illegible] লইয়া হার্বুলি দেওয়ানের কাছে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাশীপুরে এক জন সমৃদ্ধিশালী জমীদারের বাস এবং তাঁহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া বহু লোক এই স্থানে বসতি করে। অনেকেই সঙ্গতিসম্পন্ন। কেহ তাঁহার আত্মীয়, কেহ বা কর্মচারী। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় রাজবাড়ী, কাছারীবাড়ী, দেবালয় প্রভৃতিতে সুসজ্জিত এই ক্ষুদ্র গ্রাম দূর হইতে একখানি ছবির ন্যায় দেখাইত।

দুই দিন পরে রতন কাশীপুরে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের বহির্ভাগে প্রান্তরে, যখন তিনি পা দিলেন, তখন সূর্য্য আকাশসীমায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। গ্রামে উপস্থিত হইতে সন্ধ্যা হইল। কাশীপুরের শোভা দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

পুরাণিকের বংশের নাম শৈলজানন্দ গিরি। পত্রের উপর ঐ নামই লেখা ছিল। তবে অত বড় নামটা সহসা মুখে আনা সুবিধা হয় না বলিয়া লোকে নামটাকে ছাঁটি করিয়া 'শলুই' করিয়া লইয়াছিল। ক্রমে 'শলুই' আখ্যাটিই প্রাধান্য লাভ করিল। এমন কি, দুই চারি জন আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ ছাড়া অনেকেই আসল নামটি ভুলিয়া গিয়াছিল, গ্রামের মধ্যে সাধু-প্রতিপত্তি থাকিলেও শৈলজানন্দ বলিলে অনেকেই তাহাকে চিনিতে পারিতেন না।

রতন এক জন আগন্তুককে শৈলজানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—

"শৈলজানন্দ বলিয়া সে গ্রামে কেহ নাই।" রতন মনে করিলেন, লোকটা গ্রামবাসী হইলেও গ্রামের সকলকে চিনে না। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "শৈলজানন্দ বলিয়া রাজার একটি হাতী ছিল; তা সেটা বছর দশেক হইল মরিয়া গিয়াছে।"

এইরূপ রতন যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই ব্যক্তিই একটা উদ্ভট রকমের উত্তর দেয়। কেহ বলে, "শৈলজানন্দ রাজার পূর্ব্বপুরুষ। তিনি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন।" কেহ বলে, "সে এক জন বড় গোছের খোসামুদে। এক দিন রাজার সঙ্গে খেলিতে খেলিতে লাখো টাকা জিতিয়া লয়। রাজা তাহাকে খেলা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন, লোকটা কিন্তু লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া আরও খেলিতে লাগিল। শেষে এক দাণে সমস্ত টাকা হারিয়া গেল। রাজার হাতে ছিল 'বাঘ,' আর তার হাতে ছিল 'কাতুকুতু।' লোকটা কাতুকুতু করিয়া দম ফাটিয়া মরিয়া গেল। এখন আর শৈলজানন্দ নাই—তাহার ভূত আছে। সে এখনও রাজবাড়ীর বাগানে রাত্রিকালে কাতুকুতু কাতুকুতু বলিয়া চীৎকার করে।" এইরূপ নানাকথা শুনিতে শুনিতে রতন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন, সদাশিব কি শ্বশুরের নাম লিখিতে ভুলিয়া গেল?

পথের ধারে একটি সুন্দর সরোবর দৃষ্ট হইল। রতন মনে করিলেন, শৈলজানন্দের সংবাদ লইতে আর বৃথা ব্যস্ত হই কেন? এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে রাজার দেওয়ানের অতিথি হই। সারা দুই দিন পথে আহার করিবার সুবিধা পান নাই। পূর্ব্বদিন সামান্য আহার জুটিয়াছিল মাত্র। ব্রাহ্মণের হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা। পদ ধৌত করিতে তিনি সরোবরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সেখানে সরোবর-সোপানে একটি যুবতী একটি বালককে প্রহার করিতে নিযুক্ত ছিল। বালক দৃঢ়রূপে রমণীর অঞ্চল ধরিয়াছিল। রমণী তাহার হস্ত হইতে অঞ্চল চ্যুত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। বালকও অঞ্চল ছাড়ে না, রমণীরও প্রহারকার্য্যের বিরাম নাই।

ঘাটে নামিতে নামিতে রতন তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বুঝিলেন, উভয়েই বিপন্ন। বালক নিজের জোর কিছুতেই ছাড়িবে না, রমণীরও প্রহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

বিপন্ন বুঝিয়া রতন তাহাদের কাছে চলিলেন। নিকটে গিয়া দেখেন, যুবতীটি যেমন সুন্দরী, বালকটিও তেমনই সুন্দর। রমণীর বয়স অনুমান পঞ্চবিংশতি, বালকের বয়স দশ। বালক কর্ত্তৃক আকৃষ্ট বসন, অঙ্গ হইতে অর্দ্ধবিচ্ছিন্ন চেলাঞ্চল, আলুথালু কেশপাশ, আলুথালু বেশ—যৌবন-লাবণ্যে ঢলঢল সুন্দরী। সম্মুখে ক্রোধরাগ-রঞ্জিত মুখখানি লইয়া চাঁদ নিঙাড়িয়া গড়া পুতুল—অপূর্ব্ব শ্রেণী দুরন্ত বালক। যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমলের পার্শ্বে নবাবস্থায় কমল-কোরক মুখামুখি দাঁড়াইয়া, কে কার রূপ কাড়াকাড়ি করিতেছে।

নীরবে প্রহারকার্য্য চলিতেছিল। সরোবরের পার্শ্ব দিয়া কত লোক যাতায়াত করিল, কেহ দেখিল না। রতন তাহাদের সমীপস্থ হইলেও তাহারা ফিরিয়া চাহিল না। রমণী বালকের পৃষ্ঠে যেমন চাপড় মারিতেছিল, তেমনই মারিতে লাগিল; বালকও যেমন কাপড় ধরিয়া টানিতেছিল, তেমনই টানিতে লাগিল।

রতন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কর কি মা! বালক যে মারা যায়?" অপরিচিত পুরুষকে সমীপস্থ দেখিয়া রমণী অঙ্গ ঢাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বালক কিছুতেই তাহা করিতে দিল না। রতন তখন বুঝিলেন যে, রমণীই অধিকতর বিপন্না। তিনি আর সময়ক্ষেপ না করিয়া বালকের হাত ধরিলেন, অতি কষ্টে কাপড় হইতে হাত ছাড়াইলেন। বালক কাপড় ছাড়িয়া রতনকে ধরিল। হাত ছাড়িয়া, ক্ষুদ্র মুষ্টিদ্বারা অবিরত প্রহার করিয়া রতনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; নখাঘাতে জর্জ্জরিত করিল। বালকের অত্যাচারে রতন বড়ই আনন্দ অনুভব করিলেন। নারায়ণীর পরে আর কেহ তাঁহাকে এরূপ মধুর অত্যাচারে উৎপীড়িত করে নাই। বৃদ্ধের লাঞ্ছনা দেখিয়া রমণী কিন্তু লজ্জিতা হইল। সর্ব্বগাত্র সাবধানে আবৃত করিয়া আঁচলে কোমর বাঁধিয়া আগে সে, আপনাকে বালকের সহিত যুঝিবার উপযোগী করিয়া লইল। তার পর বালককে পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। বলিল—"এ দুষ্ট বালক, আপনি রাখিতে পারিবেন না, আমাকে দিন।"

রতন বলিলেন—"আমি ইহাকে আয়ত্তে আনিয়াছি। কোথায় যাইতে হইবে, বল, কোলে লইয়া যাব।"

বস্তুতঃ বালক তখনও পর্য্যন্ত আয়ত্তে আসে নাই। বালককে তাঁহার বক্ষে, স্কন্ধে, [illegible] প্রহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই [illegible] সময়ের মধ্যে তাঁহার উষ্ণীষটি মুক্তি[illegible] আশ্রয় করিয়াছে, মাথার দুই চারি গুচ্ছ পককেশ স্থানচ্যুত হইয়াছে।

যুবতী ব্রাহ্মণের কথায় প্রতিবাদ করিল না। বৃদ্ধের উষ্ণীষটি ধূলায় মাখামাখি হইতেছিল, সেইটি তুলিয়া তাঁহার হাতে দিতে গেল। উষ্ণীষ তুলিতে [illegible] দেখিতে পাইল, সেই সঙ্গে একখানি পত্রও পড়িয়া গিয়াছে। উষ্ণীষের সঙ্গে পত্রখানি ব্রাহ্মণের হাতে দিতে গিয়া, সে দেখিতে পাইল, পত্র-শিরে "শৈলজানন্দ সিং" নাম লেখা।

যুবতী বৃদ্ধের মুখপানে চাহিল। ব্রাহ্মণ তখন বালকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। অবসর পাইয়া সে শিরোনামাটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। চারিদিক হইতে অন্ধকার ধরিত্রীকে আবৃত করিতে আসিতেছিল; তাহাতে কিছু অংশ আন্দাজে পড়িতে হইল এবং রমণীর পিপাসিত দৃষ্টিকে অতৃপ্ত রাখিয়া, অক্ষরগুলির সমীপ হইতে ধীরে ধীরে [illegible] দিল। ব্রাহ্মণ উষ্ণীষের সঙ্গে পত্রখানি গ্রহণ করিতে গিয়া বুঝিলেন, রমণীর হস্ত কম্পিত হইতেছে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্রোড়ের মত্ত বালক [illegible] স্থির [illegible], অক্ষরকয়টির গায়ে একটু [illegible] লাগিল। তাহা, দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া, রমণীর মনে একটু মাদকতার সঞ্চার করিয়াছিল। [illegible] একটু অংশ বাহুবল্লীতে [illegible] করিয়া, দেহলতাখানিকে ঈষৎ ঈষৎ আন্দোলিত করিয়াছিল। [illegible]হীন ব্রাহ্মণ স্থির করিল, উহা অতি পরিশ্রমের [illegible]। বালকের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিশ্রান্তা রমণীর হস্তখানি প্রহার-প্রযত্নে অবসন্ন হইয়াছে।

পত্রখানি পুনর্গ্রহণ করিয়া রতন যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শৈলজানন্দকে জান?"

"জানি।"

"বাঁচাইলে। তাহার অনুসন্ধান করিয়া আমি হয়রাণ হইয়াছি।"

"[illegible]"

"[illegible] দূর হইতে। দুই দিন ধরিয়া পথ চলিতেছি।"

"আমার সঙ্গে আসুন।"

রমণী শৈলজানন্দের ঘর দেখাইতে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া চলিল। আহার প্রতিশ্রুতি না পাইয়া [illegible] অনভিজ্ঞ, ক্রমে বালক [illegible] করিয়া [illegible] এবং অবশেষে পাইয়া [illegible] বিশ্রাম গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[illegible] বৃদ্ধ [illegible] "শৈলজানন্দ" [illegible] হইয়া [illegible] বেশ। [illegible] "[illegible]" [illegible] হইলে অমন [illegible] "[illegible]" হয়। [illegible] শৈলজানন্দের [illegible] অগ্নিবর্ণ [illegible] বৈষ্ণবদিগের [illegible] আচার [illegible] হইল, [illegible] অভ্যস্ত [illegible] বিশেষ [illegible] অপরিচিত, এক জন রমণীর [illegible] ব্যক্তির [illegible] করিতে নয়, তাহা হইলে সে [illegible] রমণীর [illegible] বটিতে, ব্রাহ্মণ [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, [illegible] ব্রাহ্মণও পথ [illegible] পড়িতে বিস্ময় [illegible] আপনা [illegible] একবার মনে করিলেন, রমণীকে জিজ্ঞাসা করিবেন। আবার ভাবিলেন, একটু পরেই ত শৈলজানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তখনই সন্দেহটা মিটাইয়া লইব।

রমণী দূর হইতে শৈলজানন্দের বাড়ী দেখাইয়া দিল। বলিল, "চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে যে দ্বার, তাহা দিয়া বাটীতে প্রবেশ করিবেন না। আরও কিছু [illegible], একটা সরু পথের ধারে একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া ভিতরে যাইবেন। [illegible] দেখা হইবে না।" রতনের বিস্ময় বাড়িয়া গেল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

রমণী উত্তর দিল না। বালককে ব্রাহ্মণের কোল হইতে নামিতে আদেশ করিল।

রতন বলিলেন, "অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]। [illegible] [illegible]।

[illegible]। [illegible] পুরুষ, [illegible]।

[illegible]। [illegible]

[illegible]

কুমারী। তিনি [illegible] আমাকে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible]

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চতুর্থ খণ্ড

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Micro

আলাদিন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আলাদিন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মন্ত্রী। কেন, সে কোন্ দেশের শাহজাদী হচ্ছে।

কেশ। [illegible]

মন্ত্রী। তোমার শাদী আর কার সঙ্গে হবে? কোন্ আমাদের রাজপুত্রের সঙ্গে।

কেশ। [illegible] আর আমি তাদের [illegible] করিব।

মন্ত্রী। এ কি কথা শাহজাদী? তবে কি [illegible] শাদী হবে না?

কেশ। [illegible] যদি [illegible]

মন্ত্রী। এ কি কথা রাজকুমারি? [illegible] তোমার শাদী দিচ্ছেন? [illegible] কি তোমার পছন্দ নয়?

কেশ। [illegible] আমি [illegible] কি, দুনিয়ার [illegible] —আমার [illegible] —শুধু [illegible] কিন্তু [illegible] না।

মন্ত্রী। তাই বেশ, [illegible] শাহজাদী, তোমার [illegible] তা তো [illegible] না, [illegible]

কেশ। একটী তোতা।

মন্ত্রী। তোতা? তোতা কি?

কেশ। [illegible] একটী তোতা। [illegible] না কোরে থাকতে পারি না যদি।

মন্ত্রী। [illegible] শাহজাদি?

কেশ। [illegible]

মন্ত্রী। [illegible] কি? [illegible] কি হলো? [illegible]

কেশ। আমার শরীর খারাপ হোয়েছে। হায়, কেন শাহজাদী হতে গেলাম! ভিখারিণী হলুম না কেন?

(গীত)

সখী যে আমারে পাগল করে গো।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কেশ। [illegible]

রাজা। [illegible]

রাজা। তোমাকে এক দণ্ড ছেড়ে থাকতে আমি মোটেই পারবো না; তাই মা, তোমাকে আমি কোন রাজপুত্রের হাতে দিতে পারবো না; [illegible] তোমাকে শাদী কোরে দেশে নিয়ে যাবে, আর পাঠাবে না, আর তোমাকে দেখতে পাবো না, তাই তোমাকে রাজপুত্রের হাতে দিতে পারবো না, তাই দেশের ভেতর থেকে পাত্র খুঁজে তোমার বর মনোনীত করিছি, তুমি বিবাহের পরও আমার কাছে থেকে আনন্দ করবে, আমি দেখবো এ দেখে আনন্দ

যাব বলেই না ; আজ না, দুদিন পরে, ... দাস বল, তাদের আমার সঙ্গে দুটো কথা কও, ... হও, এ বিবাহে আমার মর্য্যাদা তুমি দে না, আনন্দ ... না দেখলে, আমার ... আলাদিনের প্রতি) এস প্রাণ, তোমার ভাবী পত্নীর কথা কও, আমি ততক্ষণ ঘুম ভাঙবার তোমার অপেক্ষা করি।......

[প্রস্থান ;

দেব। (স্বগত) তাই তো ! তাই তো ! এ ... তুমি দেখে আমি কি কোরে আনন্দ প্রকাশ করি ?

১ম স। শাহজাদী, যদি ক্রুদ্ধ না হও, তা হ'লে আমি একটু আমোদ করি।

দেব। আমোদ করবার প্রবৃত্তি থাকে, আমোদ কর, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

১ম স। চারদিকে চাইছ কিসে ? আমার দিকে দেখ।

আল। এই যে দেখছি, এই যে দেখছি।

১ম স। কই দেখছো ? আমি তোমার দেখবার আশায় ... চাতকিনীর মতন দাঁড়িয়ে আছি। আর তুমি কী কোরে ... পানে চেয়ে আছ ?

আল। হাঁ, হাঁ, আছি বটে, আছি বটে, তা তুমিই কি রাজকুমারী ? আমার অভিষ্টদেব প্রাণেশ্বরী ?

১ম স। কেন, ভবিষ্যৎ কেন, বর্ত্তমানের কি নই ?

আল। হবে না কেন ? হবে না কেন ? তবে কি আর রাজকুমারি ! আমি উজীরের ছেলে, তুমি কিসে বড় কবি। না দাঁড়ালে বিশ্বাস নেই, না দাঁড়ালে বিশ্বাস নেই।

১ম স। ওঃ, তা হ'লে তুমি ছেলের ব্যবস্থা করতে এসেছ ? আমি তোমার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকুল হিয়েতে মরছি, আর তুমি বসে বোসে চাঁদ বদনে দেখে পিরীতের দাম কষাকষি করছো ? ছিঃ প্রাণেশ্বর, নব বধু, নব অনুরাগ, ... এখন বেহায়া আচরণ করো কেন ?

আল। ... প্রাণেশ্বরি, ... কিছু মনে করো না।

দেব। তাই তো, ... কি কথা ?

১ম স। তুমি থাম।

দেব। বাঁকা আচ্ছাদে পাইলে যে কোথায় কোরে ফেলবে।

১ম স। এ রকম বচনের পত্নীপতি কথায় ... কোথায় গেল। এক পরে যুক্ত আর ... উপরেই হবে, তখন দেখ আমোদটা কোরে নিই। কি পত্নীকে, আমার ... কি তোমার পছন্দ হয়েছে ?

পত্নীগণ। ... ...

আল। ... ... পছন্দ হোয়েছে ? পছন্দ হোয়েছে ? ... আমি ... ... খুব দেখেছি, ... একটু দেখেছি, ... হয়েছে।

১ম স। কি বলো, ... বহিলে কেন ? ... ... তোমার এই পত্নীটি কিছু ... ...।

আল। ... ... হয়েছে, তুমি আমার ... ... আমরাই অবলা।

১ম স। আহা, প্রাণেশ্বর আমার অবলা ; তুমি আমার প্রাণেশ্বরের সঙ্গে দুটো আলাপ কর, কি বল—... ... ? আমাকে চাও, না আমার পত্নীকে চাও ?

আল। আমি বুঝি ... ? ... ... বলো—আমি বুঝি ... না ? তোমায় চাইলে তোমারও ..., পত্নীও ..., পত্নীকে চাইলে তো তোমায় ... না ?

১ম স। ... ..., ..., আমার প্রাণেশ্বরের ... ..., তুমি দেখ।

আল। আচ্ছা, তুমি যদি রাজকুমারী, তা হলে ... ... তোমার চেয়ে ভাল কেন ?

১ম স। এই তো ... তুমি ..., একটা বুঝতে ... না ... ? ... অন্দর, চাতকিনীর এই ... ... না ? ... তোমার ... ... আলাপ করিনি, ... দেখেই ফেলেছি, ... ছিল পত্নী, আলাপের আভিনয় কোরে ... ... দিয়েছি। কিন্তু দেখ ... আমিই প্রাণেশ্বরের সঙ্গে আমোদ করবো, আর তুমি দুটো ... কোরে দাঁড়িয়ে থাকবে, তা আমার সইবে না ; কথা কইতে হয়, কথা কও, আর যদি না কও, তা হ'লে আমি আমার প্রাণেশ্বরকে নিয়ে ... ... ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তৃতীয় অঙ্ক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পাত্র

[illegible]	...	...	[illegible]
[illegible]	...	...	[illegible]
[illegible]	...	...	
[illegible]	...	...	[illegible]
[illegible]	...	...	[illegible]
[illegible]	...	...	[illegible]
[illegible]	...	...	[illegible]

[illegible]

পাত্রী

[illegible]	...	...	[illegible]
[illegible]	...	...	[illegible]
[illegible]	...	...	[illegible]
[illegible]	...	...	[illegible]
[illegible]	...	...	[illegible]
[illegible]	...	...	[illegible]

[illegible]

জয়শ্রী

প্রথম অঙ্ক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তৃতীয় অঙ্ক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

([illegible])

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] যে [illegible] হয়ে গেল,
[illegible] হয়ে গেল,
[illegible]
[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible] চুপ [illegible] দাও [illegible]

[illegible]

[illegible] দিয়ে [illegible] দাও [illegible] হয় [illegible] ভাবে।

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]

([illegible] প্রবেশ)

[illegible]

কুন্তী

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]?"

"[illegible]?"

"[illegible]?"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]?"

"[illegible]?"

"[illegible]?"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"খুড়া ?"

"সে যে মেয়েই বটে!"

"ব্যাপার কি ভাবি ?"

"তুই ও কি করছিস্ দাদা ?"

"তুলসীকে ক্ষেপের মতন খুঁজছি।"

"বেশ করছিস্। দাদা, আর একটা বউ নিবি ?"

"আর না। ঢের হইছে রে ভাবি।"

"দেখ না, এমন বউ আর পাবি না। ভাল না লাগে, না নিবি।"

মস্ত মাধব ব্যাপারটা কি, বুঝিতে পারিল না। সে অসহিষ্ণুভাবে বার দুই কাঃ, কাঃ করিয়া ভূমি হইতে পাঠ গ্রহণ করিতে গেল।

ভাবিনী তাড়াতাড়ি দাওয়ার উপরে উঠিয়া মাধবের হাত ধরিয়া ফেলিল।

"একবার তাকে দেখ। ভাল না লাগে, ফেলে চ'লে যাস্। তার পর যত পারিস্, নেশা কর। আমি বইতে নারবো।"

"বইতে নারবি!"

"কিছুতে পারী ক'রে তোর কাছে চ'লে যাব। কেবল তোর জন্যই ত আইছি রে। তোর দুঃখ আর দেখতে নারলাম।"

এমনই সময়ে বাহির দিক হইতে শব্দ উঠিল, "কৈ রে ভাবি, কোথায় তোর ভাই ?"

বলিতে বলিতে এক দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠকায় বৃদ্ধ, হাতে লাঠি, মাথায় পাগড়ী, মাধবের দৃষ্টি-পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

"ইনি কে হইছেন রে, ভাবি ?"

ভাবিনী তাহাকে কোনও উত্তর না দিয়া আগন্তুককে বলিল, "এই গো মেসো, এই আমার ভাই।"

আগন্তুক অন্য কেহ নহে, প্রহ্লাদ। বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে মাধবকে সম্বোধন করিল, "তোর স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে এনেছি। সে আমার বাড়ীতে আট মাস আশ্রয় নিয়ে আছে। এই আট মাস আমার স্ত্রী তাকে সন্তানের মত কাছে রেখেছিল। বড় রূপবতী মেয়ে, বড় লক্ষ্মী, সে তোর ক্ষেত্রে একটা ভুল করেছিল। দেখ, তাকে ঘরে নিবি ? না নিস্, তাতেও আমার দুঃখ নেই। যত দিন আমরা বুড়োবুড়ী বেঁচে থাকবো, তত দিন তাকে মেয়ের মতনই আদর করব। আমাদের ছেলেমেয়ে ছিল না —দেখ বুঝে মাধব।"

"কোথায় সে রইছেন মেসো ?"

"আগে বল,—আমাকে এই রাতেই ফিরে যেতে হবে। তোর বোনকেও আমি তার অনেক ক্ষতি ক'রে সঙ্গে এনেছি। সেখানে সে রোজ দশ আনা ক'রে মজুরী পাচ্ছিল। তোর স্ত্রীর জন্যই ক'রে এনেছি। আগে বল্।"

ভাবিনী ছুটিয়া প্রহ্লাদের পা জড়াইয়া বলিল, "আর কেন মেসো, মিছে দেরী করিস্। সে, তোর বেটিকে ভাইয়ের হাতে দ'রে দে।"

"দে মেসো, মেসো রে, আমার জীবনটা ফিরিয়ে দে।"

"আয় রে বেটা, সঙ্গে আয়।"

১৪

গোকুলদীঘির পাড়ে একটা আম্রবৃক্ষের অন্তরালে নির্জনে ফুলকুমারী বসিয়া ছিল। বসিয়াছিল সে স্বামীকে দেখিবার ব্যাকুল প্রতীক্ষায়। সম্মুখে জ্যোৎস্না, পশ্চাতে জ্যোৎস্না, শুধু সেই আম্রতলে তাহার অন্তরের প্রতিচ্ছবি মূর্ত্ত অন্ধকার।

বসিয়া বসিয়া সে দেখিল, কে এক জন পাড়ের অপর দিক দিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। কে সে, দূর হইতে ফুলকুমারী তাহা বুঝিতে পারিল না। পাছে স্বামী না হইয়া সে গ্রামের অন্য কেহ হয়, তাহাকে দেখিলে এবং চিনিলে লজ্জায় সে মরিয়া যাইবে বুঝিয়া ফুলকুমারী গাছের গুঁড়ির অন্তরালে আত্মগোপন করিল।

মাধবকে না চিনিবার অনেকটা কারণ ঘটিয়াছিল। তুলসীর অন্বেষণে বাহির হইয়া পথে সে একবারেই ক্ষৌরকার্য্য করিবার সুবিধা পায় নাই। বাড়ীতে আসিয়াও দেহের উপর অনাস্থাবশে সে একবারেই ক্ষৌরকার্য্য উঠাইয়া দিয়াছিল। তাহার শ্মশ্রু, কেশ বর্দ্ধিত হইয়া ফুলকুমারীর দৃষ্টিতে তাহাকে না চিনিবার মতই করিয়াছিল। বিশেষতঃ, সেই রাত্রিকালে। আসিতে আসিতে মাধব আম্রবৃক্ষের সমীপস্থ হইলেও ফুলকুমারী তাহাকে চিনিতে পারিল না। সে বিশেষ সঙ্কুচিতভাবে নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাধব নিজে বুঝিতে না পারিলেও, তাহার নেশা কম হয় নাই। আমগাছের নিকটে আসিয়া নেশার ঝোঁকে সে দেখিল, সেখানে কেহই নাই। সে

একবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে মেগো, কৈ আমার ফুল্লী?",

"চেঁচাস্ না, রইছি যে" বলিয়াই ফুল্লকুমারী একটু অগ্রসর হইল।

"রইছিস—আয়, আয় ফুল্লি, একটা বছর আমার ঘর আঁধার হইছে যে।"

মস্তকায় অতি আনন্দের বেগে ফুল্লকুমারীকে বাহুপাশে বাঁধিতে আসিয়া তাহার সম্মুখে মাধব আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

ফুল্লকুমারী [illegible] সহিত তাহাকে [illegible] উঠাইয়া বসাইতে বসাইতে বলিল, "এ কি ভুলের মত, রইছিস্ যে, আমি তোকে চিনতে পারি নাই।"

"আমাকে যে তোর [illegible] নাই যে ফুল্লি, তাই ভুল হয়েছে", বলিয়া মাধব উপস্থিত [illegible] ফুল্লকুমারীর [illegible] বলিল।

[illegible] এক কথাইয়া বিপুল আবেগে উচ্ছ্বসিত [illegible] পাছে বিক্ষুব্ধ [illegible] করিল।

"[illegible], আমাকে [illegible] কিনি?"

"[illegible]—উঠে [illegible], মেগো [illegible] যেতে চাচ্ছে" বলিয়া [illegible] তাহাদের [illegible] উপক্রমেই [illegible] করিয়া দিল।

"[illegible] আর [illegible] পারমুচি [illegible] থেকে না। [illegible], আবার পাগল [illegible] বড় [illegible] দিস না।"

"[illegible]?"

[illegible] কথা শুনিয়া [illegible] সকলেই [illegible] [illegible]।

[illegible] সম্বোধন করিয়া [illegible] নিকটে আসিল। আসিয়াই বলিল, "এইখানে [illegible] থেকে পারি না?"

"[illegible] তোকে ছেড়ে দিতে [illegible] বাবা?" বলিয়াই মাধবের কানে কানে ফুল্লকুমারী বলিল, "[illegible] খেয়েছিস্?"

মাধব বলিল, "[illegible] খেয়েছি।"

"আর কইছে?"

"[illegible] হইছে, পুরা [illegible]।"

"মেগোকে ধর, ছাড়িস্ না, তাকে একটু খেতে দে। বড় কষ্ট ক'রে আইচে।"

[illegible] বলিল, "থাকবার যে উপায় নেই মা। মেয়ে ত এনেছিস্, তোর মাসী একা।"

ভাগিনী বলিল, "কেন মেগো, বাপকে ত তোমার [illegible] আমুতে রেখে আইচি।"

সকলে মিলিয়া [illegible] থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল—[illegible] তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল আর [illegible] দিয়া মেগোকে [illegible] দূর করিতে অনুরোধ করিল।

[illegible] বাবো মস্ত [illegible] চলিত। [illegible] তাহার শরীরটা বড়ই [illegible]। সে [illegible] দূর করিবার লোভ [illegible] পারিল না। বলিল, "যেতে [illegible] তবে তোর মাথা কাটাতে [illegible]?"

"[illegible] আমি তোমারই ত [illegible] তোমার [illegible] সেই দয়াময়ী [illegible]।"

ফুল্লকুমারী [illegible] তাহার বহুদিনের [illegible] মেগোকে [illegible] লইয়া আসিল।

[illegible] সেই [illegible] সংবাদ [illegible] না, [illegible] হইলে [illegible] না।

[illegible] হইলেন, বলিলেন, [illegible] তাহাদের [illegible] ভার [illegible] গ্রহণ করিলেন।

[illegible] সঙ্গে [illegible] কিছু পূর্বে [illegible] লইয়া [illegible] হইতে প্রস্থান করিল। [illegible] কাহারও ইচ্ছা ছিল না।

[illegible] টাকা [illegible] মাধবের [illegible] দিল। আর বলিল, সে এক জন সে দেশের [illegible] মাসে তাহার ত্রিশ চল্লিশ টাকা আয়, [illegible] বিক্রয় করিয়া [illegible] আয় উপার্জন করে, সংসারে [illegible] তাহারাই দুই জন—যদি [illegible] তাহার [illegible] লইয়া তাহার ঘরে থাকিতে ইচ্ছা করে, কোনও কায কর্ম্ম না করিলেও সে [illegible] তাহাদের ভরণপোষণের ভার হইতে পারে।

* * * *

"খুড়ো ?"

"সে যে মেয়েই হইচে।"

"ব্যাপার কি ভাবি ?"

"তুই ও কি করছিস্ দাদা ?"

"তুলসীকে জন্মের মতন ভুলছি।"

"বেশ করছিস্। দাদা, আর একটা বউ নিবি ?"

"আর না। ঢের হইছে যে ভাবি!"

"দেখ না, এমন বউ আর পাবি না। ভাল না লাগে, না নিবি।"

মন্ত মাধব ব্যাপারটা কি, বুঝিতে পারিল না; স অসহিষ্ণুভাবে বার দুই না, না বলিয়া ভূমি হইতে পাত্র গ্রহণ করিতে গেল।

ভাবিনী তাড়াতাড়ি দাওয়ার উপরে উঠিয়া মাধবের হাত ধরিয়া ফেলিল।

"একবার তাকে দেখ। ভাল না লাগে, দেখে চলে যাস্। তার পরে যত পারিস্, নেশা কর। আমি বলিতে নারব।"

"বলিতে নারবি!"

"কিরূপে পাড়া ক'রে কোলকাতায় চলে যাব। কেবল তোর জন্যই এ আইচি রে। তোর দুঃখ আর দেখতে নারলাম।"

এমনই সময়ে বাহির দিক হইতে শব্দ উঠিল, "কৈ রে ভাবি, কোথায় তোর ভাই ?"

বলিতে বলিতে এক দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠকায় বৃদ্ধ, হাতে লাঠী, মাথায় পাগড়ী, মাধবের গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।

"ইনি কে হইছেন রে, ভাবি ?"

ভাবিনী তাহাকে কোনও উত্তর না দিয়া আগন্তুককে বলিল, "এই গো মেসো, এই আমার ভাই।"

আগন্তুক অন্য কেহ নহে, প্রহ্লাদ। বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে মাধবকে সম্বোধন করিল, "তোর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সে আমার বাড়ীতে আট মাস আশ্রয় নিয়ে আছে। এই আট মাস আমার স্ত্রী তাকে সন্তানের মত কাছে রেখেছিল। বড় গুণবতী মেয়ে, বড় লক্ষ্মী, সে তোর ঘরে একটা ভুল করেছিল। বল্, তাকে ঘরে নিবি ? না নিস্, তাতেও আমার দুঃখ নেই। যত দিন আমরা বুড়োবুড়ী বেঁচে থাকবো, তত দিন তাকে মেয়ের মতনই আদর করব। আমাদের ছেলেমেয়ে ছিল না —সেই দুঃখ ঘুচে যাবে।"

"কোথায় সে রইছেন মেসো ?"

"আগে বল্,—আমাকে এই রাত্রেই ফিরে যেতে হবে। তোর বোনকেও আমি তার অনেক খাতির ক'রে সঙ্গে এনেছি। সেখানে সে রোজ দশ আনা ক'রে মজুরী পাচ্ছিল। তোর স্ত্রীর জন্যই ধ'রে এনেছি। আগে বল্।"

ভাবিনী ছুটিয়া প্রহ্লাদের পা জড়াইয়া বলিল, "আর কেন মেসো, মিছে দেরী করিস্। সে, তোর বোঁটিকে ভাইয়ের হাতে ধ'রে দে।"

"হে মেসো, মেসো রে, আমার জীবনটা ফিরিয়ে দে।"

"আয় রে বেটা, সঙ্গে আয়।"

২৪

গোকুলচাঁদের পাড়ে একটা আম্রবৃক্ষের অন্তরালে নির্জনে কুলকুমারী বসিয়া ছিল। ভাবিতেছিল সে স্বামীকে দেখিবার আকুল প্রতীক্ষায়। সম্মুখে জ্যোৎস্না, পশ্চাতে জ্যোৎস্না, শুধু সেই আম্রতলে তাহার অন্তরের প্রতিচ্ছবি কালো অন্ধকার।

বসিয়া বসিয়া সে দেখিল, কে এক জন পাড়ের অপর দিক দিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। কে সে, দূর হইতে কুলকুমারী তাহা বুঝিতে পারিল না। পাছে স্বামী না হইয়া সে গ্রামের আর কেহ হয়, তাহাকে দেখিতে এবং চিনিতে লজ্জায় সে মরিয়া যাইবে, বুঝিয়া কুলকুমারী গাছের গুঁড়ির অন্তরালে আত্মগোপন করিল।

মাধবকে না চিনিবার অনেকটা কারণ ঘটিয়াছিল। তুলসীর অন্বেষণে বাহির হইয়া পথে সে এক দিনেরই ক্ষৌরকার্য্য করিবার সুবিধা পায় নাই। বাড়ীতে আসিয়াও দেহের উপর অনাস্থাবশে সে একবারেই ক্ষৌরকার্য্য উঠাইয়া দিয়াছিল। তাহার মুখ, বেশ বর্দ্ধিত হইয়া কুলকুমারীর দৃষ্টিতে তাহাকে না চিনিবার মতই করিয়াছিল। বিশেষতঃ, সেই রাত্রিকালে। আসিতে আসিতে মাধব আম্রবৃক্ষের সমীপস্থ হইলেও কুলকুমারী তাহাকে চিনিতে পারিল না; সে বিশেষ সঙ্কুচিতভাবে নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাধব নিজে বুঝিতে না পারিলেও, তাহার নেশা কম হয় নাই। আমগাছের নিকটে আসিয়া নেশার ঝোঁকে সে দেখিল, সেখানে কেহই নাই। সে

একবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে মেগো, কৈ আমার কুলী?"

"চেঁচাস্ না, রইছি রে" বলিয়াই কুলকুমারী একটু অগ্রসর হইল।

"রইছিস—আয়, আয় কুলি, একটা বছর আঁধার ঘর আঁধার হইছে রে!"

মত্ততায় অতি আনন্দের বেগে কুলকুমারীকে বাহুপাশে বাঁধিতে আসিয়া তাহার সমুখে মাথা আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

কুলকুমারী ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। উঠাইয়া বসাইতে বসাইতে বলিল, "এ কি ভূতের মত হইছিস্ রে, আমি তোকে চিন্তে পারি নাই।"

"আমাকে যে তোর [illegible] নাই রে কুলি, তাই ভূত হয়েছি", বলিয়া [illegible] উন্মাদিনী [illegible] কুলকুমারীর [illegible] বলিল।

[illegible] কণ্ঠ জড়াইয়া বিপুল আবেগে উন্মত্ত [illegible] চুম্বন [illegible] করিল।

"কী রে, আমাকে [illegible] চিনিস্?"

"কি রে—উঠে [illegible], মেগো [illegible] থেকে আছে," বলিয়া [illegible] তাহাদের অশ্রুপ্লাবন [illegible] বন্ধ করিয়া দিল।

[illegible] আর কোন [illegible] নাই, আবার পাগল [illegible] দিয়ে যা।"

"[illegible]?"

[illegible] কথা শুনিবামাত্র সকলেই সমস্বরে [illegible]।

[illegible] সম্বোধন করিয়া প্রহ্লাদ [illegible] নিকটে আসিল। আসিয়াই বলিল, "এইবারে [illegible] পারি না?"

"[illegible] তোকে ছেড়ে দিতে [illegible]?" বলিয়াই প্রহ্লাদের কানে কানে কুলকুমারী বলিল, "[illegible] এনেছিস্?"

প্রহ্লাদ বলিল, "টুকরা গাঁথেছি।"

"আর কইছে?"

"[illegible] হইছে, পুরা বোতল।"

"মেগোকে ধর, ছাড়িস্ না, তাকে একটু খেতে দে। বড় কষ্ট ক'রে আইছে।"

প্রহ্লাদ বলিল, "খাবার যে উপায় নেই মা! খেতে ত এসেছিস্, তোর মাসী একা।"

ভাগিনী বলিল, "কেন মেগো, বাপকে [illegible] তোমার [illegible] আনুগত্তে রেখে আইছি।"

সকলে মিলিয়া প্রহ্লাদকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল—[illegible] তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল আর [illegible] আকাশ দিয়া মেগোকে তাহার [illegible] দূর করিতে অনুরোধ করিল।

[illegible] মাঝে মাঝে মত্ত [illegible] চলিত। [illegible] তাহার শরীরটা বড়ই [illegible] ছিল। সে [illegible] দূর করিবার কোন [illegible] পারিল না। বলিল, "মেগো [illegible] মাথা কাটিতে [illegible]?"

"[illegible] আমি তোমারই ত রইছি [illegible] তোমার আর [illegible] সেই [illegible]"

[illegible] তাহার বহুদিনের [illegible] মেগোকে ধরিয়া লইয়া আসিল।

[illegible] সেই রাত্রেই সংবাদ দিল। [illegible] মেগোকে [illegible] হইতে [illegible] না।

[illegible] বলিলেন, [illegible] তাহাদের [illegible] তার [illegible] গ্রহণ করিবেন।

[illegible] সঙ্গে [illegible] কিছু পূর্ব্বে [illegible] লইয়া সাহেববাটী হইতে আহ্বান করিল। [illegible] কাহারও ইচ্ছা ছিল না।

[illegible] টাকা [illegible] সাহেবের [illegible] দিল। আর বলিল, সে এক জন সে দেশের [illegible] রাজমিস্ত্রী, মাসে তাহার ত্রিশ চল্লিশ টাকা আয়, [illegible] বিক্রয় করিয়া দিন [illegible] আয় উপার্জ্জন করে, সংসারে খাইবার [illegible] তাহারাই দুই জন—যদি [illegible] তাহার [illegible] লইয়া তাহার ঘরে থাকিতে ইচ্ছা করে, কোনও কাম কর্ম্ম না করিলেও সে অক্লেশে তাহাদের ভরণপোষণের ভার লইতে পারে।

* * * *

মাধবের সংসারে আবার আনন্দ ফিরিয়াছে। কুন্দকুমারীর পুনরাগমন লইয়া গ্রামের কেহই আর বিশেষ কোনও তর্ক-বিতর্ক করিল না। বাউরীরা ফিরিয়া আসিয়া মাধবের বাড়ীতে একটা ভোজে তাহাকে সমাজে নির্দোষ করিয়া লইল।

* * * *

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। এখনও বৈষ্ণবী পাহাড়পুর যাত্রার অভিনয়ে লইয়া তাহার সেবার বাড়ীতে উপস্থিত হইবার সুযোগ ঘটে নাই।

কুন্দকুমারীর পতির সন্তানের কথা হইল, প্রথম দুই এক বার সে সংবাদ আসিয়াছে বটে, হইয়াছিল, কিন্তু সন্তান হয় নাই। এবার তাহারই একটি পুত্র হইয়াছে। সেই সঙ্গে মাধব কুন্দকুমারীর সুখাবস্থা একেবারে নিশ্চয়ই হইয়াছে।

* * * *

পূর্ণ দুই বৎসর পরে। বিন্দু তাহার বাড়ীর ভিতরে গৃহস্থালী কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। একটি আড়াই বৎসরের কন্যা তাহার পিঠের উপর পড়িয়া তাহার চুল টানিয়া তাহাকে উত্যক্ত করিতেছিল। দুই বৎসরের পুত্র সেই বারান্দার উপর হইতে তাহার কুণ্ডল দেখিতেছিল। ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিন্দু বলিয়া উঠিল, "দেখেছিস্ কি বিপদে, মেয়েটাকে ধর্। আজকাল এরা জ্বালিয়ে মারলে যে একেবারে!"

এমন সময়ে বাহিরের দরজায় শব্দ পড়িল,—"মাসী!"

188

দুর্গা

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

নিবেদন

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রী৺চণ্ডীর আখ্যান আমাদের হিন্দুর পরম প্রিয় সামগ্রী। যাহাতে হিন্দু বালক বালিকার জ্ঞাতব্য হয়, এই জন্য 'ভারতীয় বিদুষী' প্রণেতা মদীয় স্নেহভাজন শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সরল বাঙ্গালায় ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইহার কাঠিন্য উপলব্ধি করিয়াছি। সমগ্র দেবীমাহাত্ম্যের আভাস দিতেও পারি নাই, যেটুকু লইয়াছি, তাহাও আশানুরূপ সরল হইয়াছে মনে করি না। সভয়ে জগদম্বিকার নাম স্মরণ করিয়া উহা পাঠক পাঠিকার করে অর্পণ করিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য, এই পুস্তিকা প্রণয়নে আমি মদীয় শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত "দেবীমাহাত্ম্যের" সাহায্য লইয়াছি। তাঁহার কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ এমন সুন্দর ও সরল হইয়াছে যে, স্থানে স্থানে তাহা গ্রহণের লোভ আমি সংবরণ করিতে পারি নাই।

সাতক্ষীরা ভবন
কাশীপুর,
১৫ই আশ্বিন, ১৩১৬।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ শর্ম্মণঃ

উৎসর্গ

আমার পরলোকগত ৺মাতৃদেবীর উদ্দেশে এই মাতৃ-মাহাত্ম্য অর্পণ করিলাম।

লইবার সময় আসিয়াছে। এই মনে করিয়া তিনি পাত্র, মিত্র, অমাত্য, ভৃত্য এই সকলের উপর প্রজাদের তত্ত্ব লইবার ভার দিয়া কিছুদিনের জন্ত পুরমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। পাত্রমিত্রেরাই তাঁহার হইয়া রাজ্য করিতে লাগিল। তিনি এক একবার পুরমধ্য হইতে বাহির হইয়া তাহাদের কাছে প্রজাদের সংবাদ লন, তাহারা একবাক্যে বলে, প্রজারা বেশ সুখে আছে। তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আবার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন।

কিন্তু তা কি কখন চলে? তোমার ঘর, তোমার সংসার, তুমি না দেখিলে, না দেখিয়া শুধু চাকর-বাকরের উপর ভার দিলে, কখন কি সংসার সুশৃঙ্খলে চলে? রাজ্য হইতেছে রাজার সংসার। সমস্ত প্রজা তাঁর সন্তান। তিনি প্রজাসকলকে যে চক্ষে দেখিবেন, অন্যে সেরূপ দেখিবে কেন? তাহার উপর রাজা ভগবানের অংশ। তিনি মহতী দেবতা—কেবল মানুষের রূপ ধরিয়া থাকেন। মানুষের রূপ ধরিয়া রাজ্যের মঙ্গল বিধান করেন। তিনি যে দিকে যে বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন, সেইদিকে সেই বিষয়েই কল্যাণ হইবে। রাজা সুরথ পূর্ব্বে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া প্রজাদের অবস্থা দেখিতেন। যখন তিনি প্রজাদের প্রতি স্নেহনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন, তখনই দেশের যত অকল্যাণ—মারীভয়, অন্য রাজার ভয়, চৌরভয়, অগ্নিভয়—সব দূরে পলাইয়া যাইত। এখন ত আর তাহা নাই। রাজা প্রাসাদের ভিতরে থাকেন, সুতরাং কর্ম্মচারীরা নিজেরা যাহা ভাল বুঝিতে লাগিল, তাহাই করিতে লাগিল। পাত্র-মিত্র সকলেই ত আর খাঁটি লোক হইতে পারে না। সুতরাং সকলে ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারিল না। কাজেই লুকাইয়া রাজ্যে অকল্যাণ প্রবেশ করিতে লাগিল।

দেশে একবার পাপ প্রবেশ করিলে দেশবাসী সকলকেই সেই পাপ অল্পবিস্তর স্পর্শ করে। রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া তুচ্ছ প্রজা কেহই আর পূর্ব্বের মত ধার্ম্মিক রহিল না। রাজা ক্রমে কর্ম্মচারীদের চাটুবাক্যের বশীভূত হইলেন, কর্ম্মচারীরা এক বলিয়া এক করিতে লাগিল; প্রজাদের মধ্যে পরস্পরের আর সেরূপ সদ্ভাব, ভালবাসা রহিল না।

এমনি সময়ে এক অধার্ম্মিক অনাচার রাজা, কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। সেই অধার্ম্মিক রাজার সৈন্যগণও অনাচার-সম্পন্ন। তাহারা রাজার সঙ্গে দলে দলে সুরথের দেশে প্রবেশ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি সেই অনাচারী প্রজা আমাদের দেশ ছাইয়া ফেলিল। ঋষিরা তাহাদিগকে যবন বলিয়াছেন। তাহারা নানা অখাদ্য খাইত, হিন্দুর পবিত্র আহারে তাহাদের রুচি হইত না।

দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহারা নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা এক ঘর হইতে অন্য ঘর, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রাম, এক নগর হইতে অন্য নগর আগুন দিয়া পুড়াইতে লাগিল। শস্যের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিল, দুগ্ধবতী গাভী সকলের প্রাণবধ করিতে লাগিল। রাজ্যমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা সুরথ ভীরু ছিলেন না। তিনি এই উৎপাতের সংবাদ পাইয়াই নিজের সৈন্য-সামন্ত লইয়া শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। রাজার লোকবল বেশী ছিল। এই যবনরাজ তাঁহার আক্রমণ সহ্য করা অসম্ভব মনে করিল, তাই সে সম্মুখ-যুদ্ধ করিতে সাহস করিল না। সে বুঝিল, কৌশলে রাজাকে হারাইতে না পারিলে চলিবে না। রাজার কর্ম্মচারীদের উৎকোচ দিতে লাগিল। শুধু তাই নয়, লুকাইয়া লুকাইয়া প্রজাদের ভিতরেও বিবাদ বাধাইয়া দিল।

যখন রাজার কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মবল গেল, আর প্রজারা পরস্পর বিদ্বেষ করিয়া দুর্ব্বল হইল, তখন সে তাহাদিগকে নানালোভে বশ করিয়া আপনার পক্ষ করিয়া লইল। এবং সেই বিশ্বাসঘাতকদিগের সহায়তায় সহজেই রাজা সুরথকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য হরণ করিল।

ঋষি বলিয়াছেন—"সেই সকল যবনেরা রাজা সুরথের অপেক্ষা বলহীন হইলেও তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিল।"

পরাস্ত হইয়া রাজা নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। এবং রাজধানী বেড়িয়া একটু সামান্য মাত্র দেশ লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুরা তাঁহাকে সেখানেও থাকিতে দিল না। তাঁহার সেই অধার্ম্মিক দুরাত্মা অমাত্য সকল তাঁহাকে দুর্ব্বল বুঝিয়া তাঁহার হাতী, ঘোড়া, টাকাকড়ি সব লুটিয়া লইল, এবং তাঁহাকে একবারে ক্ষমতাহীন করিয়া ফেলিল।

এরূপ অবস্থায় তিনি আর দেশে কেমন করিয়া থাকিতে পারেন? ক্ষমতা গিয়াছে, ধন গিয়াছে, শুধু প্রাণটি এখনও যাইতে বাকী আছে। রাজা প্রাণ রাখিতে ঘর ছাড়িতে প্রস্তুত হইলেন।

এক দিন শীকারের ছল করিয়া তাঁহার প্রিয় ঘোড়াটিতে চড়িয়া তিনি নগর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সাধের রাজধানী পিছনে পড়িয়া রহিল। নগর হইতে বাহির হইবামাত্র অশ্ব তাঁহার প্রভুকে পৃষ্ঠে লইয়া ছুটিল। দেখিতে দেখিতে কত গ্রাম, কত নগর অতিক্রম করিয়া গেল। সাঁতারিয়া কত নদী পার হইল, কত পর্ব্বত লঙ্ঘন করিল তাহার সংখ্যা রহিল না। দূর—দূর—বহু দূর গিয়া অশ্ব রাজাকে লইয়া এক গহন বনে প্রবেশ করিল।

৩

সেই বনে অনেক দূরে এক ঋষির আশ্রম ছিল। রাজা ঘুরিতে ঘুরিতে সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

পাপ আসিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহীরা সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাপ সেখানে রহিয়া গেল। কেবল একটি স্থানে সে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সে এই ঋষির পুণ্যনিকেতন শান্তিময় আশ্রম।

সে আশ্রমের শোভার কথা তোমাদের কেমন করিয়া বলিব? মনের সে ভাব কই? প্রাণের কাহিনী কহিতে পারি এরূপ কথা কই? সে ছবি আঁকিয়া তোমাদের নির্ম্মল চক্ষের উপর ধরিতে পারি, এমন ক্ষমতা কই? আমার সে শোভা দেখিবার চক্ষু নাই, বুঝিবার মর্ম্ম নাই, আঁকিবার তুলি নাই। বর্ণমালার অক্ষরের মসীতে দূর্ব্বা করিয়াছি আমি কোন্ সাহসে পবিত্র ঋষির পবিত্র আশ্রম-ভূমির চিত্র তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব? ব্যাঘ্র ও গাভীতে এক ঘাটে জল খায়, মৃগশিশু সিংহের সহিত খেলা করে, ভেক সর্পের ফণার নৃত্য করে,—এ সকল কথা এখন কে বিশ্বাস করিবে? বৃক্ষ সকল অতিথিকে দেখিয়া শাখা দুলাইয়া সাদরে আহ্বান করে, কোকিল, পাপিয়া গাছ ছাড়িয়া অতিথির স্কন্ধে বসিয়া আবাহনগানে দিক্ পূর্ণ করে, এ কথা যে বলিবে, এখনকার লোকে তাহাকে পাগল বলিতে পারে বৈ কি?

লোকে বলে বলুক, তোমরা কিন্তু তোমাদের নির্ম্মল চিত্তে কল্পনায় সেই ছবির একটি প্রতিবিম্ব তুলিয়া লও। নিজেরাই চিত্রকর হইয়া আশ্রমের শোভার মর্ম্ম অনুভব কর। তাহা হইলে বড়ই আনন্দ পাইবে। যাহারা এ সব গল্প বলিয়া মনে করে, উপন্যাস বলিয়া প্রচার করে, তাহাদেরই দেশের কত লোক এরূপ গল্প রচনা করিয়া নিজেরাও আনন্দভোগ করিয়াছেন, পাঁচ জনকেও দিয়াছেন। এমন কি, আজিও দিতেছেন।

আশ্রমে বেদমূর্ত্তি স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে চারিদিকে ঘেরিয়া শিষ্যগণ বেদগান করিতেছিল। আশ্রমদ্বারে মৃগ, গাভী একত্র শুইয়া শুইয়া চক্ষু মুদিয়া রোমন্থন করিতে করিতে তাহারা যেন বেদগান শুনিতেছিল। হস্তী গানের তালে শুণ্ড দুলাইতেছিল, সিংহ অতি উল্লাসে কেশর কম্পিত করিতেছিল, পাখী নাচিতেছিল। এমন সময় নরপতি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া মুনিকে প্রণাম করিলেন।

যিনি ঋষি, তিনি তিন কালের খবরই বলিতে পারেন। একস্থানে বসিয়া আছেন, তবু পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, তাঁহার জানিতে বাকী থাকে না। তিনি চক্ষু মুদিয়াও সমস্ত দেখিতে পান। রাজাকে কখন না দেখিলেও তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, এবং তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। তিনি রাজার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহাকে আশ্রমে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মুনির অনুরোধ—রাজা "না" বলিতে পারিলেন না। তিনি সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এমন শান্তিময় আশ্রমে বাস করিয়াও রাজা মনে শান্তি পাইলেন না। দিবারাত্রি যখন তখন তাঁহার রাজ্যের কথা মনে উঠিতে লাগিল। তাঁহার সেই সোনার দেশ, সেই সোনার দেশে সোনার অট্টালিকা—সেই অট্টালিকার ভিতরের মণিমাণিক্য, অতুল ধনরাশি, তাঁহার হস্তী, অশ্ব, গো—ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন সমুদায়, সবার উপর তাঁর প্রাণ হইতেও প্রিয়তর প্রজা—সকলে এক সঙ্গে প্রবল চিন্তারূপে ভিখারী রাজার মনটাকে আঁকড়িয়া ধরিল। রাজা তাহাদের ছাড়িতে চাহিলে তাহারা ছাড়িতে চাহিল না।

রাজা কখন ভাবেন—"ভৃত্যগণ, আমার পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে পালিত হইয়া আসিয়াছে। তাহারাই কি না শেষে বিশ্বাসঘাতক হইয়া আমায় [illegible] শত্রুর হাতে ধরিয়া দিল! সেই সকল দুষ্টলোকের হাতে রাজ্যশাসনের ভার পড়িয়াছে। তাহারা কি ধর্ম্মভাবে রাজ্যশাসন করিবে? তাহারা কি প্রজাদের সুখে রাখিতে পারিবে?" কখন ভাবেন, "আমার সেই প্রিয় হস্তী—আমাকে দেখিলে যে শুণ্ড তুলিয়া, [illegible] মস্তক [illegible] দেহটা দুলাইয়া আমার কাছে কত আনন্দ দেখাইত, সে কি বৈরীগণের হাতে পড়িয়া সেরূপ সুখে আছে? আর কি কেহ তাহাকে সেরূপ করিয়া আদর করে, যত্ন করিয়া আহার দেয়?" কখন চিন্তা করেন—"ভৃত্যেরা পূর্ব্বে আমার অনুগত ছিল, এখন তাহারা উৎকোচ [illegible] অন্য রাজার সেবা করিতেছে। [illegible] ও [illegible] যে [illegible] করিত, [illegible] তাহাদের নাই। [illegible] বিশ্বাস করিবে না, [illegible] নিজেদের [illegible] রাখিয়া [illegible] না। যে [illegible] রক্ষা [illegible] [illegible] সুখ [illegible] না। [illegible] আমাদের [illegible] শূন্য হইয়া যাইবে। [illegible] হইবে কি? [illegible] [illegible] [illegible] অতিকষ্টে সঞ্চিত [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]।"

রাজা [illegible] কেবল এই [illegible] চিন্তা করিতে লাগিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] আর না চিন্তার [illegible] কি? সে একবার [illegible] অধিকার করিতে পারিবে, তাহাকে [illegible] [illegible] কঠিন। বরং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহজ [illegible]। [illegible] [illegible], [illegible] যুদ্ধ করিয়া যিনি [illegible] করিয়াছেন, তিনিই [illegible] যোদ্ধা, তিনিই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

রাজা দুঃখ চিন্তায় অত্যন্ত অস্থির হইলেন। তিনি কখন উঠেন, [illegible] বসেন, কখন বা [illegible] [illegible] [illegible] ঘুরিয়া বেড়ান। [illegible] তাঁহার এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি রহিল না।

৪

এক দিন ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি দেখিলেন, সেই মুনির আশ্রমসমীপে এক জন লোক তাঁহারই মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে ব্যক্তিও তাঁহার মত কোন দুঃখী হইবে বিবেচনা করিয়া, তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? এখানে তুমি কি [illegible] আসিয়াছ? তোমাকে শোকান্বিত ও বিমনার মত দেখিতেছি কেন?"

সে ব্যক্তি বলিল—"আমার নাম সমাধি। [illegible] জাতিতে বৈশ্য। ধনিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

রাজা বলিলেন—"তবে তোমার এ দশা দেখিতেছি কেন?"

সমাধি উত্তর [illegible]—"[illegible] লোভে আমার স্ত্রী ও পুত্রগণ আমাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। [illegible] আমার [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]। [illegible] আমি বনে আসিয়াছি।"

রাজা [illegible] [illegible] [illegible]; এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বুঝিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বুঝিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আশ্চর্য্য [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible]—"[illegible] তোমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করি।"

সমাধি বলিল—"[illegible] [illegible] কেমন [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] কোনও [illegible] পারিতেছি না, তাহারা কে কেমন আছে, কিছুই [illegible] পারিতেছি না।"

রাজা [illegible]—"যে স্ত্রী, [illegible] পুত্র, অর্থলোভে তোমাকে দূর করিয়া দিয়াছে, তাহাদের [illegible] তোমার মন [illegible] [illegible] হইতেছে কেন?"

সমাধি বলিল—"আপনি যাহা বলিলেন, [illegible] ঠিক; কিন্তু কি করি? আমার মন ত কিছুতেই এ কথা বুঝিতেছে না। যাহারা ধনের লোভে আমার মমতা পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি ত কোন [illegible] সেই স্ত্রী-পুত্রের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তাহাদের জন্য আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে, চিত্ত বিকল হইতেছে। তাহারা আমাকে চায় না, [illegible] তাহাদের প্রতি আমার মন কিছুতেই নির্ম্মম হইতে পারিতেছে না। [illegible]

যে এরূপ হয়, আমি বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। আমি করি কি ?"

সমাধির কথা শুনিয়া রাজার চৈতন্য হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন—"তাই ত ! আমিই বা এত দিন কি করিতেছিলাম ? কোথায় আমার রাজ্য, আর কোথায় আমার বন ? প্রজা প্রজা যে করিতেছি—সেই প্রজাই বা আমার কোথায় ? রাজ্য শত্রুতে লইয়াছে, অমাত্যগণ বিদ্রোহী হইয়াছে, প্রজাগণ এখন তাহাদের আশ্রয় করিয়াছে। সেখানে আমার বলিবার আর কিছু নাই। তবু আমার আমার করিয়া তাহাদের চিন্তায় পাগল হইতেছি কেন ?"

৫

রাজা সমাধিকে সঙ্গে লইয়া মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"ভগবন্ !. আমি আপনাকে একটি রহস্য জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, উপদেশ দিয়া সেটি আমাকে বুঝাইয়া দিন। মনকে বশ করিতে না পারায় আমার যে দুঃখ হয়, ইহার কারণ কি ? আমার রাজ্য শত্রুতে অধিকার করিয়াছে। বুঝিতেছি, দুঃখ করিলে তাহা ফিরিয়া পাইব না, তথাপি সে রাজ্যের প্রতি আমার মমতা যাইতেছে না, ইহারই বা কারণ কি ? এই বৈশ্যের পুত্রগণ, স্ত্রী, ভৃত্যগণ সকলে মিলিয়া ইহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। ইহার বন্ধুগণের কেহই এই দুঃসময়ে ইহাকে তাহাদের ঘরে স্থান দেয় নাই ; অথচ এই ব্যক্তি তাহাদের জন্য স্নেহে ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। আমরা বুঝিতেছি, আমাদের নিজের বলিয়া কিছুই নাই, তবু আমরা দু'জনেই আমার আমার করিয়া অস্থির হইতেছি, ইহারই বা কারণ কি ? আমাদের উভয়েরই ত জ্ঞান আছে। যাহারা অজ্ঞান, তাহারাই ত এইরূপ দুঃখ করে, তবে আমরা করিতেছি কেন ?"

ঋষি রাজার এই প্রশ্নে যে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত বলিলে তোমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন হইবে। শুধু তোমাদের কেন, আমাদের দেশে এখন কয়জনই বা এমন জ্ঞানী আছেন যে, ঋষিগণের পবিত্র উপদেশ বুঝিতে পারেন ? বুঝিতে পারিলে আমাদের এত দুর্দ্দশাই বা হইবে কেন ? কেহ বুঝিতে পারেন না, কেহ বা বুঝিতে চেষ্টা করেন না। ফলে, প্রায় সকলেই ঋষিবাক্যে অবিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হন। সুতরাং ঋষি যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের তাহার সামান্য ভাবার্থ শুনাইব।

ঋষি বলিলেন—"তোমাদের জ্ঞান আছে, এ কথা কে বলিল ?"

রাজা বলিলেন—"কেন প্রভু, আমাদের মন যে বলিতেছে।"

ঋষি বলিলেন—"মহারাজ ! তোমাদের যে জ্ঞান, এ জ্ঞান পশুপক্ষীতেও আছে। তবে তোমরা যদি জ্ঞানী হও, তা' হ'লে তাহারাই বা জ্ঞানী হইবে না কেন ?"

"এ কি কথা ! ঋষির মতে পশু ও আমরা সমান হইলাম ! কথাটা ত বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। অথচ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋষিরা ভুলেও মিথ্যা কহিতে জানিতেন না ! তবে আমরা এতকাল যে জ্ঞানের অহঙ্কার করিয়া আসিতেছি, সেটা কি জ্ঞানই নয় ? মুনিবর যেমন রাজাকে বলিতে লাগিলেন—"মনুষ্যগণ জ্ঞানী, ইহা সত্য বটে ; কিন্তু কেবল তাহারাই যে জ্ঞানী, এমন নয় ; পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি সকলেরই জ্ঞান আছে। ইহাকেই সাধারণ জ্ঞান বলে। ইহা মানুষেরও যেরূপ, ইতর প্রাণিগণেরও সেইরূপ। মা যেমন ক্ষুধায় কাতর হইলেও ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের মুখে আহার না দিয়া নিজে আহার করেন না, পক্ষিগণও সেইরূপ করিয়া থাকে। সামান্য জ্ঞানসত্ত্বেও ইহারা শাবকদের প্রতি কেমন মমতা দেখায় দেখ। নিজে ক্ষুধায় কাতর তথাপি শাবকের চঞ্চুতে নিজের মুখের আহার তুলিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া থাকে। আমরা যেমন সন্তানকে পালন করিতেছি ; আমাদের বৃদ্ধ বয়সে যখন আমরা অশক্ত হইব, তখন সন্তানগণও আমাদিগকে এইভাবে পালন করিবে, এই আশাতেই না লোকে পুত্রগণের প্রতি মমতা দেখাইয়া থাকে, ইহা দেখিতে পাও নি ?"

অনেকেই হয় ত বলিবেন—"এ কি কথা ? কবে পুত্র আমাদের ভরণ-পোষণ করিবে, অশক্ত দেখিয়া সেবা করিবে, এই আশাতেই কি আমরা প্রাণপাত করিয়া পুত্রকন্যাদের পালন করিতেছি ?" অনেক মা হয় ত বলিবেন—"আমার গোপাল আবার বাঁচিবে ? বাঁচিয়া আমার সেবা করিবে ? সে

বাঁচিয়া সুখে থাক; আমি দেখিয়া মরি। তাহার সেবায় আমার কাজ নাই; আমি সেবা করিতে হয়, করিয়া যাই। তবে আমি সুরথ রাজাকে যে কথা বলিলেন, এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?"

আমাদের অল্প জ্ঞান, আমরাই বা কেমন করিয়া ইহার উত্তর দিব? ইহার উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, নিজে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। এ উত্তর গুরুকর্তা দিলে যেমন দিতে পারিবেন, অন্যে সেরূপ পারিবে না। সাধুরা বলেন, সাধারণ মানুষের যে অপরকে ভালবাসা সে নিজের সুখের জন্য, পরের জন্য নয়। তাই নিজেকে ভালবাসেন বলিয়াই তাহাকে ভালবাসেন; পিতা ও মাতা আত্মপ্রীতির জন্যই সন্তানকে স্নেহ-মমতা দেখাইয়া থাকেন।

যিনি শুধু ভালবাসিবার জন্যই তাঁহার জাতি-ভগিনীগুলিকে ভালবাসেন, তিনি আমাদের সকলেরই ভাই; যে পিতা ও যে মাতা শুধু পুত্র-কন্যাকে স্নেহপাশে তাহাদের প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণেরই জনক জননী। তাঁহাদের পুত্র-কন্যা তাঁহাদের কাছে যেরূপ স্নেহ ও মমতা পাইয়া থাকে, আমরা যদি কখন তাঁহাদের দ্বারস্থ হই, তাহা হইলে আমরাও সেইরূপ স্নেহমমতা তাঁহাদের কাছে পাইবার প্রত্যাশা করি। সুখে আনন্দ, দুঃখে শান্তি—এই স্নেহ-সুধার জন্য তাঁহারা শুধু তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য তুলিয়া রাখেন নাই। অনাথ, আতুর যে কোন অতিথি যখনই তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হউক না কেন, তখনই তাহারা সেই অঞ্জলিভরা কুসুম-সৌরভে মত্ত হইয়া থাকে। ইহার নাম দয়া।

সংসারে যে আকর্ষণে আমরা পুত্র কন্যা, সহোদর, আত্মীয়-স্বজনকে আপনার করিয়া লইয়াছি, তাহার নাম মায়া। এই মায়াই জগতের সমস্ত জীবকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

রাজা সুরথ ঋষির তীব্র বাক্যে ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি সেই মহাপুরুষের সত্যতায় বিশ্বাস করিয়া করযোড়ে বলিলেন—"কেন এমন হয়? কে প্রভু এরূপভাবে আমাদিগকে সংসারে লিপ্ত করিয়াছে?"

ঋষি বলিলেন—"মহামায়া। তিনি আদ্যা-শক্তি। তিনিই এই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন। মহারাজ! এই মোহ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করিও না। এই মোহ অথবা মায়া আমাদিগকে সংসার-বন্ধনে জড়াইয়া রাখিয়াছে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ভগবন্! যাঁহাকে আপনি আদ্যাশক্তি মহামায়া বলিতেছেন, তিনি কে?"

সংসারের জ্বালায় জর্জরিত হইয়া মানুষ যখন শান্তির জন্য লালায়িত হয়, যখন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, বান্ধব, টাকাকড়ি, ধনসম্পদ কিছুতেই সুখ না পাইয়া হৃদয়ের একটি অনন্ত অভাবের পূর্তির জন্য সচেষ্ট হয়, তখন তাহার মনে স্বতঃই একটি প্রশ্ন উঠে। "আমি সংসারে সুখ চাই; কিন্তু সুখ পরিবর্তে শান্তি পাই না কেন? আমি কোথা হইতে এ দেশে আসি, কেন আসিয়া অশান্তিবিধুর হই কেন?"

প্রথম প্রথম মনে এই প্রশ্ন উঠিতে না উঠিতে আবার আমরা সংসারের মোহ-মায়ায় ডুবিয়া যাই। আবার সুখের আশায় দুঃখের তরঙ্গে পড়ি, আবার দুঃখের উপর মাথা তুলিয়া আবার এই প্রশ্ন করি। শেষে যখন এরূপ মনে হয় যে, এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে আমাদের আর নিস্তার নাই, তখন কোন এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় শক্তি যেন আমাদের হাত ধরিয়া আমাদিগকে এক মহাপুরুষের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। সেই মহাপুরুষ পরমার্থ জ্ঞানরত্নের ভাণ্ডার লইয়া, কোন অনাদিকাল হইতে যে এই নিভৃত নিকুঞ্জে আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। ঋষিদের শাস্ত্রে তাঁহার নাম গুরু। আমরা যখন শ্রীগুরুদেবের নিকটে পূর্বোক্ত প্রশ্ন করি, তখন তাঁহার কৃপায় বুঝিতে পারি যে, তাহার উত্তর পাই। সাধকের সাধনার যেমন আগ্রহ, আমরা তদনুযায়ী সময়ের মধ্যে শ্রীগুরুর শ্রীপাদ-পদ্মে উপস্থিত হইয়া থাকি। যে অতি ব্যাকুল, সে শীঘ্রই তাঁহার সন্ধান পায়; যে অল্প ব্যাকুল, তাহার সন্ধান পাইতে কিছু বিলম্ব ঘটে। আসল কথা প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতা না জাগিলে তাঁহার সন্ধান মিলে না।

প্রথম প্রথম সুরথ রাজা যেমন মুনির আশ্রমে গিয়াও শান্তি পান নাই। তাঁহার দর্শন পাইয়াও রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। যে অন্ধ,

তাহার চোখের উপর দিয়া সর্বজ্যোতির আধার সূর্য চলিয়া গেলেও সে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। বিষয়ের প্রতি মমতা রাজার বুদ্ধিটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, তাই দেবীর মহিমা তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। সমাধির কথা শুনিয়া তাঁহার যখন কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইল আর মুনির কথায় যখন তাঁহার চোখ ফুটিল, তখন তিনি বুঝিলেন, বাস্তবিক সেই একজন পরা শক্তিই জগৎ জুড়িয়া রহিয়াছেন। সেই জন্যই রাজা মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন—তিনি কে?" [illegible] সুরথকে মহামায়ার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কেবল [illegible] জানিয়া [illegible]।

ঋষি বলিলেন—"তোমরা যাহা দেখ, সবই [illegible] আদি নাই। যখন এই জগৎ ছিল না, তখন তিনি ছিলেন। যখন সূর্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, [illegible] এই পৃথিবী কিছুই ছিল না, তখন তিনি ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি এই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মহামায়া। জগতের [illegible] আদি অন্ত নাই; সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জগতে রহিয়া আছেন, এই জন্য [illegible]। তিনি যদি না থাকিতেন [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই এ জগৎ লয় হইয়া যাইত। মুনিরাই বলিয়াছেন— [illegible]—অতীতে বর্তমানে তিনি বর্তমান আছেন। এই জন্য তাঁহার আর এক নাম সনাতনী। তিনি এই জগতের রাণী। মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া এই পৃথিবীতে যত জীব আছে, তাহাদের ত কথাই নাই, এ জগতে, স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে যেখানে যত জীব আছে—দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ সমস্তই তাঁহার প্রজা। এইজন্য তাঁহার আর এক নাম ঈশ্বরী।"

ঋষি রাজা সুরথের কাছে মহামায়ার যে পরিচয় দিলেন, তাহা সকলে বুঝিলে কি? তোমাদের মধ্যে অনেকেই বলিবে, অনেকেই কেন, প্রায় সকলেই বলিবে, কিছুই বুঝিলাম না। না বুঝাই সম্ভব। সুরথ রাজা নিজে জ্ঞানী ছিলেন, এইজন্য মুনি তাঁহাকে জ্ঞানীর মনোমত উপদেশ দিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে এখন এমন জ্ঞানী অ[…] আছেন, যাঁহারা মেধস মুনির এই কয়েকটি ব[…] বুঝিতে পারেন। তাহা হইলে এ উপদেশ […] আমাদের পক্ষে কার্যকর হইল না। আমরা য[…] জানিতে চাহিলাম, তাহা ত' জানি[…] পারিলাম না।

তাহা নয়। ঋষি সুরথ রাজাকে শুধু […] উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পূর্বেই বলিয়া[…] ঋষিরা যাহা বলেন, যাহা করেন, সমস্ত জীবে[…] মঙ্গলের জন্য। সেই মঙ্গলময় রাজা শুধু […] সুরথকে বুঝাইবার জন্যই উপদেশ দিয়াছিলেন […] পাশে তাঁর [illegible] আগ্রহাক[…] উপদেশ শুনিতেছিল। সংসারে আবদ্ধ […] মুক্তিপ্রয়াসী ক্ষুদ্র জীব, আপন আপন ঘরে […] [illegible] জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। […] জানিতেন, তাহারা ত সুরথের মত জ্ঞানী নয় […] [illegible] পারে। এই কালসংসারে, বহু লোক তাঁহা[…] উপদেশ শুনিবার জন্য [illegible] থাকিয়া থাকিবে তাহারাও ত সুরথের মত জ্ঞানী নয়। ঋষির […] মধুময়ী বাণী [illegible] লাগিয়া লাগিয়া য[…] তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে, তখন […] তাহারা তাঁহার সেই উপদেশের মধুর অর্থ[…] কি বুঝিতে পারিবে না।

ঋষি তাহা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া রাজ[…] সুরথকে উপদেশ দেওয়ার ছলে, সমস্ত জগতের জীবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "অজ্ঞ […] অশক্ত জন। সেই-সর্বেশ্বরের একাংশিকা আদ্যা শক্তি, জগতের আদি জননী নারায়ণী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবেরও ঈশ্বরী যিনি, সময়ে সময়ে এই মর্ত্যলোকে আবির্ভূতা হন।" তাঁহার রচিত সংসারটিকে র[…] করিবার জন্য মাঝে মাঝে এই পৃথিবীতে দানবে[…] উৎপাত হয়। তখন ধর্মের ক্ষয়, আর অধর্মে[…] বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধি পাইতে পাইতে যখন অধর্মে[…] ভার এত অধিক হয় যে, মা ধরিত্রী আর তাহা সহ্য করিতে পারেন না, তখন তিনি কাঁপিতে থাকেন ও কাঁদিতে থাকেন। সেই রোদনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা গগন ব্যাপিয়া সমস্ত দেবসুরকে কাঁপাইয়া মায়ের মধুর নামের ধ্বনি উঠে। ধরিত্রীর সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা যখন সমস্বরে মাকে আবাহন করিতে থাকেন, তখন জগজ্জননী

আর স্থির থাকিতে পারেন না। তখন সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, অসাধুদের ধ্বংসের জন্য, সনাতন ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য—সনাতনী মা আমাদের মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণা হন। শক্তিরূপা সনাতনী আপনার বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া নারীরূপে আমাদের মধ্যে লীলা করিতে আসেন।

তখন তিনি পিতা মাতার কাছে নন্দিনী, ভ্রাতার কাছে ভগিনী, পতির কাছে জায়া, পুত্র-কন্যার কাছে জননী। তখন তিনি দীনের কাছে দয়া, তৃষিতের কাছে জল, রোগীর কাছে সেবা, ক্ষুধিতের কাছে ফল। তখন কত মূর্তিতে যে মা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহা আর তোমাদের কি বলিব? তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে, এমন শক্তি এ জগতে কার আছে?

তিনি আসিলেই জীবের সকল দুর্গতির অবসান হয়। এই জন্য তাঁহার আর এক নাম দুর্গা। দুর্গতিনাশিনী দুর্গাই মহামায়া। ভক্তিসহকারে তাঁহার বিচিত্র কাহিনী শুন, তাহা হইলেই তিনি কে, আমাদিগের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ, সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবে।

মুনি কহিলেন—"মহারাজ! জগৎ রক্ষার জন্য তিনি এক একবার ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হন।"

সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! কোন্ কোন্ সময়ে তিনি জীবের কল্যাণার্থ অবতীর্ণা হইয়াছিলেন?"

তখন মুনি মহামায়ার চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

৬

একবার মধু ও কৈটভ নামে দুই ভয়ঙ্কর অসুর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল।

বিষ্ণু তখন অনন্ত শয্যায় শুইয়াছিলেন, এক মহাসাগরে সমস্ত জগৎটা নিমগ্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি-কমলে বসিয়া জগৎটাকে আবার কেমন করিয়া গড়িবেন, সেই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন, দুইটা ভয়ঙ্কর দৈত্য হাঁ করিয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

তাহাদের মাথা দুইটা আকাশে ঠেকিয়াছে, চারিটা হাত চারিটা দিক্ অধিকার করিয়াছে। অত বড় গভীর সাগর তাহাদের হাঁটুও পর্যন্ত ডুবাইতে পারে নাই। সেই আকাশে-ঠেকা মাথার আকাশ-জোড়া হাঁ। তাহার ভিতরের দাঁতগুলা এক একটা পাহাড়ের মত।

ব্রহ্মা তাহাদের মূর্তি দেখিয়া ভীত হইলেন। মনে মনে বুঝিলেন, "ইহাদের সঙ্গে আমি ত যুদ্ধ করিতে পারিব না।" এই ভাবিয়া তিনি বিষ্ণুকে ডাকিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"হরি! উঠ, দৈত্যভয়ে আমি ভীত হইয়াছি।"

হরি যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। অসুর দুই জন ক্রমেই নিকটে আসিতেছে দেখিয়া ব্রহ্মা মহামায়ার শরণাপন্ন হইলেন। মহামায়া যোগনিদ্রারূপে বিষ্ণুর চক্ষুপলক অধিকার করিয়া বসিয়া ছিলেন। মহামায়া ইচ্ছা না করিলে ত বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হয় না। তাই ব্রহ্মা মহামায়াকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মা করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—"মা সনাতনীজগদ্ধাত্রী! তুমিই যোগনিদ্রারূপে হরির নয়নকমল আশ্রয় করিয়া আছ। সেই নয়ন উন্মীলিত করিয়া দাও, হরিকে জাগাও।"

স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা দেখিলেন, বিষ্ণুর চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহুদ্বয় এবং বক্ষদেশ হইতে এক অপূর্ব জ্যোতিঃ বাহির হইল। দেখিলেন, সেই জ্যোতিঃ পুঞ্জীভূত হইয়া অপূর্ব মাতৃমূর্তি ধারণ করিল।

ব্রহ্মা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। মায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মহামোহে সমস্ত সংসার ভরিয়া গেল। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও তাহা হইতে নিস্তার পাইলেন না। যোগনিদ্রায় কমলযোনির নয়ন দুটি আবৃত হইল।

এ দিকে জনার্দন নিদ্রাভঙ্গে অনন্তশয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। উঠিয়াই তিনি সেই দুই অসুরকে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র তাহারা ভগবান্ হরিকে আক্রমণ করিল। বহুকাল ধরিয়া জনার্দনের সঙ্গে সেই দুই দানবের যুদ্ধ হইল। বহুকাল যুদ্ধ করিয়াও তাহারা পরাস্ত অথবা ক্লান্ত হইল না। তখন মহামায়া তাহাদিগকে মোহ দ্বারা অভিভূত করিয়া ফেলিলেন।

মোহের বশবর্তী হইয়া তাহারা হরিকে কহিল,—"তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বড়ই তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমাদের কাছে বর গ্রহণ কর।"

জনার্দন বলিলেন,—"বেশ, তোমরা যদি আমাকে বর দিতে চাও, তা হ'লে এই বর দাও, যেন আমার হাতে তোমাদের দু'জনেরই মৃত্যু হয়।"

বর-প্রার্থনা শুনিয়াই অসুর দুইটার চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। তাহারা ভাবিল,—"তাই ত! কি করিলাম! ইচ্ছা করিয়া নিজেরাই নিজেদের মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিলাম!"

তাহারা একবার চারিদিকে চাহিল। দেখিল, সমস্ত জগৎ জলরাশিতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা মহামায়ার মহামায়াতে মোহিত হইয়াছিল। সেই মায়ার মোহে দুই দানব স্থির করিল, হরিকে বর দিব, অথচ তাহাকে প্রতারিত করিব। এই ভাবিয়া তাহারা দুইজনে যুক্তি করিয়া অনেক পরামর্শ করিল। তার পর হরিকে কহিল,—"তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া খুশী হইয়াছি। সেইজন্য বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। তুমি আমাদের মৃত্যুবর চাহিয়াছ, তাহাও মঞ্জুর করিলাম। তোমার হাতে মরিলে আমাদের গৌরব বাড়িবে বই কমিবে না। আমরা মরিতে প্রস্তুত আছি। তবে তুমি এমন স্থানে আমাদের বধ কর, যেখানে জল নাই।"

দানব দুইজন মনে করিল, আমাদের মরণ ঠেকান হইল, আর কোনও ভয় রহিল না। কেন না, সমস্ত সংসারের মধ্যে এমন একটুও স্থান ছিল না, যেখানে জল ছিল না। জনার্দন তাহাদের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"তাহাই হউক।"

এই বলিয়া ভগবান্ নারায়ণ সেই মহাসমুদ্রে আপনার জঙ্ঘাদ্বয় বৃদ্ধি করিলেন; অসুর দুই জন সবিস্ময়ে দেখিল, তাঁহার দুই জানু দুটি মহাদেশে পরিণত হইয়াছে। তাহাতে মধু ও কৈটভের ন্যায় শত দানবের যে স্থান হয়, তাহার সংখ্যা নাই। ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের আর কথা কহিবার শক্তি রহিল না। তখন জনার্দন তাহাদের কেশাকর্ষণ করিয়া উভয়কেই জানুর উপর পাতিত করিলেন এবং খড়্গ দ্বারা উভয়ের মস্তক ছেদন করিলেন।

সেই দুই দানবের শরীর দুইটা কত বড় ছিল শুনিবে? তাহারা মরিয়া গেলে তাহাদের দেহ হইতে এত মেদ বাহির হইয়াছিল যে, ত… আমাদের এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়া… মধু-কৈটভের মেদে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া এই পৃ… আর এক নাম মেদিনী। মধুকে বধ করিয়া… বলিয়া ভগবানের আর এক নাম মধুসূদন।

মধুকৈটভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কমলয়… নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, … সাগরের জলে একটি অপূর্ব সুন্দর দ্বীপ জা… হইয়াছে। তাই দেখিয়া তিনি আনন্দে জী… করিলেন। দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, মানব, … পাখী প্রভৃতিতে আমাদের এই ধরণী ভরিয়া গে…

মধুকৈটভের বিনাশ না হইলে পৃথিবীর … হইত না। হরি না জাগিলে মধুকৈটভের … হইত না। মহামায়ার কৃপা না হইলে জ… জাগিতেন না, অনন্ত শয়নেই শুইয়া থাকি… অতএব মায়ের কৃপাতেই আমরা ধরণীতে … পাইয়াছি। এস, আমরা সেই মাকে ভক্তিসহ… প্রণাম করিয়া ঋষি-কথিত তাঁহার দ্বিতীয় … কাহিনী শ্রবণ করি।

২

এ সময়েও বহু পুরাকালের কথা। তবে … সময়ের অনেকটা আমাদের নিকটে আসিয়াছে…

প্রথম যখন মায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল, … এক অনন্ত সাগরমাত্র বিদ্যমান ছিল। সূর্য … না, চন্দ্র ছিল না, তারা নক্ষত্র কিছুই ছিল … মানুষ ও জীব-জন্তুর কথা ছাড়িয়া দিই, দেবতা … পর্যন্ত তখনও জন্ম হয় নাই। কেবল এক অন্ধ… —নিরবধি অন্ধকার, সেই অনাদি সময়ে মা … করিয়াছিলেন। সে সময়ের কথা—যখন একা… নারায়ণ অনন্তশয়নে শুইয়াছিলেন, সেই আদিদে… সঙ্গে মধুকৈটভের যুদ্ধ—সঙ্গে সঙ্গে আত্মাশ… জগজ্জননী মহামায়ার লীলা—জ্ঞানী মহাত্মা শঙ্ক… তাহা কল্পনায় আনিতে অন্ধকারে ডুবিয়া যা… আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, আমরা ইহার মহত্ত্ব কি বুঝিব…

তবে ঋষি-কথিত কাহিনী।—পৃথিবীর … জন্মকথা শ্রবণে পুণ্য আছে—ভক্তিসহকারে শুনি… একদিন না একদিন তোমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলি… হইবে। তখন মহামায়ার কৃপায় তোমরা ইহ… অর্থ অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় যুগে দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, হুতাশন প্রভৃতি দেবগণ তখন স্বর্গরাজ্য শাসন করিতেছেন। সূর্য্য, চন্দ্র তখন মহোল্লাসে আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতেছেন। মন্দাকিনী তখনও পর্য্যন্ত মহেশ্বরের জটা অবলম্বনে হিমালয়ের শুভ্রশির প্লাত করিয়া ধরণীতে প্রবাহিতা হন নাই। বিষ্ণুপাদ হইতে উদ্ভূতা হইয়া তখনও পর্য্যন্ত তিনি ব্যোম-গঙ্গারূপে আকাশে তরঙ্গ তুলিয়া বিহার করিতেছিলেন। তারাফুল তখন সবে মাত্র ফুটিয়া স্বর্গের উদ্যান-নন্দনে শোভা পাইতেছিল, এমন সময় দেবরাজ্যে অসুরের উৎপাত আরম্ভ হইল।

এবারকার অসুররাজের নাম মহিষাসুর। তাহার সহিত দেবগণের একশত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হইলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল অসুরদের অধিকারভুক্ত হইল।

অনন্যোপায় হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা আবার তাঁহাদিগকে বিষ্ণু ও শিবের কাছে লইয়া গেলেন এবং দেবগণের দুর্গতির কথা তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। কমলযোনি বলিতে লাগিলেন—"প্রচণ্ড মহিষাসুর দেবগণের সমস্ত অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে। সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাদিগের—এমন কি ঋষিগণের স্থানে—সেই প্রচণ্ড অসুর একা আধিপত্য করিতেছে। দেবতারা এখন তাহার ভয়ে মানুষের মত পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মহিষাসুরের কার্য্যকলাপ আপনাদিগের নিকটে কহিলাম। আমরা আপনার শরণ লইলাম। এখন কেমন করিয়া তাহার বিনাশ হয়, সেই উপায় বিধান করুন।"

এই কথা শুনিবামাত্র মধুসূদনের বিষম ক্রোধ উপস্থিত হইল। "কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার প্রিয় দেবতাদিগের স্থান একটা দুর্বৃত্ত অসুরে অধিকার করিয়াছে!" ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল।

মধুসূদনের ক্রোধ—এ কথাটার একটা গূঢ় অর্থ আছে। জ্ঞানী মহাত্মারা বলেন, শ্রীমধুসূদন জগতের সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি দেবতাদের ভিতরে যেমন আছেন, তেমনি তোমার ভিতরে, আমার ভিতরে, পশুপক্ষী, তরুলতা প্রভৃতির ভিতরেও আছেন। জগতে এমন জীব নাই, এমন স্থান নাই, এমন বৃক্ষ নাই, যাহার ভিতরে মধুসূদন নাই। এইজন্য হিন্দুরা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তোমরা সকলে এখনও কর কি না জানি না। যদি না করিয়া থাক, তাহা হইলে নিম্নের লিখিত শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করিবে এবং প্রতি প্রভাতে ভক্তিসহকারে মধুসূদনকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে শ্লোকটি উচ্চারণ করিবে। কিছু দিন করিলে দেখিবে, তোমাদের আর অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না। ভুলেও মুখ হইতে মিথ্যা কথা বাহির হইবে না। শ্লোকটি এই:—

"যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতম্।
ত্বয়া কৃতং তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন॥"

যেই কার্য্য নিষ্পাদন করেছি মধুসূদন।
যে কার্য্য করিব আমি আর।
নহে মম-অনুষ্ঠিত, সে কার্য্য তোমার কৃত;
তুমি প্রভু, ফলভোগী তার।

তাই বলিতেছিলাম, মধুসূদনের ক্রোধের একটি গূঢ় অর্থ আছে। ব্রহ্মা ও দেবতাগণের মর্ম্মকথায় অসুরগণের উপর যেমন তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ত্রিলোক ক্রোধে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

মধুসূদনের সঙ্গে সঙ্গে শিব ক্রুদ্ধ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইলেন; ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সমস্ত দেবতা ক্রুদ্ধ হইলেন। জগতের সমস্ত জীবের ভিতর ক্রোধের সঞ্চার হইল। প্রকৃতি ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, প্রলয়-ঝড়ে আকাশ ব্যাপ্ত হইল, সমুদ্র ক্রোধে ফুলিয়া উথলিয়া উঠিল, স্থির হিমালয়ে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, ধরণী কম্পিতা হইলেন।

অতি কোপে মধুসূদনের মুখ হইতে অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইতে লাগিল। তৎপরে ব্রহ্মা ও শঙ্করের মুখ হইতে মহৎ তেজ বহির্গত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদিগের দেহ হইতে রাশি রাশি তেজ বাহির হইল। সেই সকল তেজ একত্র হইয়া বিশাল আকার ধারণ করিল। দেবগণ দেখিলেন, যেন এক প্রকাণ্ড শৈল দিগন্তব্যাপিনী অগ্নিশিখায় স্নান করিতেছে।

সেই তেজোরাশি প্রভামণ্ডলে ত্রিভুবন আলোকিত করিয়া দেখিতে দেখিতে এক অপূর্ব্ব

মূর্তিতে পরিণত হইল। শঙ্করের তেজে তাঁহার মুখ, বিষ্ণুর তেজে তাঁহার বাহু, ব্রহ্মার তেজে তাঁহার পদ রচিত হইল। এইরূপে অন্যান্য দেবতাদের তেজে তাঁহার এক এক অঙ্গ নির্মিত হইল।

আমাদিগের ক্রোধ অনেক সময়ে লোকের অনিষ্ট করিবার জন্যই উৎপন্ন হয়; কিন্তু দেবতাদিগের ক্রোধ জীবের মঙ্গলের জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল তেজ হইতে যে দেহ উৎপন্ন হইল, আদ্যাশক্তি মহামায়া সর্বমঙ্গলারূপে সেই দেহ আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণা হইলেন।

মায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবের ভয় ঘুচিয়া গেল; দেবতারা আনন্দিত হইলেন; চারিদিক হইতে মায়ের জয়গান উত্থিত হইল; দিক্‌দিগন্তরে উল্লাসের বন্যা ছুটিয়া গেল।

তখন মহেশ্বরপ্রমুখ দেবগণ মহামায়াকে উপহার দিতে আরম্ভ করিলেন। শিব আপনার শূলের অনুরূপ একটি শূল গড়িয়া মায়ের হাতে দিলেন; বিষ্ণু তাঁহার চক্রের অনুরূপ একটি চক্র প্রদান করিলেন; ইন্দ্র নিজের বজ্র হইতে আর একটি বজ্র উৎপাদন করিয়া মাকে উপহার দিলেন। এইরূপে দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্রের অনুরূপ আর একটি অস্ত্র দিয়া আদ্যাশক্তিকে রণসাজে সাজাইলেন।

শুধু দেবতা কেন, সমস্ত জগৎ জগন্মাতাকে সাজাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। ক্ষীরোদসমুদ্র নানাবিধ অলঙ্কারে মায়ের অঙ্গ সাজাইয়া একখানি অম্লিন বস্ত্র মাকে পরাইয়া দিল। জলসমুদ্র একটি সুন্দর মালা এক ছড়া প্রফুল্ল পদ্মের মালা ও একটি পরম সুন্দর লীলাকমল উপহার প্রদান করিল। হিমালয় নিজের সিংহটিকে মায়ের বাহন করিয়া দিল।

৮

দেবদত্ত সাজে সজ্জিতা হইয়া, জগতের কল্যাণরূপিণী জননী, অসুরগুলাকে ভয় দেখাইবার জন্য অট্টহাসের সঙ্গে একবার হুঙ্কার করিলেন। সেই ভীষণ হুঙ্কারে সমুদায় আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া গেল। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল স্তম্ভিত হইল, সমুদ্রে বিষম তরঙ্গ উঠিল, পৃথিবী টলমল করিল, পর্বত সকল কাঁপিতে লাগিল।

সেই শব্দ মহিষাসুর ও তাহার অনুচরগণের কানে গেল। তাহারা ত এরূপ শব্দ আর কখনও শুনে নাই! ইন্দ্রের বজ্রধ্বনি তাহারা বহুবার শুনিয়াছে; মহাসমুদ্রের প্রলয়কল্লোল অনেকবার বিষমগর্জনে তাহাদের শ্রবণে আক্রমণ করিয়াছে; পর্বতের বক্ষ-বিদারণ শব্দ কতবার তাহাদের কর্ণপটহে ঘা মারিয়াছে; কিন্তু এরূপ শ্রবণভেদী গম্ভীর শব্দ আর কখনও তাহাদের শ্রুতিমূলে প্রবেশ করে নাই।

মহিষাসুর শব্দ শুনিবামাত্র বিরক্তিসহকারে বলিয়া উঠিল—"আঃ—একি?" তখন অসুরগণ আগ্রহে সজ্জিত হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। মহিষাসুরও অন্যান্য অসুর-সৈন্য সঙ্গে লইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিল।

বোধ হয়, তাহার আকারটা মহিষের মত ছিল, তাই ঋষি তাহার মহিষাসুর নাম দিয়াছেন; তাহার সেনাপতিদিগের মূর্তিও তাহার মত বিশ্রী ছিল। কাহারও গায়ে মহিষের মত খুর, কাহারও বিড়ালের মত চোখ, কাহারও পা দুইটা পিছনে, চোখ দুইটা কপালে, কাহারও বা গায়ে শূকরের মত খাড়া খাড়া লোম,—এইরূপ অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট নানা রকমের অসুর জগন্মাতাকে আক্রমণ করিতে চলিল।

এখনও পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে, পশুর সহিত যাহাদের আকারের তুলনা হইতে পারে। কাহারও ঠোঁট পুরু, কাহারও নাক চেপ্টা, কাহারও চুলগুলা ভেড়ার লোমের মত, কাহারও চোখের নীচের হাড় এত উঁচু, দেখিলে ঠিক যেন একটি শিশু হনুমান বোধ হয়, তা সে কত পূর্ব-কালের কথা! তখন মানবদেহ সবে মাত্র রচিত হইতেছে। তখন অসুরগুলা যে জন্তুর মত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

মহিষাসুর যখন সৈন্য লইয়া দেবীকে অবলোকন করিল, তখন তাঁহার শরীরকান্তিতে ত্রিভুবন আলোকিত হইয়াছে, পদভরে ভূমণ্ডল অবনত হইয়া পড়িয়াছে, কিরীট গগনস্পর্শ করিয়াছে, ধনুষ্টঙ্কার-ধ্বনিতে সমুদায় রসাতল সংক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং ভুজ সহস্রবাহুর আকার ধরিয়া দিঙ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে।

মায়ের এ বিশ্বরূপ কল্পনাতেও আনিতে আমাদের শক্তি নাই। একবার কুরুক্ষেত্রে মহামতি অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। সেই বিরাট দেহ ও স্বকীয় কান্তিতে ত্রিভুবন সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। কিরীট আকাশে ঠেকিয়াছিল। সেই চিরমধুর ত্রিভঙ্গ মুরলীধর সখা অর্জ্জুনের চক্ষে একদিন সহস্র দাহ প্রসারিত করিয়াছিলেন। দেবতারা যে রূপ দর্শনের জন্য ব্যাকুল, আমরা ক্ষুদ্রজ্ঞানে সেই রূপ কেমন করিয়া অনুমান করিব? কৃষ্ণসখা সে রূপের জ্যোতি বহুক্ষণ দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তাই তিনি সখার পূর্ব্বমূর্ত্তি দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছিলেন—"হে দেবেশ! হে জগতের নিবাসভূমি! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া যদিও আমি হৃষ্ট হইয়াছি, কিন্তু ভয়ে আমার মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব হে দেব! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার সেইরূপ—সেই নবজলধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি আমাকে দেখাও।"

ওগো ভাই! আমরাও সেই প্রকার করযোড়ে মাকে বলি—"মা! অসুরনাশিনী! অসুরকুলের সংহার করিয়া এক হস্তে বর, অন্য হস্তে অভয় লইয়া তোমার সন্তানগুলির সম্মুখে উপস্থিত হও। আমরা বালক-বালিকা, প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ দেখি, আর উল্লাসে নৃত্য করি।"

অসুরগণ দেবীকে দেখিয়াই, চারিদিক হইতে এক সঙ্গে আক্রমণ করিল। কোটি কোটি হাজার রথ, কোটি কোটি হাজার গজ, কোটি কোটি হাজার ঘোড়া একেবারে চারিদিক হইতে পিপীলিকার মত মাকে ঘেরিয়া ধরিল। ঘেরিয়া সকলে একসঙ্গে মায়ের অঙ্গে অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অসংখ্য অস্ত্র—অসংখ্য নাম। কোন অসুর তোমর দ্বারা, কেহ ভিন্দিপাল দ্বারা, কেহ মুষল দ্বারা, কেহ বা খড়্গ, কেহ বা কুঠার লইয়া মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অসংখ্য অস্ত্র—অসংখ্য নাম। মা একাকিনী—শত্রু অসংখ্য। তথাপি মা শত্রু-নিক্ষিপ্ত সেই অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র অনায়াসেই ছেদন করিলেন। অবশেষে তিনি যখন দেখিলেন, প্রবল ঝড়ে সাগরের তরঙ্গের মত অসুর-সৈন্য কেবলই বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন তিনি এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এক একটি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার প্রমথ-সৈন্য সৃষ্ট হইতে লাগিল। দেবীর নিশ্বাসে জন্মিয়াছে, সুতরাং দেবীর শক্তিও তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা অসুর সৈন্যের যুদ্ধ দেখিয়া স্থির থাকিবে কেন? তাহারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দেবীর বাহন সিংহ—সেই বা এই সকল ব্যাপার দেখিয়া স্থির থাকিবে কেন? মহাশক্তির আধার হিমালয়ের নিকট হইতে সে আসিয়াছে। আসিয়া আদ্যাশক্তিকে বহন করিয়াছে। প্রমথগণ যখন যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তখন সে কি কেবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিবে? সিংহও ক্রুদ্ধ হইল; তার কাঁধের কেশর কম্পিত হইয়া উঠিল; আর বনের ভিতর দাবানল যেমন লকলক শিখা লইয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া বেড়ায়, সে-ও সেইরূপ অসুরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। দেবী কখন ত্রিশূল, কখন গদা, কখন খড়্গ লইয়া অসুরগুলাকে বধ করিতে লাগিলেন। কখন বা শক্তি-বৃষ্টি করিয়া কোটি কোটি মহাসুর-সংহার করিলেন। দেবীর ঘণ্টার শব্দে বিমোহিত হইয়া কতকগুলা অসুর মাটীতে আছাড় খাইয়া প্রাণত্যাগ করিল, কতকগুলা নাগপাশে জড়াইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি খাইল। কাহারও হাত গেল, কাহারও পা গেল, কাহারও বা দেহ মধ্যভাগে কাটা পড়িল, আর কত মাথা যে ভূমিতে গড়াগড়ি খাইল, তাহার সংখ্যা রহিল না। সিংহ চারিধারে ছুটাছুটি করিয়া অসুরগুলার মুণ্ড কড়মড় করিয়া চিবাইতে লাগিল।

বহুদিন ধরিয়া দেবী মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন; এবং একে একে তাহার সেনাপতিগণকে বধ করিয়া সর্ব্বশেষে তাহাকে নিহত করিলেন।

প্রচণ্ড মহিষাসুরকে নিহত দেখিয়া প্রমথগণ আনন্দে ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ বাজাইতে আরম্ভ করিল। জগন্মাতার এই যুদ্ধ-মহোৎসবে আনন্দ প্রকাশ করিতে জগতের সমস্ত জীব যোগদান করিল। দেবগণ, ঋষিগণ দেবীর স্তব আরম্ভ করিলেন, গন্ধর্ব্বগণ গান ধরিলেন, অপ্সরাগণ নৃত্য করিলেন। সেই অম্লানবদনা সর্ব্বশক্তিশালিনী মহিষমর্দ্দিনীর জয়গান বহন করিয়া সমীরণ দিগ্-দিগন্তে ছুটিয়া গেল।

৯

মহিষাসুরের বিনাশে জগতের সমস্ত তাপ দূর হইয়া গেল। ঋষিগণ ভক্তিভরে আদ্যাশক্তির পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"মা

জগদ্ধাত্রি! প্রসন্না হও। তুমি প্রসন্না হইলেই জগতের কল্যাণ হয়। তুমি যাহাদের প্রতি করুণা কর, মানে, ধনে, যশে, তাহারা সকল লোকের পূজা পাইয়া থাকে। তাহাদের সংসারে দুঃখ ক্লেশ থাকে না। ব্যাধি আসিয়া তাহাদের যাতনা দিতে পারে না। অকালমৃত্যু তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের সুকৃতির তুলনা নাই। তাহাদের পুত্র কন্যা বিনীত হয়, ভৃত্য প্রভুর বশীভূত হয়; ভার্য্যা পতিপরায়ণা হইয়া থাকে। বিপদে একমনে তোমায় স্মরণ করিলে তুমি প্রাণী সকলের ভয় দূর করিয়া দাও। দারিদ্র্য-দুঃখহারিণী দয়াময়ী! ভয়তারিণী অভয়ে! ভক্তই হউক অভক্তই হউক, মিত্রই হউক, শত্রুই হউক, সকলেরই জন্য তোমার চিত্ত করুণায় বিগলিত হইয়া রহিয়াছে। হে বরদে! আমরা তোমার সেই করুণা ভিক্ষা করিতেছি। হে দেবি! তুমি তোমার অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে সকল প্রকারে রক্ষা কর, সকল দিকে রক্ষা কর। আমাদিগকে রক্ষা কর, জীবকে রক্ষা কর, পৃথিবীকে রক্ষা কর।"

এই বলিয়া ঋষিগণ নন্দনবনের ফুল লইয়া মায়ের পূজা করিলেন, মায়ের অঙ্গ চন্দন কুঙ্কুমে চর্চিত করিলেন। তার পর ভক্তিভরে দিব্য ধূপ দ্বারা জগন্মাতার আরতি করিলেন।

ঋষি ও দেবতার পূজায় প্রসন্না হইয়া জগদ্ধাত্রী প্রসন্নবদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমাদের কি বাঞ্ছিত আছে, তাহা প্রার্থনা কর, আমি আনন্দের সহিত তোমাদিগকে তাহা দান করিতেছি।"

ঋষি ও দেবগণ কহিতে লাগিলেন—"প্রসন্নবদনে! তুমি যখন আমাদিগের সম্মুখে, তখন অন্য বর আর কি লইব? আমাদের সমস্ত অভীষ্টই পূর্ণ হইয়াছে, যেহেতু আমাদের শত্রু মহিষাসুর মরিয়াছে। তবে যদি একান্তই আমাদিগকে তোমার বর দিতে হয়, তাহা হইলে এই বর দাও যে, যখনই আমরা তোমাকে স্মরণ করিব, তখনই তুমি আমাদের বিপদ দূর করিয়া দিবে। আর এই বর দাও মা! যে মানব এই সকল স্তবে তোমাকে প্রসন্না করিবে, আমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া তুমি তাহাকে বিভব দিবে, সম্পদ দিবে, জ্ঞান দিবে। আর তাহার সংসারটিতে করুণা ঢালিয়া তাহাকে সকল প্রকারে সুখী করিবে।" এই স্থানেই দেব-চরিত্র ও ঋষি-চরিত্রের মর্ম্ম অনুভব কর। নিজেদের জন্য বর লইতে গিয়া তাঁহারা জগজ্জননীর কাছে সমগ্র মানবের কল্যাণ কামনা করিলেন।—

'তাহাই হউক' বলিয়া মা দেবতাদিগের চক্ষের উপর অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মা অদৃশ্য হউন, কিন্তু তিনি দেবতাদের কাছে ধরা দিয়াছেন, ভক্তিপ্রীতির বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছেন। যে কেহ ভক্তিভরে আদ্যাশক্তির স্তব করিবে, মাতা তাহার সকল বিপদ দূর করিয়া দিবেন।

১০

তৃতীয় বারে মহামায়া আমাদের ঘরের কাছে আসিয়াছেন। সেবারেও দুই প্রচণ্ড দানবের হাত হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য মা আদ্যাশক্তি ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

এই দুই দানবের নাম শুম্ভ ও নিশুম্ভ। তাহারা দুই ভাই। দুই ভ্রাতায় বিশেষ প্রীতি ছিল। কনিষ্ঠ নিশুম্ভ সর্ব্বপ্রকারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শুম্ভের অনুগত ছিল। এই কনিষ্ঠ ভ্রাতারই সাহায্যে সেই প্রচণ্ড দৈত্য শুম্ভ ত্রিলোক জয় করিতে আরম্ভ করিল।

ত্রিলোকের ইন্দ্র অমরাবতীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। শুম্ভ নিজের সমস্ত অসুর-সৈন্য লইয়া প্রথমেই ইন্দ্রের রাজধানী আক্রমণ করিল। দেবসৈন্য ও অসুরসৈন্যে অনেকদিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে দেবতারাই পরাস্ত হইলেন; এবং একে একে সকলে স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিলেন। প্রথমেই ইন্দ্র পলাইলেন। ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, হুতাশন একে একে সমস্ত দেবতা নিজ নিজ অধিকার ছাড়িয়া পলাইলেন।

শুম্ভ যেমন ইন্দ্রের অধিকার কাড়িয়া লইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দেবতাদিগের অধিকারও হস্তগত করিল।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, সূর্য্যচন্দ্রকেও যদি নিজ নিজ অধিকার ছাড়িয়া পলাইতে হইল, তবে কি সে সময়ে আকাশে সূর্য্যচন্দ্রের উদয় হইত না? তবে কি সমস্ত পৃথিবী সে সময় দিবারাত্রি অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিত?

ইহার উত্তর দেওয়া আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাধ্য নয়। তবে ঋষিরা বলেন, দৈত্যদানবেরা যে সময়

জগৎ অধিকার করে, তখন বাস্তবিকই জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তখন সূর্য্য থাকেন না, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহরাজগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করেন না। এক অন্ধকার—বিরাট অন্ধকার সমস্ত মেদিনীর উপরে অবাধে রাজত্ব করিতে থাকে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, দানবের অধিকারভুক্ত জীব তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় না।

দানবেরা অনেক প্রকার মায়া জানে। সেই মায়াবলে তাহারা নানাপ্রকার মূর্ত্তি ধরিয়া জীব সকলকে ভুলাইতে সমর্থ হয়। যখন চন্দ্র, সূর্য্য, ও গ্রহগণ আপন আপন স্থান ত্যাগ করিলেন, দানবগণও অমনি তাঁহাদের রূপ ধরিয়া সেই সকল পরিত্যক্ত স্থান গ্রহণ করিল।

আকাশে দানব-সূর্য্য প্রভাতে পূর্ব্বাচলে উদিত হইয়া সন্ধ্যায় পশ্চিমাচলে অস্ত যাইতে লাগিল; দানবী তারায় অমার গগন আচ্ছন্ন হইল। পূর্ণিমার রজনী দানবচন্দ্র মাথায় ধরিয়া দানবী কৌমুদীর বসন পরিল।

দানবী-মায়া মুগ্ধ মানব দেখিল, সূর্য্য উঠিয়াছে, চন্দ্র উঠিয়াছে, তারায় তারায় আকাশ ভরিয়া রহিয়াছে! কিন্তু দেবতা ও ঋষি জানিলেন, সমস্ত জগতে অন্ধকার—কি বিরাট বিশ্বব্যাপী সর্ব্ববিনাশী অন্ধকার!

দেবতারা দৈত্যভয়ে মানুষের রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে লুকাইয়া রহিলেন। শুম্ভ ত্রিলোকে একাধিপত্য করিতে লাগিল।

পরাজিত, রাজ্যভ্রষ্ট, অধিকারচ্যুত, স্বর্গ হইতে তাড়িত, ভয়কম্পিত দেবগণ মুক্তির অন্য উপায় না দেখিয়া জগন্মাতাকে স্মরণ করিলেন।

"বিপদ উপস্থিত হইলে যদি আমাকে তোমরা যথাবিধি স্মরণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের সকল বিপদ দূর করিয়া দিব।" মহামায়া দেবগণকে পূর্ব্বে এই বর দিয়াছেন। সেই বরের কথা দেবতাদের মনে হইল। মনে হইবামাত্র তাঁহারা হিমালয়ে গমন করিলেন, এবং সকলে সমবেত হইয়া মহামায়ার স্তব আরম্ভ করিলেন।

নমি দেবী মহাদেবী শিবানী প্রকৃতি।
ভদ্রা রৌদ্রা গৌরী ধাত্রী করি মা প্রণতি॥
নমি দুর্গা নমি কৃষ্ণা হে সর্ব্বকারিণী।
নমি মা কল্যাণরূপা নমি মা শর্ব্বাণী॥
সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া যে দেবী শব্দিতা।
চেতনা সকল ভূতে যিনি অভিহিতা॥
বুদ্ধিরূপে সেই দেবী জীবের ভিতরে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাঁরে॥
নিদ্রা ক্ষুধা কান্তি তৃষ্ণা শান্তি জাতি মায়া।
শ্রদ্ধা লজ্জা তুষ্টি ক্ষান্তি বৃত্তি স্মৃতি ছায়া॥
জীবমধ্যে যিনি আদি নবরূপ ধ'রে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাঁরে॥
লক্ষ্মীরূপে মাতৃরূপে ব্যাপ্তিরূপে আর।
শক্তিরূপে জীবমধ্যে অবস্থিতি যাঁর॥
সংস্কাররূপে আবরিয়া নিখিল সংসারে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাঁরে॥

জগজ্জননীর স্তবে দেবতারা তন্ময় হইয়া গেলেন। ভক্তি-বিনম্র দেবতার কণ্ঠোচ্চারিত স্তুতি-গীতি করুণাময়ীর হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি আর অন্তরের চক্ষে লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। জাহ্নবীতে স্নান করিবার ছল করিয়া তিনি দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"আপনারা এখানে কাহাকে স্তব করিতেছেন?"

ঋষি এইখানে একটী অলৌকিক বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে দেবগণ বোধ হয়, পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তর দানে উল্লেখ করিতেছিলেন। কিন্তু দেবীর প্রশ্ন কি নিরর্থক নয়? তিনি জগতের জননী হইয়া অভি-লাষিণী হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, দুর্গতিগ্রস্ত হতবুদ্ধি দেবগণ সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। তাই বলিয়া কি ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ব্যাহত হইবে? দেখিতে দেখিতে পার্ব্বতীর শরীর-কোষ হইতে তাঁহারই অনুরূপ অন্য এক পরম রমণীয় মূর্ত্তি বাহির হইয়া উত্তর করিলেন—"সমরে নিশুম্ভ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ও শুম্ভ কর্ত্তৃক নিজ নিজ অধিকার হইতে তাড়িত হইয়া, এই সকল দেবতা আমারই স্তব করিতেছেন।"

চক্ষের নিমিষে যেন কোথা হইতে কি হইয়া গেল। আকুলনেত্রে দেবগণ চাহিয়া দেখিলেন, হিমালয়-শিরে সুধাতরঙ্গিণী জাহ্নবীতীরে পর্ব্বত-নন্দিনী গৌরী সহসা শ্যামরূপে ভুবন উজ্জ্বল করিয়া একহস্তে বর ও অন্য হস্তে অভয় লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অমনি দেবগণের মস্তক ভক্তিভরে

তাঁহার চরণপ্রান্তে অবনত হইল। ভগবতীর আশ্বাস-বাণীতে প্রীত হইয়া তাঁহারা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পার্ব্বতী কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইয়া হিমাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইজন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি, আদ্যাশক্তি ক্রমে আমাদের ঘরের কাছে আসিয়াছেন। জীবের ভয় ঘুচাইতে ভগবতী এবারে গিরিরাজের গৃহে অবতীর্ণা।

পর্ব্বতনন্দিনীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গিরিরাজের শূন্য-ভবন পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গ-সকল বিবিধ রত্নধাতুরাগে রঞ্জিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত করিয়া তুলিল। অন্যান্য শৃঙ্গ সকল অসংখ্য বৃক্ষলতা ও গুল্মে সমাচ্ছন্ন হইল, এবং পর্ব্বতবাহিনী নির্ঝরিণীর মধুর শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

১১

শুম্ভ-নিশুম্ভের দুইজন ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিল, কোথা হইতে এক অভিনব সলিল-তরঙ্গ পর্ব্বতের পাদদেশ সিক্ত করিতেছে। সেই শুভ্রসলিলা তটিনীতীরে এক অপূর্ব্ব কাঞ্চন-কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেই কাঞ্চন-কমলের সৌরভে সেই পার্ব্বত্য দেশের সমীরণ সুবাসিত হইয়াছে।

হিমালয়ের এই সহসা রূপপরিবর্ত্তনের কারণ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া তাহারা দুই ভাই প্রথমে নতই বিস্মিত হইল। কতদিন ত তাহারা হিমালয়ের নিকট দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, কিন্তু কই নীরস হিমালয়ে এরূপ রসপ্রবাহ আর কখন ত তাহারা দেখে নাই। ভক্তের কৃপায় তাহারা ত্রিভুবনের সকল সুন্দর স্থান দেখিয়াছে, নন্দনকাননে পরিভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু হিমগিরির আজ যেরূপ শোভা, নন্দনেরও ত কখন তাহারা সেরূপ শোভা দেখে নাই। মুগ্ধ হইয়া দুই ভাই পর্ব্বতের শোভা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা দেখিল, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কুমারী অপরূপ শ্যামাঙ্গের শোভায় ভুবন আলোকিত করিয়া পর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে বিচরণ করিতেছেন।

সেই কুমারীকে দেখিবামাত্র তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া আমাদের রাজাকে সংবাদ দিল। বলিল —"মহারাজ! অতি মনোহরা একটি রমণী স্বকীয় শ্যাম-শোভায় সুশুভ্র হিমাচল সমুজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। তাদৃশ পরম মনোহর রূপ ত্রিভুবনে কেহ কোথাও দেখে নাই। ইনি কোন্ দেবী প্রথমে আপনি অবগত হউন, তাহার পর ইঁহাকে গ্রহণ করুন। একবার দেখিয়া আসুন, তাঁহার রূপপ্রভায় দশদিক্ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

চণ্ড ও মুণ্ড বলিতে লাগিল—"ত্রিভুবনে যেখানে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ছিল, সমস্তই আপনি অধিকার করিয়াছেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে আপনি করিরাজ ঐরাবত এবং ঘোটকশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা লাভ করিয়াছেন। নন্দনের পারিজাত আপনার অট্টালিকার প্রবেশ-পথে কল্প-কুসুম মাথায় লইয়া ছায়াদান করিতেছে। ধনেশ্বর কুবেরের নিকট হইতে আনীত মহাপদ্ম নামে নিধিরত্ন, সমুদ্রদত্ত উৎকৃষ্ট কেশর-বিশিষ্ট অম্লান পদ্মমালা, বরুণ-দত্ত কাঞ্চনস্রাবী ছত্র—অপূর্ব্ব ভূষণ, বসন—সমস্তই আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে, এমন কি, হেমপদ্মযুক্ত, রত্নরূপে পরিণত যে অদ্ভুত রথ পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মার ছিল, সেই বিমান-রত্ন এক্ষণে আপনার গৃহ-প্রাঙ্গণ আশ্রয় করিয়াছে। হে দৈত্যরাজ! ভুবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন সমুদায় যখন আপনি অধিকার করিয়াছেন, তখন কি জন্য এই কল্যাণী রমণীরত্ন গ্রহণ করিতেছেন না?"

১২

চণ্ড-মুণ্ডের কথা শুনিয়া বিস্মিত দৈত্যরাজ সুগ্রীব নামক অনুচরকে আহ্বান করিলেন। সুগ্রীব নিকটে আসিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন—"তুমি এই দণ্ডেই হিমালয় প্রদেশে গমন কর। এবং পর্ব্বতের অধিত্যকায় বিচরণশীলা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার ঐশ্বর্য্যের কথা জ্ঞাপন কর, এবং যাহাতে প্রীতমনে তিনি এখানে আগমন করেন, তাহার ব্যবস্থা কর।"

দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সুগ্রীব হিমালয়ে গমন করিল। যাইয়া দেখিল, রক্তবসনপরিধানা প্রকৃতি-ভূষণা শ্যামা এক পরমরমণীয় অধিত্যকায় দাঁড়াইয়া আছেন। পার্শ্বে সহস্র কাঞ্চন-দলে কমল ফুটিয়াছে; সম্মুখে জাহ্নবীতরঙ্গ অসংখ্য রত্নোপহার পতিত রহিয়াছে। পরতরল কল্লোল

সিংহ সেই কোমল চরণের ভার ধরিবার জন্য যেন সর্ব্বশক্তি পুঞ্জীকৃত করিয়াছে।

জননী একহস্তে ভূমিসংলগ্ন ত্রিশূল ধরিয়া অন্য করকমল ঈষদুত্তোলিত করিয়া জগতে অভয় বিতরণ করিতেছিলেন। শ্রীচরণচুম্বিত-কেশরাশি মলয়-পবনে আন্দোলিত হইয়া গিরিশিখরে মেঘের তরঙ্গ তুলিতেছিল। নীল-নলিনাক্ষ নয়ন ঊর্দ্ধে জ্যোতির্ধারায় সমস্ত আকাশকে নীলবর্ণে রঞ্জিত করিতেছিল। ধ্যানস্থা যোগিনীর ন্যায় জগদ্ধাত্রী মানবীদেহে আপনার ভুবনব্যাপিনী মাধুরী উপভোগ করিতেছিলেন।

সুগ্রীব ধীরে ধীরে পার্ব্বতীর সমীপে উপস্থিত হইল, এবং অতি কোমলভাবে মধুরবাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল—"হে দেবি! দৈত্যরাজ শুম্ভ ত্রিভুবনের একাধিপতি; আমি তাঁহার প্রেরিত দূত; এখানে আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি।"

পার্ব্বতী বলিলেন—"কি জন্য আসিয়াছ বল।"

সুগ্রীব বলিল—"সেই দৈত্যরাজের কথা আপনাকে শুনাইতে আসিয়াছি। তিনি বলেন, 'এই নিখিল ত্রৈলোক্য আমারই। দেবগণ আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী। এই নিখিল ভূমণ্ডলে যেখানে যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন ছিল, সমস্তই আমার করতলগত হইয়াছে। দেবগণ, নাগগণ সকলে আমাকে প্রণাম করিয়া, সেই সকল রত্ন আমাকে উপহার দিয়াছেন। আপনিও স্ত্রী-রত্ন, সুতরাং আমার অধিকারে আসিবার যোগ্য। আমার পত্নী হইলে আপনি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন; বুদ্ধি দ্বারা ইহা সমালোচনা করিয়া আপনি আমার অথবা আমার সমবিক্রমশালী ভ্রাতা নিশুম্ভের পত্নীত্ব স্বীকার করুন'।" প্রভুর উক্তি দেবীকে শুনাইয়া সুগ্রীব দেবীর উত্তরের প্রতীক্ষায় নীরব হইল।

দেবী কহিলেন—"তুমি সত্য বলিয়াছ। শুম্ভ সম্বন্ধে তুমি কিছুই মিথ্যা বল নাই; শুম্ভ ত্রিলোকের অধীশ্বর; নিশুম্ভও তাঁহারই তুল্য। কিন্তু এই বিবাহ বিষয়ে আমি একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি কেমন করিয়া তাহা মিথ্যা করি?"

সুগ্রীব জিজ্ঞাসা করিল—"কি প্রতিজ্ঞা বলুন?"

পার্ব্বতী কহিলেন—"অল্পবুদ্ধিবশতঃ পূর্ব্বে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি

"যে ব্যক্তি আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিবে, যে ব্যক্তি আমার দর্প চূর্ণ করিবে, যে ব্যক্তি আমার তুল্য শক্তিশালী, তাহাকেই আমি স্বামিত্বে বরণ করিব। অতএব অসুররাজ শুম্ভ, অথবা তাঁহার ভ্রাতা নিশুম্ভ এখানে আসুন। বিলম্বে প্রয়োজন নাই। শীঘ্র আমাকে পরাজিত করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।"

এতক্ষণ দৈত্যদূত মিষ্টবাক্যে দেবীর সহিত কথা কহিতেছিল। দেবীর এই বিস্ময়কর বাক্য শুনিয়া, অবলার এই অসম্ভব অহঙ্কার দেখিয়া তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। যে ত্রিলোকাধিপতির অনুচর, নিজেও দেবপরাজয়ের যশ ধারণ করে, সে এক কোমলা কুমারীর দর্প সহ্য করিতে পারিবে কেন? ক্রোধে সুগ্রীব বলিয়া উঠিল—"হে দেবি! আমি দেখিতেছি রূপের অহঙ্কারে তোমার মতিবুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে। সাবধান! আমার সম্মুখে এরূপ কথা আর বলিও না। ত্রিভুবনে এমন পুরুষ কে আছে যে, শুম্ভ নিশুম্ভের সম্মুখে যুদ্ধার্থী হইয়া দাঁড়াইতে পারে? ইন্দ্র তাহার বজ্র লইয়া, বরুণ তাহার পাশ লইয়া, কুবের তাহার শক্তি লইয়া, যম তাহার দণ্ড লইয়া তাহাদের একের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে নাই। শুম্ভ নিশুম্ভের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত দেবতা মিলিত হইয়াও আমাদের আর দৈত্যগণের সম্মুখেও দাঁড়াইতে পারে না। তুমি রমণী তাহাতে একাকিনী; স্পর্দ্ধিনী হইয়া তুমি কিরূপে শুম্ভনিশুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইবে? আমিই তোমাকে উপদেশ দিতেছি। তোমার প্রতিজ্ঞার কথা রাখ। এখনি শুম্ভনিশুম্ভের নিকট গমন কর। কেশাকর্ষণে হতগৌরবা হইয়া যাইও না।"

পার্ব্বতী দূতের কথায় ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"তুমি যাহা বলিলে, তাহা ত বটেই। শুম্ভ-নিশুম্ভ যে বলী বীর্য্যশালী, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু কি করি বল, পূর্ব্বে বিবেচনা না করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।"

সুগ্রীব বুঝিল, বিনা বলপ্রয়োগে এ রমণী শুম্ভ-ভবনে যাইবে না। বলিল—"তবে আমি দৈত্যরাজকে এই কথা বলি?"

...ী বলিলেন—"হাঁ! তুমি আমার দূত হইয়া যাও; আমি যাহা বলিলাম, সে সমস্ত ...কে বল। তিনি শুনিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত ...ন।"

...বীর উত্তর শুনিয়া সুগ্রীব বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া- ক্রুদ্ধ হইবারই কথা। সে নিজেই একটা ...ক্রমী বীর, তাহার সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র কুমারী ...গর্ব্ব করিতেছে, বীরশ্রেষ্ঠ শুম্ভকে যুদ্ধে ...ন করিতেছে, ইহা কোন্ বীর সহ্য করিতে ...? একবার সে মনে করিল, আমিই এই ...রীর কেশাকর্ষণ করিয়া দৈত্যরাজের কাছে ...লইয়া যাই। কিন্তু তাহা ত হইতে পারে ...সে কেবলমাত্র দূত হইয়া আসিয়াছে, তাহার ...না নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। এইজন্য সে মনের ...মনেই চাপিয়া তাহার রাজার নিকটে গমন ..., এবং শুম্ভ যেখানে দানবগণকে লইয়া সভা ...বসিয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইল।

১৩

...ম্ভ সুগ্রীবকে দেখিয়াই রমণীর বৃত্তান্ত জানিতে ...লেন, এবং তাহার সঙ্গেই সে আসিল না কেন, ...র কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

...গ্রীব করযোড়ে উত্তর করিল,—"মহারাজ! ...ণী হয় উন্মাদিনী, না হয় গর্ব্বিণী। আমি ...র নিকটে যাইয়া আপনার আদেশ ...ইলাম। শুনিয়া রমণী অবজ্ঞার সহিত ...,—'যে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে ...বে, সেই আমার স্বামী হইবে।' এই বলিয়া ...আপনাকে অথবা আপনার ভ্রাতাকে সমরে ...ান করিয়াছে। বলিয়াছে, শুম্ভ কিম্বা নিশুম্ভ ...ন আসুন; এবং শীঘ্র আমাকে পরাজিত ...র আমার পাণিগ্রহণ করুন।"

...গ্রীবের মুখে অপরিচিতার কথা শুনিয়া সভাস্থ ...র দল হাস্য করিয়া উঠিল। তাহারা হাসিল, ...তাহারা সুগ্রীবের কথায় বিশ্বাস করিতে ...ল না। কিন্তু শুম্ভ হাসিলেন না। যে ...স্বকীয় ক্ষমতা ও বীর্য্যবলে ত্রিলোক অধিকার ...ে সমর্থ, দেবতারা যাহার ভয়ে আত্মগোপন ... সে ব্যক্তি বুদ্ধিতেও যে অসাধারণ, ...তে সন্দেহ কি? তাহার ভিতরে দেবত্ব-

দিগেরও অধিক শক্তি বিদ্যমান। তবে দেবতা ও দানবে প্রভেদ এই, দেবতারা সত্ত্বগুণপ্রধান, আর দানবদিগের ভিতরে রজঃ ও তমোগুণের আধিক্য।

এই তিন গুণের বিষয় সম্যকরূপে বুঝা তোমাদিগের পক্ষে আপাততঃ কঠিন হইবে। তথাপি আমি এই গুণের কথা উল্লেখ করিলাম। এই সময় হইতেই তোমাদের এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে অন্ততঃ সামান্য কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

তোমরা হয় ত দেখিয়াছ যে, তোমাদের বালকবালিকাদিগের মধ্যে চরিত্রগত কত প্রভেদ। যদি না দেখিয়া থাক, তাহা হইলে এইবার হইতে দেখিও, এবং সেই সঙ্গে আপনার দিকেও দৃষ্টি করিও। তাহা হইলে এই তিনটি গুণ সম্বন্ধে অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

তোমাদিগের মধ্যে দেখিবে, কেহ সদানন্দময়, কেহ অভিমানী, কেহ ক্রোধী, কেহ শান্ত, কেহ চঞ্চল, কেহ কর্মকুশল,—সর্ব্বদাই কাজ করিতে ভালবাসে—কেহ অলস—কাজ করিতে চাহে না, —কাজের কথা শুনিলেই তাহার জ্বর আসে, কেহ পরকে দান করিয়া আনন্দলাভ করে, কেহ পরের নিকট হইতে লইতে পারিলেই সন্তুষ্ট হয়, কেহ পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করে, আবার কেহ বা তাঁহাদের সর্ব্বদাই বিরক্ত করিয়া থাকে। একটু স্থিরভাবে সহিত দেখিলেই তোমরা তোমাদের মধ্যে এই চরিত্রগত পার্থক্য বুঝিতে পারিবে। কেন এই পার্থক্য হয়, পরে বলিতেছি। আগে এই গুণের মহিমা শুন।

ঋষি বলেন—এই তিনটি গুণ লইয়াই জগতের অস্তিত্ব। যে দিন জগৎ হইতে এই তিনটি গুণ তিরোহিত হইবে, সেই দিনই জগতের ধ্বংস হইবে। তখন এই পৃথিবী বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, মানব, নদী, পর্ব্বত, আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা নক্ষত্র ও দেবতা কিছুই থাকিবে না।

আদ্যাশক্তি মহামায়া এই তিনটি গুণ লইয়াই তাঁহার এই বিশাল সংসার রচনা করিয়াছেন। তোমরা ত পূর্ব্বেই দেখিয়াছ, নারায়ণ অনন্ত-শয্যায় যোগনিদ্রায় মগ্ন হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার কাতর আহ্বানেও তিনি জাগরিত হইলেন না। শেষে ব্রহ্মা স্তবে মহামায়ার আবাহন করিলেন। আদ্যাশক্তি মহামায়ার আবির্ভাবের

সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অমনি মধুকৈটভের বিনাশে জগৎ সৃষ্ট হইল।

যিনি ঘুমাইলেন, তাঁহাকে ঋষিরা বিষ্ণু বলিয়াছেন। কিন্তু মহামায়া জগন্ময়ী। তাঁহারই সাহায্যে ভগবান সংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই মহামায়ার নাম আদ্যাশক্তি—আদিজননী।

সুতরাং সংসারের সমস্ত সৃষ্ট পদার্থেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণ আছে। এই ত্রিগুণ গাছে আছে, জলে আছে, পাহাড়ে আছে, পশুপক্ষী কীটে আছে, মানুষে আছে, দৈত্যে আছে, দেবতায় আছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবে আছে। উচ্চ দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্তিকার একটি পরমাণু পর্যন্ত কেহই এই ত্রিগুণের খেলা হইতে নিস্তার পায় নাই।

তবে এই তিনটি গুণ সকল বস্তুতে সমান নয়। কাহারও সত্ত্বগুণ অধিক, কাহারও বা রজোগুণের আধিক্য, কাহারও বা তমোগুণের আধিক্য।

নির্মলতা সত্ত্বগুণের চিহ্ন, চঞ্চলতা রজোগুণের চিহ্ন, তমোগুণের [illegible]। এই তিন গুণের এই তিনটি প্রধান চিহ্ন। এই সকল চিহ্নের আবার নানারূপ। সে সকল পরিচয়ের উল্লেখ করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। [illegible] বুঝিতে [illegible], এ জগতের যাহা কিছু নির্মল ও সুন্দর, তাহাই সত্ত্বপ্রধান; যাহা চঞ্চল ও ক্রিয়াশীল, তাহাতেই রজোগুণের আধিক্য এবং যাহা গতিহীন ও ক্রিয়াহীন, তাহাতে তমোগুণ অধিক পরিমাণে অবস্থান করিতেছে।

সত্ত্বগুণ হইতে শান্তি, সুখ ও মধুরতা উৎপন্ন হয়; কামক্রোধাদি রিপু এবং সেই জন্য [illegible] অস্থিরতা ও যে কুকার্যাদি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; মোহ ও মূঢ়তা তমোগুণের ধর্ম।

দেবতায় সত্ত্বগুণের আধিক্য, এই জন্য তাঁহারা শান্তির [illegible]। দানবে রজঃ ও তমোগুণের আধিক্য, এই জন্য তাহারা ক্রোধী, লোভী ও চির-অশান্তিময়—জগতের আধিপত্য লাভ করিলেও তাহাদের আকাঙ্ক্ষা মিটে না, সুতরাং দুঃখ ঘুচে না।

এইবারে মানুষ লইয়া কথা। আমি তোমাদিগকে পূর্বে [illegible] চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষ্য করিতে বলিয়াছি। আবার সেই সঙ্গে নিজের চরিত্রের প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছি। কেন বলিয়াছি, এইবারে তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ত্রিগুণের কি গুণ, তাহা বোধ হয় অনুভব করিয়াছ।

তোমাদিগের মধ্যে যে বালকবালিকা সদানন্দময়, শান্ত, পরোপকারী, সত্যবাদী, গুরুজন ও দেবতায় ভক্তিমান এবং যে বুদ্ধিমান, ক্রোধ ও লোভশূন্য, সে সত্ত্বপ্রধান। জানিও, দেবতার গুণ তাহাতে বর্তমান রহিয়াছে। যে ক্রোধী, লোভী, [illegible], [illegible] প্রভৃতি, তাহাতে অধিক পরিমাণে রজোগুণ আছে। [illegible] বলিয়া [illegible] দিবারাত্রি ঘুমাইতে চায় [illegible] তমোগুণ অধিক পরিমাণে অবস্থান করিতেছে। [illegible] প্রভাব প্রায় হইয়াছে।

এইবারে সকলে নিজের নিজের চরিত্রের [illegible] বুঝিবে, তুমি [illegible]—কোন শ্রেণীর মানুষ।

[illegible]

ইহাতে দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এক দুই ভাব আছে। পূর্ণ দেবতা ও পূর্ণ দানব মানবের ভিতরে নাই। যদি থাকে, তা আমাদের সাধারণ মানুষের অজ্ঞেয়।

যে দেবভাবাপন্ন, তাহার ভিতরেও আসুরিক ভাব অনেক পরিমাণে আছে। যে অসুরভাবাপন্ন, সে ব্যক্তিও অনেক দৈবীসম্পদের অধিকারী। দিবারাত্রি আমাদের ভিতরে এইরূপ দেব-দানবের যুদ্ধ চলিতেছে। আমরা সকলেই অসুরভাব দূর করিয়া অন্তরে দেবভাব প্রতিষ্ঠা করিতে অবিরত চেষ্টা করিতেছি। তোমরাও চেষ্টা কর। যখন অশক্ত বোধ করিবে, তখন মহামায়ার শরণাপন্ন হইবে। তিনি তাঁহার শক্তি দিয়া অসুরগুলাকে

[illegible] করিয়া দিবেন। তখন তোমরা মাতৃভূমির [illegible] রূপে [illegible] একটি দেবশক্তি, নিজ নিজ [illegible] জন্মভূমির মহিমা বিস্তার করিতে সমর্থ [illegible]।

[illegible] জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ [illegible] হইয়াছিলেন। [illegible] তাঁহার [illegible] আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। [illegible] হয় নাই। [illegible]

[illegible]

২৪

[illegible] কিন্তু [illegible] ছিলেন না।

[illegible] শুধু তাই নয়, [illegible] সম্মুখে [illegible] নাই, সেই দুর্জ্জয় শক্তিকে [illegible] এক রমণী দণ্ডায়মানা হইয়াছে।

[illegible] জ্ঞান [illegible] দেবতাদের [illegible] হইল না। [illegible] কথা [illegible] বুঝিয়াছিলেন, অবলার কমনীয় [illegible] শক্তি লুকাইয়া, সেই রমণী [illegible] ও তাঁহার [illegible] নিজদের সমবেত [illegible] করিয়াছে। দুর্বুদ্ধি [illegible] দানব [illegible] রমণীকে ধরিয়া আনিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে, কিন্তু তাহা পারিবেন না। [illegible] বসিয়া থাকা তাঁহার [illegible]।

[illegible] অদম্য [illegible] পথে [illegible] তাঁহার সর্ব্বশরীর [illegible] তথাপি তিনি একান্ত বুদ্ধিহীনের [illegible] করিলেন না। [illegible] যে কোন এক জন [illegible] করিতে আদেশ দিলেন না।

[illegible] সেই [illegible] দেবতাদের [illegible]।

[illegible] করিয়া পার্শ্ববর্তী [illegible] করিয়া বলিলেন— [illegible] তুমি [illegible] হইয়া, [illegible] আনয়ন [illegible]।

[illegible] হইল। [illegible] আয়োজন [illegible] করিতে [illegible]।

[illegible] অভিহিত [illegible] তাঁহাকে [illegible] হইয়াছিল, [illegible] ধরিতে হইয়াছিল। [illegible] সহোদরী। [illegible] সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, [illegible] তখনই সেই আকার [illegible] করিয়া তাহাদের সংহার করিয়াছিলেন। সেই সকল স্বকীয় [illegible] ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকরী শক্তিকে তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

তথাপি তিনি পূর্ণা। [illegible] তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি তাঁহার স্বকীয় [illegible] শক্তির কণামাত্রও হ্রাস হয় নাই। এ কথা শুনিতে বড় বিচিত্র। তোমরা আমরা জানি, ষোল আনা হইতে এক আনা বাদ পড়িলে পোনেরো আনা

অবশিষ্ট থাকে, দুই আনা গেলে চৌদ্দ আনা। এইরূপ যতই বাদ পড়িবে, ততই ষোল আনা হইতে কমিতে থাকিবে। ষোল আনা বাদ পড়িলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

কিন্তু মহামায়ার লীলা বিচিত্র। তাঁহা হইতে এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। অনন্ত জীব, অনন্ত সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, তারা—এক কথায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত শক্তির আভাস লইয়া তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মায়ের শক্তিরূপ হইতে যে সকল দেবীর উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারাও এক একটি অনন্তশক্তিধারিণী। তথাপি মা আমার যে অনন্ত সেই অনন্ত।

ঋষি বলিয়াছেন :—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

এক পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ণ হইতে পূর্ণ বিযুক্ত হইয়াও পূর্ণ অবশিষ্ট রহিয়াছে।

সেই পূর্ণরূপিণী জননী এই প্রচণ্ড অসুর সংহার-কালে জগতের জীবের দুর্গতি নাশ করিতে দশ হস্ত বিস্তার করিয়া, দশভুজে দশ প্রহরণ ধরিয়া, জীবের বিপদ দশদিকে দূর করিয়াছিলেন। সেই দুর্গতিনাশিনী দশভুজাকে আমরাও কোন অনাদি-কাল হইতে দুর্গা বলিয়া আবাহন করিয়া আসিতেছি।

দেবীর এই লোমহর্ষণ যুদ্ধের বিবরণ ঋষি যে ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে এই পুস্তকে প্রকাশ করা অসম্ভব। সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া এই লীলাকাহিনী সমাপ্ত করিব।

১৫

প্রথমে ধূম্রলোচনের সহিত যুদ্ধ, এ যুদ্ধটা তাহার সৈন্যের সহিত দেবীর সিংহের যুদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেন না, ধূম্রলোচনকে বড় একটা যুদ্ধ করিতে হয় নাই। তাহার দম্ভ আস্ফালন মাত্রই সার হইয়াছিল।

সে ষাট হাজার দানবসেনা লইয়া দুর্গাকে বন্দিনী করিতে আসিয়াছিল। আসিয়া দেখিল, দুর্গা পূর্ব্বমত হিমালয়ের অধিত্যকায় আপনার মনে বিচরণ করিতেছেন।

ধূম্রলোচন ভাবিয়াছিল, নিশ্চয়ই দৈববল কুমারীর পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছে। সুন্দরীকে সম্মুখে রাখিয়া দেবতারা পর্ব্বত-শৃঙ্গের অন্তরালে লুকাইয়া আছে। শুম্ভও তাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সেইজন্য ধূম্রলোচনকে প্রেরণকালে বলিয়াছিলেন—"সেই রমণীকে রক্ষা করিতে যদি কোন দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব অথবা অপর কেহ যুদ্ধার্থে অগ্রসর হয়, তুমি তাহাকেও বধ করিবে।"

ধূম্রলোচন দেবীকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল একটা কুণ্ডলিত সিংহ অধিত্যকার একস্থানে নিদ্রিতবৎ পড়িয়া আছে। সে সৈন্যগণকে পশ্চাতে রাখিয়া নিজেই দুর্গার সমীপে উপস্থিত হইল; এবং অন্য কোন কথা না কহিয়া একেবারেই বলিল—"শুম্ভ নিশুম্ভের নিকটে চল।"

দুর্গা বলিলেন—"যদি না যাই?"

ধূম্রলোচন বলিল—"যদি প্রীতিসহকারে আমার প্রভু শুম্ভের নিকট গমন না কর, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে কেশাকর্ষণে বিবশা করিয়া লইয়া যাইব।"

দুর্গা কহিলেন—"দৈত্যেশ্বর শুম্ভ তোমাকে পাঠাইয়াছে। তুমি আবার একা আগমন কর নাই, সঙ্গে কতকগুলা সৈন্য আনিয়াছ। তুমি নিজেও কম বলশালী নও—অনেক দেবতাকে যুদ্ধে হারাইয়াছ। তুমি যদি বলপূর্ব্বক আমার কেশা-কর্ষণ করিয়া লইয়া যাও, আমি আর তোমার কি করিব?"

দুর্গার এই কথা শুনিবামাত্র ধূম্রলোচন ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইল। নিকটস্থ হইয়া যেমন সেই দুরাত্মা অসুর দেবীর কেশ ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল, অমনি দুর্গা একটি হুঙ্কার প্রদান করিলেন।

এখন কোথায় দুর্দান্ত অসুর ধূম্রলোচন? অসুরসেনাগণ দূর হইতে দেখিল, তাহাদের সেনা-পতি দেবীর হুঙ্কারে চক্ষের নিমেষে ভস্মে পরিণত হইয়াছে। তাহারা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল; এবং কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া দুর্গার প্রতি বাণ, শক্তি, কুঠার প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

তখন সিংহ শুইয়া শুইয়া অল্প অল্প চোখ মেলিয়া রহস্য দেখিতেছিল। কিন্তু যেই দেখিল, ধূম্রলোচন মরিয়াছে, আর তার নায়কবিহীন সৈন্যগুলা দেবীর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে, তখন সে আর স্থির

থাকিতে পারিল না। সিংহ উঠিয়া একবার গা ঝাড়া দিয়া লইল, গোটাকতক হাই তুলিল, তার পর কেশর ফুলাইয়া সেই উচ্চ অধিত্যকা হইতে এক লম্ফে দৈত্যদের মধ্যে গিয়া পড়িল। পড়িয়াই আক্রমণে সে অসুরদলকে অস্থির করিয়া তুলিল। চপেটাঘাতে সে কাহারও মাথাটা উড়াইয়া দিল, কামড় দিয়া কাহারও [illegible] গুঁড়াইয়া ফেলিল। কাহারও হাত ছিঁড়িল, কাহারও পা ছিঁড়িল, [illegible] কোন [illegible] ছিঁড়িল, কোন মহাসুরকে বুকে [illegible] [illegible] তীক্ষ্ণ মুষ্টি দিয়া কোন [illegible] [illegible] করিতে লাগিল। [illegible] মধ্যে [illegible] পাইয়া গেল। সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করা [illegible] দেখিয়া তাহারা পলায়ন করিল।

দূত [illegible] নিঃসহায়া [illegible] নিকট [illegible]। [illegible] বিনা অস্ত্রে দেবী ঐ [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] আর [illegible] [illegible] তাহার হাতি হাজার [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল; [illegible] ছিল, [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] কাড় [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] দৈত্যরাজের সে [illegible] করিতে [illegible] না। [illegible] এই [illegible] [illegible] তাহার ক্রোধ [illegible] জ্বলিয়া উঠিল। তিনি [illegible] মুণ্ডকে আহ্বান করিলেন। এই [illegible] [illegible] জন্যই চণ্ডকে দুর্গার [illegible] দিয়াই [illegible] বাধাইয়াছে।

তাহারা নিকটে আসিলে [illegible] [illegible] দিগকে আদেশ করিলেন—"হে চণ্ড! হে মুণ্ড! এখনি তোমরা সৈন্যসহ লইয়া [illegible] গমন কর, আর সেই দুষ্টা রমণীর কেশাকর্ষণ করিয়া অথবা তাহাকে বন্ধন করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস। যদি কেশাকর্ষণ কিংবা বন্ধন করিয়া আনিতে অপারগ হও, তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত অসুর-সৈন্যের সহিত মিলিয়া তাহাকে বধ করিবে। আর সেই দুরন্ত সিংহটাকেও পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া লইয়া আসিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে, তাহাকেও বধ করিবে।

[illegible] আজ্ঞা পাইয়া চণ্ড ও মুণ্ড সৈন্য লইয়া [illegible] সহিত যুদ্ধ করিতে চলিল। [illegible] [illegible] সিংহের উপর আরোহণ করিয়াছেন। চণ্ড ও মুণ্ড [illegible] তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, সিংহবাহিনী [illegible] [illegible] [illegible] আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহিত দুই [illegible] [illegible] [illegible] জন্য অগ্রসর হইল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ধরিয়া লইবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] দুর্গাকে [illegible] [illegible] দুই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তাহা [illegible] [illegible] তাহাদের বড়ই কষ্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বড় [illegible] চলিল।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ক্রোধ [illegible] হইতে—

[illegible]
[illegible]
[illegible] ভীষণা।
[illegible] রসনা;
[illegible] শোণিত প্লাবন,
[illegible] [illegible] গর্জন।

[illegible] [illegible] [illegible] দেবী [illegible] হইলেন [illegible] [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই তিনি [illegible] [illegible] [illegible] উপরে পতিত হইলেন, এবং

তাহাদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। হাতী ধরিয়া সেই হাতী, তাহার পিঠের যোদ্ধা ও মাহুত—সমস্ত খাইতে লাগিলেন। এইরূপে ঘোড়সওয়ার সমেত ঘোড়া, সারথী সমেত রথ, যাহা যখন সম্মুখে পড়িতে লাগিল, তাহাই মুখে পুরিয়া, কড়মড় করিয়া চিবাইয়া পেটে পুরিতে লাগিলেন। চণ্ড-মুণ্ড এ এক নূতন বিপদ দেখিয়া দুর্গাকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত অসুর-সৈন্য লইয়া সেই কৃষ্ণবর্ণা দেবীকে আক্রমণ করিল।

দেবী তাহাদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সকল দন্ত দ্বারা চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আহারের ব্যাপার দেখিয়া অসুর সকল পলাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই করালবদনী মূর্তির নিকট হইতে কোথায় পলাইয়া তাহারা নিস্তার পাইবে? দেবী তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে করিতে চণ্ডের নিকটে উপস্থিত হইলেন; এবং তাহার কেশ আকর্ষণ পূর্বক খড়্গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন।

চণ্ডকে নিহত দেখিয়া, মুণ্ড খড়্গ লইয়া দেবীর দিকে অগ্রসর হইল, এবং অচিরেই তাহারও সেই দশা প্রাপ্ত হইল।

দুই মুণ্ড হস্তে লইয়া কালী দুর্গাকে উপহার দিলেন। সেই দুই অসুরের নিধন দেখিয়া কল্যাণময়ী জগজ্জননী তাঁহাকে বলিলেন, 'যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে লইয়া আসিয়াছ, এইজন্য আজ হইতে হে দেবি! জগতে তোমার চামুণ্ডা নাম প্রসিদ্ধ হইল।'

১৭

এইবারে শুম্ভ ও নিশুম্ভের পালা। চণ্ড ও মুণ্ডের নিধনবার্তা শুনিয়াই দৈত্যরাজ দেবীর যথার্থ যেখানে যত সেনা ছিল, সকলকেই প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র সমরের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইল।

দৈত্য-সামন্তেরা তাহাদের সম্রাটের সহিত এই শেষ যুদ্ধে যোগদান করিতে আসিল। কালক বংশীয়, ধূম্র বংশীয়—এইরূপ নানা বংশের অসুরগণ যুদ্ধ করিতে ছুটিয়া আসিল।

সেই অগণ্য সৈন্যের সেনাপতি হইয়া ভাই নিশুম্ভকে সঙ্গে লইয়া শুম্ভ দুর্গার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

অতিভীষণ সেই সৈন্যকে আসিতে দেখিয়া দেবী ধনুষ্টঙ্কার শব্দে ধরণী ও গগনের অন্তর পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সিংহ ক্রোধে কেশর ফুলাইয়া অতি মহান্ নাদ করিল। মা দুর্গতিনাশিনী ঘণ্টাধ্বনিতে সেই শব্দ দ্বিগুণ করিয়া তুলিলেন। বিস্তারিতবদনা চামুণ্ডা এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন যে, ভগবতী দুর্গার ধনুষ্টঙ্কার ও ঘণ্টাধ্বনি এবং সিংহের প্রচণ্ড গর্জনও তাহার ভিতরে ডুবিয়া গেল।

বাস্তবিক দেবতারা অন্তরাল হইতে মায়ের এই যুদ্ধ-ব্যাপার দেখিতেছিলেন। অন্তরালে থাকিয়াই তাঁহারা ধূম্রলোচন ও চণ্ডমুণ্ডের বধে আনন্দপ্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু সমস্ত দৈত্যসেনা সঙ্গে স্বয়ং শুম্ভকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা বুঝিলেন, আদ্যা-শক্তির যে শক্তিপ্রভাবে তাঁহারা এতদিন নিজ নিজ অধিকার রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, আজ সেই মাতৃশক্তি [illegible] মায়ের [illegible] করিতে আয়োজন হইয়াছে।

দেবতাদিগের মনে এই কথা উদিত হইবামাত্র তাঁহাদের [illegible] শরীর হইতে মূর্তি ধরিয়া আদ্যাশক্তিকে বেষ্টন করিল। যে দেবের যেমন রূপ, যাঁহার যেমন ভূষণ, যেমন বাহন, সেই প্রকার রূপ ধরিয়া, ভূষণ পরিয়া, বাহনে আরূঢ় হইয়া সেই দেবের শক্তিরূপা দেবীগণ অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধরা ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী; বৃষারূঢ়া ত্রিশূলধারিণী মহাসর্পবলয়া চন্দ্ররেখাবিভূষণা মহেশ্বরের শক্তি মাহেশ্বরী; শঙ্খ চক্র গদাদি অস্ত্র হস্তে, গরুড়ের পৃষ্ঠে উপবিষ্টা নারায়ণের শক্তি নারায়ণী; ইন্দ্রের শক্তি ইন্দ্রাণী; কার্তিকেয়ের শক্তি ময়ূরাসনা কৌমারী—এইরূপ সর্ব দেবতার শক্তি ভগবতীকে সহায়তা করিতে আদ্যাশক্তিকে বেষ্টন করিলেন। শুম্ভ রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, তাঁহার প্রতিযোগিনী রমণী আর কেহ নহেন, তিনি সর্বশক্তি পরিবৃতা সর্বশক্তির সারভূতা স্বয়ং অপরাজিতা ঈশানী।

আদ্যাশক্তিকে সহায়ে উন্মত্ত দেখিয়া শুম্ভের ক্রোধের সীমা রহিল না। ত্রিলোকের উপর তাঁহার আধিপত্য। সুতরাং দৈত্যরাজ শুম্ভও অনন্ত

[illegible]ক্রিয়া। আজীবন শক্তির সাধনায় তাঁহার এই [illegible] ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইয়াছে। অতএব [illegible] শক্তির অধিষ্ঠাত্রীকে দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার [illegible] অস্ত্রের পতিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু [illegible] উপাদান। [illegible] শক্তির স্থির করিয়া [illegible] ছিলেন। যে দেবী হইতে তিনি [illegible] শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, [illegible] সেই [illegible] দিয়াছিলেন। এখন তাঁহার [illegible] দেখিয়া [illegible] জাগিয়া উঠিল। [illegible] এবং সমস্ত [illegible] দেবীকে আক্রমণ করিলেন।

[illegible]

[illegible] করিয়াছে।

[illegible]

[illegible]ছিলেন, তেমন দানব রক্তবীজ। তাহার মৃত্যু [illegible] অতিশয় ভয়াবহ। ইন্দ্রাণীর বজ্র, নারায়ণীর চক্র, মাহেশ্বরীর ত্রিশূল [illegible] গতপ্রাণ হইয়া ভূমিতে পড়িল, কিন্তু তাহার রক্তবিন্দু ভূমিতে পড়িবামাত্র, প্রতি রক্তবিন্দু হইতে তাহারই তুল্য আকার, তাহারই তুল্য দেহশক্তি লইয়া এক এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। মুহূর্তে এক রক্তবীজ শত শত রক্তবীজে পরিণত হইল।

অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া জগন্মাতা এই সকল দৈত্যাসুরের সংহার করেন। রক্তবীজকে বধ করিতে তিনি দেবী চামুণ্ডাকে বদনবিস্তার করিতে আদেশ করেন। রক্তবীজের দেহ হইতে যে সকল শোণিতবিন্দু পতিত হইতে লাগিল, ভূমিতে পড়িবার পূর্ব্বেই তাহা তিনি পান করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং সে সকল রক্তবিন্দু হইতে [illegible] উপায় রহিল না। দুর্গা নানা অস্ত্র দিয়া রক্তবীজকে আঘাত করিতে লাগিলেন, আর চামুণ্ডা [illegible] রক্তপানে নিযুক্তা রহিলেন। রক্তবীজ [illegible] রক্তহীন হইয়া [illegible] পতিত হইল। এইবার [illegible] যুদ্ধ [illegible]।

[illegible] যে সকল দেবী দুর্গাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, [illegible] তাঁহাদের নাম [illegible] শক্তি-সাহায্য [illegible]।

[illegible]

এইবার শুম্ভ [illegible] তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"[illegible] দুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী॥"

[illegible] দুর্গে! তুমি গর্ব্ব করিও না। [illegible] অভিমানিনী হইয়াও তুমি অন্যের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছ।

এই কথা [illegible] দুর্গা কহিলেন—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।"

এই জগতে একমাত্র আমিই আছি, আমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কে আছে? রে দুষ্ট! দেখ, আমার বিভূতিরূপা এই সকল মাতৃগণ আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।

যেমন মায়ের মুখ হইতে এই অপূর্ব্ব বাক্য বহির্গত হইল, অমনি অষ্টমাতৃকা—মায়ের দেহে

লয়প্রাপ্ত হইলেন। মা দুর্গা একাকিনীই রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদবস্থায় তিনি শুম্ভকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"নিজের যে ঐশ্বর্য্যবলে আমি ক্ষণপূর্ব্বে বহুরূপে অবস্থিতা ছিলাম, সে ঐশ্বর্য্য এই আমি আত্মদেহে বিলীন করিলাম। এক্ষণে যুদ্ধে আমি একাকিনী রহিলাম; তুমি স্থির হও।"

একদিকে দেব, অন্যদিকে দানবগণ দাঁড়াইয়া ঐশ্বরিক ও দানবী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিতে লাগিল।

শুম্ভ অনেক সময়ে দুর্গাকে বিব্রত করিয়াছিলেন। শুম্ভের নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্র সকল দেবী যেরূপ ছিন্ন করিতে লাগিলেন, শুম্ভও সেইরূপ দেবীনিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল খণ্ডখণ্ড করিতে লাগিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধে কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না।

কঠোর তপস্যায় শুম্ভ এই অসীম শক্তি সঞ্চিত করিয়াছিলেন। তপস্যার ক্ষয় না হইলে ত তাঁহার বিনাশ হইবে না। ইহা ভগবানের বিধি। এই জন্য দুর্গা তাঁহাকে সহজে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু মৃত্যু দৈত্যরাজের সন্নিকট হইয়াছিল, কাল তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল। দৈত্যরাজ অবশেষে নিজের মৃত্যু নিজেই ডাকিয়া আনিলেন। তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে এক সময় দুর্গাকে দুর্ব্বল বুঝিয়া বিনাশের জন্য তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলেন। কেশাকর্ষণে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

সতীর কেশস্পর্শমাত্র তাঁহার সকলশক্তির বিলয় হইল। বজ্রশক্তি যেমন পৃথিবীকে স্পর্শ করিলেই তাহাতে বিলীন হইয়া যায়, ওদ্ধেরও শক্তি সেইরূপ দুর্গার দেহে লীন হইয়া গেল। এই অবকাশে দেবী শূলদ্বারা তাঁহার বক্ষ বিদারিত করিয়া তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। দেবীর শূলাগ্রদ্বারা বিক্ষত দৈত্যরাজ প্রাণহীন হইয়া সসাগরা সদ্বীপা সপর্ব্বতা পৃথিবী কম্পিত করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শুম্ভের নিধনে জগৎ প্রসন্ন ও সুস্থ হইল; আকাশ নির্ম্মল হইল; উল্কাবর্ষী মেঘ শান্ত হইল; এবং নদী সকল প্রকৃত পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবগণ পরম আনন্দিত হইলেন; গন্ধর্ব্বগণ গানে, অপ্সরাগণ নৃত্যে সমস্ত জগৎকে পরিতুষ্ট করিলেন। সুখদ বায়ু প্রবাহিত হইল; সূর্য্যের তৃপ্তিপ্রদ কিরণ উল্লাসে ধরণীকে স্নান করাইল।

ঋষি সুরথ রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ এই আমি তোমাকে দেবীমাহাত্ম্য কহিলাম। এই বিশ্বমায়া বা মহামায়ার প্রভাবের তুলনা নাই। সেই মহামায়া দেবী তোমাকে, এই বৈশ্যকে এবং তোমাদিগের ন্যায় যাহারা বিবেকের অহঙ্কার করে—এইরূপ অন্যান্য জনগণকে, মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, এখনও মোহিত করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে মোহিত করিবেন। হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীকে আশ্রয়রূপে অবলম্বন কর।"

মেধস মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরথ ও সমাধির শোকসন্তাপ দূর হইয়া গেল। তাঁহারা উভয়েই সেই তপস্বী ও ব্রতধারী ঋষিকে প্রণাম করিয়া তপস্যা করিতে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা উভয়ে এক নদীতটে শ্রীদুর্গার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ, হোম ও তর্পণাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের পূজায় পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে বর দান করিয়াছিলেন।

ভগবতীর বরে রাজা তাঁহার হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; এবং উভয়েই দিব্যজ্ঞান ও অনন্তশান্তি লাভ করিলেন।

আমাদের দেশে বর্ষে বর্ষে ভগবতীর যে পূজা হয়, রাজা সুরথই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তবে শুনা যায়, বসন্তকালে তিনি শ্রীদুর্গার পূজা করিতেন। অযোধ্যাপতি ভগবান রামচন্দ্র রাবণকে সবংশে বধ করিবার মানস করিয়া শরৎকালে মায়ের আবাহন করিয়াছিলেন। তদবধি প্রতি শরতে আমাদের দেশে আদ্যাশক্তি মহামায়ার আবাহন চলিয়া আসিতেছে।

মহামায়ার এই চরিত্র শ্রবণে পুণ্য আছে। মা নিজেই বলিয়াছেন,—যাহারা ভক্তিসহকারে আমার এই উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে, তাহাদের বিন্দুমাত্র পাপ থাকিবে না, বিপদ থাকিবে না, দারিদ্র্য থাকিবে না, প্রিয়বিয়োগ ঘটিবে না। আমার এই মাহাত্ম্য সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে ও ভক্তিসহকারে পাঠ ও শ্রবণ করা উচিত; ইহাই কল্যাণের পথ।

এই আমি তোমাদিগের নিকট শ্রীদুর্গার বিচিত্র কাহিনী বর্ণন করিলাম। এই কাহিনী বাস্তবিকই

বিচিত্র। বর্ত্তমান জড়বাদের যুগে ইহাকে বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিতে হয়। কিন্তু ভক্তগণ, মায়ের এই অদ্ভুত চরিত্র আপনারা শুনিয়া ও অপরকে শুনাইয়া সমস্ত জীবন আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, যশ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা দীনবেশে মহামায়ার এই মহাশক্তির লীলা জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়া দিয়াছেন। লোকনিন্দা তাঁহারা কানে তুলেন নাই, অত্যাচার গ্রাহ্য করেন নাই, অভক্ত তার্কিকের শুষ্ক তর্কে তাঁহারা বিচলিত হন নাই।

শত শত বর্ষ, সহস্র বর্ষ, লক্ষ যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করিয়া, মহামায়ার ইতিহাস-কথা এখনও পর্য্যন্ত ভক্ত সুধীজনের চিত্তপ্রফুল্ল কমল-মাধুর্য্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও হিন্দু তাহা ভুলিতে পারিবে না।

তাহারা এখনও মনে করে, প্রতি হিন্দুর শক্তি লইয়া সনাতন ধর্ম্মের বীজমন্ত্র এই দুর্গা হৃদয়ে অন্তরে লুকাইয়া আছে। তাই মাতৃভক্ত পূজারি ভক্তিগদগদকণ্ঠে জগজ্জননী দুর্গতি-নাশিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকেন—

"দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥"

হে শরণাগত-দুঃখনাশিনী দেবী, তুমি প্রসন্না হও, হে অখিল জগতের জননী, তুমি প্রসন্না হও; হে বিশ্বেশ্বরি, তুমি প্রসন্না হও; সমুদয় জগৎ পালন কর; হে দেবি তুমি চরাচর জগতের ঈশ্বরী।

ভক্ত আপনাকে ভুলিয়া গিয়া চিরদিন জগতের কল্যাণের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছেন। কেবল বলিয়াছেন—সমুদয় জগৎ পালন কর।

শ্রীদুর্গার আগমনে তোমরা ঢাক-ঢোলের বাদ্যে আনন্দ প্রকাশ কর, কুমারী মায়ের প্রসাদ প্রাপ্তির আশায় আনন্দ প্রকাশ করে, গৃহস্থ তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু তোমরা ত জান না—ওই উপবাসী শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ শ্রীদুর্গার প্রতিমার পার্শ্বে বসিয়া, একখানি তালপত্রের পুঁথি পাঠ করিতে করিতে কি অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। ওই তালপত্রের পুঁথিটি শ্রীদুর্গার লীলাকথায় পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ সেই লীলাপাঠে তন্ময়। সেই পবিত্র কাহিনী বর্ণনায় পাছে একটিও পবিত্র অক্ষর নষ্ট হয়, সেই ভয়ে সংযোজিত ভক্ত পুঁথিকার নিবদ্ধ-দৃষ্টি—সংসার ভুলিয়া রহিয়াছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁহার কাছে হার মানিয়া গিয়াছে, কোলাহল কতবার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে গিয়া পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

এস তাই, আমরাও সকলে মিলিয়া ভক্তগণের অনুগামী হইয়া, সমস্বরে আবাহনকল্পে কহিতে থাকি:—এস দুর্গে, এস জগদম্বিকে নারায়ণি! শরণাগতবৎসলে তোমার দুঃখক্লিষ্ট সন্তানগণের কল্যাণসাধনের জন্য একবার আমাদিগের গৃহে এস। এস মা কন্যারূপে, মাতৃরূপে, সিদ্ধিরূপে; এস মা লক্ষ্মীরূপে, শক্তিরূপে, ভক্তিরূপে; এস মা তোমার চিরপ্রিয় সন্তানগণের পরমপ্রিয় মাতৃরূপে। শ্রীচরণস্পর্শে আমাদিগের গৃহ পবিত্র কর। জ্ঞান, প্রীতি, চেতনা ও শক্তি দান করিয়া আমাদিগের সংসারকে দেবসংসারে পরিণত কর। তোমার কৃপায় তোমার সন্তানগণের গৃহে চিরসুখ চিরশান্তি বিরাজ করুক।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সমাপ্ত

ফুল-শয্যা

(বিয়োগান্ত দৃশ্য কাব্য)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

প্রথম প্রকাশকাল - 2.5.1894 খ্রিস্টাব্দ।
প্রথম অভিনয়ের তারিখ - 31.8.1895 খ্রিস্টাব্দ।
নাট্যালয় - এমারেল্ড।

উপহার

এই পুস্তক গঙ্গার জমীদার শ্রীযুক্ত রায় বিপিনবিহারী মিত্রের করকমলে সাদরে অর্পিত হইল

মহাত্মন্!

সময় বহিয়া যায়, শুদ্ধ তব করুণায়,
সময় পড়িয়াছিল ধরা;
ডুবিতে অতল জলে শুদ্ধ তব কৃপাবলে
আবার দেখিয়াছিনু ধরা।
বসিতে পাইলে লোক শুইতে করে আশা,
করুণা-ভিখারী শেষে চায় ভালবাসা।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

সুরতানসিংহ	...	...	সিরোহির ভূপতি।
জয়মল	...	...	সুরতানের ভক্ত।
পৃথ্বীরাজ	...	...	চিতোরের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার।
সঙ্গরাজ (রাণা সঙ্গ)	...	...	চিতোরের মধ্যম রাজকুমার।
সূর্য্যমল	...	...	চিতোরেশ্বরের পিতৃব্যপুত্র।
অজয়সিংহ	...	...	সুরতানের আত্মীয়।
সারঙ্গ	...	...	পৃথ্বীরাজের অনুচর।

সৈন্যগণ।

স্ত্রী

লক্ষ্মীদেবী	...	...	সুরতানের স্ত্রী।
তারা বীণা	}	...	ঐ কন্যাদ্বয়।
কমলা	...	...	জয়মলের স্ত্রী।
সিন্ধুরা	...	...	যোগিনী (পরে সূর্য্যমলের স্ত্রী)

ফুল-শয্যা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[illegible]-প্রাঙ্গণ।

[illegible]

[illegible]। [illegible] বাসন্তী, [illegible]
না [illegible] আর ; [illegible]
[illegible]। [illegible]
[illegible] যোগিনী, [illegible]
[illegible] যৌবন-[illegible]
[illegible] ছিল [illegible]
[illegible]। [illegible] ; [illegible]—
[illegible] কি [illegible],—[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]। [illegible] আশা ছাড়িতে কি [illegible]
[illegible] নবীন বয়সে, যোগিনীর বেশে,
[illegible] চিরকাল ?
এস এস [illegible] ! [illegible]
[illegible] শিলুকা [illegible]
[illegible] চাহি থাকে, [illegible]
[illegible]—দেখিতে সে [illegible]
[illegible] ধ্বনি, [illegible]
[illegible]—[illegible],
[illegible] এই [illegible]
শোণিতে করিব তার তিতি [illegible]।

([illegible]র প্রবেশ)

এখনি কি হয়েছে সময় ?

[illegible]। এ কি প্রিয়ে !
এখন দাঁড়ায়ে আছ ? যাও—যাও ত্বরা ;
[illegible] চারণীর বেশ ; [illegible]
[illegible] ; [illegible] প্রিয়ে !
আজই [illegible] হবে চিতোরের শেষ ;
[illegible] আশার [illegible]।

[illegible]। [illegible] ?
[illegible] নাথ !
তোমারই [illegible] আছে [illegible]
[illegible] ; দেখ, দেখ যেন
[illegible]।

[illegible]। অবিশ্বাস ?
[illegible] অবিশ্বাস ? [illegible]
[illegible] ;
[illegible] তুমি [illegible]।
[illegible] তোমার [illegible],
[illegible] পাই,
[illegible] ? [illegible]
[illegible]। যাও যাও,
[illegible]!

([illegible]র প্রস্থান।

[illegible]
[illegible] তুমি [illegible]।

([illegible]র প্রবেশ)

[illegible]। [illegible] হে [illegible] !
[illegible] ?

[illegible]। [illegible]
[illegible] ?
[illegible] ?

[illegible]। [illegible]
[illegible] ফিরিছে [illegible] !
[illegible] বীর ; [illegible]
[illegible] ফিরে [illegible] ! যদি
[illegible] ; ভুলাইতে আমি
[illegible] ; [illegible] মিটাই।

সূর্য্য। আর পারি—বিলম্বে কি কাজ?

[প্রস্থান।

সৈনিক। [illegible]

চিরকাল কল্প-মূল [illegible] দিন
উত্তপ্ত শোণিতে [illegible] উন্মদ প্রবাহ।
[illegible] এক জন। [illegible]
[illegible] পতঙ্গ, মোরা যেন কে কাহার।
[illegible] শত্রুহিতে যেন যায় ছুটে, আর
[illegible] বিজয়ীর প্রাণ লয় লুটে

[প্রস্থান।

[সিন্ধুরাজ পুত্রের প্রবেশ]

সিন্ধুরাজ। [illegible] বীর করে, চিতোরের দুটি
[illegible] তুমি [illegible]
[illegible] হলে, যদি তুমি মহাবীর
[illegible]
[illegible] তুমি [illegible]
[illegible] দুটি [illegible]

[পৃথ্বীরাজ ও সঙ্গরাজের প্রবেশ]

সঙ্গ। [illegible]

[illegible], আজ [illegible]
[illegible]

পৃথ্বী। [illegible] তুমি—[illegible]
[illegible]

সঙ্গ। [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

পৃথ্বী। [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] তুমি [illegible]
[illegible] তুমি, [illegible]
[illegible]
[illegible] কোথা [illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible] ভাই! এ কোথায় [illegible]
[illegible] কোথায়!

সঙ্গ। [illegible], [illegible] পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বী। এ কি সঙ্গরাজ! যদি যোগিনীর সাজে,
[illegible] এ কোন্ মূরতি?

সঙ্গ। আহা!

[illegible] অঙ্গ-অঙ্গে ছাই, কিন্তু
[illegible] এ রূপের তুলনা ত নাই!

পৃথ্বী। [illegible] বিজনবাসিনী!
কে তুমি [illegible]?

সঙ্গ। [illegible]

কে তুমি [illegible]
[illegible] দীপিকা?
[illegible]?

[illegible] এ কি [illegible]?

[illegible] এই [illegible]
[illegible]—[illegible]! এ কি! এ কি!
[illegible]—
[illegible]

[illegible] কে [illegible]?

[illegible]

[illegible]?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] পৃথ্বীরাজ?
[illegible]—[illegible]
[illegible]
[illegible]—
[illegible]
[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]

[[illegible]

সঙ্গ। [illegible]
[illegible]?

[[illegible] প্রবেশ]

[illegible] তুমি [illegible]?

পৃথ্বী। [illegible]
[illegible] নাই।

[[illegible] ও সঙ্গরাজের [illegible]

[সৈনিক [illegible] প্রবেশ ও পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধ
[সঙ্গরাজ [illegible] প্রস্থান।

সঙ্গ। (উঠিয়া)

পাপিষ্ঠ! ভেবেছ স্থির, মাতৃহিংসানলে
আহুতি পড়েছে এই প্রাণ। নিদ্রা যাও;—
লক্ষরাজ হত জেনে সুখে নিদ্রা যাও।
আজিকে যেমন ক'রে বিশ্বাসের জোর
আকর্ষণ করিলে দুরাত্মা [illegible]!
[illegible] হৃদয়ে [illegible], বাঁচি যদি,
[illegible] যদি, এইরূপ
[illegible] বিঁধিয়ে [illegible]
[illegible] উপাড়িয়া।

([illegible] পুনঃপ্রবেশ)

[illegible] এসেছ ফিরে? এখনও আছে
কিছু [illegible] পৃথ্বীরাজ!

[illegible] ছিল

[illegible] আমার। [illegible]
[illegible] তুমি ওহে বলবান্
[illegible] কোথা আর?
[illegible] কাটি, [illegible]!

[illegible] পৃথ্বীরাজ [illegible]
[illegible]

[illegible]!

[illegible] আয়োজন। [illegible]
[illegible] যদি [illegible]
[illegible] দ্বিতীয় [illegible]।

আহ! [illegible]!
[illegible] দেবী—

বিশ্বাসঘাতক,
[illegible] ভিক্ষা করিতে [illegible]
[illegible] চিতোরে ফিরিয়া [illegible]
[illegible], যাও আর [illegible];
[illegible] চিতোর-ঈশ্বর! যত দিন
না [illegible] নিদ্রা-[illegible], সেথা রও—
[illegible] সোনার আসনে,
[illegible] কোলে কিংবা বক্ষেশ্বর—
[illegible] ঈশ্বরের
[illegible] হুতাশন গলাতে নারিবে
[illegible]। রাজা পৃথ্বীরাজ পড়ি [illegible]
[illegible], ভাসে তার নীরে; প্রতি [illegible] তার
[illegible]-কল্লোল-[illegible] প্রতিধ্বনি [illegible]।
ভীরু! ভীরু! তোমা হ'তে হবে কি সাধন
[illegible] আর?—চিতোরে ফিরিয়া যাও—আমি
[illegible]। [প্রস্থান।

সঙ্গ। [illegible] পৃথ্বীরাজ!
যদি [illegible] দিন তবে বুঝাব তোমায়
[illegible] ভ্রাতৃদ্রোহী [illegible]। [illegible]
অপমানে কোন্ মুখে ফিরিব চিতোরে?
[illegible] সেথা আঁখি [illegible]।

[প্রস্থান।

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible] কি [illegible]
[illegible]
[illegible] তুমি কোথা [illegible]?

[অশ্বারোহে গমন।

(পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃথ্বী। [illegible]!
[illegible] আর [illegible]
[illegible]! [illegible] চলে না!
[illegible]
[illegible] কি
[illegible]
[illegible]
[illegible]।

[illegible]। [illegible]!
এই [illegible]
পড়িয়াছে [illegible]। [illegible]! আহা!
কি [illegible]! কি [illegible]! [illegible]!
[illegible]।

পৃথ্বী। [illegible] যাব না কি
ফিরিয়া [illegible] শিরের ও
[illegible]।

[illegible]। ([illegible], কেন [illegible]!
শির [illegible], [illegible]
করি [illegible]?

পৃথ্বী। [illegible]! [illegible] দেখা [illegible],
[illegible] যাব কি চিতোরে?

গুরু। যেও না যেও না যুবরাজ! পণভঙ্গে
 বীরনাম সাজিবে না আর। পণভঙ্গে
 যেও না যেও না বীর অঙ্গনা-গঞ্জনা!
 মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন
 এক কথা বীরের কুমার!

পৃথ্বী। এ কি শুনি!
 দেববাণী! বুঝি মোর অন্তরের ভাব
 কহিলা কি সম্বোধিয়া জগত-জননী
 তিরস্কার-ছলে? কিংবা আত্ম-তিরস্কার?
 অজ্ঞানের অন্তঃস্থলে আত্মার আসনে
 কাপুরুষ ত্রিয় বাক্য লাভি পেলে স্থান।
 আবার করিব অন্বেষণ। দেখি দেখি
 কোথায় লুকায়ে সিংহ রক্ষা করে প্রাণ।

[প্রস্থান।

গুরু। কি দেখি ভবানি! এই কন্দর্পকান্তি
 তনুখানি নব-কেশরীর বল ধরে!
 কেশরী সংহার করে! তুমি-রাজেশ্বরি!
 অদৃষ্ট-গগনে তব, চৌদ্দ বর্ষ পরে,
 ফুটে বুঝি প্রভাতী-তারকা-আলো! যেন
 নীলিমা সাগরপারে আঁধারের কোলে
 লুক্কায়িত ছিল যেই আলো, সেই বুঝি
 মূর্ত্তি ধ'রে বনে বনে করে বিচরণ।
 (প্রকাশ্যে) কে রে?

(সারঙ্গের প্রবেশ)

সারঙ্গ। প্রভো! দেখেছেন একটি কুমার?

গুরু। কে সেই বালক, বীর?

সারঙ্গ। চিতোরের প্রাণ,—
 মহারাণা জয়মল জ্যেষ্ঠ সহোদর।

গুরু। সে যে পাগলের মত ছুটে—আপনার মনে
 কোথা যায়, কোথা কি দেখিতে পায়, কার
 সনে কথা কয়!

সারঙ্গ। কিন্তু সে, ব্রাহ্মণ!
 সে যে চিতোরের শত শতাব্দীর মহা-
 জীবনের আগ্রত মিলন-ছবি—ঘুরে
 বনমাঝে সিংহের সন্ধানে।

গুরু। ভয় নাই,
 সে আমার করে, মরণের সাধ্য নাই
 এসে তারে ধরে; সিংহ কোন্ ছার। যাও,
 অদূরে মন্দির আছে, সেথা গিয়া কর
 অবস্থান।

সারঙ্গ। যেতে যাব তারে!

গুরু। প্রতিবাদ
 ক'র না কথায়!

সারঙ্গ। প্রভো!

গুরু। উপবীতধারী
 হেরে, দুর্ব্বল বুঝিয়ে তারে প্রতিবাদ
 ক'র না কথায়। যাও, ভবানীমন্দিরে
 যাও, সেথা দেখা হবে কুমারের সনে।

[সারঙ্গের প্রস্থান।

যেও কে উদ্ধত বীর! সিংহ দেখিবারে
 সাধ যদি, এস এই ধারে।

(পৃথ্বীরাজের পুনঃপ্রবেশ)

পৃথ্বী। কই? কই?
 কোথা দেব? কোথা সেই অজ্ঞাহত প্রাণী?

গুরু। এস মম সনে। কিন্তু আগে কর পণ,
 মৃগরাজ হেরিলে পরে, আক্রমণ করিবে
 তুমি আত্মসমর্পণ?

পৃথ্বী। সে কি বিপ্রবর?
 এ কি এ অসাধ্য কথা। চিরদাস হবে
 পশুপদে আত্মসমর্পণ করে পণ?

গুরু। তবে এস সাথে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উপবন।

কমলা ও গুরুদেব।

কমলা। এ কথা সখী জান্‌লে কেমন ক'রে?

গুরু। সেই কমলে! মহারাজকে দিবারাত্র উপদেশ দিয়েছি,—পূর্ব্বকথা বিস্মরণের জন্য সহস্র প্রয়োজন সম্মুখে ধরেছি। এই নৈমিষারণ্যতুল্য কানন, ওই অক্ষোভতুল্য কমল-কহ্লারের চিরলীলা-স্থল সরোবর, মাধবীলতার কুঞ্জ, অশোকের শ্যামল পল্লবের চির-শান্তিকর ছায়া,—সব দিয়েছি। কল্প-বৃক্ষের ফল দিয়েছি; তারা, বীণা, কমলা—ভবানীচরণার্পণ জন্য তিন তিনটি জীবন্ত ফুল দিয়েছি।—কি না দিয়েছি? বানপ্রস্থের অমর-লাঞ্ছন গৃহ তার চারিধারে—তার তুলনায়

জপ্রাসাদ কত তুচ্ছ ? ভবানীর অমরবাঞ্ছিত চরণ তার শিরোপরে—তার তুলনায় ধরণীশ্বরের স্বর্ণ কোন্ আবর্জ্জনাময় পথের পূতীগন্ধজড়িত না ? এততেও তাঁর মন উঠল না !—কমলে ! [illegible]লে। আর আমি রাখতে পারলেম না—সেই [illegible]র্য্যের জন্ম এখনও বিষণ্ণ !

কমলা। কেন প্রভু, আমি ত কখনও তাঁকে দুঃখকথা তুল্‌তে দেখি নাই !

গুরু। জাগ্রতে মহারাজ অতি স্থির। কথা-[illegible] মহারাজ মহাত্যাগী, কিন্তু সেই অচল হিমাচল-সদৃশ স্থবিরের নিভৃত হৃদয়কন্দরে প্রজ্বলিত [illegible] আজিও পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত হয় নাই, আর [illegible] হবে—এ বিশ্বাসও আমার আর নাই ! [illegible] মঙ্গলকামনায় দিবানিশি জাগরিতা বালিকা [illegible] মহারাজের হৃদয়ের আবেগ-কথা সমস্তই [illegible] ! আগ্নেয় পর্ব্বতের সেই তীব্র অনল উদ্গিরণে [illegible] শস্য-শ্যামলা [illegible] আজ প্রজ্বলিত— সেই কথা শুনে তারা থাক পাগলিনী !—সে কথা [illegible] এখন দেশোদ্ধার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব বল্‌তে পারিস্ ?

কমলা। তাই ত বাবা ! দেশটার কি উদ্ধার [illegible] না ? মহারাজার কি অদৃষ্ট ফিরবে না ? তারা, [illegible] কি চিরকালই বনে বনে ঘুরবে,—আলোকের [illegible] কি তাদের অদৃষ্টে নাই ?

গুরু। এগারবার বিফলমনোরথ হয়েছি, এগার [illegible] ক'রে এগারবারে সফল আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি ! সে রাজ্য উদ্ধারের আশা আর কেমন [illegible] করি কমলা ? মা—মা ! তোর সঙ্গে আমিও [illegible], দেশটার কি উদ্ধার হবে না ?

কমলা। আর একবার চেষ্টা করবার কি উপায় নাই ? বাবা ! ভবানীর নাম ক'রে আর একবার কেন দেখুন না।

গুরু। কি দিয়ে দেখি ? এখনও মহারাজার নাম ক'রে ডাক দিলে সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ করতে পারি ; কিন্তু তাতে হবে কি ? সৈন্য-সামন্ত অস্ত্র-শস্ত্র সকলই আছে, কেবল প্রাণ নাই। ফল হবে না—মিছামিছি আবার কতকগুলি জীবন নষ্ট কর্‌ব ? এগারবার করেছি মা। আর সে সাহসে কুলায় না। একটি মহাপ্রাণ না দেখতে পেলে এত জীবন আর অনল-মুখে সমর্পণ কর্‌তে পারি না !

কমলা। যাঁর কৃপায় তাও ত তোমার লাভ হয়েছে।

গুরু। ঠিক বল্‌তে পারি না। যাঁর কাছে অনেক কেঁদেছি হতভাগ্য মহারাজের জন্য অনেক আবেদন করেছি !—কমলে ! কমলে ! এ কি মহা-প্রাণ ? তুইও ত দেখেছিস্ তারে, তোর কি বোধ হয় ?

কমলা। (সলজ্জে) আমি আবার কি বুঝব ?

গুরু। (কমলার চিবুক ধরিয়া) তোকেই বুঝতে হবে। তোর এই [illegible] ফুটিয়ে এক [illegible], তুই যদি না বুঝতে পারিস্, অভিজ্ঞ [illegible] [illegible] বুঝতে যাব কি আমি ? তোর এই [illegible] আমার যদি এখন [illegible] হয়, তা [illegible] বিশ্বকর্ম্মা[illegible] আমার চোখ [illegible] চেয়ে [illegible] হবে।

কমলা। [illegible] এখন কি করি, বলুন দেখি ? সে [illegible] ত কত [illegible] ক'রে গেছে।

গুরু। তুমি [illegible] দেখ। কি আর করবে ?

কমলা। [illegible] আর আসবে না যেন।

গুরু। জানে ত কি করবে ? আমি ত আর [illegible] দেখিনি না। ভাল কথা, [illegible]কে আমি [illegible] করব। আমি এখন [illegible] ফুলবাগানের গোড়ায় জল দিয়ে আমার [illegible] দেখা করি।

(প্রস্থান।

কমলা। পূর্ব্বে [illegible] দেখে [illegible] বুঝতে পারি [illegible] না পারি, তাঁকে দেখে কেমন কেমন বোধ হয়। বাবা বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে [illegible] যেন [illegible] কি একটা [illegible]। [illegible] জন্যই আমার [illegible], এত [illegible] যায়। ওঃ ! বিধুমুখ [illegible] কি যন্ত্রণা ! [illegible] পূর্ব্বাবস্থার কথা [illegible] যেন পাগলিনীর মত [illegible]।

(গীত)

[illegible] মা [illegible] মা [illegible] !
আর কত আছে তোর মনে ?
রাজার নন্দিনী অনল-ভূষিণী,
ভিখারিণী-বেশে ভ্রমে বনে বনে !
দয়াময়ি ! গেছে কি মা দয়া,
ভুলেছ কি মায়া মহামায়া,
তোমার কি মা নাই সে নয়নে,
করিয়ে আকুল প্রাণ, যে গায় মা তোর গান,
তারে তুই ভুলিলি কেমনে।

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। বদ্দি ভগো নায়িকা ঠাকরুণ। সুধু সুধু গান গাচ্ছ—বলি, ব্যাপা কি ?

কমলা। এত দেরী ক'রে আসতে হয় ?

বীণা। এই জন্য তোমার কমলী—কি গান গাচ্ছিলে ভাই ? তোমার জন্য ছুটে আসছিলেম, কিন্তু যেই আমি এলেম, অমনি বন্ধ হয়ে গেল। গানটা আবার গাও না ভাই।

কমলা। গান গাচ্ছিলেম আমি ? কৈ, আমার ত মনে হয় না।

বীণা। কেন, মনে তোমার কি হয়েছে ? কথায় [illegible] ভুল। দেখ, দাদা এখানে নাই নাকি ?

কমলা। তোর দাদার সঙ্গে আমার মন দিয়ে কি করবো ভাই। আজই মন আমার [illegible] থাকে। সে দিন আর একটু হলেই মাথিয়ে ফেলেছিল।

বীণা। তবে এত ভুল হয় কেন ?

কমলা। তোর মুখ দেখলে মন [illegible] তোর মুখে কি আকার আছে, বলতে পারিস ?

বীণা। না।

কমলা। বাঙ্গাই। তবে আমি চললেম ভাই।

বীণা। না ভাই। আমি একলা থাকতে [illegible] দিতে পারব না—না ভাই।

কমলা। বস্, তবে আর একটা কথা বলে যাই।

বীণা। হাঁ ভাই। দিদি আজকাল অত বিমর্ষ হয়ে থাকে কেন, বলতে পার ?

কমলা। তোর দিদির [illegible] আমি জানি না কেন ভাই।

বীণা। কি কথা ? আমি দিদিকে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি। দিদি কেবল হেসে [illegible] উত্তর করে না। আমার সব কথা দিদি হেসে উড়িয়ে দেয়। জান ত, বল না ভাই।

কমলা। (নীরব)

বীণা। ও কি, তুমিও যে হাসতে লাগলে !

কমলা। আমিও তোর কথাটা উড়িয়ে দিলুম। ওলো ! একটা মজার কথা শুনবি ?

বীণা। কি—কি—কি কথা ভাই ?

কমলা। এদিকে আর না—দেখ কেউ কোথা আছে কি না ?

বীণা। কেন ?

কমলা। আর তোর কাছে সে কথা বলা হবে না।

বীণা। কৈ, কেউ নাই।

কমলা। কে বলবি ?

বীণা। দূর—দূর ! বল না ভাই। দিদি এত বিমর্ষ হয়ে থাকে কেন ?

কমলা। আগে আমার কথার উত্তর দে, তবে তোর কথার দিব।

বীণা। বেলা হয়ে গেল, বল ভাই, পায়ে তোমার [illegible] দিব।

কমলা। তোমাই হবে, আর সত্যি হবে, আর [illegible] হবে। [illegible] ছুঁয়ে, আর [illegible]—[illegible] না জবাব দিবে, তবে একটি [illegible] বলবো।

বীণা। না ভাই। তোমার পায়ে পড়ি।

কমলা। পায়ে পড়ি কি বল—[illegible] পাবে ?

বীণা। [illegible] বলে দিন ভাই।

কমলা। [illegible] আমি [illegible] [illegible] বলবো।

বীণা। দিদিরই কথা [illegible]।

কমলা। [illegible] আমি [illegible] [illegible] না বলে।

বীণা। [illegible] ভাই [illegible] দিদি [illegible] [illegible] দিদি তাই দিলাম ?

কমলা। [illegible] না [illegible] তুই কি বলবি ?

বীণা। তোমার পায়ে পড়ি ভাই। আমার [illegible] দিদি কি [illegible] না ভাই ? [illegible] কি ভাই। দিদি [illegible] দিদির সে তোমার [illegible] বল ভাই। দিদি সে কেন কবে না ভাই ?

কমলা। আমি পারছি নে ত ভাই। যে, সব কথার একেবারে উত্তর দেব ভাই। আমি বলতে পারব না ভাই। এখন তুই বলবি কি না বলবি, বল ভাই।

বীণা। তোর পায়ে পড়ি, আমাকে বলতে হবে।

[কমলার গমন উদ্যোগ।

না বলে যেতে পাবে না। (হস্তধারণ)

কমলা। কি, ঝগড়া করবি না কি ?

বীণা। না বলে ছেড়ে দিব না।

[illegible] । উঃ ! ইচ্ছে করে, এখনি কঁদে [illegible] বোঝ ছুড়ো ফেলে একেবারে [illegible] কঁরে ফেলি। (মুখচুম্বন)

[illegible] । [illegible] দিবিন, সকালবেলা [illegible] [illegible] দিলে।

[illegible] । [illegible] কি [illegible] [illegible] না ? [illegible] চল, [illegible] ছেড়ে বাড়ী [illegible]।

(লক্ষ্মীদেবীর [illegible])

[illegible] । [illegible] বাপ্পির [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] জল [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] । [illegible] ?

[illegible] । [illegible] নিয়ে [illegible], আমি [illegible] একটি [illegible] [illegible]।

[illegible] । তুমি যাও, আমি [illegible] নিয়ে [illegible]।

[[illegible]]

[illegible] । [illegible] কথা [illegible] [illegible]।

[illegible] । কি বল ?

[illegible] । [illegible] স্বীকার করেছে, [illegible] [illegible] যদি [illegible] [illegible] তুমি কি [illegible]

[illegible] । [illegible] জিজ্ঞাসা করে, [illegible] [illegible] না।

[illegible] । আমি তাই জিজ্ঞাসা [illegible] [illegible] কি [illegible] উপাখ্যান ? [illegible] [illegible] "[illegible] আমার পিতৃমাতা উদ্ধার করবে, তাকে [illegible] করব। আমি [illegible] বুঝি না, [illegible] বুঝি [illegible] আমি [illegible] বুঝি না, আমি [illegible] বুঝি না।" [illegible] এ কি উত্তর ! তবে কি [illegible] [illegible] চেষ্টা বিফল হবে !

[illegible] । চল না ভাই ! দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

[illegible] । চল যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

[illegible]

[illegible] ও [illegible]

[illegible] । [illegible] কুমার ?

[illegible] । [illegible]

[illegible]

[illegible] চিরকাল

[illegible]

[illegible] ।

[illegible] । [illegible]

[illegible], মহাকালী-[illegible]

[illegible] তোমা [illegible] ; [illegible]

[illegible] না তোমারে ;

[illegible]

[illegible] । [illegible] ফিরে

[illegible]

[illegible] ।

[illegible] । [illegible] কোন [illegible]

[illegible], [illegible] কাজ ;

[illegible] ।

[illegible] । [illegible] ?

[illegible] । [illegible] বল

[illegible] কুমার !

[illegible] তুমি কি [illegible] ? [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] কি [illegible]

[illegible] কুমার ? [illegible]

[illegible] পিপাসা

[illegible]-[illegible],

বল বল হে কুমার ! [illegible] বিপদে

[illegible] তোমায় ? বল বল,

কে জাগায় [illegible] যদি ?

পৃথ্বী। গুরুদেব !
প্রাণ ভয়ে করগ্রহণ [illegible] কি পণ ?

গুরু। প্রতিজ্ঞা-পালন কিংবা শরীর-পতন
এই ত বীরের কথা !

পৃথ্বী। এই যদি মত আপনার,
[illegible] তবে কোন্ অপরাধে অপরাধী ?

গুরু। অপরাধ সমস্ত তোমার।
যে বধে প্রতিজ্ঞা আগে কর্ত্তব্য ভাবিয়া,
[illegible] বুঝিয়া করে প্রতিজ্ঞা-পালন,
সেই ত আমার মতে বীর-শিরোমণি।
কে তোমা শিখাল হেন প্রতিজ্ঞা-পালন ?
[illegible] শিহরে, আজ কাঁপে [illegible]
[illegible] হে কুমার। [illegible] কি [illegible]—কি [illegible]
হে তোমার। [illegible] দেখি, সে কি [illegible]
[illegible] করে [illegible]
[illegible] ? [illegible] আপনার প্রাণ
[illegible] যে জন করে দান, আত্মঘাতী
সেই জন ;—আত্মঘাতী সে ত নরাধম [illegible]
[illegible] সে ত শুধু [illegible]
[illegible] নাই স্থান—বুঝে দেখ,
এ সংসারে [illegible] অকারণ। [illegible] !
কাহারে যদি [illegible] তোমার—[illegible]
[illegible] আগাই এত !

পৃথ্বী। কি কহিব [illegible] ?

গুরু। [illegible] পর-উপকার। [illegible] এ জগতে
কারো যদি থাকে—আছে পর-উপকার।
এ জগতে [illegible] থাকে—আছে পর-
উপকারে। [illegible] চাও—কর
পর-উপকার। [illegible] যদি
চাও—কর পর-উপকার।

পৃথ্বী। উপকার
কে করে প্রত্যাশা ?—হের চারিধারে পিতৃ-
অধিকার—আনন্দ আগার—প্রজাগণ
সবে সুখী রাজার শাসনে—নিত্য পায়
অন্ন জল।

গুরু। এক দিকে দেখো না [illegible] !
চাও, চারিধারে চাও, দেখ মরুভূমি
শ্মশানে পূর্ণ ধরা।—(চিত্র আনয়ন করিয়া
[illegible]) সেই রাজ্য আছ আজ—
আছি যে তোমার বক্ষে করেছে ধারণ,—
এ জননী কার পদ সেবে যুবরাজ ?

এই হের—হের এই স্থানে,—কার পাদ-
চন্দন-[illegible] নিপীড়িতা মা আমার ?
হের হেথা,—[illegible] মূর্ত্তি ছিল যার,
সে বক্ষের [illegible] আকার ! [illegible] কোথা
চিতোর [illegible] ? হের [illegible]। [illegible]
[illegible] নাই স্থান—তার তরে এত
[illegible] ?

পৃথ্বী। [illegible] গুরু !
[illegible]
উপহার [illegible] না [illegible]।

গুরু। পৃথ্বীরাজ !
[illegible]
[illegible] কি কাজ ?

পৃথ্বী। [illegible]
[illegible] এ ভারত-ক্ষেত্রে একবারে
[illegible] তাদের [illegible]—[illegible]
[illegible] গুরুদেব !
[illegible] ছিল [illegible] !
[illegible] বীর, [illegible]
[illegible]

গুরু। [illegible]
[illegible] হিন্দু [illegible]
[illegible]। [illegible] বীর !
[illegible] কৃষ্ণ
[illegible]—
[illegible] দেখি
বল কি স্মরণ, [illegible] কাঁদি
[illegible]
[illegible] না চাও,—
[illegible] ক্ষুদ্র করে
অহঙ্কারী [illegible] ক্ষুদ্র মহাবীরে ?
হয় কি স্মরণ ?

পৃথ্বী। কোন্ কথা মহাভাগ ?

গুরু। প্রসিদ্ধ [illegible] বাঁধিয়া কোমর
সহস্র সহস্র [illegible] যেই দিন
ঝাঁপাইয়াছিল সবে জনমের সাধ
একদণ্ডে অনল সাগরে,—এক চক্ষে
ঝরে লোর, অন্যে থেকে হাসির ছলনা,—
কল্পনায় আসে কি তোমার ?

[illegible]

…করিয়াছিনু বড় সর্বনাশ!
কি অদ্ভুত করেছিনু পণ!

[illegible]

[illegible]

মা আমার রাজার নন্দিনী। ভিখারীর
গৃহবাসে ভিখারিণী রবি চিরকাল!—
দিন নাই, ক্ষণ নাই, শোকে যার নাই
[illegible], জীবন [illegible] ব্যাধি তার।

([illegible] প্রবেশ)

[illegible] তোমার
[illegible] আহা!

[illegible]

[illegible] কোমলতা [illegible]
[illegible] কোলে। [illegible]
[illegible]— দিনে হয় [illegible]!
[illegible] মা! [illegible] কি [illegible]!

[illegible]

[illegible] কমল
[illegible] মোর [illegible]।
[illegible] আশা। [illegible]
[illegible] তুমি গো [illegible]!

এ নব বয়সে সই ! ইচ্ছা কি তোমার
[illegible] দুঃখের [illegible] ; অকলঙ্ক চাঁদে
কলঙ্ক মাখাতে এত সাধ ?

তারা । [illegible]

[illegible] তা [illegible] তার । কিন্তু যেই
মহারাণী [illegible] নয়নে,
অমনি অন্তর উঠে কেঁদে । ইচ্ছা হয়,
বুক চিরে [illegible], কি বলিব আর সই !
ইচ্ছা হয় উপাড়িয়া নারী-কোমলতা
[illegible] প্রাণ [illegible] কোমল ।
[illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible] নাই, [illegible],
তাই [illegible], [illegible]
[illegible] কি যে [illegible] !
[illegible]
[illegible] কি যে [illegible] !

কমলা । [illegible]

[illegible] কি [illegible] । [illegible]
[illegible] !

তারা । [illegible] । [illegible]
জনম এ ভূমণ্ডলে [illegible] ?

কমলা । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible] । [illegible]
এ ত সব উন্মাদ-লক্ষণ !—[illegible]

তারা । প্রতিজ্ঞা করিতে নারি সই ; বালিকার
প্রতিজ্ঞা-পালনে নাই সম্ভব [illegible]—
[illegible] ঘুচাইতে পারি কি না পারি
পরীক্ষা করিব একবার—একবার
[illegible] বুঝিব [illegible] বিমাতার মনে ।

কমলা । (স্বগত)

এ কি এ প্রলাপ বালিকার ? [illegible]
[illegible] বালা, [illegible],
[illegible], কহিল কি
[illegible] !

তারা । [illegible]
কাঁদি [illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
বুক [illegible]
[illegible] বিমাতার ।

কমলা । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] এ কি কথা
[illegible]
[illegible] !

তারা । [illegible]
[illegible]
[illegible] !

কমলা । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] !
[illegible]

তারা । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] !
[illegible]—[illegible]
[illegible]
[illegible] বুঝিবার [illegible] ।

কমলা । (স্বগত) [illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible] !
[illegible] ।

([illegible]

দ্বিতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

[illegible]

[illegible] আসীন

[illegible]

রাধা। আমি [illegible] যেতে, অশ্রু যদি চাই,

[illegible] এনে দিবে, সব যাবে ছেড়ে।

[illegible] আমি, [illegible]

তুমি [illegible]—[illegible] অধিকার।

[illegible] আমি [illegible] কোন ছলে

[illegible] দিবে, কেড়ে [illegible]

[illegible]।

[illegible] দয়া।

[illegible]

[illegible] দিয়াছি তোরে।

[illegible] কাঁদিয়াছি ?

[illegible]

[illegible] করেছিলে,

[illegible]

[illegible] ?

[illegible]

অশ্রু [illegible]

[illegible] ত্যাগ, [illegible]

[illegible] ত্যাগ দিয়াছি তোরে। [illegible]

[illegible] চক্ষু [illegible], [illegible]

[illegible] এমন দেখে আর

[illegible]।

রাধা। [illegible]

[illegible] দিয় [illegible]।

[illegible] —[illegible]

কিছুক্ষণ, [illegible]। [illegible]।

[illegible]

[illegible] ?

[illegible]

[illegible] শুধাই,—

[illegible] আদেশ,

[illegible] দিয়েছিলে ?

[illegible] তোরে ?

[illegible] ডুবিয়াছে

[illegible] কাঁদে।

[illegible] দিল, যদি দিতি

[illegible] —[illegible]

[illegible] নিবেদন।

[illegible] মম,

[illegible] তেমন না,

[illegible] নাহি [illegible]।

সাধ্য বা পরের কার্য্য, সাধ বা আপন,
সাধিতে বিধির আজ্ঞা প্রাণ চাই আগে।

তারা। যে কুকর্ম করিয়াছি, আছে নরি দ্বারে
ফল তার, বাবা। হবে না কি অধোগতি
আনিতে হেথায়? বাবা! ক্ষুদ্র সে আকার,
কিন্তু এত ভার তার, তার উত্তোলনে
[illegible] অসাড় আমার। [illegible]
[illegible] তুরঙ্গ তোমার।

গুরু। তারা। তোর
উপার্জ্জন, নহে নৃপতির ধন। আমি
দেখিব না? কে দেখিবে জননি আমার?
চল্ চল্ দেখে আসি বরাহ [illegible]
[illegible] ফেলে। অশ্ব তোর রেখেছ কোথায়?

তারা। বাঁধা আছে মন্দির-দুয়ারে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বীণার প্রবেশ)

(গীত)

বড় সাধে সুখের ফাঁদে প'ড়ে মন ত [illegible] না।
এই [illegible] কই, এই দুঃখ [illegible], [illegible] আসে না।
[illegible]
[illegible] হৃদি ধরি,
এ হরিতে ও [illegible], [illegible] না।
একেবারে সব সাধের সাধ
কেবল এসে দেয় বিষাদ;
দুখের সনে সুখের [illegible]
[illegible] না।

বীণা। গুরুদেব যে সারীটি আমাকে কাল দিয়েছেন, সে [illegible] যেন [illegible] পাখী। [illegible] আনন্দে [illegible] করছে, [illegible] শাখাগুলি দেখে মনে পড়ে আমার শ্যামা পাখীটি। আমার কাছে থেকে, [illegible] সারীর সাধ শারী। তাকে কি ছাড়াতে পারি? তার বাঁ দিকের শিকে দুটো তার বেরিয়েছে, তাই দেখাবার জন্য মাথা নেড়ে আমার কাছে ঘুরোঘুরি করতে লাগল। আহা! শারীর আমার কি চোখ! সে যখন এক একবার ফেল্ ফেল্ ক'রে আমার দিকে চাইতে লাগল, তখন ইচ্ছা হ'ল, একবার ধ'রে শারীর মুখের চুমো খাই। আমাকে ধরা দিলে না, কাজেই আমার রাগ হ'ল—ছুটে গেলেম সরোবর-তীরে। শারীকে ডেকে বল্লেম, তোর চোখের মতন জিনিস আমার কি আর নাই? শারী লজ্জায় আমার কাছে আসতে [illegible]। আমি রাগে আর ধরা দিলেম না। শারীর [illegible] আমাকে ভুললেম, [illegible] জন্য শারীকে ভুললেম। সরোবর-তীরে গিয়ে দেখি না, কমলমণি আমার [illegible] মুখ খোলেন নি। সকলকে ফেলে এইখানে মা! তোর কাছে এসেছি। বল্ দেখি আমার সকাল থেকে আমার কেন এমন হ'ল? বল্ দেখি মা। কেহই কেন আজ আমাকে আদর কল্লে না, [illegible] না। [illegible] আমার প্রাণে আজ [illegible] হয়েছে। জননি! তোর [illegible] না। আমি সব দুঃখ ভুলে যাই। [illegible] জননি! অভাগা যে [illegible]।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। কি দুঃখ হ'ল গো বীণে? তোর আবার কি দুঃখ হ'ল? [illegible] দুঃখ, তোর দিদি [illegible] কি? বল না! [illegible] বীণার একটি [illegible] দুঃখ [illegible] পারি না।

(অজয় সিংহের প্রবেশ)

ও দেখো ও দেখো! [illegible] দিকে [illegible] এ দিকে দেখ কাণ্ড-কারখানা কি!

অজয়। কি—কি—কি হয়েছে?

কমলা। [illegible] মুখ ফিরাইস, [illegible] এই দেখ, তোমার [illegible] আর [illegible] না।

অজয়। কাঁদচো? [illegible] দিদি কাঁদচো? কে তোমায় [illegible]? কমলা! চুপ ক'রে রইলে কেন? [illegible] হয়েছে?

বীণা। আমার দুঃখ হয়েছে।

কমলা। ওই শোন!—তো [illegible] ও কেউ দেখতে না!

অজয়। (চোখ মুছাইয়া) ছি দিদি! সকাল-বেলায় কি কাঁদতে আছে?

কমলা। দুঃখটা যে কি কারণে হ'ল, একবার তোর বল।

বীণা। (পলায়ন)

কমলা। যাস্‌ নি—যাস্‌ নি? আমি আর তোকে
কিছু বল্‌ব না। ফের যাস্‌—তবে দূর্‌ হ।

[প্রস্থান।

[illegible]। ফিরে আজ অতি একাকার। কমলার
ছাড়িতে আমার—চন্দ্র-অন্তরালে তারে
বিদ্রুপাক্ষ রাখিবার তরে—কেবা জানে
কত কাল তার পরিমাণ—একদেশ
করেছেন আদেশ আমারে। ছ'য়েছে মন
পৃথ্বীরাজ-সনে অন্তরে। যাব রাজভবনে,
পৃথ্বীরাজ-সদনে—যেথা যাবে দূরগত—
রহিতে হইবে মোরে। কিছু নাহি মনে,—
[illegible] বাঁধন ছাড়ে [illegible] অন্তর,
পরদুঃখে বিগলিত-প্রাণা, সেই মোর
হৃদয়ের ধন, মোর প্রাণের সম্বল
কাটি [illegible] অশ্রুধারি। বিন্দুমাত্র
মলিন [illegible] ছিল নাহি মুখে—বড় দুঃখ
প্রাণেশ্বরী দিয়াছে বিদায়। তবে আজ
আর কেবা পাছে রোকে? [illegible]
[illegible] কার্য্যে, আজ করিব প্রয়াণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির-প্রাঙ্গণ।

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। নাচিবার সাধ বড় আজ। দিদি যদি
দেখাত, একমনে চলেছে দেবালয়।
এ আনন্দ রাখিব কোথায়? [illegible]
এ আনন্দ দেখাইব কারে? ও মা তারা!
আমার দেখেছি আমি প্রফুল্ল বদন।
যে বদনে মলিনতা হেরে, কত দিন
বলেছি মা! তোমারে মা গো! সেই তারা
আজ চ'লে হাসিমাখা মুখে!—ও মা! তারা
আজ হাস্যমুখে প্রফুল্ল মনে বন-বিহারিণী।
দুঃখিনী সে ভগিনী আমার—দিবানিশি
মলিন থাকিত মা গো! বুঝি নি তার।
কেন সে ভাবিত সদা, কেন সে বয়ান
নিশিদিশি মা মলিন, কত দিন
হাত দুটি ধ'রে, কেন কাঁদ বলেছি মা!
তারে; নিরজনে করিত রোদন।
সে তারার প্রফুল্ল বদন, আজ বীণা
করি দরশন, কি করিবে, কি ভাবিবে
নাহি পায় ভেবে। ইচ্ছা হয়, গাই
দুটো গান—ইচ্ছা হয় প্রাণ খুলে নাচি।
ও মা! আজ আনন্দ দেখাতে বড় সাধ।
বল্‌ দেখি তারা! বল্‌ দেখি কেমনে সে
আনন্দ দেখাই?

(গীত।)

মা কি তোর মহিমা জানে।
[illegible] — [illegible] মানে,
[illegible]—[illegible]।
[illegible]— [illegible]—
[illegible] একই [illegible]।
[illegible] —[illegible]!—
চরণ-কমলে [illegible]।
অতি [illegible] মিলি [illegible],
[illegible] ভাবের মাঝে [illegible] তুই!
তুমি ও মা [illegible], কে জানে মা
মহেশ্বরি! [illegible] কি মা আছে তার জ্ঞান।
গাই আমি,—কেন গাই,—কেন নিত্য দেখি
[illegible] আমার।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ভবানী-মন্দির।

[illegible]।

[illegible]। আমার কাছে আসবার আগে—না
পরে?

সারণ। তাঁদের কাছে আগে যান; তার
পর মুনমোর আসেন।

[illegible]। এ কথা পূর্ব্বে ত আমার কাছে
প্রকাশ কর নি।

সারণ। আজ্ঞে প্রভু! আমি কি তার কিছু
জানি? আমি জানলে কি আর এ সর্ব্বনাশ হ'ত?
বুড়ো রাজা [illegible] আমাকে সঙ্গে ক'রে বনমধ্যে
এক সরোবর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইতো-
মধ্যে এক দেবালয়ে দুজনকার বিবাহ হবে।

গুরু। সঙ্গরাজ হত হয়েছে, এ কথা শুনলে কোথা থেকে ?

সারণ। তাঁরই জন কয়েক অনুচর দেখেছে। তারা মধ্যম কুমারকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে গিছিল। তাদের মধ্যেও চার জনকে পৃথ্বীরাজ নিহত করেছেন।

গুরু। ভ্রাতৃহত্যা!—ভ্রাতৃহত্যাকে মন্ত্রদান করলেম ?

সারণ। আমার কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না।

গুরু। সেই মহাপুরুষবদনে পাপ কালিমার একটা চিহ্নও ত খুঁজে পাই নি সারণ।

সারণ। গুরুদেব! এখনও বলছি, আমার বিশ্বাস হয় না—আমার যুবরাজের উপর সন্দেহ হয়।

গুরু। আমারও সন্দেহ হয়।—যাই হ'ক, সূর্য্যদেবের কৌশলই হ'ক, কি নাই হ'ক, সঙ্গরাজ প্রাণে বেঁচে থাকুক আর নাই থাকুক, এ ভ্রাতৃবিরোধের পরিণাম-ফল আমি ভাল বুঝছি না। পৃথ্বীরাজের কোন সন্ধান পেলে না ?

সারণ। আজ্ঞে না! নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা শোনবার পর-মুহূর্ত্তেই তিনি চিতোর পরিত্যাগ করেন।—

গুরু। কমলে!—কোন্ দিকে গিয়েছে শুনেছ ?

সারণ। শুনেছি, তিনি এই দিকেই এসেছেন।

(কমলার প্রবেশ)

গুরু। তোমার স্বামীকে আর তারা-বীণাকে ডেকে নিয়ে এস।—এই যে অজয় আসছে। তবে যাও, তারা-বীণাকে নিয়ে এস।

[কমলার প্রস্থান।

—হত্যা সম্বন্ধে আমার খুবই সন্দেহ। আমি বুঝতে পেরেছি; সঙ্গরাজ পরাস্ত হয়েছে; সুতরাং তারই স্কন্ধে সমুদয় দোষ পড়েছে। নির্দ্দোষ রাজকুমার ক্ষোভে, অপমানে আর দেশে ফিরতে সাহস করেনি।

(অজয়ের প্রবেশ)

অজয়! অজয়! পৃথ্বীরাজ ও সঙ্গরাজ দুই ভ্রাতায় বিরোধ ক'রে দুজনেই নিরুদ্দেশ। তোমাকে তাদের সন্ধানে যেতে হবে। তোমাকে চিতোরে পাঠাচ্ছিলেম, সেখানে যাবার আর প্রয়োজন নাই।

অজয়। যে আজ্ঞে।

(তারা-বীণা সহ কমলার পুনঃ প্রবেশ)

গুরু। দেখ সারণ! তোমাকে আর অন্য কোন স্থানে যেতে হবে না। তোমাকে আমার এই কন্যাদ্বয়ের ভার সমর্পণ করলেম। তুমি সর্ব্বদা এদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তোমার আর অন্য কাজ নাই।

সারণ। যে আজ্ঞে।

গুরু। তারা! তোমরা দুই ভগিনীতে একে আপনার ন্যায় দেখবে। একে বাড়ী নিয়ে যাও; তোমার পিতা পরিচয় জানতে চাইলে ব'ল, আমি ফিরে সব বলবো। যাও—আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই।

[সারণ ও তারা-বীণার প্রস্থান।

কমলে! তুমি একবার এস দেখি—তোমার স্বামীকে যদি কিছু বলবার থাকে ত ব'লে নাও। আমি অজয়ের যাবার আয়োজন করি গে।

কমলা। বাবার এক কথা! আমি আবার কি বলবো ?

[গুরু ও কমলার প্রস্থান।

অজয়। পরোপকার ক্ষত্রিয়ের কাজ। পতিপ্রাণা কমলা, সঘন আজি অজয়ের সনে
মুখোমুখি হ'য়ে গিয়াছে পালিয়া,
কি আশঙ্কা ছেড়ে যেতে কমলে আমারে ?
কি বেদনা তার অদর্শনে ?

(কমলার পুনঃ প্রবেশ)

কমলা। এই লও।
গুরুদেব দিয়াছেন পথের সম্বল।

অজয়। পর্য্যটন করি নানা স্থানে, পৃথ্বীরাজে
করিব সন্ধান। সঙ্গরাজে যেথা পাব
সেখানে ধরিব গিয়া তারে। চিতোরের
অদৃষ্ট-বন্ধন ছিঁড়ে! সমগ্র ভারত
সনে; তাই যাব অন্বেষণে, কোথা আছে
কুমারযুগল। ক্ষত্রবংশে জনমিয়া—
মহামতি পিতৃগণ যার, দয়া, ধর্ম্ম,
পর-উপকার, সুজনতা করেছিল
জীবনের ব্রত, সেই পুণ্য-বংশে আমি
লভেছি জনম। কুললক্ষ্মী সে বংশের
তুমি প্রাণেশ্বরি! মাত্র আহার-বিহারে—
সাগর-প্রমাণ এ জীবন—সে জীবন
শুদ্ধ কি দম্পতি-সুখে যাবে মিলাইয়া ?

[illegible]। সাজাবে রেখেছি তুরঙ্গমে ; দেখ' [illegible]
বিপৎসঙ্কুল পথে ক'র না গমন।
করিও না নিশা-পর্য্যটন। [illegible]
হবে পরিশ্রমে, ভাল গৃহস্থের ঘরে,—
অভ্যস্ত যে সমাদরে, খাইয়া সেথায়
লভিও বিশ্রাম-সুখ! [illegible] ক'র না
পর্য্যটন। নর নাহি যে যে স্থানে,—দেখ'—
ভুলেও সে স্থানে যেন দিও না [illegible]
তবে যদি প্রয়োজনবশে, যেতে [illegible]
জনহীন দেশে,—দেখ'—যদি নাহি যেতে
অশ্বাচলে আবার ফিরিও [illegible]।
[illegible] যেই করিবে সাধন,—সেই [illegible]
পাইবে সম্মান, [illegible] এসে দুই [illegible],—
[illegible] [illegible] ক'র সমর্পণ।—
মায়ের চরণ-ধৌত জলে, সিক্ত করি
[illegible] চরণে [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] এই পড়েছি তোমার।
[illegible] সুখে। [illegible] [illegible]।

(বাহুতে [illegible] [illegible])

প্রণমিয়া

[illegible] চরণে [illegible] আশীর্ব্বাদ।

[illegible]। মা।—মা!
বিশ্বমাতা! ঈশ্বরি! শঙ্করি! এই [illegible]
তোর রাঙা-পদে মা গো! [illegible] দেখ'
[illegible]।

[illegible]। প্রাণেশ্বর! এ কি ভালবাসা?

(প্রণাম করণ)

নাথ! এ মিনতি দুটি পায়, শত্রু তরে
মনে যেন ক'র না আমায়। দেখ' যেন
প্রবাসেও কার্য্যবিঘ্ন না করে কমলা।
প্রাণেশ্বর! হে বীরকুঞ্জর! [illegible]
আছে চারিধারে ;—মহারাজ-উপকারে
যে ছুটিবে আত্মসমর্পিতে, সে দেবতা
সংহার কারণে, চতুর্দ্দিকে আছে কত
দৈত্য অগণন ; তাই সকাতরে দাসী
[illegible] করিল তোমায়। [illegible] মোর
বৃথা [illegible]। প্রভো! হৃদয়-দেবতা!
যে [illegible] পেয়েছি তোমায়, [illegible]
সে [illegible] [illegible] বাঞ্ছা দেছেন আমায় ;

প্রাণপণ পুনরায় কেন আকিঞ্চন?
নাথ! এ ত নয় ক্ষত্রিয়ের কাজ?

অজয়। [illegible]!
আমি ত ক্ষত্রিয় নই। তোর পাশে থাকি
যতক্ষণ—আমি যে গো ভিখারী ব্রাহ্মণ!

কমলা। বিলম্ব উচিত নয় আর। গুরুদেব
গিয়াছেন স্নানে,—যদি আসেন এক্ষণে—

অজয়। না কমলে! বিলম্ব কি আর—এই আমি
করিনু প্রস্থান!

[অজয়ের প্রস্থান।

কমলা। [illegible] আমি যাইব না
[illegible]—[illegible]! পাছে বিচলিত হয়
স্বামীর [illegible]। [illegible] [illegible]—[illegible]
জনশূন্য জঙ্গলে, জলে, গিরি-পথে,
পশু-প্রাণী নদী-উপকূলে,—[illegible],
[illegible] [illegible] তলে, [illegible] বালুকা-
[illegible], [illegible] [illegible]—[illegible] হেথা—
[illegible] সেথা র'বে, স্বামী মোর কোথা র'বে
[illegible] ফিরিবে।—মা—মা!—
ঈশ্বরি! শঙ্করি!
[illegible] মা! [illegible] [illegible] আশিস চরণে?
কি তোর অজ্ঞাত আছে অন্তর-যামিনি!
কিন্তু মা যে সন্দেহ আমার—প্রাণেশ্বর,
যার [illegible] সুখ কোটি [illegible],—[illegible]
[illegible] ঐশ্বর্য্য ছাড়ি রাজশ্রী-সম্পদ,
যেই স্বামী [illegible]-[illegible] স্ব-ইচ্ছায়
জীবন প্রবাসী, সেই স্বামী এ—
নিষ্ফল উদ্যমে মহারাজে রাজ্য তাঁর
ফুটেছিল করিতে অর্পণ,—বল দেখি,
জীবন বৃথাই কি মা তার? একা—মা গো!
একমাত্র সহায় [illegible]—আর কেহ
নাহি ছিল—তাই [illegible] না উদ্যম নিষ্ফল!
প্রতি দণ্ড পল যার [illegible] [illegible]—
[illegible] [illegible]—কে আছে?—এমন শক্তি কার
করুক সে বিবেচন,—করুক সে মন
ব্রহ্মাণ্ডের পটে সেই মহত্ত্ব বিস্তার!
দেখিবে তখন প্রতি দণ্ড প্রতি পল তার
অনন্ত সীমায় না কুলায়! প্রভো! প্রভো!

সে পারিনে ; জয় ঈশ্বর ; যত তুমি
আপনায় কর হীন জ্ঞান—আমি যেন
তোমারি দীনত্ব লাগি ; ঘুরে ঘুরে যাই ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য

লতাকুঞ্জ ।

লতাকুঞ্জমধ্যে সারণ ।

সারণ । হায় ভাই ছিল এক ঠাঁই কে দিল রে
[illegible] এই ব্যবধান দুজনের !
চিতোরের অধিকার না ছাড়িত [illegible]—
চিতোরের ভাগ্যরবি কলঙ্কের উরে
গেছে সে ঢেকে যে অন্ধকারে !

(নেপথ্যে—তারা)

পৃথ্বীরাজ—তুমিই [illegible] কোথা পৃথ্বীরাজ !

(কমলার প্রবেশ ।)

(স্বগত) এ কি ! এ কি ! কমলা !—
কেন বা এসেছে ?
কাঁদিব যদের পাবে [illegible]
তাহাতেও [illegible]
সব [illegible] !

কমলা । [illegible]
কি করেছ আজ ? অবশেষে এই সাজে
সাজিলা কি সরস্বতী ? বালা ! রাজবালা
রাজকুমারী হয়ে, দিলে কি না [illegible]
বাঁধি সনে দিলে ! সাজে না কি অলঙ্কার
যার, তাই এ কেন কঠিন [illegible]
সাজিতে দেখিলে আজ [illegible] ? কটিতটে
চাকচন্দ্রহার, পেলে সে আজ নিকটে
অবস্থান. কোথা বিশ্বরূপে দেখিবে সে
হায় ; কোথা দিবে দেখা অসিত বরণ ?
ক্ষীণমায়া চন্দ্রহাসে শোভিল কি আজ ?
কেলিতে দুলিতে যেথা বিমোহিনী বেণী
অসির ছুঁইতে [illegible]
বেঁধে দেখা দিলে শয়াধার ? যে মোহন
হাসি. চল চল সে বদনে ভাসি আগে
শশী-গর্বে দুলিত গো রণে—বল বল
কি বাধারে দিয়াছ দেখাক ?

সারণ । (স্বগত) কার কথা ;
কি বলিছে জননী আমার ?

কমলা । [illegible]
সাজিবে যখন,—যবে ক্ষুদ্র বালিকার
মহান্ প্রতাপে—সে কোমল পদভরে
ধরা ধরে ধরণী-কম্পনে, হেরে গো ;
শত শত [illegible] শিরোবিঘূর্ণন—
কাঁদে [illegible]—হে জননী ! হে [illegible]
বালিকার কোমলাঙ্গে, পরিবে কি
মেঘবিনিন্দিত কেশ সৌন্দর্য-প্রভায় ?

সারণ । (অগ্রসর হইয়া) উত্তর দিব মাগি,
মা [illegible]

কমলা । দেখা দিলে কথা [illegible]
সেদিন [illegible]

([illegible] অন্তরালে গমন)

(তারার প্রবেশ)

কোথা গেলে ওকি সখি ! আমার [illegible]
[illegible]

তারা । [illegible]
তাই, দেখে দেখা পাই [illegible]
[illegible]
[illegible]

কমলা । [illegible]
[illegible] সই ; কমলার [illegible]—
[illegible] । তারা ! তারা !
[illegible]
সে জন [illegible] কাছে [illegible] !

তারা । দুঃখিনী সঙ্গিনী সই !—কাঁদাইতে তারে
এত কি প্রয়োজন [illegible] ?
গাহে যারে [illegible] এ কেন দারুণ
বচন লো শশিমুখি ও চারু বদনে,
মরমে বিঁধিয়া সই [illegible] লো হিয়ার,
আকুল করিয়া দেয় প্রাণ । সই—সই !
তীব্র যদি কমল-নিশ্বাস,—কোকিলের
কলকণ্ঠে বসে জলধর,—অগ্নি যদি
বিশে যায় শিশিরের জলে—চাঁদে যদি
পোড়ায় শরীর, বল দেখি কার কাছে
যাই—বল, কোথা গিয়ে জীবন জুড়াই ?

[illegible] । লতায় পুষ্পিত বন, কমলের বন
অলি-দলে যদি নাই [illegible] মধুরবে,
[illegible] দুরারী [illegible]
[illegible] সিন্ধুনীরে তরঙ্গের [illegible],
[illegible] তীব্র কোকিল [illegible]?
[illegible] ঠিক [illegible] কিরূপ?
[illegible] । এ [illegible]—প্রতিপশ্চিমা । এ যে [illegible]
[illegible] কি কলবেশী [illegible]?
[illegible] । [illegible] সুখে কুলিশি [illegible]? [illegible]

[illegible]

[illegible] কি [illegible] যাবে অমৃত-প্রান্তিরে ।
[illegible] তরঙ্গ-বনে [illegible]
[illegible] বাসনা [illegible];
[illegible] কি [illegible]? তোমার [illegible]
এসেছ কো কীর্তি তোর [illegible];
[illegible] যায় !—যারে [illegible], তারে [illegible]
অমনি [illegible] । [illegible], [illegible] !
[illegible] প্রাণ ! [illegible]
[illegible] কেমন নারী ? প্রাণ [illegible]
[illegible] বাসুকী । পিতা মাতা [illegible] না
[illegible] । ভাই ! আমি কিন্তু আনন্দে [illegible]

[illegible] তোর, ছুটি এই তোর অন্বেষণে—
[illegible] প্রতিমার [illegible], [illegible]-তীরে,
[illegible] আমার [illegible] ;
[illegible] অবশেষে [illegible] কেবা ।
[illegible] । [illegible] যে দিন, যাবে না কি
[illegible] কি দিন ?—[illegible] ।
[illegible] । [illegible]

[illegible] । [illegible] তুমি [illegible]?

[illegible] । [illegible]

[illegible]

[illegible] (... [illegible])

[illegible]

[illegible] কি আর ?
[illegible] । [illegible],—[illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] সুখে [illegible],
তবে স্থির জানি, এক দিন [illegible]
শিরে, আমার [illegible] মহাবাক্য—এই ।
তারা । [illegible] ছিল দিন কোথা
[illegible]? [illegible] কি [illegible]?

কমলা। এই ত শরীর তোর, এই ত বয়স,
শশিমুখে মাখা তার ভীতি কোমলতা—
বল্ দেখি তারা! তুই কোথা পেলি বল্,
সে সাহসে আগুলিলি তস্করের গতি ?
তারা। বল্ ভাই দাদা কোথা গেছে—বল্ ভাই ?
কমলা। কি জানি কেমন মেয়ে তুই কো স্বজনি!
যে অঙ্গে উঠিয়ে ফুল কুঞ্জমুখে চাহি,
স্বগৌরবে হয়ে গরবিণী, কেমনে সে!
সে অঙ্গে পরালি সাধে লৌহ-আবরণ ?
তারা। চল্ ভাই, ঘরে যাই। লজ্জায় মরিব
সই কেহ যদি শুনে।
সারণ। (অগ্রসর হইয়া) দে দেখি জননি!
চরণের ধূলি আজ লই দে মাথায়
জয় ক'রে আসি ভূর্জগুরু।—কেহ পাছে
শুনে, তাই আকুল পরাণে এ মায়েরে
ভুলাইতে চাও, কচি মেয়ে তুমি সে মা!
জান না ত যশের যে সহস্র বদন।
কোন্ মুখে বাধা দিবি তারা ? যেথা যাব
খুলে দিব প্রাণ—সেথা গাব, গাহিব মা
তোর গুণগান। কুলকণ্ঠে রাজস্থল,
দরিদ্র কুটীর, নগেন্দ্রের কুঞ্জশির,
সন্ন্যাসীর গুহা, সে মধুর গীতিরবে
দিবে প্রতিধ্বনি।—দেখ কে আসে আবার।

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। আছি বনে চিরকাল, বন মোর ঘর,
কে জানিত মহারাজ পিতা—কে জানিত
তারা বীণা রাজার দুহিতা। যবনের
করে রাজলক্ষ্মী ক'রে সমর্পণ, পিতা
মনোভঙ্গে এসেছে কানন। দিবানিশি
মলিন বদনে কেন থাকিত ভগিনী,
আমি কি তা জানি ? আমি কি বুঝিব
তার দুই মেয়ে থাকি তার চক্ষে
ভাবিতাম বাবা মার সুখের সংসার,
কে জানিত সে জীবনে ঘোর অন্ধকার ?
কে জানিত রাজা যেই জন, কভু নহে—
তার তরে সুখের কানন। কে জানিত
সে রাজার রাণী বনে দুঃখিনী বন্দিনী ?
রাজ্য—রাজ্য—রাজ্য কথা শুনি, নাহে তার
কি এমন শক্তি বিমোহিনী, যেথে যার
তরে নরে অসি-বাণ করে ? বাবা—বাবা।
হারায়েছে কি বস্তু এমন, যার তরে
সুখ নাই তোমার সংসারে ?—বুঝিবার
শক্তি মোর নাই।
তারা। কোথা হ'তে আসিতেছ দিদি ?
বীণা। গুরুদেব-পাশে ছিনু—সেথা হ'তে
লয়ে যেতে এসেছি তোমায়।—বেলা যায়
শীঘ্র চল ভবানী-মন্দিরে।
কমলা। নিজে নিজে
চুপি চুপি কি বলিলি বীণে ?
বীণা। কই, কই ?
কমলা। এই যে নড়িল ওষ্ঠদ্বয়।
বীণা। বল দেখি
এত দিন কেন গুরু শিখাইত গান ?
কমলা। কেন—কেন ভাই ?
বীণা। বল দেখি এত দিন
কেন ছিল গানে তার প্রাণ ?
তারা। কেন দিদি ?
সারণ। কেন—কেন মা আমার ?
বীণা। জান কি কমলে!
এত দিন কেন ছিল গানে তার প্রাণ ?
ক্ষত্রিয়নন্দিনী করে অসি ধরি করে
খণ্ড খণ্ড করিবে যবন—পাছে তার
ক্ষত্র তেজে পায়—পাছে কোমল হৃদয়ে
ব্যথা পায়, এই বীণা বীণা লয়ে করে
গীত-সুধা ঢেলে দিবে হৃদয়ের ঘরে;
জগতে তারা শিরোপায় গুলে দিবে
নব জলধর। জেনে শুনে রণশিক্ষা
করিয়াছে তারা, জেনে শুনে বীণা আজ
সাধনা-সঙ্গিনী।
সারণ। জেনে শুনে আজি দাস
দাসখত দিল জনমের! ছায়ামত
রবে সহচর। ও মহত্ত্ব-গিরনীরে
প্রাণ অস্তিত্ব তার দিল বিসর্জ্জন।
(নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা-রব)
তারা। আরতির হইল সময়।
কমলা। এস বাছা!
এস সবে যাই।—ও মা জননি! কপালি!
এই ভিক্ষা মাগি তোর পায়, মা গো যেন
অকালে অকূলে, মানবের অগোচরে
এ দুটি জীবন্ত তারা নিবায়ে না যায়!
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুটীর।

সুরতান সিংহ ও লক্ষ্মীদেবী আসীন

সুর। প্রেয়সি! দুশ্চিন্তানলে কলেবর মোর
হয়ে গেছে ছারখার,—দুঃস্বপ্নের ভার
এস না এস না প্রাণেশ্বরি!

লক্ষ্মী। [illegible]
না [illegible] কি [illegible] আমারে।

সুর। [illegible] চিন্তা নাই—[illegible]
[illegible]—[illegible], [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible] জীবনের [illegible]। [illegible]
অন্ধকার! [illegible]—[illegible]! কি দেখিছ আর?
[illegible]-সিন্ধু-[illegible]
[illegible] বক্ষে [illegible]!

লক্ষ্মী। [illegible], [illegible]।
অংশ হ'তে [illegible]
[illegible] কে বুঝিবে? [illegible], [illegible]
[illegible] রমণী। [illegible]
রাজার নন্দিনী? [illegible]
কি আছে কপালে? [illegible]
[illegible] ভিখারী। [illegible]
[illegible] ভিখারী [illegible] রাজা।

সুর। [illegible]
আত্মীয়-স্বজন নাই, [illegible]
লোক নাই, অস্ত্র নাই, নাই ভুজবল,
কোথা হ'তে হবে প্রিয়ে রাজ্যের উদ্ধার?
[illegible] প্রেয়সীর—[illegible]—
অনাহারে, অনিদ্রায়, আত্মীয়-বিচ্ছেদে
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর যত্নের [illegible]
চিরকুল মুখ মুখ কালিমায় ভরা।
রাজার নন্দিনী তুমি ছিলে [illegible];
তোমার এ দশা হেরি ভগ্ন চিত্ত যার,
তা হ'তে হবে কি প্রিয়ে রাজ্যের উদ্ধার?

লক্ষ্মী। স্বামী যার বাঁচিবে, [illegible] যার কোলে
[illegible] এ জগতে দুঃখ কোথা তার?

সুর। [illegible] বনবাসে [illegible]
[illegible] আদেশ;
[illegible] যদি ফিরে না [illegible]—
[illegible] যদি [illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible] না [illegible]।
[illegible] বনদের [illegible]
[illegible]।
[illegible]—[illegible]
[illegible]।

লক্ষ্মী। [illegible] নাই, [illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible], [illegible]
[illegible],
[illegible]। [illegible] যদি
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible] আমাদের মন।

([illegible])

[illegible]। [illegible]!
[illegible] লিখিয়াছি? [illegible] নাই
[illegible]। [illegible];
কেন [illegible] তাকে?
এ [illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible] বীর। [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]। [illegible]!
[illegible]—[illegible]
[illegible]। [illegible]
মহারাজ! [illegible]!
[illegible]—ও মা! তারা
তোর মহেশ্বরী [illegible]।

লক্ষ্মী। ও কি কথা বীরে?
কই কোথা মহারাজ মহারাণী?

সুর। বীণা
আর [illegible] নয়! [illegible]
[illegible]। [illegible] না, [illegible] না।

কিন্তু তাই ! আসি আঁখিজলে, শুন
কি সে দুঃখ—দিও না হে বাধা বালিকায়।

বীণা। কেন—কেন মা আমার ? তুমি মহারাণী,
মহেশ্বর বাবা যে আমার।

লক্ষ্মী। দুষ্ট মেয়ে !
কে বলেছে তোরে ?

শুর। মিথ্যা কেন আর রাণি !
কেন আর নন্দিনীরে ভুলাইতে যাও ?
শুন মা বীণে ! যে অরণ্যে দেখেছ বদন,
সে অরণ্য মোর বাসাগার। পশু, পাখী
তোমা হেন, চারিদিকে ঘিরে, সঙ্গে মোর
বেড়ে যেথা তোমাদের মতো, মা আমার !
সেথা মোরা আছি মুক্তদেহে।

বীণা। তাই বাবা !
তোমাদের জানাই, আর চিন্তা নাই, মেয়ে
এনেছ বাবা, আমারে দিয়েছ। শুরুদেব তারে
হাতে হাতে ক'রে, দিচ্ছেন শিক্ষাদান —
যুদ্ধের শিক্ষা এখন। সেকালে সে
যখন-পুত্রবিনে মহারাণী হবে বন্ধ
তখন শিষ্য, গুরুদেব সেই শিক্ষা
দেন তারে। বাবা, কি আর বলিব
যে তোমায় ? এক দিন আসবে যবে,
যে দিনে পিতার নাম রাখিতে অক্ষয়
আমার মনে প্রতি পুত্রী তারকার নাম।
মা গো ! জানিয়াছি গুরুপদে, যেকালেতে
মনে না বাসিলে আর রাখার সম্মান।
সেই কেহ আছে বঙ্গবীর। একমাত্র
যাহারা তাহার—বাবা ! শুন এই পুত্রার
একমাত্র আকিঞ্চন তাই, রাজা তুমি
দাও মহারাজ।

(গুরুদেবের প্রবেশ)

প্রণিপাত করি গুরো পদে।

শুর। দাও—প্রভো ! রাজারে আশ্রয়।

(লক্ষ্মীদেবী ও শুরতান সিংহের প্রণাম)

লক্ষ্মী। গুরুদেব ! এ পাগলী বলে কি !

গুরু। ভেবেছো ? সহস্রবার তোরে বারণ করেছি না যে বেটী।

বীণা। ব'লে দিয়েছি—বাবা ও মা'র দুঃখের কথা শুনে ব'লে দিয়েছি।

গুরু। তোমায় এ উপকার করতে কে বলেছে ? যুদ্ধযাত্রায় আমার কাছে শিক্ষার যাবে এইটেই কি তোমার আকিঞ্চন ?

বীণা। ব'লে দিয়েছি। গুরুদেব ! আরো কিছু বলতে পারি, তার উপায় ক'রে দাও। শুধু গানে আর আমি সন্তুষ্ট নই। আমাকে দিদির সঙ্গিনী কর।

গুরু। আচ্ছা, তা দেখা যাবে এখন।— এখন যা দেখি, ঘর থেকে একটা ছুরী একটা নিয়ে আয়।

বীণা। তোমার ঠিক্ দেখে হচ্ছে না। আমার যদি দিদির সঙ্গে না থেকে দাও ত সকলকে ব'লে দেব।

গুরু। এখন যা বল্লাম, তা কর্;—যা—যা—আমার মন কেমন করছে—শুধু দেখ দাঁড়িয়ে রইল।

বীণা। আমি যাব না।

লক্ষ্মী। তারা কি যুদ্ধবিদ্যা শিখছে ?

গুরু। তুমি ত জান পাগল, ওর কথা শোন। শিখিয়েছি মেয়ে, সকল রকম বিদ্যায় অভ্যস্ত কিছু কিছুও জেনে রাখা আবশ্যক। তাই কাউকে কি বলে, কোন্ অস্ত্র কি রকম ক'রে ব্যবহার করতে হয়, তাই এক দিন দেখে নিয়ে একটু আধটু শিখিয়ে দি।

শুর। উচিত তা। আমি এ অপরাধে, তা না ব'লে ও সব কাজ আমারই ত করা উচিত ছিল।

বীণা। দেখ মা ! গুরুদেব মিথ্যা কয় দেখ। এক দিন আর দিন ? রোজ তাকে শেখান না ? শেখাবার জন্য শেখাও, না যুদ্ধ করবার জন্য শেখাও ? আর ক্ষত্রিয়ের মেয়ে ব'লেই যদি অস্ত্রবিদ্যা শেখাও, তবে আমিও ত ক্ষত্রিয়ের মেয়ে—আমাকেও শিক্ষা দাও না কেন ?

শুর। গুরুদেব ! আর বৃথা চেষ্টা। আপনি আর মুখ পাচ্ছেন না।

বীণা। দেখ বাবা ! দিদিকে আবার মৃগয়া করতে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে যান তোমার আদরের মা অরুণ। দিদির সাজ দেখ নি ? এ দিকে ঢাল, এখানে তরোয়াল, এখানে তূণ—এ হাতে বর্শা—আর এ হাতে ধনুক। আর পায়ের চারধারে কত কি। ব'লে দাও না বাবা ! আমাকেও অমনি ক'রে সাজিয়ে দিতে।

[illegible] । [illegible] দিলা [illegible] ?

[illegible] । [illegible], দুর্গা [illegible] অজুহিত্যা [illegible] নেই ?

[illegible] । দুর্গা [illegible] চাস্ [illegible] খেলাতে [illegible]

[illegible]

[illegible] । [illegible] —[illegible]

[illegible]

[illegible] প্রয়োজন । [illegible] কত [illegible]

[illegible] চক্ষের জল [illegible] হবে ; [illegible]

[illegible] চির চিত্তানন্দ [illegible] হবে ;

[illegible] পিতৃমাতা [illegible]

[illegible] ভিখারী করতে হবে । [illegible]

[illegible] ? দুর্গার পুত্রকন্যা [illegible] আশ্রয়ে [illegible] সে কি নরশরীরে [illegible] করতে পারে ?

[illegible] । [illegible] বিদ্যা

[illegible]

[illegible] ।

[illegible]

[illegible] । [illegible] ।

[illegible] ([illegible])

[illegible] । [illegible] চায়, কি [illegible]

[illegible]

যদি [illegible]

সে [illegible] বাঁধবে সে দাঁড়ে ।

[illegible] আত্মজ্ঞান থাকে না [illegible]—অন্তরায়
সে কোমল বুকে হয় [illegible]
[illegible] তাই [illegible] তোর
[illegible] না। [illegible]
চূর্ণ হবে [illegible] শির। [illegible]
[illegible] আমার [illegible]।
[illegible] চলে গেলেন কোথায়? এ কি!
[illegible]!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
এ বুক [illegible] না [illegible]
[illegible] না [illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]।
[illegible] কাছে
[illegible]।
কি [illegible]—কি [illegible]
অনাহারে [illegible]—কি [illegible]
[illegible]—[illegible]
এক [illegible]
দেখে তারে [illegible]—বুক [illegible]
দেখাতাম কি আছে এ বুকে। [illegible]!—
বিশ্বাসঘাতক [illegible]? না—না, উঠি;
দেখি কোথা আছে [illegible]। [illegible]—
প্রাণ [illegible] রাখিব যতনে, [illegible]
[illegible], [illegible] প্রাণ দিব [illegible]।
(উন্মাদ [illegible])

উঠিবার শক্তি আর নাই, কিসে বাঁচি—
করি কি উপায়? অন্ধকার দেখি সব
ঠাঁই—বুঝি চির-অন্ধকারে, চারিধারে—
[illegible] বেড়ে!—এ বিজনে
কেহই কি নাই, [illegible], নাই,
[illegible]?
[illegible] কি কথা? [illegible]
[illegible]—যদি কেহ
[illegible]
[illegible]—
[illegible]
[illegible]
[illegible]!—
[illegible]
[illegible]।

([illegible])

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]—
[illegible]
[illegible]
[illegible]—এস [illegible] করিতে [illegible]।
পথিক—পথিক! এ [illegible] কি? [illegible]
[illegible]—
পথিক—পথিক! [illegible]—কোথা যাই,
কারে বা জানাই; কিসে বাঁচে পথিকের
প্রাণ!

([illegible])

([illegible])

[illegible] এক পবিত্র-[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নবকুমার। ... মানবী আমি, নহি দেবকন্যা।
[illegible] মহিমাই
[illegible] দেখা [illegible]
[illegible]

[illegible] আশা যদি
[illegible]

[illegible] কোন [illegible] ভেকে [illegible]।
[illegible] আমার!
[illegible] ক্ষমা [illegible]
[illegible] আমি।
[illegible] আমি?
[illegible] — উঠ!
(উঠিয়া) কে তুমি সুন্দরি
[illegible] অকাল-মরণে? [illegible]
[illegible], [illegible] — [illegible] রক্ষা করি
[illegible] এ প্রাণ আমার?

[illegible]

কি [illegible] তোমার?
[illegible] কি [illegible] হতে [illegible]। [illegible] — [illegible]!
তুমি কেন [illegible]

[illegible]
[illegible] এ কি তোমার [illegible]! [illegible]
[illegible] [illegible]। তুমি [illegible]
[illegible]

নীলা। ইনি চিতোর-কুমার ?
কি কথা শুনিতু [illegible]! [illegible]
চিতোরের প্রাণ! [illegible]
[illegible] দূর।

শক্ত। [illegible]
নাই — [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শক্ত। কিন্তু তুমি [illegible] এই কথা [illegible]
তোমা [illegible], বিনা [illegible]।

[illegible] কথা? [illegible] যদি [illegible]
সে কথা ভুলো না [illegible]।

শক্ত। ([illegible]) বিশ্বাস হ'ল না?
ভাল, [illegible] বুঝিতে নারি।

নীলা। অভিবাদ
[illegible]! [illegible]! কি এমন
আছে, [illegible]
[illegible]

[illegible]

নীলা। [illegible] যদি ইচ্ছা হয়, [illegible]
[illegible]! [illegible]
[illegible]
[illegible]।

শক্ত। যা' করেছ
[illegible]। যা' করেছ [illegible]
[illegible] পরিস্ফুট [illegible]?
দেখি! দেখি!

এই [illegible] ফুলে সাজাইছু [illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কালিন্দি, মহাকালিন্দির [illegible]

নরকের যত কিছু শাস্তি আছে, সেগুলি যেন সে কাজের সঙ্গে এক সূতোয় বাঁধা! তার জন্যই ত বলছিলেম, যথেচ্ছাচার আদেশ প্রতিপালন দর্শনই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল, তা হ'লে ছেলেবেলায় যে দিনেই সব চুকে যেত!—আমার যদি ছেলেবেলায় যে না হ'ত তা হ'লে তোমার মত বোকা পুরুষকে বে করতেম না।

অজয়। ছেলেবেলায় বে করেছ ব'লে তবু একটা বোকা জুটেছে, আজকাল হ'লে একটি গাধা জুটত।

কমলা। বোকার চেয়ে গাধা ভাল। গাধা তবু পুটলিটে আসটা বয়; বোকা আদৌ চলে না, একেবারে অচল!—(পা ঠেলিয়া) যাও, যাও, আমায় রাগিও না। ভাল, আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? তোমরা আপনারাই বল না কেন?

অজয়। রাণীমা এ কথা তাঁহার কাছে তুলেছিলেন, সে শুনে মুখ ভার ক'রে সে স্থান থেকে চ'লে গেল!

কমলা। রাণীমা তবু প্রতিজ্ঞার কথা জানেন না। আমি জেনে শুনে এ কথা তাকে কি ব'লে বলি বল? একবার না জেনে জিজ্ঞাসা ক'রে অপ্রস্তুত হয়েছিলেম, এখন জেনে, সে কথা আবার তুললে, হয় ত আমার মুখও দেখবে না।

অজয়। একেবারে কেন? দিন দুই ধ'রে পৃথ্বীরাজের বীরত্বের গল্পগুলো শোনাও না। তার পরে মনটা নরম ক'রে, গোটা আষ্টেক দশ লোক দিয়ে কথাটা পাড়।

কমলা। তুমি কি ঠাওরাও বীরত্ব বীরত্বে সকলেই মুগ্ধ হয়? যে দিন পৃথ্বীরাজকে আমরা প্রথম দেখি, যে দিন তার বাহুবল সন্দর্শন ক'রে সকলেই বিস্মিত হয়েছিলে, সেই দিন কৌতূহলাক্রান্তে সিংহের কথা উত্থাপন ক'রে বীণাকে—যার দ্বিতীয় তুমি দেখতে পাও না,—সেই বীণাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, 'বীণে! তুই এই সিংহহন্তা বীরকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করিস্?' সেই ক্ষুদ্র বালিকা আমার মুখের দিকে চেয়ে গুরুগম্ভীর-স্বরে বলেছিল, 'কমলে! যে তুচ্ছ আমোদ অনুভবের জন্য জীবসংহার করে, সে দেবতা হ'লেও তাকে বিবাহ করি না।'

অজয়। সত্যি?

কমলা। সত্যি না ত কি? তুমি স্বামী, তোমার কাছে মিছে কথা কচ্ছি?

অজয়। তবে ত সকল আশায় জলাঞ্জলি দিতে হ'ল। মনে করেছিলেম, একান্তই তারা যদি না হয়, হ'লে বীণাকেও নিদেন সমর্পণ করব।—ক…… রক্ষা কর—আমাদের মানস পূর্ণ কর। ……কন্যাদান না করতে পারলে কেমন ক'রে পৃথ্বীরা…… কাছে প্রতিদানের আশা করি? কেমন ক'রে মহারাজের রাজ্যোদ্ধার হয়? কমলে! …… বিশ্বব্যাপী যবন ব্যাপ্ত ক'রে মহাস্বর্গোৎসাহে …… তার সেখানে গিয়ে কি করবে? ……গুরুদেব তাঁরাকে রণসাজে সজ্জিত করেছি…… তা না হ'লে যবনের গতিরোধ করা কি বালিকার কাজ? সমগ্র জগতের আবালবৃদ্ধবনিতা …… প্রমাদ। ……কলঙ্ক—গুরুদেবের বৃদ্ধ বয়সের মহাকলঙ্ক—তাঁহার …… গমন। মহাবিপদ একাদশবার যে রাজ্য উদ্ধার ক'রে নিষ্কল-মনোরথ হয়েছে, সেই রাজ্য উদ্ধার করতে একটা মেয়ে যাবে? …… রক্ষা কর—এ কলঙ্কের হাত হ'তে রক্ষা কর। ……সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লে জগতে দুর্ভাগ্য …… রাজস্থানে আর দুর্গম নাই। তারার বিবাহ উপায়ান্তর নাই। এস, পৃথ্বীরাজের হস্তে তারার হাত ধরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ……

কমলা। তারা পারবে না। পৃথ্বীরাজ ……এ তোমাদের মস্ত ভুল। যাদবদের যদি রাজ্যে হ'ত, তা হ'লে ভারতকে দুর্দিনের জন্য যবনের অধীন হয়ে থাকতে হ'ত না।

অজয়। সে তর্ক আমি করতে ইচ্ছা করি না। এখন যা বললেম, তা কর।

কমলা। তোমার আজ্ঞা, আমি যথাসাধ্য করব—ইতোমধ্যে পৃথ্বীরাজকে আনতে পাঠান ভাল হয়।

অজয়। তাকে আনতে না পাঠিয়ে কি আছি?—ঐ তারা আসছে। আমি চললেম। ভুলিয়ে-পাতিয়ে, বুঝিয়ে, ভুলিয়ে, যাকে যা বলতে পার।

(তারার প্রবেশ)

তারা। মোর হিয়া কাঁপে কেন নামে?
ছি ছি

সমরের কথা!—পরি' বর্ম চর্ম সাজ,

[illegible] বাধি চন্দ্রহার, বুকে বাঁধি
[illegible] —ছি ছি ছি ছি [illegible]
[illegible] কিন্তু কি [illegible]
[illegible] কুসুম [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] অমন ভাই!

[illegible]

[illegible] পারি না। [illegible]
[illegible] ছিন্ন হয়েছে; [illegible]
[illegible] তিনি [illegible]
[illegible]।

[illegible] তুমি কেন অমন করেছ?

[illegible] একটী চুরি করা আছে, তা [illegible]
[illegible] হবে।

[illegible] সেটা কোন্ কথা ভাই?

[illegible] সে কথা [illegible] না হলে কি [illegible] আমার [illegible] আর [illegible] তোর সঙ্গে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] তোমার,
[illegible]
[illegible] কেহ বলি,
[illegible]
[illegible] জান। [illegible]
[illegible]

তারা। (স্বগত) হে ঈশ্বর!
রক্ষা কর অবলায়! কমলে—কমলে!
তোর ভালবাসা-নিপীড়নে সর্ব্বনাশ
ঘটিল আমার!—(প্রকাশ্যে) বলিবার শক্তি
নাই—
খুলিবার জানি না উপায়—বল্ সই!
কেমনে দেখাই মনে?

কমলা। নর ঈশ্বরের
ছবি, মাধুর্য্য মূর্ত্তি তাঁর; মন কে দেখিতে
পায়, মন কে দেখিতে চায় তারা? আজি
পিতার কল্যাণ তরে, উন্মত্তের মনে
কারো কথা নাহি শুনে, যে বিহঙ্গ-শিশু
প্রাণারাম স্বর্ণস্থান—মাতৃ অঙ্ক করি
অপমান, ছুটে প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন
সমর-অনল-মুখে—অবাধ্য হেরিয়া
তারে—ঋষি যারে দেবী আখ্যা দিবে—বল্—
নবে কে বলিবে তারে পিতৃপরায়ণা?

তারা। নরে যে বুঝাতে চাই সখি! কার্য্যে নরে
বুঝাক সে জন—নরে বুঝাইতে মোর
নাহি প্রয়োজন। আত্মসুখ চাই ভাই!
ভুলা রাজ্যোদ্ধার মোর জীবনের ব্রত।
নিজে অস্ত্র ধরি কিংবা অন্যে দিয়া পারি!
যাহে হ'ক পিতৃরাজ্য করিব উদ্ধার।

কমলা। শূদ্র যদি আসি করে রাজ্যের উদ্ধার,
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী তুই হবি কি লো তার?

তারা। প্রতিজ্ঞা-পালন সার। লক্ষ্মীস্বরূপিণী
পঞ্চালনন্দিনী—বিষ্ণু-ভোগ যোগ্যা নারী—
বল, কার আশা ছিল লভিতে সে ধন?
সমস্ত রাজন্যবর্গ হেঁট মুণ্ডে ব'সে—
হেরি' সেতে পঞ্চালনন্দন, ক্ষত্রিয়ের
পণ রাখিবারে বলেছিল উচ্চৈঃস্বরে
'দ্বিজ হ'ক, ক্ষত্র হ'ক, বৈশ্য, শূদ্র আদি—
যে বিঁধিবে লক্ষ্য-বাণে, লভিবে দ্রৌপদী';
ক্ষত্রিয়ের আশা গিয়াছিল ফুরাইয়া।
বল্ দেখি সখি যদি উঠিত চণ্ডাল,
লক্ষ্য যদি বিঁধিত সে জন—কে করিত
নিবারণ?—ক্ষত্রিয়ের পণ ভঙ্গ করি
চণ্ডালে কি দি' বাইত ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর?
করিয়াছি যতি, হ্রদ—কলঙ্কে ডুবিয়া
মরি, গুরু-আজ্ঞা-লঙ্ঘনের ফলে—যদি
অনন্ত নরকে স্থান, চণ্ডালের
নারী হই, জীবন কুমারী রই—আমি
পণভঙ্গ করিব না আর। নিজে যদি
করি রাজ্যজয়—প্রাণ দিব মহাত্মায়—আগে
পায়ে ধরি, করিও না আমারে পীড়ন।
(প্রস্থানোদ্যত)

কমলা। যাস্ কোথা? (হস্তধারণ)

তারা। ছাড় সই! বড়ই বাজে
প্রাণে। হয়ে অচেতন প্রতিজ্ঞাপালন-
হলাহল করেছি সেবন। ফল তার
অন্তরে অন্তরে জ্বালা। কমলে!—কমলে!
কখন কি ভেবেছ মনে, তারা হ'তে
হবে গুরুজন-অপমান? সই—সই!
গুরুদেব কখন কি ভেবেছিল মনে
তারা হবে অকৃতজ্ঞ পিশাচী রাক্ষসী?

কমলা। ও কি সহচরি? ভুলাক্ষরে মনে
হেন পাপ কথা কেহ নাহি দেয় স্থান।

তারা। কাম পূর্ণ হয়েছে আমার—নহে কেন
মতিচ্ছন্ন হইল এমন? পিশাচিনী
জানে মোর মুখপানে চেয়ে গুরুদেব—

কমলা। সত্য তুই পাগলিনী!—চল্, ঘরে চল্
পিশাচিনী আমি তোর সখী—পরকথা
শুনে, তোর এ কোমল প্রাণে করিয়াছি
দারুণ আঘাত। আর তোরে বলিব না—
তোর কাজ—আর বোঝে না তারা!

পঞ্চম দৃশ্য

নদীতীরস্থ কানন।

গুরুদেব ও রণসাজে তারা।

গুরু। যাও, বেলা হয়েছে—ওগুলো সব খুলে বাড়ী যাও।—ভাল কথা, এই পত্রখানা অজয়কে দাও গে।—আর তাকে আমার কাছে আসতে ব'ল।

তারা। এ কার পত্র? এতে ত আপনার নাম দেখছি।

গুরু। আমারই নামে পৃথ্বীরাজ পাঠিয়েছে অজয়কে এই পত্র দেখাবার বিশেষ প্রয়োজন।

তারা। এ পত্র কি আমি দেখতে পাই না?

[illegible] আপত্তি নেই—কিন্তু না দেখিলেই [illegible] —এক অর্থমন্দ [illegible] জীবনের [illegible] আক্রমণ করে, সেই [illegible] সংবাদ [illegible] একটী গোপন কথা আছে।

[illegible] রাজা [illegible] আক্রমণ [illegible] একবারে [illegible] করেন।

[illegible] কিছু নেই [illegible] সেই [illegible] [illegible] বন্দী ক'রে আমার [illegible] [illegible] কিছু করবে [illegible]

[illegible]

[illegible] ফুলে! এত চিন্তা বালিকার বুকে ?—
[illegible] কি ছিল না প্রাণ ?—তাই কি আমারে
[illegible] নিশ্চিন্ত হইয়া আছ তারা ?
[illegible] আছ তুমি; ব'লে [illegible]
[illegible] জননি! [illegible]
[illegible] আমি—সেই [illegible]
[illegible] তারে আমি ছাড়িব না
[illegible] কোথাও না স্থান
[illegible]
[illegible] তোর পায়
[illegible] অদৃষ্ট।

[ফুল প্রস্থান।

[illegible]

[illegible]

[illegible] কোথা তুমি [illegible]
[illegible]

[illegible] একবার দেখিয়াছি
[illegible]
[illegible] এ প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্য কেবলি [illegible]

[illegible] জননি [illegible]

জাগিয়া উঠিয়াছিল মনে। গুরুদেব-
তাড়নায়, মনে করেছিনু একবার
দুটি পাদপদ্ম জড়াইয়া বলিব যে,
তোমারি কুমার,—[illegible]; চিত্তের বিকার
সেবে কেন আনি আর?—গেছে মিলাইয়া
শুষ্ক মরুমধ্যে প'ড়ে অঙ্কুরিত লতা
গেছে মিলাইয়া। মনে হ'লে হাসি পায়—
সাবধান না রই যখন, আর্য ভাব
আপনা আপনি জেগে উঠে যে কেমন!
যাব পিতৃরাজ্য সমুদ্ধারে—তার তরে
সঙ্কল্পে [illegible] জেনিতে চাহি।

(পরিক্রমণ)

শঙ্খ। যাব?
কি কথা বলিব? যেমনে না মুখ-পানে
চায়? ভিক্ষা যার প্রাণের [illegible]—ভিক্ষা
দিবে [illegible] বাঁচে না, লক্ষপতি হেসে
হায়, সেই কি অন্তিম পায় পায়!—

বীণা। কিন্তু
কি বা করি? দিদি ত মরে না মোর। শুধু
আছে চক্ষু ঢাকাইয়া; কতবা আদরে,
ভুলাইতে শত কথা কয়ে, পাছু পাছু
ঘুরে [illegible]। মা আমার মুখ-পানে
চায়, আর অমনি ফিরায়; মহারাজা
মেয়ের নাম তার আনে নাক মুখে!

শঙ্খ। অদূরে—যাব না কেমনে? যদি মুখ-
পানে চায় বলিব কেমনে? যদি সেরে
ফিরায় বদন—লজ্জায় যে ম'রে যাব;
—[illegible] আনিতে সাজাইয়া—যদি ফিরে
যায়—যাবে কোথা বীণা? যাবে না—যাবে না।

বীণা। যেই কত পায় কর—শক্তি কত ধার
সেই বলে বাঁধে মোরে আমারে, আমি কিন্তু
থাকিব না আর। আমি যাব বনান্তরে—
বিজয়-সঙ্গীত গানে নিনিদে মাতাব,
নিদ্রিত অমর-দল সুষুপ্ত শ্রবণে
অঙ্কুরে [illegible] ঢেলে দিব!—যে নির্জনে
জন্ম মোর, সে অরণ্য পিতৃ-কারাগার!
কারাগারে জনম আমার!—বীণা! তুই
জনমবন্দিনী! যে মুহূর্তে শুনি, পিতঃ
নৃপমণি বন্দিভাবে আছেন কাননে,
অমনি কাঁপিয়া ওঠে হিয়া। আর ভাল
লাগে না এ বন—তরু-লতা ঠাঁই, আর
কই সে সুখ না পাই—সেই কাছে যাই,
অমনি সবাই বলে, "যাও যাও
বীণে। যদি নিজে ফেলিয়াছ চিনে, দেখ
ভাই! আর কেন ভ্রমক্রমে এস না হেথায়।"
আর আমি র'ব না এ স্থানে—যায় যাবে
প্রাণ, তবু যাব [illegible] সনে। বাবা!
নাহি না শিখেছি রণ—নাহি না শিখেছি,
[illegible] বলিতে হয় অসি [illegible]—
না [illegible]—খুঁজিতে যাবেন
[illegible]—ভগিনীর সনে
[illegible] সংগ্রামে, রণস্থলে ভুলিতলে,
[illegible] সেখানে যেন সুখের মরণ
[illegible] কোথা পাবি আর?

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। [illegible]
[illegible]
[illegible]

শঙ্খ। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

কমলা। [illegible]
[illegible]
[illegible]
আমি ছুটে [illegible],
[illegible] কেন [illegible]?

বীণা। [illegible] সেই [illegible]!

কমলা। সেই [illegible]!

শঙ্খ। [illegible]! দেবি! আমি [illegible]

কমলা। [illegible]! [illegible]—[illegible]।
[illegible], [illegible] না দেখে তোমায়
[illegible]—তুমি কেন না আস কুমার?
[illegible]! বল—বল কি কারণ
[illegible] তোমায়? সখীমুখে
তোমার [illegible] শুনি, নিত্য গেঁথে
আনি বরমালা! নিত্য নিত্য কত আনি
সুমধুর ফল। বীণা [illegible] ফেলে
দ'লে, সাজাইয়া রাখে [illegible]! বল,
কোথা তুমি থাক মহাভাগ?

নন্দ। কি বলিব

আর, দেবি! পণ-ভঙ্গ হয়েছে আমার।
অধিকার ছিল না সুন্দরি; [illegible]
[illegible] প্রতিজ্ঞা টলিয়াছে। সকাতরে
অতিথি আশ্রয় চায়, স্থান কর দান।
শুধু [illegible] কেন বীণে? [illegible]
[illegible] এনে যদি [illegible] মোরে, শুধু হাতে
কেন ছলে [illegible] তোমায়?

কমলা। এ কি কথা?—
[illegible] ক'র না বীণায়। [illegible]
[illegible]—দেখ—[illegible]—
[illegible] হাতে ধ'রে বীণা
[illegible] তোমারে সম্বোধন।
[illegible], সে কভু কি জানে
[illegible] দেখা দিলে
[illegible] না [illegible]—ছিছি!—ছিছি
[illegible] কে জানে কেমন!

[illegible]। [illegible] নাই,
[illegible] তোমায়,
[illegible] দিয়ে না দর্শন।
[illegible] সে [illegible]—
[illegible] এই যে [illegible]
[illegible] না [illegible]—
[illegible] যে বীণে আহার করে [illegible]
[illegible] কি বলিব তারে?

আজ হ'তে
আর [illegible] না সুন্দরি!—আর, আর,
[illegible] এ অন্ন আর; [illegible]
[illegible] যাও, [illegible]
[illegible]।

[illegible]। [illegible]!—[illegible]! বীণে! আর,
[illegible] আর! [illegible] ব'সে আজ কর তাই
মনোমত অতিথি-সৎকার।

[বীণার প্রস্থান।

যুবরাজ!
সত্য সত্য আজ বীণা মোর, ছুটি করে
ধরিয়াছে চাঁদে। বড় সাধ দেখাইবে
লোকে; মহাপ্রাণে বাঁচাইয়া গরবিনী;
সে গরব দেখাবে আমারে তাই নিত্য
সঙ্গে আনে—দেখাতে না পায়; অমনি সে
অভিমানে পড় ভেঙ্গে যায়। ওহুভাবে

আছে ব'সে, কাহারেও না পারে বলিতে।
তোমার এ স্থানে আগমন, জানে মায়।
[illegible] জন। দুই জনে করি অন্বেষণ।

নন্দ। আর লজ্জা দিও না আমায়। এত বুঝি
নাই, আছে এ অভাগ্যে খুঁজিবার জন।
[illegible] হৃদয়ে বেড়িয়ে অনন্তে।

কমলা। [illegible] পেয়েছে ভেসে সুখের তরঙ্গে;
[illegible] নাহি [illegible]।

নন্দ। আর এক
কথা, [illegible] আপনা দেখেছি আজ।

কমলা। বল—
কি দেখেছ [illegible]?

নন্দ। [illegible] কি, এখনও
[illegible] আমার
[illegible] পারে
[illegible]—বরি
[illegible] তোমরা [illegible]?

কমলা। [illegible] কি দেখেছ আজ?

নন্দ। দেখিলাম—
[illegible], [illegible]
[illegible] দেখিলাম—
[illegible]
[illegible] সজ্জায়
[illegible] দেখিলাম [illegible] আজ—
[illegible]
[illegible] বীণা কি [illegible]
জানিতে দিল না [illegible]। শুদ্ধ মাত্র
জানিয়াছি এক কথা—[illegible]
পেয়েছে আমার [illegible] প্রাণে
কে যেন করেছে [illegible]।
দেবি!—দেবি!
মন্দাকিনী [illegible],
অঞ্জলি পূরিয়ে তুলে, এ [illegible] মোরে
প্রাণ [illegible] কামনা।
দেখি' শুনি' [illegible]; কথা শুনি
কেঁদে গেছে প্রাণ!—এ কি দেবি! কেন দেবি
[illegible] নয়ন?

কমলা। এক নয়, দুই জনে
পেয়েছ কুমার! [illegible] নারী, আর
বীণা সহচরী এক মন;—এক প্রাণে
দুইটি ভগিনী।

শঙ্খ। এ কি কথা শুনি—দেবি?
রূপসাধ্যে বীণার ভগিনী?

কমলা। বড় কথা
বলিব তোমারে। দক্ষিণাতে যে কুমারী
নিত্য আসি বীণা সনে এ কাননে। এবে
চল যাই তরুমূলে, এখনি আসিবে
তব বীণা।

শঙ্খ। মোর বীণা!—দেবি! মোর বীণা—
আছি সে আশায়।

কমলা। আহা! থাক যুবরাজ!—
জীবন, তুলের তোড়া—তুলসে তুলসে
আশা-ফুল ফুটে তাতে নিতে—ঝরিয়া
যায়, কিন্তু পড়ে না সে [illegible]।

শঙ্খ। আর এক
কথা। যবে [illegible] উচ্চ পাহাড়ে
[illegible] দিয়ে পড়েছিনু [illegible] [illegible],
দয়াবতী আসিয়া বচন-[illegible] [illegible]
প্রাণ দিলে, জীবন-[illegible] [illegible]!
যাই চলে [illegible] [illegible] [illegible],
'তুমি—[illegible] [illegible]! [illegible] [illegible]
অধিকার [illegible] [illegible]।'

কমলা। চল যাই—
সকলি শুনিবে [illegible]।

শঙ্খ। [illegible] [illegible]!
প্রাণবন্ধু [illegible] জীবন; [illegible] [illegible]
[illegible] করিলে [illegible], নরদেব
অজ্ঞান-মোহনে,—দেবি! আমার বীণার
কবি [illegible]—মহাপ্রাণ [illegible] [illegible]!

কমলা। চল দেব! বলি, শিখা [illegible]। বীণা
[illegible] [illegible]!

শঙ্খ। দেবি! জানি না কি হবে
বিয়ে তোমা; কিন্তু জানি আমি ক্রীতদাস!

কমলা। কথা [illegible]—চল যুবরাজ!

শঙ্খ। ক্রীতদাস—
তুচ্ছ তার নয়; বীণা [illegible]—মোর বীণা
আমার [illegible] [illegible] করে [illegible],
আর ক্রীতদাস আমি—সে যে ধন করে
উপার্জ্জন, প্রভু যে সকলি পায়; তবে
কি দিয়া তুষিব তার ধার?—বীণা কেন,
আজ্ঞা কর দাসে দেবি! মরণে করিব
সখা—প্রাণ ভ'রে দিব তারে আলিঙ্গন।

কমলা। অজ্ঞান যুবক! তবে দেহপাতে কেন
ছুটেছিলে? (হৃদয়ঙ্গম) আদরের [illegible] তুমি
ক্রীতদাস! যতনে [illegible] [illegible]—আমি
যতন [illegible], বা বুঝি মনের [illegible]।
[illegible] [illegible] কেন দেব! বিশ্বরাজ্য [illegible]
[illegible] [illegible]। এ হৃদয়-মন্দিরের শীত-
জ্যোৎস্নায় [illegible] [illegible] [illegible] স্থান।
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] দিয়ে আছেন। [illegible] [illegible]
[illegible] প্রাণ। [illegible] [illegible] কথা—[illegible]!
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible] বুকে [illegible] [illegible] [illegible]—
সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। যদি [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] চির-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], তুমি [illegible] [illegible]।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[illegible]-[illegible]।

তারা।

তারা। কি সুন্দর!—[illegible]—সুন্দর!—নীরবে
অন্তরালে কি মোহন [illegible] [illegible]!
[illegible] [illegible]। [illegible] বুকে [illegible]
করিনু দর্শন, [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] কি [illegible] [illegible]—[illegible]
[illegible] [illegible]—[illegible] তারকা-যুগলে
[illegible] [illegible] [illegible]!—[illegible] [illegible]
দেখি নাই—[illegible] [illegible] না [illegible], বুঝি
কল্পনা-বিকাশ নিরীক্ষণ; কেমনে সে
বিশ্ব-কারিকর, বসি একমনে, কিম্বা
জানি কি মাহেন্দ্র-ক্ষণে, এতদিনমান
উপাদানে গড়েছেন বদন তোমার,

তবু দেখি নাই পৃথ্বীরাজ !—যে যজ্ঞে সে
মৃত্যু একবার ? জীবনে যে নর মরে
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] কুটীর [illegible] অমরা [illegible] আকুলা,
[illegible]
[illegible] ছিন্নবাস, [illegible] নাই ছিটিতে [illegible]
[illegible] এত ঘোর
[illegible]
[illegible]

[illegible]

দ্বিতীয় [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] দেখিলাম [illegible]
[illegible] বক্ষে [illegible]
[illegible] পৃথ্বী [illegible]
[illegible]
[illegible] নাদে [illegible] !—
[illegible] থাকুন হও,—যাইতে না দেয়
[illegible] এ হৃদে যেন সরোষ নয়নে,
যাইতে দিব না তোরে ! যদি সে [illegible]
না [illegible], যদি এই [illegible]
মনে তোর আধিপত্য করে দেশবিস্তার,

যাইতে দিব না তোরে । [illegible] সেই
[illegible] আর না [illegible] চেয়ে
[illegible] ! [illegible] কি [illegible] বাচি, [illegible] দেখা
[illegible] আজ্ঞে ! [illegible] আবে !
কে তুমি অশ্বখ-বৃক্ষ ?
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] কথা কহি !

([illegible])

[illegible]

[illegible] অন্তরক্ষে । [illegible]
[illegible] আপনার মনে
আপনি [illegible]
[illegible], পাছে [illegible] —এই ভয়ে
যে [illegible] দিয়েছিলে হানি,
সেই [illegible] হইতে, মহা—
[illegible] শিরতরে
তুলিয়াছে [illegible] গিরিবর-চূড়া ।

গুরু। [illegible] উন্মাদিনী
গোদাবরী [illegible] সেই ইন্দ্র-বিবর
অগোচরে [illegible]
[illegible]
যে ভীষণ [illegible]
[illegible]
নিনাদিয়াছে [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

সারঙ্গ। [illegible]
[illegible]

গুরু। [illegible]
[illegible]

সারঙ্গ। [illegible]
তব [illegible] নারি [illegible]।
[illegible]
ভয় হবে আত্মক্ষয়, না হয় [illegible]
[illegible] পথে না রহিবে স্থির।
রাজপুতানার তরে, সমগ্র দেশের
তরে, স্লেচ্ছগ্রাস হ'তে রাখিতে ভারতে
মহারাষ্ট্রে স্থির কর মতি।

গুরু। [illegible]
কিন্তু বাপ্‌ প্রকৃতির বিরুদ্ধাই [illegible]।

নিনাদ, নির্ঘোষ, স্বন্দ প্রভৃতি স্বন্দরী
[illegible] সৌন্দর্য্য [illegible] করে। [illegible]
[illegible] কোমল স্বরে তোমার [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
যে [illegible] শত [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কিবা [illegible]
[illegible] জুটে [illegible] তোর কর, বল দেখি
[illegible], কি [illegible]
তোর [illegible] যে [illegible]
[illegible] আছে [illegible]।

সারঙ্গ। [illegible], বীণা, [illegible] সর্ব্বনাশ
করেছি যে মহাপ্রভু!

গুরু। [illegible]
এ [illegible] পড়িয়াছে সেই মহাজন,

[illegible] এই তথ্য [illegible]।
[illegible]
[illegible] দিন, হৃদয়ের [illegible]
[illegible] আমার [illegible],
[illegible] দেখি
[illegible],
[illegible]

[illegible]

[illegible] এ কি [illegible]
দেখি কে [illegible] এই [illegible]
[illegible] আমার ?

([illegible] প্রবেশ)

(গীত)

আপন কথা [illegible] —
আমার প্রাণের [illegible] ?

কাহার তোমার [illegible] ধ'রে,
কে কি আর আছে [illegible]—
[illegible] উন্মাদ [illegible] গিয়েছে।
[illegible] আর
[illegible] কি [illegible];
[illegible]
[illegible]
[illegible] এখন
[illegible] গিয়েছে।

[illegible]

[illegible] কি [illegible] ?
কেন [illegible] ?

[illegible]

কি [illegible] কথা
[illegible] আমার [illegible]
[illegible]
[illegible], দুটি [illegible]
[illegible] আমার
[illegible] কি এখন ?
[illegible] নাহি [illegible]।

বীণা। দেবে না ?—দেবে না ?
আগে অনুমতি লব, পরে হবে [illegible]।
যুদ্ধে যাব স্থির—তবে বৃথা গুরুদেব!
অনুমতি পাবে না কি বীণা ? মুখ চেয়ে
কি দেখ [illegible] ? [illegible] দিন র'বে প্রাণ,
স্থির নাহি র'বে—[illegible] উপায় দেখিব,
[illegible] ভাঙ্গিব এই [illegible]-কারাগার।
সারঙ্গ। আমি [illegible]—আমি কি জানি জননি।
গুরু। ([illegible]) [illegible] সেই বীণা ?
বীণা। [illegible] সৌভাগ্য [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] দিয়া, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
শত পাপ-বিহগের বিশাল [illegible]
নীড় ভেঙ্গে পড়ে [illegible] [illegible] [illegible] নাহি
[illegible], [illegible] রক্ষা নাহি পায়। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
তুমি [illegible] [illegible] [illegible], পিতা, [illegible]।
সে [illegible] কোথা [illegible] ? [illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]!—[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] জীবন। ([illegible])
[illegible]! পিতা!
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তবে
সে কেন [illegible] [illegible] ?
গুরু। বীণা! বীণা!
সে যে [illegible] জননী আমার!
বীণা। ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]—
[illegible],
কি শক্তি [illegible] আয়োজন ? [illegible] [illegible]
[illegible]—আমি ফিরে আসি—[illegible] [illegible] পিতা!
[illegible] না [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] সারঙ্গ!
[illegible] না [illegible]।

[প্রস্থান।

সারঙ্গ। এ কি হেরি গুরুদেব !
গুরু। [illegible] অজ্ঞান—[illegible] কি [illegible]
[illegible] ?
সারঙ্গ। [illegible] স্বপ্ন [illegible] [illegible] [illegible]—
কি না করে, কি না করে [illegible] জানিব ?—
গুরুদেব! দেখ—দেখ!
গুরু। [illegible] [illegible] [illegible]—
একোনেকটী [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible]—তুই কি আমার
বীণা—বীণে! তুই কি আমার সেই
[illegible] ?—আয় মা—আয় মা [illegible]

(বীণার প্রবেশ।)

বীণা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible] পিতা ? [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ? [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] এই
[illegible] [illegible] ([illegible]), [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]—[illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ?—[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]
[illegible], [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
শান্তি [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]।
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible]
[illegible] ? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পিতা
তোমায় [illegible]—[illegible]
[illegible] [illegible] করেছে [illegible]—
[illegible] [illegible] তুমি ?—[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] আমি নাই!—[illegible], [illegible] [illegible];
[illegible] [illegible] দিয়া [illegible]। [illegible]
সারঙ্গ। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।
গুরু। চিন্তা ?—[illegible] [illegible]! চিন্তা করিবারে
নাই, চিন্তা নাহি আর!

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীরস্থ কানন।

তারা।

তারা। বিস্তীর্ণ [illegible] সুরম্য কানন
[illegible], শান্তি! [illegible] [illegible] [illegible]

অবস্থান। যে তোমা খুঁজিতে চায়, আগে মরে সে তুষ্নায়। আর তোমা খুঁজিব না— অনাদির কাছে কৃতাঞ্জলি হয়ে, আর শান্তি ভিক্ষা করিব না। এই কি আমার পরিণাম? এত ক'রে প্রাণ দিয়ে দিয়ে এত ক'রে দৌহে তারে সাধনা-পূজায় [illegible] গেল!—[illegible] ফুল [illegible] মোর কর দুটি ধ'রে, যে মধুর [illegible] পুষ্পাঞ্জ-করে, কেন আজি [illegible] ছিল কথা কই— [illegible] [illegible]! [illegible]

[illegible]

[illegible] নিরখিব নিত্য ও পায়ে [illegible]? [illegible] না—হবে না কভু! কি হবে—কি হবে? [illegible] লিখি, [illegible]—[illegible] [illegible]? মরণ? কেন আজ—[illegible] [illegible]—তবু ছাড়িব না প্রিয়া, ছাড়িব না তাও, ছাড়িব না—ছাড়িব না [illegible] ভগিনী।

(পুষ্পরাজের প্রবেশ)

এ কি—এ কি!—যুবরাজ!

[illegible]। হৃদয়!—কি কহিলে [illegible] [illegible] হৃদয়?—যাই অন্তরালে যাই।

(অন্তরালে গমন)

[illegible]। স্বপনে দর্শন মোর, [illegible] নিশ্চয়—নিশ্চয় তাই। [illegible] [illegible] এক দিন [illegible]; [illegible] ছিল তার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] এক অবসরে।

[illegible]। [illegible] [illegible] আদেশ [illegible]।

পুষ্পী। [illegible] তুমি যাও?

[illegible]। [illegible] [illegible] এই [illegible]।

পুষ্পী। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লভিয়াছি আজ, আর তাকি নাহি [illegible] [illegible] বুকে ধরে। [illegible] দিয়েছি [illegible] [illegible],

একেলা যখন মুক্তমনে বসি [illegible]
তারকার [illegible], ওই শশধরে, ওই
তারাদলে হেরিতাম সতৃষ্ণ নয়নে—
[illegible] ! পেয়ে মোরে, [illegible] ! প'ড়ে তারা
আসিল [illegible] ! ([illegible]) [illegible]
প'ড়ে—মনে হ'ত
ছুটে যাই ; [illegible] [illegible] [illegible] বনে বনে
[illegible] খুঁজে দেখি কোথা আছে সে আমার—
কাতরতা [illegible] [illegible] [illegible] ;—
[illegible] নয়নে তার নিজ আঁখি দ'রে
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] চুম্বনের ছলে
[illegible] [illegible] চেলে দিয়ে আঁখি ।
[illegible] [illegible] [illegible] — [illegible]
কে [illegible] !
[illegible] [illegible] [illegible] —
এ [illegible] [illegible] !
চোখে কেন জল ?

তারা । যুবরাজ ! [illegible] আবদার কর ;
এ [illegible] [illegible] [illegible] !

পৃথ্বী । ([illegible]) তারা ! [illegible] !
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] !
তবে তুমি আমার কি নহ ?

তারা । [illegible]
পিতার [illegible] [illegible] করেছি পণ,
পিতারে [illegible] সেই [illegible] দিব
তারে । পিতার [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]— [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—
সতী-[illegible] সেই এক [illegible]—
[illegible] সে [illegible] [illegible]
অন্ধকারে বেরিতেছে হেরি অনিন্দ্যা ।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] তাহার !—[illegible] নীর ;
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] !
হীনবুদ্ধি নারী আমি, যাচি উপদেশ—
ব'লে দাও কি আছে উপায় ?

পৃথ্বী । (স্বগত) হতভাগা !
কোথা এলি ! মরুভূমে প্রচণ্ড তৃষ্ণায়
কি দেখে উন্মত্ত হ'য়ে কোথা এলি ? এ কি
প্রতপ্ত বালুকা-ভাগে শিক্ত [illegible]
সরসী-লহরী-লীলা ? এ কি মরীচিকা ?
পিপাসে হৃদয় পুড়ে—মায়া-সরসীর
তরঙ্গের অনন্ত শীকরে দেহ পুড়ে
হ'ল ভস্মরাশি !—তারা—তারা !

তারা । কি আদেশ যুবরাজ ?

পৃথ্বী । সেই—সেই [illegible] ভুলিয়ন ।
[illegible] প্রতিভাত তারকাযুগলে
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । মত্ততায়
[illegible] না [illegible]—কেন কার্য্য শেষ রেখে
[illegible] হইল [illegible]—[illegible]
[illegible] হ'তে [illegible] না ক'রে উদ্ধার
[illegible] [illegible] [illegible] ;—যাই চ'লে যাই ।

তারা । যুবরাজ !

পৃথ্বীরাজ । (স্বগত) উন্মত্ত হৃদয় হও স্থির ;—
(প্রকাশ্যে) আমি [illegible] ক্ষত্রিয়-নন্দিনি ;—
[illegible]
[illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] । [illegible]
[illegible] নাই, [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] । [illegible]—
[illegible] [illegible] পৃথ্বী [illegible] ।

তারা । ([illegible]) [illegible] [illegible] ? [illegible]
[illegible] ! [illegible] আমি, বল,
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ?

পৃথ্বী । [illegible] তুমি ! [illegible] [illegible] !
[illegible] [illegible] ? দাও ব'লে দাও
[illegible] [illegible] [illegible] তোমার ?
একবার [illegible] ! [illegible] বল
[illegible] ! [illegible] [illegible] যাই—[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] জোটাই ।
[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] ! ও নয়নে
একবার [illegible], [illegible]
করিবে কঠিন কাজ ।

তারা । (করযোড়ে) ক্ষম যুবরাজ !
ভালবাসা রেখেছি যতনে—দিব সেই
মহাজনে, পিতৃরাজ্য যে দিবে উদ্ধারি ।

পৃথ্বী । (স্বগত) মৃত্যুবাণ [illegible] ছিলি ! সহস্র বজ্রাস্ত্র-
মুখে বুক দিয়া, কোথা দিতে এল প্রাণ ?

বিংশতি যোজন পথে শান্তি-তপোবনে
নবনীত-স্তম্ভমধ্যে মোর তরে ছিলি
তুই !—আয় প্রাণতুলা ! আকাশ ভাড়িয়ে
পড় শিরে । [প্রস্থান ।

[illegible] । যাবে ? তবে যাও যুবরাজ ।
[illegible]—শঙ্করি ! সঙ্গে যাও—মা গো রক্ষাকালি !
অভয় কবচ হও—দৈত্যনিসূদিনি !
মহিষ-মর্দ্দিনী রক্ষা দাও বাহুযুগে !—
[illegible] ! সেই করে নলিনী পুড়িয়া
মরে—বৃন্তচ্যুতা হয় সুর্য্যমণি, সেই
[illegible] সেই কর বুকে—হৃদয় পুড়িয়া
[illegible] ক্ষার ।

(কমলার [illegible])

[illegible] । [illegible] ! [illegible] কি
[illegible] । সখি !
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] জানে ?
[illegible]
[illegible]—[illegible] নিষ্ঠ করে—
[illegible]—[illegible]
[illegible] ।

[illegible] । বল সখি !—বল্, শুকবাদ
[illegible] আমি [illegible] প্রাণ, করিয়াছি
মোর অপমান, আর—[illegible]
[illegible] জীবন-স্থিতি মোর—লক্ষ্য বুঝিয়া
[illegible] দিয়ে !—প্রতিজ্ঞার দাসী [illegible]
রাখিবে যে জন, তার ক্রীতদাসী আমি—
[illegible] আমরণে হব চিরদাসী ?

[illegible] । বৈকুণ্ঠনাথের ন্যায়—

[illegible] । কমলা-আসন
[illegible] নয় !—কি বলিল ? আপনি ঈশ্বর
যদি আসে, তারে দিব খেদাইয়ে !—সখি !
অনলে দিয়েছি ঝাঁপ—উদ্ধার [illegible] হব—

[illegible]—কেন পূর্ব্বে উঠে হব অগ্রগামী
[illegible] রাক্ষসী ? সখি ! আমি একা যাব—
[illegible] নিজে আমি করিব উদ্ধার ।

[illegible] । (স্বগত) বুঝিয়াছি—যেরূপ
সেরূপ নারি মত

তুই !—[illegible] !—

[illegible] । [illegible]
[illegible]—তার পর ? সখি ! তার পর ?—
[illegible] এসেছিল ?—আশায় উন্মত্ত
[illegible] কথা [illegible] । অপমানে—
[illegible]—আর কি আসিবে ?

কমলা । [illegible] কেন এলি ?—
চল্ চল্—
[illegible] । [প্রস্থান ।

([illegible])

[illegible] । ঐ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] কথা কয় ;
[illegible]
[illegible]
[illegible] কোথা
[illegible]—এমন কি
আর কোথা [illegible] ?

[illegible] । আমার কি
[illegible] আছে বাণ ? [illegible]
[illegible] সৌন্দর্য্যের রাশি !
তুমি [illegible] অনুপম ।
[illegible]—[illegible], নিয়ে
[illegible] কুসুম
[illegible] দিয়ে ।

বীণা । তারা চলে যাবে—
উপদেশ [illegible] রণস্থলে ।

[illegible] । ফুল, বাণ, শরাসন, অসি, বর্ম্মসাজ—
তোমার ত [illegible] আছে বীণে ! সেই হবে

প্রয়োজন, মুহূর্ত-ভিতরে [illegible]
[illegible] তোমার !—কিন্তু এক কথা—

বীণা। কি কি—
কি কথা সে কুমার ?

শঙ্খ। [illegible] দেখো
দেহ দেবী—কেন বীণে ?

বীণা। [illegible] যাই।

শঙ্খ। [illegible] চলে যাবে বীণা ?

বীণা। এক কথা—
কি কথা সে কুমার ?

শঙ্খ। না—না—বলিব না !

বীণা। বলিবে না—তবে চলে যাই।

শঙ্খ। [illegible] ?
এই তুমি [illegible] করিবে উদ্ধার,
তবে তুমি কার ?—[illegible]
[illegible] না [illegible] তুমি কার ?

বীণা। এই কথা ?—এই কথা ? [illegible]
[illegible] আমি বলিতে না [illegible]।

শঙ্খ। [illegible] কভু জুড়াবে না [illegible]

বীণা। [illegible] যাও,
বীণা হবে তার।

শঙ্খ। যদি সে ভিখারী হয় ?

বীণা। বীণা হবে [illegible]।

শঙ্খ। সে যদি রাজার [illegible] ?

বীণা। বীণা হবে দাসী।

শঙ্খ। সে যদি [illegible],
বীণা, হয় [illegible] ?

বীণা। বীণা [illegible]।

শঙ্খ। না বীণা ! না বীণা ! মাতঙ্গের মুখে যাব,
[illegible] পশিব, [illegible]-কিঙ্কিণীতে দিব
বীণা। রাজা হব, [illegible] ! [illegible]
যাব, ভিখারিণি !—সে সাহসে করিলাম
চিবুক ধারণ—সে সাহসে [illegible]
বদন চুম্বন !—বড় সাধ মনে, (কেশস্পর্শ) এই
স্থির কাদম্বিনী কোলে, হাসিতে দেখিতে
(চিবুক ধারণ) এই স্থির চপলার !—[illegible]
ফিরে যাই।

বীণা। তুমি যাও নিজস্থান—আমি যাই—দেখি
কোথা গেল ভগিনী আমার।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

কুঞ্জ।

স্মরণ আসীন।

স্মরণ। [illegible] এ [illegible] কুণ্ডলের
[illegible]—ভাবিতাম জননী আমার
[illegible] আছে !—ভাবিতাম—
[illegible] স্নেহ দিতে [illegible]
[illegible] এ [illegible];
[illegible] বীণারে [illegible]—
[illegible] এ [illegible]
[illegible] নাই, [illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] কি [illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]
[illegible] মহামায়া
[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible] আমি [illegible]
[illegible] দিন [illegible]
বীণা, [illegible]—[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। একা বসে কি ভাবিছ বাছা ?

স্মরণ। [illegible]
[illegible], [illegible] না [illegible] ?

কমলা। [illegible] কি [illegible]।

স্মরণ। কেন—কেন মা আমার ?

কমলা। সখী মোর করেছিল পণ, বাহুবলে
লীলাক্ষম জিনিবে যে জন, তারে গলে
দিবে বরমাল্য। সখী মোর নিজে যার
ধন—রাজা। [illegible] তার কুমারের করে
[illegible] প্রাণ; কিন্তু রাজা
তাহার নিজের যে [illegible]—[illegible]
রমণীর মহোচ্চ স্বপ্ন, তার পণ
না রাখিলে কেন দিবে পৃথ্বীরাজ-করে ?

পণে যে বা না জিনিবে তায়, তারে তারা
করিবে না আত্মসমর্পণ।

[illegible]। বল নাই
কেন যুবরাজে ?

[illegible]। শুনেছেন যুবরাজ—
তারা নিজে বলিয়াছে তাঁয়।

[illegible]। তার পর ?

[illegible]। তার পর লিপিযোগে অরুণ কুমার।

[illegible]। (উঠিয়া) অরুণ কুমার ? অন্তরে লুকাইয়ে
অরুণ কুমার ?—কুমারীর পণ-কথা
শুনি আজ প্রাণভয়ে অরুণ কুমার ?
কমলে !—বল মা ! মিছে কথা।

[illegible]। মিথ্যা নয়—
কুমার পেয়েছেন চ'লে এ কথা নিশ্চয়—
কিন্তু কেন গিয়াছেন চ'লে, কাহারেও
নাহি ব'লে—অনুমানে পৃথ্বীর নিকায়
সবাই যে তাঁর বলে অজ্ঞাত,
কিছু তার না জানি সংবাদ। তারা তব
কিছু নাহি জানে, তব তব কিছু নাহি
জানে।

[illegible]। ও মা ! কথামাত্র আগে তব তার—
[illegible] ক'রে বুঝাও জননি !—অপূর্ব
পৃথ্বীরাজ ?—কমলে—মা ! এ কি কথা জানি
বিপদ নয়ত ব'লে জানিবার তরে
পলাইল বীরশিরোমণি !

(তারার প্রবেশ)

[illegible]। তারা—তারা !
[illegible] মম ভিক্ষা তব পাশ।

[illegible]। এ কি কথা—
মা আমার ?—কি কপালে পোহাল রজনী ?
ভিক্ষু-পাশে ভিক্ষা চায় সর্ব্বেশ্বরী রাণী !
এ কি কথা মা আমার ?

[illegible]। ভিক্ষা—ভিক্ষা তারা !
ভিক্ষা চাই তোমার সদনে—গুরুপদে
যাও, পায়ে ধ'রে অন্ন ভিক্ষা চাও—যাও,
শীঘ্র যাও—ভিখারিণী ভিক্ষাপাত্র ধন
ভিক্ষা চায়। যাও—শীঘ্র যাও—এনে দাও।

[illegible]। ও কি কথা তারা—পাগলিনী মত
কি কথা বলিলি সহচরি !

[illegible]। সত্য তারা !
[illegible]মা ব্যাকুলা ?

তারা। যদি মোর ভাল চাও,
শীঘ্র যাও—যদি সাধ থাকে পুনরায়
দেখিতে তাহাকে—শীঘ্র যাও।

[সারণের প্রস্থান।

কমলা। বল্ বল্,
[illegible] কি সই ! খাস্ বল্ বল্
কি হয়েছে তারা ?—সই ! এই যে দেখিয়া
এনু তোরে সাজি হাতে কুসুম তুলিতে !—
এরি মাঝে কি বিপদে পড়িলি সজনি ?
কেন লো কেন লো বল্ এ কর-কমল
ফুল ফেলে ধ'রে চায় তীক্ষ্ণ তরবার ?
পুষ্পাগার পুষ্পশয্যা [illegible]
পড়েছে কি পাপিষ্ঠ তস্কর ? প্রতিবেশী
[illegible] কি [illegible] ! কুমার কি
বিপদের কবলে ? বল্ ভাই কি হয়েছে
তোমার ?

তারা। কি বলিব সখি ! এই পত্র কর পাঠ।

কমলা। পত্র ? কার পত্র ? তুই কোথা পেলি ?

তারা। কোথা পাই—আর—হাঁ, পাঠ কর
সখি।

কমলা। (পত্রপাঠ) অরুণ। [illegible]
আক্রমণে সকলের অজ্ঞাতে চলিয়া আসিয়াছি।
[illegible] পর্যন্ত অপেক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব।
গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ লইয়া যত শীঘ্র পার চলিয়া
আইস। তোমার অপেক্ষায় রহিলাম। বিলম্ব
হইলে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না, স্থির
জানিও। নহদেবের দিনই আমার মহোত্সবের
দিন। যে দিন সর্ব্বোম্মাদ মুসলমানে কেশরিবিক্রমে
আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করে, সেই দিনে তুদারাজ্য
আক্রমণ করিব, মনস্থ করিয়াছি। অপেক্ষায় রহি-
লাম—আরাবলীর সেই গুহামধ্যে অনাহারে
তোমার অপেক্ষায় রহিলাম। তুমি না আসিলে
উপবাস ঘুচিবে না। একবার তোমার অনুরোধে
তুদারাজ্যজয়ে বিরত হয়েছিলাম—এবারেও যেন
তোমার জন্য কার্য্যহানি না হয়। কাহাকেও
পত্র দেখাইও না।

নররূপে তুমি নারায়ণ পৃথ্বীরাজ !
ভিন্নপথে যাবে ভেবেছিনু ;—ও মহত্ত্বে
করেছি সংশয় ;—কৃতিবিদারক কথা
শুনি', অপমানে আর না রাখিবে মনে
অভাগা রাজায়—ভেবেছিনু। বুঝিয়াছি

বাহুপাশবদ্ধে পক্ষী পথ নাহি পাবে,
তাই যাত্রে যাবে [illegible] প্রাণে পড়ে। [illegible]
হ'ক কুমার [illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible] ধরা!—পাখি!
তবে তুমি যাবে?

তারা। কি করিব বল [illegible]

কমলা। যাও পাখি,—[illegible]
[illegible], [illegible], [illegible]
[illegible]

তারা। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] সহচরী [illegible]
অভাগিনী [illegible]
[illegible]
কোথায় কাঁদাবে [illegible]
[illegible]

কমলা। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

তারা। [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

গুরু। [illegible]
[illegible]
[illegible]
না [illegible]! [illegible] এই [illegible]

কমলা। [illegible] তুমি [illegible]—[illegible] তুমি
[illegible], এই [illegible]
[illegible]। [illegible]! এমন [illegible] হবে,
[illegible] পক্ষী তোমার [illegible]
[illegible]।

তারা। [illegible] যাগি,
অপরাধ ক্ষম [illegible]। [illegible]
অনুমতি, যাই [illegible]।

কমলা। [illegible] যদি
[illegible] অনুমতি তোমার [illegible]।

সারণ। আমিও চরণে ধরি—আমিও মিনতি
করি, [illegible]। অনুমতি দাও [illegible]।

কাঙ্গালিনী হলে একমনে, মিলিবারে
[illegible] সনে—[illegible]
[illegible]—[illegible]। [illegible] দিতে [illegible]
চ'লে যাবে [illegible] বাধা [illegible] [illegible]।

গুরু। [illegible] অনুমতি। [illegible]
[illegible]। [illegible] আর শক্তি নাই!—[illegible]
শক্তি [illegible]
[illegible]

কমলা। [illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible] মহাদেবে
[illegible]—
[illegible]
[illegible] তুমি [illegible]।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

তারা। [illegible]
[illegible]
[illegible]

গুরু। [illegible]

কমলা। [illegible]!
[illegible]—[illegible]
[illegible]

কমলা। [illegible] বিচ্ছেদ [illegible]
[illegible]—
[illegible]—

তারা। [illegible] কেন [illegible]?

কমলা। [illegible] কেবিন
[illegible]—[illegible] তাই!
[illegible] সুশোভিত ধরণীর কোলে
[illegible] কি দুঃখ পায়—যদি [illegible]
না [illegible] [illegible]?

গুরু। আর কেন
ভবানী-মন্দিরে যাও, যাত্রা ক'রে ব'সে
রও—আমি ল'য়ে আসি রাজা ও রাণীরে।

তারা। দেখ' তাত! দেখ' সই! ভুলেও জানে না
যেন বীণা—ভুলাইয়ে দেখ' বালিকায়।

গুরু। তাই হবে।

(গুরুদেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

ভুলাইতে কারে যাব তারা!
এক ঝটিকার বেগ না হ'তে দমন
আবার ঝটিকা আসে! এক বেগে
বুক দিতে এই ভাঙ্গা ঘরে কত ভক্ত
করেছি যোজনা—কিন্তু ভক্তের পড়েছে
মূল। বীণা! তোর বেগ সহিবে কেমনে?
আরে—আরে! কোথা ছিলি?

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। অনুমতি দাও,
আমাকেও অনুমতি দাও।

গুরু। তুই ছিলি কোথায়? কিছু
দেখিছিস্ না কি?

বীণা। সে যেখানেই থাকি না কেন—এখন
না চাইলেম তাই দাও।

গুরু। কি চাইলি?

বীণা। সে যা চাই—এখন দেবে কি না
তাই বল?

গুরু। আমি দেব না।

বীণা। তবে দিদিকে দিলে কেন?

গুরু। সে আমার ইচ্ছা।

বীণা। তবে আমাকে দাও।

গুরু। আমি দেব না।

বীণা। আমি যদি নিতে পারি?

গুরু। কি ক'রে—জোর?

বীণা। হাঁ, জোর;—তোমার পথ রুদ্ধ করব, তোমার ব্রত ভঙ্গ করব—তোমার ঈশ্বর-আরাধনার সময় উত্তীর্ণ ক'রে দেব—যতক্ষণ না অনুমতি পাব, ততক্ষণ এক পাও নড়তে দেব না।

গুরু। বলিস্ কি পাগ্‌লি!—তোর এত
জোর হয়েছে?

বীণা। না হ'লে কি গুরুর কাছে মিছে কথা
কইছি?

গুরু। এত জোর কোত্থেকে হ'ল?

বীণা। তা সে যেখান থেকে হ'ক না কেন, সে কথায় তোমার কাজ কি?

গুরু। কেউ তোর সহায় আছে বুঝি?

বীণা। আমার ভগবান্ সহায় আছে।

গুরু। ডাক তোর ভগবানকে।

বীণা। ডাকব, ডাকব?

গুরু। ডাক্—তোর ভগবান্‌কে না দেখলে আমি অনুমতি দিচ্ছি না।

বীণা। ডাকব—ডাকব?

গুরু। ডাক্ না—কোথায় আছে?

বীণা। এইখানেই আছে।

গুরু। শীগ্‌গির ডাক্।

বীণা। সত্য, বল্‌চ বাবা!—রহস্য করচ না? আদপে?

গুরু। তুই কি আমার রহস্য করবার পাত্রী না কি?

বীণা। বাবা! তারে দেখলে মর্ম জুড়োবে—তার কথা শুনলে সঙ্গীত আর শুনতে চাইবে না। বাবা! সে তোমার কাছে এলে ভবানীর কাছেও আর তোমার ভাল লাগবে না—তারে ডাকব?

গুরু। শীগ্‌গির ডাক্।

বীণা। পিতার নিষ্ঠুর করে যায় তনয়ার প্রাণ
—এস ভগবান্!

গুরু। আরে! বলিস্ কি পাগ্‌লি! লোকে শুন্‌লে সত্য মনে ক'রে এখনই আমার মাথা ফাটিয়ে ফেলবে।

বীণা। তবে আর এক রকমে বলি—
কে আছ কোথায়? এস ছুটে—পিতৃকরে
রাখ তনয়ায়!—

গুরু। আবার!

বীণা। আচ্ছা আর এক রকমে ডাকি—
আবদ্ধ হয়েছি আমি—এস ত্রিলোকের
স্বামী, কর বন্ধন মোচন বালিকার।
বাধি হাতে পায়ে গলে, বক্ষে দিয়ে শিলে
অতলের জলে পিতা ডুবাবে আমায়—
এস এস, রাখ তারে ধ'রে।

(সঙ্গরাজের প্রবেশ)

সঙ্গ। কে তোমারে—
দেখ বাছা করিবরনন্দিনী!—দেখাইয়া
দাও, তাহারে ধরিব বলে—কুলকুল

রজনীগন্ধা, [illegible], পারুল,
চামেলী, গোলাপ, [illegible], যূথিকা, বকুল—
[illegible] অলি ঘাণিরূপে [illegible]
আর ; [illegible] ?
অন্তরে [illegible]—আর [illegible] যদি
[illegible] । ([illegible])

[illegible] । [illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]
[illegible] ।

[illegible] । [illegible]—
[illegible] না [illegible]

[illegible] । [illegible] !
[illegible] !
[illegible] !
[illegible]
চাতুরী [illegible]
এক [illegible] ।

[illegible] । [illegible]
[illegible]
দোষ [illegible]

[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible]
কমলকুঞ্জের [illegible]

[illegible] । [illegible]
[illegible], [illegible] ?
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ?
পা ছুয়াল, [illegible]
[illegible] না—[illegible]
[illegible] না । [illegible] !
শিখেছি [illegible]
বক্ষ—এ কলঙ্ক রাখিব [illegible]

[illegible] । [illegible]—
কাছে [illegible]—[illegible] মহাভাগ ।
[illegible] প্রাণ [illegible] ; [illegible]
করিনু অর্পণ । [illegible]
বনবাসী ভিখারী [illegible]—[illegible]

[illegible] যে [illegible] ;—ভিখারীর
[illegible]—তোমাদের
করিনু অর্পণ । [illegible]
ভুলাইয়া [illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible] ।

[illegible]

[illegible] ।

[illegible] ।

[illegible]

[illegible] ঠাকুর [illegible] আমার [illegible] দেখিতে [illegible] না । [illegible] আমার [illegible] কারণে অনুরোধে পৃথীরাজ—[illegible] অনুরোধে আমাকে [illegible] কি তিনি [illegible] আমি [illegible]—আমি [illegible] নাই [illegible] । [illegible] ! আমাকে না [illegible]—একবারেও না দেখা দিয়ে—কি কি ? [illegible] আমাকে বঞ্চিত ক'রে [illegible]—এ কথা [illegible] আনন্দের ক'রে [illegible] । ([illegible]) [illegible] । এত দেরী ক'রে আসতে হয় !

[illegible] ও [illegible] প্রবেশ।)

[illegible] এসেছিস্, কেন [illegible] দেখবে [illegible] একটি একটি [illegible] খুলে দাও। এক এক দিন [illegible]

[illegible]

[illegible] তোমার ভয় ; [illegible] তোমার [illegible] কি প্রতিবিম্ব [illegible]

[illegible] স্থানে কি [illegible] জনসমাগমে তাকে [illegible] হৃদয়ের এ দারুণ [illegible] তোমার হস্তে নিক্ষেপ [illegible]—

[illegible]—জীবন-[illegible] কথা ছেড়ে দাও।

[illegible] জীবন-[illegible] আমার শরীর-রক্ষী [illegible] আমাকেই [illegible] উদ্ধারের [illegible]

[illegible]

[illegible] এক [illegible]

[illegible]

[illegible] তুমি [illegible] ধরার ?

আছে বসে মহারাজ [illegible] অধীশ্বর,
ভিখারী [illegible] পথপতি ; আছে বসে
কাঙালিনী [illegible] ;—শর্ত্ত [illegible]
যে ছটি নন্দিনী ছিল পাশে, গেছে চ'লে
[illegible] [illegible] পুরী, [illegible]
[illegible] [illegible] এবার । [illegible] কি না
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] । [illegible] [illegible] না, [illegible]
[illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] —
[illegible] যেন [illegible] না [illegible] । [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] যেন [illegible] না [illegible]
[illegible] [illegible] ।—সে না [illegible] [illegible]
আঁখি ; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ;
[illegible] কাঁদিছে [illegible] [illegible] —[illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] ; [illegible] ; [illegible] [illegible] ; [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি
[illegible] ?

([illegible] [illegible] [illegible])

অজয় । [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ।

কমলা । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ;

অজয় । [illegible]
এ [illegible] তুমি কোথা [illegible] ?

কমলা । [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

অজয় । [illegible]
[illegible] [illegible] ? [illegible] কোথা ?

কমলা । [illegible]
[illegible]-মন্দিরে । [illegible] [illegible] [illegible] ।
এই [illegible] । [illegible]—[illegible] গেল ?
[illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]
বিয়োগ ত নয় [illegible], বিয়োগ ত নয়—
সহধর্ম্মিণীর সনে, [illegible]
অনন্তের কোলে সে যে অনন্ত কালের
লীলা । [illegible]—[illegible] [illegible] ।

([illegible])

অজয় । কমলে ! কমলে !

কমলা । ফিরে চাহিব না, ফিরে চাহিতে
দিব না—
কথা কহিব না, কথা কহিতে দিব না ।
সে যে [illegible] তব তরে ।

[[illegible]

[illegible] ;
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]
[illegible] [illegible] সৌন্দর্য্য [illegible]
ছিল, তাই [illegible] [illegible] —
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[[illegible]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[illegible] ।

[illegible] [illegible] [illegible] ।

[illegible] । ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]—
এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
হিন্দু [illegible] [illegible] [illegible] চরণ ;
এই [illegible] আজি [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চরণ [illegible] ।
কে আজি—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] যাবে [illegible] [illegible] ?
কে [illegible] তারে [illegible] ? [illegible] পাঠান ?
[illegible] পাঠান নয়—কোটি [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] পৃথ্বীরাজ বীরত্ব অবলোকে
[illegible] নিজে দিয়েছিল।—সরস্বতী-
[illegible] দেখেছিল তারাইন-ঈশ্বর,
[illegible]-যুদ্ধে রণস্থলে [illegible] যোধগণ
[illegible] অটল বাধা হিমাদ্রি সমান।
[illegible] বাধা হইল চূর্ণ কোন্ অস্ত্র-বলে
[illegible]? [illegible] কথা মুখে,
[illegible] শলা বাঁধি বুকে
[illegible] বক্ষে [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible]—[illegible] করিতে নির্ব্বাণ
[illegible] কিবা প্রয়োজন?—চল যাই—
[illegible]—[illegible] আবেশে,
[illegible] [illegible];—
[illegible] চুর্ণিবারে—[illegible]
[illegible] বধ করি দুরাত্মা তাতারী।

([illegible]) [illegible] [illegible]

[illegible] রাজ্যজয়?

[illegible] [illegible] রাজ্যজয়?—[illegible]
[illegible] [illegible] যে না দেয়
[illegible] [illegible] পৃথ্বীরাজ?
[illegible]—[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] যদি [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] করি
[illegible] চ'লে যায়—
[illegible] [illegible]—
[illegible] উপেক্ষিয়া চ'লে যায়
[illegible]? বল, [illegible] হ'লে [illegible]
[illegible] [illegible] দম্পতি
হারাইবে আত্মমান, হারাবে সম্পদ,
[illegible], [illegible] তাজে [illegible] প্রাণ?
দুর্দ্দম খিলিজি এল, [illegible] স'গে
[illegible]—[illegible] নাশিবে তারে? [illegible],
[illegible] মূর্ত্তি ধ'রে সে যে [illegible] স্থান।
অধর্ম্মেই রাজ্যজয়—তা না হ'লে কভু
রাজা-বংশজাত বীর মহাত্মা [illegible],
বীরপুত্রগণ সহ চিতোরের দ্বারে
ধর্ম্মযুদ্ধে দেয় প্রাণ ধর্ম্মের [illegible]

বহন করিয়া শিরে গভীর আবেদন;
যবে চলি গেল বেগে অনন্তের [illegible]
অনন্তের পতিপাশে—বল পৃথ্বীরাজ
[illegible] এসেছিল স্বর্গ হইতে
চুর্ণিবারে বিধর্ম্মীর শির? দিল্লীপতি
হাসিয়া হাসিয়া এল, হেসে চ'লে গেল,
[illegible] না করিল তার [illegible]!

পৃথ্বী। [illegible] অপযশ?

অলো। [illegible] সর্ব্বনাশ যায়,
[illegible] ব্যথা;
[illegible], [illegible],
[illegible] [illegible]।
[illegible] পতি-রাজ
[illegible],
[illegible] মেদিনী,
[illegible]
[illegible] শির, [illegible]
[illegible] দিয়িয়া
[illegible]। [illegible]
[illegible]।
[illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible] বীর।
[illegible]
[illegible] তার
[illegible]? [illegible]
[illegible]? [illegible]—[illegible]
[illegible]?
চিতোর সাম্রাজ্য [illegible]
[illegible]। চিতোর-নারীর [illegible]
[illegible] চল যাই!
[illegible]—নিশিযোগে
[illegible] দুর্গদ্বার, [illegible]—
বধ করি দুরাত্মা তাতারী।

পৃথ্বী। [illegible]!

[illegible]—[illegible]
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]—[illegible]
[illegible]—সেই রাজবংশে
জন্মিয়া অধর্ম্মে করিব রাজ্যজয়?

চির গৌরবের ধন—অস্ত সূর্য্যোদয়ে
অসংখ্য যবন-সেনা ভীম আক্রমণ
ভীষণ তরঙ্গে বুক দিতে হবে—সবে
সুসজ্জিত হও। সাধুগণ বলদাতা,
দুষ্কৃতনাশন বিশ্বপতি—প্রাণ ভ'রে
শেষার্দ্ধ নিশায় ডাক তাঁরে। চল যাই,
যে বাঁচিলে বাঁচে ভাই লক্ষ লক্ষ প্রাণী,
অধর্ম্ম কি পুষ্পরাজ তারে বাঁচাইতে?
ত্রিসপ্তক ক্ষত্র-রক্তে ডুবাবে মেদিনী,
এক দিনে নিভে যাবে চিতোরের প্রাণ।
তবু কার্য্য হবে না সাধন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির।

সিন্দুরা ও সূর্য্যমল।

সিন্দুরা। এমন রাজত্বে তুমি বলিলে আমারে
রাণী, [illegible]—সৌভাগ্য
তাই বুঝে বুঝিল না [illegible]—
কেবল [illegible] রাণী অথবা [illegible]।
আর কেন [illegible] শিরে শক্রগণে;
[illegible] বাসনা [illegible]। যে যৌবনে
[illegible] ছিল যদি সৌভাগ্যের মালা,
দিলে রাজা উপহার, [illegible],
চির-শত্রুতার পদতলে। [illegible]
কে চলি [illegible] চক্রবাকে হানিলে সবলে
রাজহংসে [illegible] [illegible]-বিচ্ছেদ;
যে অক্ষয় চন্দ্রালোকের অঙ্কে পড়িয়ে
চিতোর-আকাশ হ'তে [illegible] অন্তর্দ্ধান
[illegible] তারকা-যুগল; কোন্ প্রাণে
এ হেন মহান্ অঙ্গ অবনি-শায়িন
ডুবাইতে চাও রাজা [illegible]-সলিলে?

সূর্য্য। উপায় কি আছে আর?

সিন্দুরা। উপায় কি আছে আর?
উপায় কি ছিল রাজা?

সূর্য্য। মহাবংশে
জাত আমি, চিতোরের রাজ-পরিবার;
আমি যবনের হব না সহায়। কভু
রাজ্যলোভে বিধর্ম্মীরে আজ্ঞা নাহি দিব।

দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব—তবু
জাতিশত্রুতার পথে, ভারতের রিপু
তারে নাহি দিব স্থান—তবু একা আমি
সে পথে করিব বিচরণ।

সিন্দুরা। তবে ধর
মহাশর, কর বলে কোদণ্ড-টঙ্কার,
[illegible] বক্ষে বিষাদের [illegible] প্রতিধ্বনি।

সূর্য্য। সপ্তবার ভুলিয়াছি;—তিনবার দেখে
যে কার্য্য [illegible] লোকে, সেই কার্য্যে
সপ্তবার হইয়াছি আগুয়ান;—আর
ইচ্ছা নাই।

সিন্দুরা। [illegible] যদি ইচ্ছা নাহি মহা
অবলার [illegible] কেন এলে বীর?
[illegible] বাঁচি [illegible]; [illegible]
[illegible]—[illegible], তবে
[illegible] [illegible]—তাই [illegible]
[illegible] আত্মদান। [illegible]
[illegible] না [illegible], নিজ [illegible]
[illegible], [illegible] অভাগিনী।
[illegible]?

সূর্য্য। [illegible]
[illegible], [illegible] বাঁর
দিতে [illegible] নাই। [illegible]
[illegible]। [illegible]
আবার [illegible]?

সিন্দুরা। [illegible]
[illegible] লক্ষ্য তার;
[illegible] পাবে, চূর্ণ করে
[illegible] নাহি চাই; যদি
[illegible], [illegible] তারে,
[illegible] পার করে
[illegible];—বাধা করে [illegible] প্রাণেশ্বর?

সূর্য্য। নারী তুমি বুঝ না কার্য্যের গতি।

সিন্দুরা। কি—কি?
নারী আমি? নারী কি আমার পরিচয়?
[illegible] এক আবর্ত্তনে, অঙ্গুলীর
পার্শ্ব-সঞ্চালনে, চারি বীর যে নাচিতে
পারে, এক নখাঘাতে দুই সোদরের
মাঝে, দিতে পারে সাগরের ব্যবধান—
(মুখ ফিরাইয়া স্বগত) অকুণ্ঠপ্রাণ তুমি
দুর্ব্বলের প্রেম,

তার শোকে অর্দ্ধরাজ্য পণে নিজ হাতে
কণ্টক রোপণ করে—(প্রকাশ্যে) নারী কি
তাহার পরিচয় ?—আমি অঙ্গদ রাজা !
শত্রু নিরীক্ষণ অদৃষ্ট এখন।

[illegible]

শত্রু। পিতৃহন্তা ছিল পিতা।
সিন্দুরা। পতিহন্তা তুমি।
শত্রু। প্রকৃতঃ আমার প্রাণ দান, পড়িয়াছে
রাজ্য তার করে। প্রিয়ে! দয়া ক'রে বুঝ
একবার, কুমতির উত্তেজনাবশে
তোমার করেছি সর্ব্বনাশ।
সিন্দুরা। সর্ব্বনাশ ?

[illegible]

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গের মধ্যভাগ।

(নেপথ্যে) সৈন্যকোলাহল ও বাদ্যধ্বনি।

সৈন্যগণ। ভয় নাই, ভয় নাই, পলায়নে আর,
নিরস্ত্রে না করি মোরা অস্ত্রের প্রহার।

(সঙ্গরাজের প্রবেশ)

সঙ্গ। কে তুমি সমরে এলে? নারী? কিংবা
নারীমূর্ত্তি ধরি, দৈত্যের সংগ্রাম হেরে, ফিরে
এলে দৈত্যনিসূদনী? এ কি রমণীর
রণ? কিংবা অসুরের হরিতে জীবন,
দেবগণে দান দিতে অমরত্ব ধন,
আশা-সুধাভাণ্ড করে, মোহিনী মূরতি
ধ'রে, দুষ্ট ভাগে এলে নারায়ণ? নাহি!
প্রণমামি নরের জননি! বিশ্বরাজ্য
তোমারে সন্তুষ্ট থাক! বিশ্বরাজ্য তুমি
প্রনাশিনী। বীণার সঙ্গীতে মুগ্ধ সৈন্য
উঠিল জাগিয়া; ফোয়ারার প্রেরণে
সঙ্গীত পড়িল চলিয়া। কিন্তু হায়
আসিলাম যাঁহার কারণ, সে মহাত্মা
কোথায় এখন? অন্বেষিনু তন্ন তন্ন
করি তাঁরে সমর-প্রাঙ্গণে, তবুও ত
সন্ধান না পাই তাঁর। তবে কি এল না
পৃথ্বীরাজ? রমণীর বাক্যবাণে ছিন্ন-
ভিন্ন হিয়া, সান্ত্বনা বুঝিয়া—মহামতে।
হ'লে নাকি মতিহীন? শুনে সেই ক্ষুদ্র
বালিকার, হিয়া কি কম্পিত তাই? শিশু-
পদভরে, কম্পিত মহী-পৃষ্ঠে, কিতি-
চ্যুত মহাদুর্গ টুটিল কি ভূমিতলে?
হে বিধাতঃ! সাধুমনে হেন চিন্তা যদি
স্থান দাও, নিভায়ে কাড়িয়া লও; কেন
দেহের না চিহ্ন রয়—যেন ছুটে আসি
আহারের তরে, দেহজ মুক্তিকামে
শকুনি, শৃগাল যায় ফিরে। পৃথ্বীরাজ!
দেখা দাও; ভাই যদি জীবনে না রও—
প্রেত-মূর্ত্তে দেখা দাও। এ কি!

(বীণার প্রবেশ)

একাকিনী আবার আসিলি উন্মাদিনি?

বীণা। হ'তে এসু
তোমার সঙ্গিনী। বীরবর! কোথা তব
সহোদর? হ'ল না সন্ধান?

সঙ্গ। খুঁজিয়াছি
সর্ব্বস্থান—আশঙ্কা হতেছে মনে বীণে!
বালিকার পরে ক্রোধে, ভাই কি আমার
গুরুদত্ত দিল বিসর্জ্জন?

বীণা। ছি ছি ছি ছি!
রসনার কর হে ছেদন! শিশোদীয়
তুমি না কুমার! বীণার স্বামী না তুমি?
হেন কথা কেমনে হে মনে দিলে স্থান?
সন্ধান পাইলে ভাল, না হ'লে জানিও স্থির,
আজি ভগিনীর শেষ অভিনয়।

সঙ্গ। আর কোথা দেখি বীণা?

বীণা। সে কথা জানি না;
সন্ধান করহ তার।

সঙ্গ। এত কি বিশ্বাস
বীণে! পৃথ্বীরাজ আসিয়াছে রণাঙ্গনে?

বীণা। দিবস রজনী হবে, তবু পৃথ্বীরাজ
না মিলিবে, এ বিশ্বাস আছে প্রাণেশ্বর!
তাই আছে তার সনে; অন্বেষণ কর
দুই জনে—এই দুর্গের প্রাচীরে, দেখ
প্রাচীর-বাহিরে কেহ আছে কি না আছে—
ভাল কথা, বালুকাবে সিন্ধুরাজ্য ক'রে
অধিকার, ফিরে কি ক্ষত্রিয়-হৃদয়-বক্ষে
এক কাল?—সাড়া বদনের স্থিতি তার!—
তা নয়—তা নয় সখা! ভীরু কি পাঠান?
প্রাণ কি একই ফিরে তার, ফেলে পুত্র
পরিবার কৌমুদী-বিকাশ—বালিকার
সে লজ্জিলা, সৌদামিনী হাসি সনে,
তুর্ণ ফেলে গেল কি সে বজ্রপাত-ভয়ে?
তা নয়—তা নয় প্রাণেশ্বর!—দেখ কোথা
দুর্দান্ত পাঠান, দেখ তার সনে কোথা
করুণা-জীবন, কোথা ক্ষত্রিয় গর্ব্বের
সিন্ধু রাণা পৃথ্বীরাজ। প্রাচীর-উপরে
উঠি' চারিধারে কর সদা নিরীক্ষণ।

(সঙ্গরাজের প্রাচীরারোহণ)

সঙ্গ। বীণে! বীণে!

বীণা। কি দেখ—কি দেখ প্রাণেশ্বর?

সঙ্গ। নিষ্কর—তরঙ্গশূন্য মানব-সাগর।

বীণা। বিশ্বাস অটল রাখ রাণা-বংশধর।
বিশ্বাসে বিশ্বের স্থিতি, বিশ্বাসে জীবনে
প্রীতি! নহে, অবিশ্বাসে জীবন-নাটকে
প্রত্যেক অক্ষর চক্ষু দিবে ঝলসিয়া।

পাপঙ্কিনী-আবেদনে অভিমানে ফুলে
যদি শুধু [illegible] যায়,
[illegible] কি তোমার [illegible] ? ভুলে [illegible]
[illegible]—আমারে দেখাও আদেশের !

[illegible]

ভেবে কত হেসেছিনু ;—জীবন তুলনায়
[illegible] কি ভ্রম [illegible] ! কি ভীষণ মূর্তি
[illegible], [illegible] জান না তুমি অন্তর্যামী
[illegible] ! [illegible]—এস না এস না আর !
আলোকে [illegible], আলোকে বিস্মৃতি
[illegible]—বিস্মৃতি চাহি না আর ! চাহিবারে
[illegible] শবরাশি ;—
[illegible] ঊর্মিমালা,

[illegible]

করিয়া সমর-
ক্ষয়, কোথা গেলে মহাশয়? বীরের সে
নিভৃত কানন, যেথা রবি-শশী পশে
ডরে; যেথা বিশ্বমাঝে সমবেত ধ্বনি,—
গর্জ্জিত অশনি, কমলের দলে দলে
ভ্রমর-ঝঙ্কার; কোকিলের কুহুস্বর,
দাদুরের রব, কুরঙ্গের আর্ত্তনাদ,
শার্দ্দূলের জিঘাংসু হুঙ্কার—দূরে দূরে
চলিয়া চলিয়া, দৃঢ় আলিঙ্গনে মিলি'
ওঙ্কারে হয়েছে পরিণত, সেথায় কি
বীরদ্বয় বিশ্রাম-নিরত? যেথা কত—
হুহুঙ্কারে খেলা, বিষাদে আনন্দে মেলা—
ফুটিয়ে ধরলে যেথা এক সিংহাসনে,
সেথায় কি আলিঙ্গন দিতেছ পাঠানে?
যেথা শিশিরে নলিনী ধোয়ায় মাথা, যেথা
কুমুদিনী রবি-সনে কহে না কথা—
কমলাপতিনন। জানকীর হৃদয়ের
ধন! সেথায় কি আছে তার প্রতীক্ষায়?
(নেপথ্যে) দেবি—দেবি! দেখে যাও।

(বীণার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

বীণা। পাঠান—পাঠান!
স্বর্গে তব বাস। রাখিতে বীরের মান
ক্ষত-অঙ্গে [illegible] পলায়িত সেনা
ফিরাইতে, শত-সেনা-মুখে বীর আপনি
দেছ প্রাণ। পুষ্ট রক্তে প্রান্তর, বক্ষে
সহস্র সুবর্ণ-রেখা। পাঠান—পাঠান!
স্বর্গে তব স্থান। আর তুমি? মুখে বাক্য
নাহি আসে, লাজে জিহ্বা জড়তায় লিপ্ত সে,
আর তুমি? রাজপুত্র শিবিরে বসিয়া
অলক্ষ্যে রাজার নিরখিয়া, এক লক্ষে
শতেক সোপান নেমে এলে—রাজা-সনে
বনবাসী—আপনি হইলে চিরদাস
আমারে করিলে দাসী। কে তুমি?
তুমি কে
স্বরূপ-মদন? স্বর্গে ছিলে মর্ত্ত্যে এলে
সাবিত্রী মর্ত্ত্যের কাছ স্বর্গে ফিরে গেছে।
অজয়! অজয়! কমলার সঙ্গ হ'তে
স্বর্গ-সুখ এত কি মধুর? আর তুমি
নরে নারায়ণ। প্রেয়সীর তিরস্কারে
লুকায়েছ কার ঘরে—এতেক সন্ধানে
তবু খুঁজিয়া না পাই? শ্রান্ত নিরখিয়া
ছাড়িতে কাতরা রাণী, ধরা কি লুকায়ে
বুকে রাখিল পৃথ্বীরাজ?

(তারার প্রবেশ)

তারা। ক্রোড়ে
খুঁজে খুঁজে শ্রান্ত আমি; রবি সে আসিল,
ক্লান্তি তার, শ্রান্তি বোধ নাহি কি তোমার?
বীণা। কে—ও, দিদিরাণি? আগ বাড়াইয়া এ[illegible]
দিদি! যদি তোমার পরশে শান্তি পাই!
লোচন-রহস্য কথা কোনো নাক আর;
অথবা আঁধার আবরণে বিভূষিত
লোচন তোমার। ক্লান্ত আমি জ্বলিতে সংসারে
দিদি—দিদি, সংসারের মরণ জ্বালা, তাই
বুঝি বিধির বিধান। [illegible] ফুটিয়া
থাক, দাদা ফিরব আজ—দিদিমণি!
দেখ কেন করে জান সবে?
তারা। ক্রন্দনে
আক্ষেপ সাজে না বীণা! পিতারে আমি
শোক করেছি ত্যাগ, পালিয়া রেখেছি
সিংহাসন; থাক তবে ভগিনী আমার!
বসাইয়ে উঁহার আসন অন্যায় কাজ।
যুগে যুগে গ্রহ-উপগ্রহ-সব যেন
সঙ্গী চলে; পিতার আসন নাহি টলে।
সুশোভন জীবন উদ্যানে সংসারের
জীবন রাখিয়া, পিতা অপর জীবন
পুরাইয়া, আছে স্থির। তাহার পুত্রের
মরণ বিদায় পায়। কাহার বক্ষে
সে মরণ, সে ত জীবনে বিশ্রাম দান।
সে ত পুনঃ জননীর কোলে, আধ ফোটা
নয়ন-যুগলে, সংসারের দূর হ'তে,
রবি করে সুধা বরষণ! মরণ ত
আত্মার বিকাশ, বিরহ দর্শন তার
অমরে পাগল করে। জীবনে মরণ
বড় জ্বালা। ভগিনি! ভগিনি! রণক্ষয়
অবসরে তুলো নাক মরণের কথা।
দূর হ'তে সকলি সুন্দর,—পর্ব্বতের
গাত্রে যে ধূসর, দূর হ'তে জলধর-
শোভা হবে, বিশ্রী অজগর দূরে
রজ্জুরূপে ভুলায় দর্শকে। আমি নারী
ধরিত্রী জননী, কোথায় অগণ্য আমি

দিব প্রাণদান, কোথায় অগণ্যে আমি
করেছি সংহার। ক্ষুদ্র দীপ-শিখা সম
যে হৃদয়, আগে কেঁপে যেত মক্ষিকার
পক্ষ-সঞ্চালনে, এবে তার সংঘর্ষণে
অশনি গুঁড়িয়া যায়। আবার মরণ
কারে বলে? দিদি—দিদি—যাও চ'লে, দেখ
কত দূরে এসেছেন মহারাজ। তব
বার্তা তার মোরে দাও—বুঝেছি কথার
ভাবে এখনি আমায় যেতে হবে। তুমি
পিতারে করিয়া রাজা, মায়ে রাজরাণী,
আপনি ইন্দ্রাণী হও; দ্বিতীয় বাসবে
হৃদয়-রাজত্ব দাও। যাও, সুখী হও
প্রেমময়ি!

পঞ্চম দৃশ্য

রণক্ষেত্র (অপরাংশ)

বীণা।

[illegible] এত ভাল মৃত্যুঞ্জয়! প্রতি পলে পলে
[illegible] যায় প্রাণ। ও মা মহেশ্বরি!
কোথা [illegible] বীণা জিনি স্বন, বন্দিনীর
[illegible] আঁখি ফেলে অশ্রুজল। যারা গেছে—
যারা গেছে—চীৎকারে, রোদনে,
শোকে আর
আসিবে না। যে আছে, সে গেল কোথা?

(সঙ্গরাজের প্রবেশ)

সঙ্গ। বীণা!

বীণা। আঁধার করিয়া মোর হৃদয়-অম্বর,
কোথা ছিলে দিবাকর? গেছ বহুক্ষণ,
যদি না পেলে দর্শন তার, ফিরে কেন
এলে না কুমার?

সঙ্গ। অদর্শন নয় বীণা!

বীণা। অদর্শন নয় সত্য কথা প্রাণেশ্বর!
তবে কি কুমার বেঁচে আছে?

সঙ্গ। হিরাগয়
সব হ'ক পরমায়ু তার।

বীণা। কি সংবাদ
দিলে প্রাণেশ্বর! শীঘ্র যাও, এই পথে
পাগলিনীমত গেছে ভগিনী আমার।
ছুটে গেলে ধরিতে পারিবে তারে।

সঙ্গ। তাই
যাব বীণা! কিন্তু তব ভগিনীরে দিয়ে
সমাচার, আমি ফিরিব না আর।

বীণা। কেন?

সঙ্গ। ফিরিব না নরেশকুমারি! করে ধরি,
ক'র না জিজ্ঞাসা 'কেন'।

বীণা। দাসী ব'লে যদি
দেখ মোরে, তবে 'কেন' ব'লে যাও।

সঙ্গ। বীণা!
নরেন্দ্রনন্দিনী কভু হয় না ভিখারী—
দাসী।

বীণা। ভালবাসি ব'লেছিলে—কুলবীর।
সত্য যদি হয় সেই কথা, তবে, কেন
চ'লে যাও?

সঙ্গ। কেন? তোমারে কি বুঝাইব?
প্রকৃতির আদরিণি! তুমি কি বুঝিবে
তার? কেন চ'লে যাব আর আসিব না।
মন যদি আসিবারে চায়, তাহারেও
আসিতে দিব না। কেন? আর ইচ্ছা নাই,
গেঁথে দিতে প্রাণ তব অভাগ্যের সনে।
মুক্ত প্রাণে, সংসারে চালিয়া প্রাণ, তুমি
আপনার মনে সেথা কর বিচরণ।
ধরণী তোমায় পেয়ে ধনী, তুমি খনী
ধরণীর শিরে; রাজ্য-সুখে দিব না তো
বাধা; ধরণীর শিরোমণি হবে, বীণে,
মরুভূমি করিব না তারে। কেন? আমি
অযোগ্য তোমার।

বীণা। বুঝিয়াছি হতভাগ্য
রাজার রোদনে, বিগলিত প্রাণে, তারে
আবার ধরায় দিতে স্থান, এসেছিলে
দেবতা-যুগল। করুণার অবতার!
কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে এখন, তাই চ'লে
যেতে মন। ধ'রে রাখিব না; স্বামি, স্বামি,
অন্ধ তুমি যাহা বুঝ মনে, হের মোরে
যে নয়নে, আমি কিন্তু তোমা ভিন্ন অন্যে
নাহি জানি। স্বামি, যেতে চাও—যাও—বাধা
নাহি দিব, মুখ না দেখিতে চাও,
মুখ না দেখাব। কিন্তু একবার দাসী ব'লে
শ্রীচরণে দিয়েছিলে স্থান—দেবতায়
মিথ্যা নাহি কয়—আমার এ অধিকার
তোমারও সাধ্য নাই ঘুচাও কুমার।

চরণে তথায় দাসী, চ'লে যাবে কেন,
ব'লে যাও ; দাসী কি করেছে অপরাধ ?

শঙ্খ। যৌবনদগ্ধ পথিকের শান্তি তপোবন !
তোমা হ'তে এক পদ সেই দিকে যাই,
সহস্র কণ্টক বিঁধে পায়, সহোদরে
নিরখিয়ে আকুল অন্তরে যেই কাছে
গেছি আর, সাদরে কৃপাণ দিল করে—
শাচকের পদে তাই মরণ যাচিল
মোর কাছে ; [illegible] ফেলিয়ে কৃপাণ
[illegible] করিনু বন্ধ,—[illegible]
[illegible] ! তারা মোরে করেছে প্রেরণ—
তব অদর্শনে অভাগিনী, [illegible],
যবনের গৃহ হ'তে [illegible]
ক'রে খুলিয়াছে ঘরে। [illegible] কেন তাই ?
কার্য্য সিদ্ধ করেছে তোমার, এস মোরে
[illegible] পুরস্কার। [illegible] পুরস্কার ?
মৃত্যু মোর পুরস্কার—তাই যদি দাও,
এস কাছে, [illegible] বুকে চ'লে
যাও। আমি বলিলাম "সে কি [illegible]
জীবন রাখিতে আমি এসেছি তোমার।
[illegible] মোরে [illegible]—
"[illegible] কেন বাঁচাতে ? চ'লে [illegible]
[illegible] ! [illegible] ছিল
যে সময়, [illegible] উঠেছে ;
জীবনে মরণ রেখে, জীবন রাখিতে—
তুমি [illegible] চ'লে গেছ,—
দেখিতে দেখিতে [illegible] অন্ধকারে গেল
মিশাইয়া।—

বীণা। উন্মত্তের কি বিষের [illegible] ?
ভাল ; আমার কি অপরাধ [illegible] !
আমারে ছাড়িতে চায় মন ?

শঙ্খ। ভাগ্যবতি !
[illegible] সনে তোর জীবন-[illegible]
অভাগিনী করিব না তোরে। [illegible]
দরশিয়ে প্রাণ দিয়েছিলে, [illegible]
দরশিয়ে প্রাণ দিয়েছিনু। [illegible]
সকলি [illegible] মোর, অধুনা বিদায়
ভিক্ষা করি, ভিক্ষা দাও [illegible]কুমারি !

বীণা। ভাল, তাই হবে।

শঙ্খ। রাজাজয়ী পৃথ্বীরাজ
তাহারে সমরে যবে লক্ষ্মী-নারায়ণ-
রূপে সাজিবে যখন, আমি পার্শ্বে তার
বিশ্বাসঘাতকরূপে রব দাঁড়াইয়া ?
সখী সখা, আত্মীয়-স্বজন, তোর মুখ
করে নিরীক্ষণ, মলিন বদনে কবে,
'বীণা—বীণা !'
বিশ্বাসঘাতকে দিবি প্রাণ ?'
[illegible] সহিতে নারিবে ; [illegible]
জ্বালা না জুড়াবে।

বীণা। তবু, তাঁহারে সংবাদ
দাও, তাঁর পদে সঙ্গিনী করহ মোরে ;
তুমিই ত বলেছিলে, ভিখারী যখন
হ'ও, আমারে করিবে ভিখারিণী।

শঙ্খ। ক্ষমা কর বীণা।

বীণা। বিশ্বাসঘাতী ! তবে চ'লে যাও।

(শঙ্খরাজের [illegible], বীণার হস্ত ধারণ)

(গীত)

জীবন-আশ্রয় [illegible], তুমি যে [illegible] প্রাণ
[illegible] জীবনে [illegible] ;
[illegible] মরণে [illegible], [illegible] রাখ
কি সাধে [illegible] প্রাণ সাধিব।
[illegible] রাখিতে [illegible],
[illegible] [illegible]
জীবন [illegible] ছাড়ে না।
[illegible] [illegible]
তাহেও [illegible] পাব হরিব।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। কে তুমি [illegible] ?

বীণা। তুমি কে—তুমি কে—
নরবর ?

সৈনিক। নারী তুমি, তুমি কি শুনিবে ?

শঙ্খ। নর আছে, তাহারে বলিতে যদি চাও,
ব'লে যাও।

সৈনিক। যদি মিত্র হও শুন তবে ;—
পৃথ্বীরাজ দারুণ বিপদে ; কোথা হ'তে
শত্রু এসে ঘেরেছে তাঁহারে ; একে ঘোর
অন্ধকার, তাহে রণক্লান্ত পৃথ্বীরাজ—
অজ্ঞাত শত্রুর বল, যাচি সহায়তা।

[সৈনিকের প্রস্থান।

(সঙ্গরাজের গমনোদ্যোগ, বীণার ধারণ)

বীণা। কোথা যাও ?

সঙ্গ। ছেড়ে দাও প্রাণেশ্বরি ! যদি
ফিরি, তোমা ছাড়া রহিব না আর।

বীণা। আমি
যাব ; তুমি তারারে সংবাদ দাও। যদি
ফিরি, তোমা সনে রচিব সংসার।

সঙ্গ। এ ত
রহস্য সময় নয়।

বীণা। রহস্যের কথা নয় ;
তুমি তারারে সংবাদ দাও। সৈন্য
আনি শত্রু কর পরাজয়।

সঙ্গ। ছাড় ছাড়
পাগলিনি !

বীণা। ছাড়িব না—জীবন থাকিতে
ছাড়িব না। যেতে পার যাও—তব সনে
আছে অসি, শর-শরাসন ; মোর সনে
কর রণ, কর পরাজয়—অগ্রে আগে
বীণার জীবন, পরে ভ্রাতৃ-শত্রু সনে
কর রণ। পথ আগুলিয়া র'ব, আমি
না মরিলে পথ না ছাড়িব। বলে যদি
যাও পিছাইয়া। অনুমতি দাও।

সঙ্গ। ছাড়—
ছাড় ছাড় পাগলিনি !

বীণা। নারী সনে বল !
ভাল বীরত্ব-লক্ষণ বীরবর !

সঙ্গ। রক্ষা কর বীণা !
বিলম্বে ঘটিবে সর্ব্বনাশ !

বীণা। ছাড়িব না—স্থির শুন ; যেতে নাহি দিব—
বিশ্বাসঘাতকরূপে যেতে নাহি দিব।
কুমারের দেহরক্ষী হ'ব। যদি পারি
বিপদে রাখিব তার প্রাণ। পুরস্কার
কলঙ্ক-মোচন ভিক্ষা লইব তোমার।—
দেহ অনুমতি প্রাণেশ্বর !

সঙ্গ। না—না বীণা।
কলঙ্ক আমার ভাল।

বীণা। কলঙ্ক—তোমার
ভাল ? তবে সত্য কথা শুন শিরোমণি !
ভ্রাতৃ-ঘাতকের আমি হব না রমণী।

সঙ্গ। সে যে মরণের মুখ বীণা। নিজ হ'তে
করিলাম এ কি সর্ব্বনাশ ? কেন তোরে
বলিলাম ? মত্ততায় হারাছু কি তোরে ?
কোথা যাবি, সে যে মরণের মুখ বীণা !

বীণা। বলেছ বাঁচিয়া আছি তায়। না বলিলে
হ'ত মৃত্যুফল। শীঘ্র যাও, ভগিনীরে
সত্বর সংবাদ দাও !
দেহ অনুমতি প্রাণেশ্বর !

সঙ্গ। যাও—যাও—আমারে রাখিতে
তুমি এসেছ ধরায়—জীবাত্মা আমার।
আমারে রাখিতে যাও, স্বামীর কলঙ্ক
ঘুচাইয়ে এ সংসারে স্থান দাও তারে।
বীণে ! আর কি দেখিতে পাব তোরে ?

বীণা। নাথ !
যতনে ধরিব প্রাণ, যদি নাহি পারি,
যত কাল থাকিবে সংসারে ; অপেক্ষায়
র'ব পর পারে। পদধূলি দাও। দেখ
আত্মহত্যা ক'র না কুমার ; শোকানলে
হয়ো না অঙ্গার।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিবির-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

রূপ-সংস্থে শিন্দুরা।

শিন্দুর। ওই দূরে—বহু দূরে—শান্তি-তপোবন।
মলয়-নিশ্বাস, তরুপত্র মরমর,
ঝর্ ঝর্ কোমল নির্ঝর, বিহঙ্গের
কলস্বর, বলে—এই ছিলি, কোথা গেলি
শিন্দুরা শিন্দুরা ? ওই ঢুলু ঢুলু আঁখি
যজ্ঞেশ্বর, ক্ষুধায় আকুল কলেবর
অনাহারে পাথর শুকাল—ক্ষীণস্বরে
বলিতেছে, শিন্দুরা কোথায় ? আয়, আয়,
জল বিনা লতিকা মরিল, বৃক্ষ হ'তে
অকালে ঝরিল ফল, আমি মৃত্যুঞ্জয়,
আমার হ'ল রে বুঝি অকাল বিলয়।
শিন্দুরা ! শিন্দুরা ! দরবিগলিত-ধারা
নীলকণ্ঠে করেছে নীলাম্বুনিধি। বিধি !
কোন্ লোভে ছাড়িলাম তারে ? আবার সে
যেতে চাই ভোলানাথ
কোন পথে যাই

আবার কেমনে তোমা পাই ? পুরোভাগে
উন্মত্ত সাগর, [illegible] তরঙ্গে তার
প্রলয় অশনি-ধ্বনি, সঙ্গে—[illegible] কালে
অজুনী-[illegible], সঙ্গে শব্দ নিপীড়নে
[illegible] দিব তোরে [illegible]—[illegible] !
কাঁদ [illegible] ডাকিছে তোমারে ? [illegible]—
[illegible]—
[illegible] চঞ্চলা আছি। এই মাত্র আগে
[illegible] মত [illegible], [illegible]
কাতরে বলিল মোরে, [illegible] সিন্ধুরা।
প্রলয়-ঝটিকা-মাঝে [illegible]
কে যেন অন্তর হ'তে বলিল আমায়,
[illegible]—[illegible], [illegible] কথা,
[illegible] সিন্ধুরা [illegible]—[illegible]—[illegible]
[illegible] প্রলয়ের [illegible], [illegible]
বংশীধ্বনি তুলে যে বেমন, [illegible]
[illegible] তুলিল [illegible], [illegible], [illegible]
ভিত্তি তার, [illegible] ? [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] 'জয় [illegible] সিন্ধুরার'।
[illegible] প্রচণ্ড [illegible],
[illegible]
[illegible] 'জয় জয় রাণী সিন্ধুরার'। [illegible]
[illegible]
সিংহাসনেতে [illegible], [illegible] 'জয়
জয় রাণী সিন্ধুরার'। [illegible],
[illegible] তাকিয়া [illegible], [illegible]
[illegible]। [illegible], [illegible] হ'তে—
[illegible] আসিয়া [illegible], [illegible]
অন্ধকারে [illegible]—[illegible]
আছে কি না আছে। [illegible]—[illegible]!
[illegible] কি [illegible] ? [illegible] কি [illegible] ?

নেপথ্যে। কে আছ শিবিরে ? জল জল।

সিন্ধুরা। জল—জল ?
এ কি পৃথ্বীরাজ ? [illegible] তৃষ্ণা বুঝি
[illegible] তুষারে!

(বীণাকক্ষে পৃথ্বীরাজের প্রবেশ)

পৃথ্বী। কে আছ শিবিরে এস
ত্বরা। হায়, কে শুনিবে আর ? [illegible]
[illegible] করিয়াছি আহুতি সবার
কে তুমি গো ?

সিন্ধুরা। আমি—আমি ? [illegible] আছ—
জীবন রাখিব তোর শীতল তুষারে।
আমি [illegible], [illegible],
তোমারম [illegible] রমণী।
বল, আমাতে কি আছে প্রয়োজন ?

পৃথ্বী। না—না।
[illegible]—জল, [illegible] চাই—
জল বিনা জীবনের [illegible]।
বীণা ! বীণা !

বীণা। আর না—আর না, [illegible]।
[illegible], [illegible]
[illegible] ?
[illegible]।

পৃথ্বী। [illegible]।

সিন্ধুরা। [illegible] তুমি [illegible],
[illegible]।

(বীণার [illegible])

[illegible]

[illegible]

বীণা। [illegible]—[illegible]
[illegible]
[illegible]

সিন্ধুরা। [illegible]।

বীণা। ([illegible])
[illegible]
[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]
[illegible]—

সিন্ধুরা। বীণা!

বীণা। [illegible]।
[illegible] আছে [illegible]।

সিন্ধুরা। পৃথ্বীরাজ ?

(পৃথ্বীরাজের [illegible] প্রবেশ)

পৃথ্বী। [illegible]—কেন [illegible] ?

সিন্ধুরা। মিলিল না ?

পৃথ্বী। মিলিল না।
অবশ হইল অঙ্গ—কোথা যাই—কোথা
জল পাই—দর্শন বিফল চারিধারে,
যেন জল—শক্তি নাই ধরিতে না পারি।

শোক বিশ্বজয়ী অন্ধকার—কোথা হ'তে
কি যেন আবেশ এসে ঘেরিল আমায়।
কি উপায় জননী আমার ?

[illegible]। কোথা পাবে ?
মরুভূমি এখন সংসার—আছে শুধু
অদূরে জলের ছায়া। বালিকার—
পিপাসা ঘুচিতে যদি চাও, এক দ্রব্য
আছে মোর, তাই পানে বালিকা বাঁচিবে।
[illegible] তার ভার [illegible]
[illegible], রাখিতে না পারি আর। [illegible]
[illegible] প্রয়োজন—[illegible]
[illegible]। বালিকার জীবন রাখিতে
[illegible], ত্বরা লও।

[illegible]

[illegible]

নিশি নাহি ?
মা। সন্তান—সন্তান! [illegible]—
রক্ষা কর বালিকার প্রাণ—এই রক্তে
রক্ষা কর বালিকার প্রাণ। [illegible]
চরণে দলিয়া, দিব দেহ বিচূর্ণিয়া—
এ সৌধের করেছিনু ভিত্তি-সংস্থাপন;
নারী সুকোমল দেহে গড়েছি প্রাচীর
তার; এই নবনীত-তনু বালিকার
আপনি করেছে তার ছাদের নির্ম্মাণ,
তুমি হবে সে সৌধের চূড়া—পুষ্পিতাঙ্গ!
তোমার জীবন শেষ—নিবিড় আঁধার
ঢাকে শরীর তোমার। নীরব বালিকা—
শেষ, সব নষ্ট হ'ল—আলোক নিবিল।

পুষ্পী। মা—মা জীবনদায়িনি! বৃথা প্রাণ দিলি
স্বামীর কলঙ্ক ঘুচাতে, এ জগতে
স্থান তার [illegible] ?

([illegible] ও তারার প্রবেশ)

[illegible]। দীপা! দীপা!
[illegible]? আমারে ত্যজিলি? এতই কি
[illegible]! দীপা! জীবনদায়িনি!
পুষ্পী। [illegible]
[illegible]—দীপারে [illegible]
আলিঙ্গন—[illegible]
[illegible]
[illegible] তোমার, এই [illegible]

[illegible]

[illegible]

নিশুম্ভ। পুত্র! [illegible] তুমি;
[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible] পুষ্পাবাজে
[illegible]
তারা। কে তুমি মা? কে তুমি মা?
[illegible]
[illegible]?
([illegible])
[illegible]
[illegible]। দীপার আবদে [illegible]
উদ্বেলিত লোচনের বারি। অভাগিনী
নারী, মরিতে জনম তার; মরিলে সে
সে সময়, [illegible] সে [illegible]
জগতে [illegible], কিন্তু নারী
তোমা হেন দেবতার বিনিময় জন্যে।

নাহি কাঁদি সমরাজ লাগি; ভগিনীর
এ মরণে যদি সে ক্রন্দন করে, তবে
রমণীর জন্যে সে ত এসেছে ধরায়।
জীবনে চরণে ছায়া, পেয়েছি প্রাণেশ,
তাই আনন্দে বহিছে অশ্রুজল। আশা
ছিল না আমার জীবন্তে দেখিতে পাব,
জীবন্তে প্রাণেশ কর, জীবন্তে লুটাব
পদতলে। প্রাণেশ্বর ছিল না সে আশা।
প্রাণেশ্বর! মিটেছে পিপাসা। আর কেন?
শ্রান্ত! এস হে বিশ্রাম লহ হৃদে।
(পৃথ্বীরাজকে বক্ষে ধারণ)
(সমরাজের প্রতি) ভাই!
ক'র না রোদন, এ ক্ষুদ্র জীবন-দীপ
কতক্ষণ? অনন্ত জীবোদ-সিন্ধু পা'ড়ে।
জীবনের কার্য্য আগে করিয়া সাধন।
আমাদের সনে স্বর্গে দিও দরশন।
সিন্দুরা। সখি! সখি!
তাই বুঝি বিষেও বাঁচিয়া ছিল প্রাণ!
তোর কোলে পাবে ব'লে স্থান;
গরল হইল বুঝি অমৃত-সমান।
পৃথ্বী। মা—মা! অধম সন্তানে কর ক্ষমা।
সিন্দুরা। বাবা! চিনেছ কি মোরে?
পৃথ্বী। মাতঃ শুক্রতাজ-লোভে
ঋষি-হত্যা করেছি তোমার। আজ সেই
শিবের মন্দিরে কথা—মুখ নাহি ফুটে—
ক্ষমা—ক্ষমা—তারা—চন্দ্রি—জননীর দাও—
পদধূলি।
সিন্দুরা। চিরশত্রু আমি যে চাপণী?
কি আর বলিব যাদুমণি, মহারাজ্ঞী
জয়—ভগবতী সতী সনে মম
অনন্ত সময়। সঙ্গ। সংবরি রোদন
শুন জননীর আবেদন।
সঙ্গ। কি আজ্ঞা জননি?
সিন্দুরা। যে কার্য্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলে দুই ভাই
তার উদ্যাপন-ভার তব শিরে।
সঙ্গ। আজ্ঞা শিরোধার্য্য জননি আমার।
সিন্দুরা। পৃথ্বীরাজ! কই পৃথ্বীরাজ?
তারা। প্রাণেশ্বর!
সিন্দুরা। চিতানলে—
ঋষি-চিতানলে দিও স্থান। (মৃত্যু)

(কমলার প্রবেশ)

(শোক-সঙ্গীত)

কমলা। অকালে আকুল কেন মন?
যে খেলে গিয়াছে চ'লে, সে যে ফিরে গেছে চ'লে,
সে যে তার ভুলেছে আপন।
পার কর অন্বেষণ, ছিল সে সদনে যখন,
কই তারে কাঁদেনি তেমন,
এবে গেছে ফেলে চ'লে কোথা চ'লে গেল ব'লে,
আঁখি-জলে ভাসে লো নয়ন।
তারা।
এসো লো এসো লো সখি, আঁখি-জল চোখে রাখি
ফুল-শয্যা কর আয়োজন।
চিতা শিরি চাপি পাব, অনলে গাঁথিয়া হার,
অনন্তের রচিয়া শয়ন।
অঙ্গে অঙ্গ পরশিয়া, সহাস্যে পরাণ দিয়া,
চির-তরে মুদি লো নয়ন

যবনিকা-পতন

[illegible]